

# কোড স্বরাজ

থেকে ক্ষেত্রের নোট  
স্ট্যান্ডার্ড সত্যগ্রহ



কার্ল মালামুদ  
স্যাম পিত্রোদা



# কোড স্বরাজ

থেকে ক্ষেত্রের নোট  
স্ট্যান্ডার্ড সত্যগ্রহ

## প্রাথমিক ব্যাপার

এই প্রকাশনার কোনো অধিকার সংরক্ষিত নেই এবং পাবলিক ডোমেইন-এ কাজে লাগানো হয়েছে।

দ্যা ওয়্যার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারটি অনুমতি সাপেক্ষে পুনর্মুদ্রিত হয়। ২০০৯ সালে অ্যারোন সোয়ার্টজের লেখাটি মূলত তার ব্লগে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তারপরে লরেল রুমা ও ড্যানিয়েল ল্যাথ্রপ, সম্পাদক, ওপেন গভর্নমেন্ট, ওরেইলি প্রচারের মাধ্যমে (সেবাস্তোপোল, ২০১১)।

মার্টিন আর লুকাস, ডোমিনিক উজস্টিক, বেথ সিমন নভেক, দর্শন শংকর, অনিরুখ দিনেশ এবং আলেকজান্ডার ম্যাকগিলিভরে প্রমুখদের লেখক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চান উক্ত পাঠ্য বিষয়ে তাদের মূল্যবান মতামতের জন্যে।

পয়েন্ট.বি স্টুডিও কর্তৃক প্রচ্ছদ নকশা ও পুনর্মুদ্রণে সহায়তা পাওয়া গেছে।

বইটির ফন্ট হল অল্পপূর্ণা SIL। এই বইটি HTML 5 -এ রচিত হয়েছে এবং CSS স্টাইল শীট এবং প্রিন্স XML প্রোগ্রাম ব্যবহার করে PDF-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে।

গান্ধীর ছবিগুলি কালেক্টেড ওয়ার্কস অফ মাহাত্মা গান্ধী (CWMG) থেকে গৃহীত হয়েছে এবং ইলেকট্রনিক সংস্করণ প্রাপ্তির কারণে লেখক সাবরমতী আশ্রমকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে ইচ্ছুক। ঐতিহাসিক ছবিগুলি ভারত সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে সংগৃহীত এবং অনলাইনে সেগুলিকে উপলব্ধ করার জন্য লেখক মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাতে চান।

এই বইয়ের জন্য উৎস কোড: <https://public.resource.org/swaraj>

Public.Resource.Org, Inc., সেবাস্তোপোল, ক্যালিফোর্নিয়া, ২০১৮ তে প্রকাশিত।  
কোনো স্বত্ত্ব সংরক্ষিত নেই।

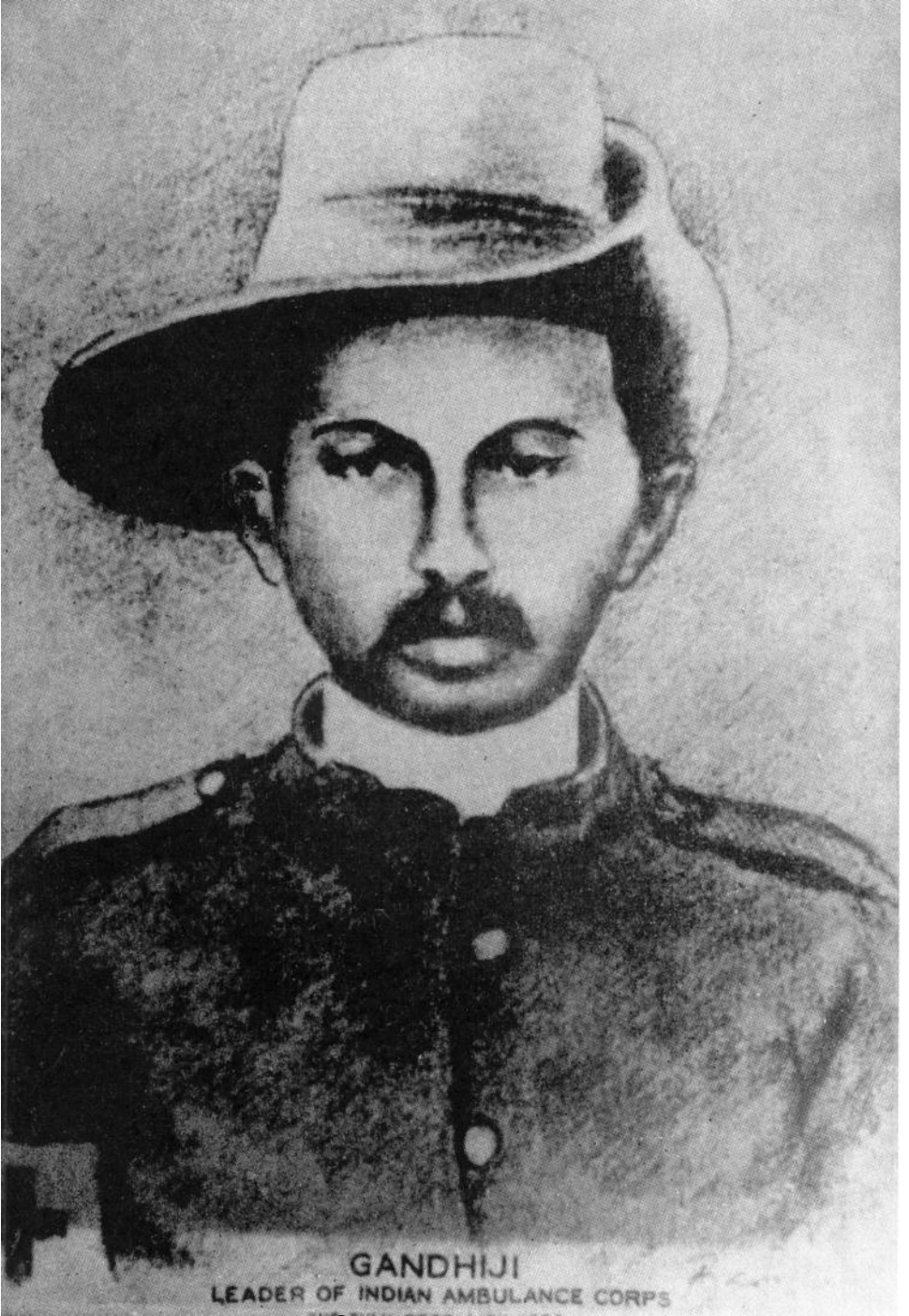
ISBN 978-1-892628-15-2 (পেপারব্যাক সংস্করণ)

10987654321

# কোড স্বরাজ

থেকে ক্ষেত্রের নোট  
স্ট্যান্ডার্ড সত্যগ্রহ

কার্ল মালামুদ  
স্যাম পিত্রদা



CWMG, খণ্ড- ৫, পৃঃ-৩৬৮, গান্ধী জি, ইন্ডিয়ান অ্যাম্বুলেন্স কর্পসের নেতা, ১৯০৬।

## সুচিপত্র

পাঠকদের প্রতি .....	1
স্যাম পিত্রোদা, আমেদাবাদ, ৩রা অক্টোবর, ২০১৬ ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া) এর সামনে বক্তৃতা পরবর্তী সংযোজিত কিছু মন্তব্য.....	9
কার্ল মালামুদ, ৫ই অক্টোবর, ২০১৬, এয়ার ইন্ডিয়া ১৭৩ বিমানের মধ্যে সবরমতি আশ্রম দর্শনের অভিজ্ঞতা .....	19
১৪ই জুন, ২০১৭, ইন্টারনেট আর্কাইভ, সান ফ্রান্সিসকো আমেরিকা ও ভারতে জ্ঞানের প্রাপ্যতা, ডঃ স্যাম পিত্রোদার মন্তব্য.....	35
ভারত ও আমেরিকায় জ্ঞানের প্রবেশাধিকার, কার্ল মালামুদ এর মন্তব্য .....	47
কার্ল মালামুদ, ন্যাশনাল হেরাল্ড, ৪ঠা জুলাই, ২০১৭, বিশেষ ৭৫ বার্ষিকী স্মারক সংস্করণ ডিজিটাল যুগে সত্যগ্রহঃ একজন ব্যক্তি কি করতে পারেন ? .....	59
হ্যাগিক গীকআপ (গীক পরিদর্শন করে সর্বজনীন বক্তৃতা), NUMA বেঙ্গালুরু, ১৫ই অক্টোবর, ২০১৭ তথ্যের অধিকার, জ্ঞানের অধিকার: ডঃ স্যাম পিত্রোদার মতামত.....	67
তথ্যের অধিকার, জ্ঞানের অধিকার: কার্ল মালামুদ-এর বক্তব্য.....	79
দ্য ওয়্যার, অনুজ শ্রীনিবাস, ২৬শে অক্টোবর, ২০১৭ (অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে) সাক্ষাৎকার: এই ছোট্ট USBটির মধ্যে ১৯,০০০ ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে। কেন একে সার্বজনীন করা হবে না ? .....	99
কার্ল মালামুদ, ক্যালিফোর্নিয়া, ৪-২৫শে ডিসেম্বর কোড স্বরাজের উপর নোট .....	121
পরিশিষ্ট: জ্ঞানের উপর টুইট .....	195
পরিশিষ্ট: স্বচ্ছতা কখন কার্যকর ? .....	199
নির্বাচিত পাঠ্যক্রম .....	211
লিংক কের টেবিল .....	221



CWMG, খন্ড - ৫ (১৯০৫-১৯০৬), ফ্রন্টিস্পিস, তারিখ বিহীন।



## পাঠকদের প্রতি

গত দুই বছরে আমাদের বক্তৃতা এবং বিবৃতিগুলির একটি রেকর্ড এই ফিল্ড -নোটগুলিতে উল্লেখিত আছে। আমরা যে কথাগুলি বলেছি তা সামান্য সংশোধন করা হয়েছে।

এই রেকর্ডটির সূচনা ভারতীয় প্রমান মান (Indian Standards) সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে যা আমাদের একত্রিত করেছে। ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত প্রায় 19,000 এই ধরনের নথি রয়েছে। এই মানদণ্ডগুলি প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে যা আমাদের বিশ্বকে নিরাপদ রাখতে পরিচালিত করে। সেই গুলি হল নিরাপত্তা সম্পর্কিত নানাবিধ আইন।

ভারতীয় প্রমান মান আধুনিক প্রযুক্তিগত জগতের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে যেমন: জনসাধারণের এবং ব্যক্তিগত ভবনগুলির নিরাপত্তা, কীটনাশকের নিরাপত্তা, কারখানাগুলিতে বস্ত্র উৎপাদন মেশিনের নিরাপত্তা, বিপজ্জনক পদার্থ পরিবহন, খাদ্য এবং মশলাগুলিতে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ, সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ইত্যাদি।

ভারতে সেই সমস্ত নথিগুলি বিশ্বের বাকি দেশগুলোর মতোই সেগুলির ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, এবং তাদের কাছে সহজলভ্য ছিল না যারা এই গুলি নিয়ে চর্চা করতে চেয়েছিল। এগুলি ছিল কপিরাইট, অযৌক্তিক অর্থের জন্য বিক্রি, এবং কঠোরভাবে প্রযুক্তিগত উপায়ে নিয়ন্ত্রিত সাপেক্ষ। আমরা সেই প্রমান মানগুলি ক্রয় করেছি, ইন্টারনেটে তাদের বিনামূল্যে ও অননুমোদিত ব্যবহারের জন্য পোস্ট করেছি এবং ভারত সরকারকে আমরা আমাদের কার্যের জন্য প্রথমে চিঠি দ্বারা অবগত করেছি, তার পর নিয়মমাফিক আবেদনের মাধ্যমে অবগত করেছি।

সরকার যখন প্রমান মানগুলির নতুন সংস্করণ প্রদান করতে অস্বীকার করে তখন দিল্লিতে আমরা নিউ দিল্লির মহামান্য হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলাম। আমরা এটিকে সত্যগ্রহের কর্মসূচি হিসাবে গ্রহণ করেছি, এটি "আত্মসত্য" অনুসরণে অহিংস প্রতিরোধের সুচিন্তিত কর্মসূচি। আমরা কোন দ্বিধা ছাড়াই স্বীকার করছি যে আমরা মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য এবং ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসের ছাত্র।

আমরা এই কর্মসূচি ভারতে ইঞ্জিনিয়ারদের শিক্ষা এগিয়ে নিয়ে যেতে, শহর ও নগরগুলিকে নিরাপদ রাখতে, নাগরিকদের অবগত করতে করেছি। আমরা এই কর্মসূচির জন্য কোনরকম ক্ষমাপ্রার্থী না। এই নথিগুলিতে হাজারো মতামত আছে। এই মূল্যবান তথ্যগুলির প্রচারের জন্য নিদারুণ গুরুত্ব দরকার ছিল।

আমরা একটি কারণের জন্য এই বই টিকে "কোড স্বরাজ" বলি। যখন আমরা "কোড" বলি, তখন আমরা সেই সোর্স কোড যা দিয়ে আমাদের কম্পিউটার চালিত হয়,

অথবা ইন্টারনেটকে সংজ্ঞায়িত করে এমন প্রোটোকলগুলির থেকেও বেশি বোঝাতে চেয়েছি। কোড দ্বারা কোনো নিয়মকানুনের পুস্তক, হয়তো বা এটি ইন্টারনেটের প্রোটোকলকে চালিত করে বা আমাদের আইন কানুনকে যা হল আমাদের গণতন্ত্রের পরিচালিত পদ্ধতি আমরা তা বোঝাতে চেয়েছি। একইভাবে, স্বরাজ হল স্ব-শাসনের নীতি, যেখানে সরকার হল জনগণের দ্বারা নির্ধারিত মালিক এবং আমাদের সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা শাসিত। কোড স্বরাজ মানে একটি উন্মুক্ত নিয়মের বই, যা জনগণের মালিকানাধীন এবং জনগণের কাছে পরিচিত।

একটি উন্মুক্ত নিয়মাবলীর বই ছাড়া, আমাদের আজকের যে ইন্টারনেট সেটি খুবই অনরকম হত। আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের সমস্ত পরিকাঠামোগুলো উন্মুক্ত এবং স্বচ্ছ নিয়মরীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া উচিত, যা যেকোন ব্যক্তিকে বুঝে নিতে শেখায় কীভাবে একটি ব্যবস্থা কাজ করে এবং কিভাবে এটিকে আরও সুন্দরভাবে গড়ে তোলা যায়। এই ধরনের একটি নীতিই হল গণতন্ত্রের মূল নীতি, এটা বলতে আমরা তথ্যকে গণতান্ত্রিক করে তোলা বোঝাই, যাতে সব বাধা পেরিয়ে জনগণ সেখানে প্রবেশ করতে পারে।

আমরা বিশ্বাস করি যে সমাজে প্রকৃত কোড স্বরাজ সহ আরও সংগ্রাম করার জায়গা রয়েছে, যেমন সকল মানবিক জ্ঞানের সর্বজনীন প্রবেশাধিকার অর্জন করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ইন্টারনেট আমাদের শিখিয়েছে যে একটি উন্মুক্ত পদ্ধতি আমাদের দুঃস্বপ্নের থেকেও আগে এগিয়ে যেতে পারে। এই শিক্ষাকে আরো বিস্তৃতভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যিক।

গান্ধীজির স্বাধীনতার আন্দোলন শুধুমাত্র ভারতের স্বাধীনতার জন্য ছিল না, এটি সমগ্র বিশ্বে স্ব-শাসন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং ঔপনিবেশিক নীতিগুলি বিলোপ করার জন্য ছিল। গান্ধীজির ধারণায় এবং উনি যাদের নেতৃত্ব দেন তাদের মধ্যে, সকলের জন্য সমান সুযোগ, তথ্যকে গণতান্ত্রিক করা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সাধারণ শুভ দিকগুলি প্রতিপালন করা ইত্যাদি নীতিগুলি গভীরভাবে আবদ্ধ ছিল।

আমাদের ব্যবহার করা কৌশলগুলি আমাদের আগে যারা এসেছে তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এমনকি যদি আমরা ব্যক্তিগতভাবে যে বিপদের সম্মুখীন হই, তা বিপজ্জনক হিসাবে কাছাকাছি না হলেও, আমরা ধারাবাহিকভাবে সংগ্রামের শিক্ষাকে হৃদয়গ্রাহী করেছি। বড় এবং ছোট উভয় সমস্যার ক্ষেত্রে সত্যগ্রহের কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে, কিন্তু যেটা বিষয়স্বরূপ সেটা হল আমরা সবাই গণতন্ত্রকে কাজে প্রয়োগ করার জন্য সংগ্রাম করি। একটি গণতন্ত্রে আমরা হলাম আমাদের সরকারের মালিক, এবং আমরা জনসাধারণের কাজে নিযুক্ত হওয়া না পর্যন্ত, আমরা নিজেদের এবং আমাদের শাসকদের শিক্ষিত না করা পর্যন্ত, আমরা আমাদের অবস্থান আমাদের বিশ্বের ট্রাস্টি হিসাবে সমর্পণ করবো।

আমরা এই বই-এ অধিক সংখ্যার আলোকচিত্র অন্তর্ভুক্ত করেছি। এই বই নানাবিধ তথ্যসমৃদ্ধ। কারণ আমরা আলোকচিত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত, আমরা কালেক্টেড ওয়ার্কস অফ মাহাত্মা গান্ধী এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের সংরক্ষণাগারগুলির পুরানো ছবিগুলি

## পাঠকদের প্রতি

দেখতে ভালবাসি। সমস্ত তথ্য সেখানে রয়েছে এবং এই বইটি নেট থেকে প্রাপ্ত উপাদান দ্বারা নির্মিত হয়েছে যেগুলি বিনামূল্যে সকলের জন্যে উপলব্ধ।

আমরাও আশা করি আপনি এই চমকপ্রদ সম্পদগুলি অন্বেষণ করতে সময় দেবেন এবং আপনার নিজের কাজের প্রয়োজনে উপাদানগুলি ব্যবহার করতে পারবেন। জ্ঞানের সার্বজনীন অধিগম্যতা হল মানবাধিকারের অধিকার, কিন্তু আমাদের শুধু জ্ঞান সঞ্চয় করলেই হবে না তার সাথে মিলনের পথেও আমাদের অবদান রাখার চেষ্টা করতে হবে।

আমরা উভয়ই প্রযুক্তিগত বিভাগের মানুষ। আমরা টেলিকমিউনিকেশন এবং কম্পিউটার নিয়ে সারা জীবন কাজ করেছি। ইন্টারনেট এমন এক বিস্ময়কর বিষয় যা সারা পৃথিবীকে বদলে দিয়েছে, তবে এটির আরও বেশি সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমরা অনেক বেশি লোককে দেখতে পাচ্ছি যারা আমাদের মত নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের দিন অতিবাহিত হচ্ছে নতুন অ্যাপ( app) বানানোর কাজে বা আরও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কাজ হাসিল করার সাধনাতো।

তাই ব্যবসায়ী জগতের অধিকাংশই সালিসি এবং একচেটিয়াকরণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সুবিধার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যেহেতু পৃথিবীতে আরও বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা আশা করি আমাদের সহকর্মীদের আরও বেশি সময় জনস্বার্থের কাজ করতে হবে এবং গাফীরা ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে হবে, যাতে আমাদের পৃথিবী আরও সুন্দর জায়গা হয়ে উঠতে পারে, এমন একটা পৃথিবী যেখানে ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে জনগণের মঙ্গল সাধনার প্রতি বেশি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

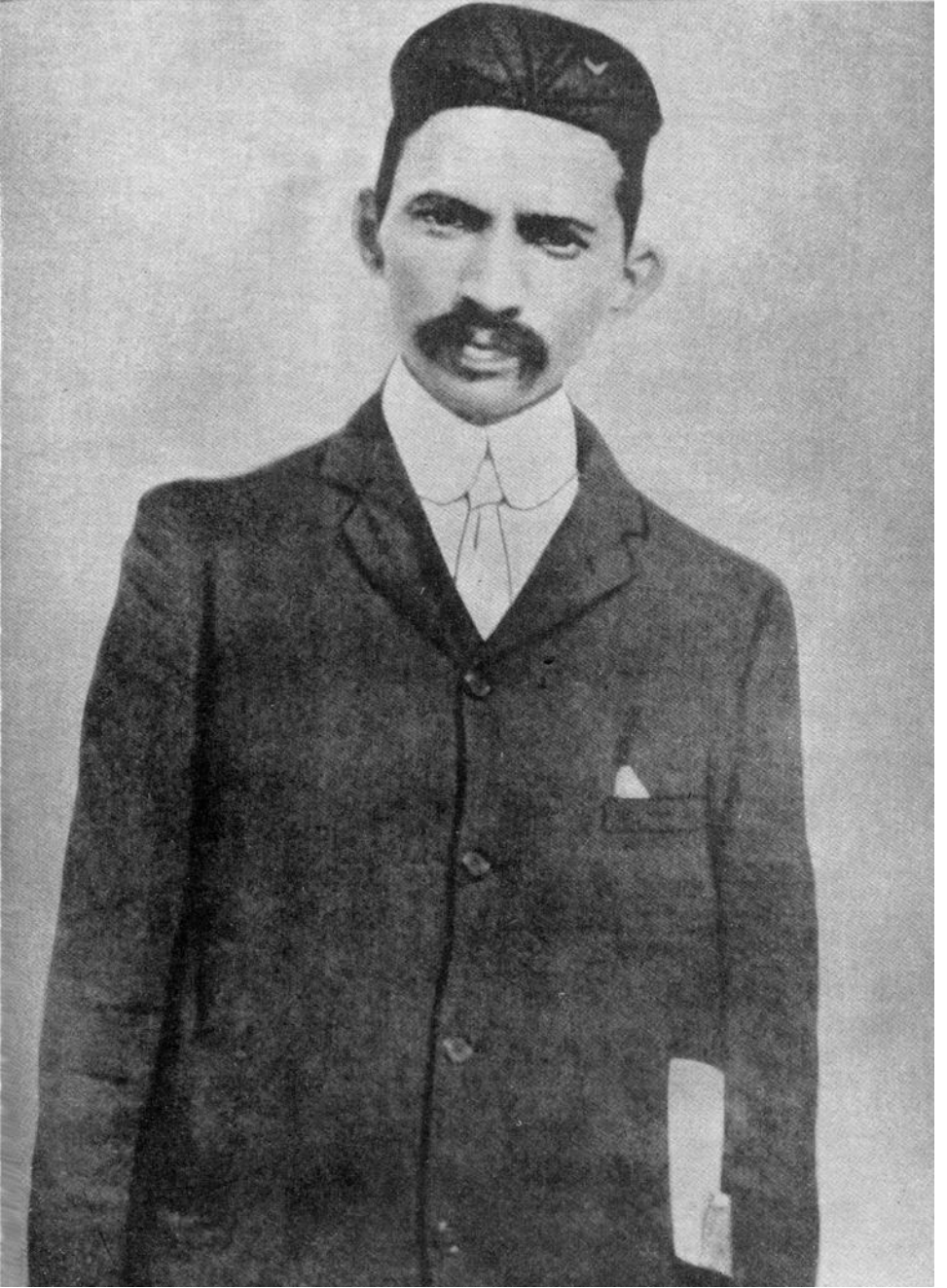
গণতান্ত্রিকরণ তথ্য কিছু লোকের কাছে আরামদায়ক লক্ষ্য বলে মনে হতে পারে, কষ্টের এই সময়ে গভীর মানুষের দ্বারা সাধনা যোগ্য নয়। একজন সংশয়ী সম্পাদক প্রশ্ন তুলতে পারেন মানুষ যখন উপবাসী এবং আমাদের পৃথিবী যখন ধ্বংসের মুখোমুখি তখন আমরা কিভাবে কম্পিউটার এবং নেটওয়ার্ক-এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারি ?

এর প্রতি আমাদের দুটি উত্তর আছে। প্রথমতঃ কম্পিউটার এবং নেটওয়ার্ক আমাদের কি কাজে লাগে। আমাদের পৃথিবীতে আমরা তাই করি যা আমরা পারি। কিন্তু আমাদের আসল উত্তর হলো যে জ্ঞানের উপলব্ধি হল প্রাথমিক ভিত্তি, তথ্যের গণতান্ত্রিকরণ হল শেষ উপায়, যা এমন এক ভিত্তি যার ওপর সমস্ত কিছু নির্মাণ করা যায়।

যদি আমরা এই ভিত্তি সঠিক জায়গায় স্থাপন করি, আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা আমাদের জগৎকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পারব, যেমনটি আমাদের অতীতে বহু শত বছর পূর্বে তারা তাদের জগৎকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পেরেছিল। আমরা আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার ব্যাপক ত্রুটিগুলি পরিবর্তন করতে পারি যা একটি সাধারণের ভালোর পরিবর্তে কিছুজনের হাতে সম্পদগুলির ক্রমবর্ধমান সমাহরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আমরা স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিবহণ, খাদ্য, এবং আশ্রয় প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করতে পারি। আমরা শিশুদের এবং নিজেদেরকে শিক্ষিত করে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করতে পারি। আমাদের সরকার কিভাবে

পরিচালিত হবে সে বিষয়ে আমরা ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করতে পারি। আমরা আমাদের পৃথিবীর যত্ন নেওয়ার মধ্যে দিয়েই শুরু করতে পারি। তথ্যের গণতান্ত্রিকরণ সারা পৃথিবীকে বদলে দিতে পারে। জ্ঞানের গণতান্ত্রিকরণ সারা পৃথিবীকে বদলে দিতে পারে। আসুন আমরা একসাথে সেই পথে যাত্রা শুরু করি।

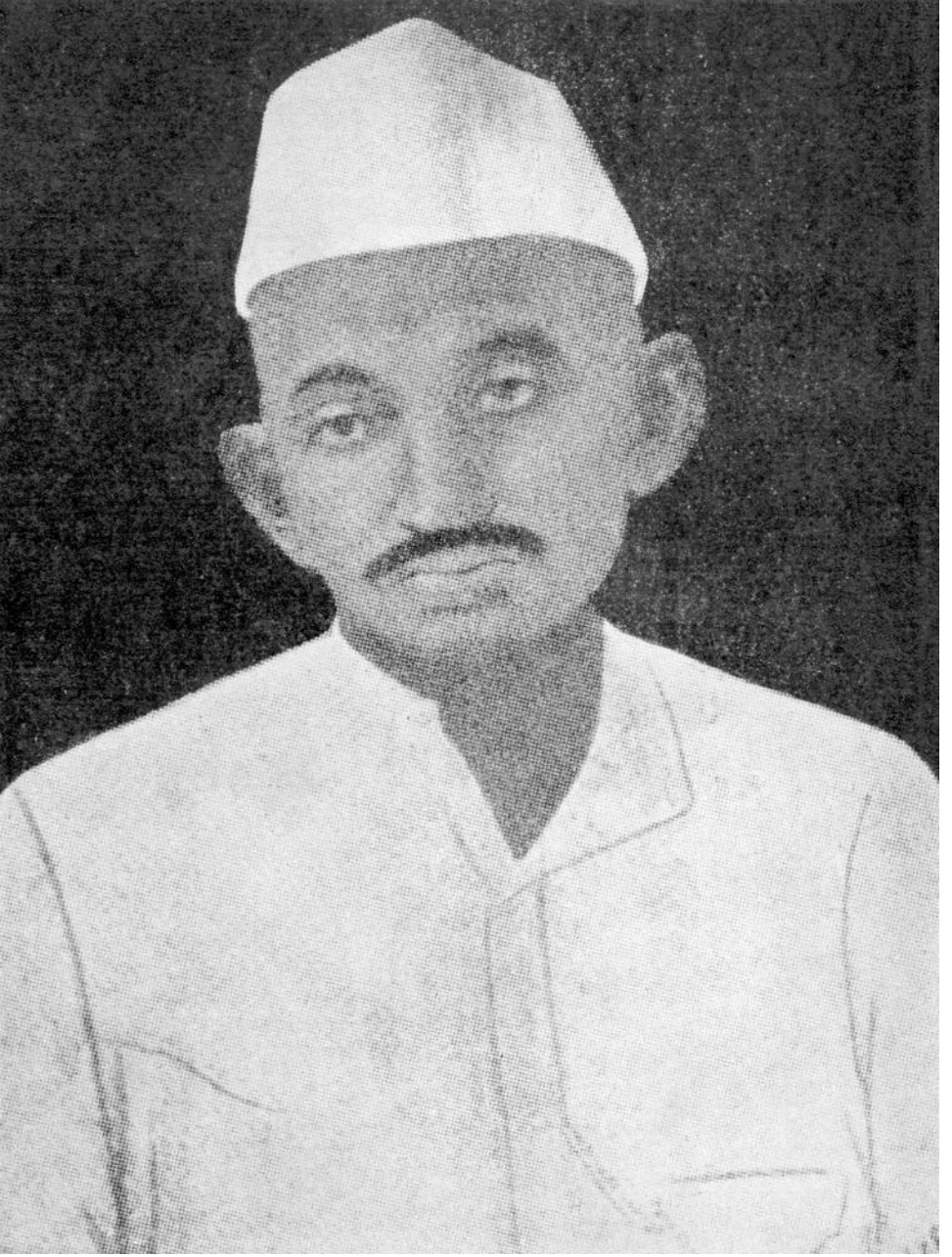
কার্ল মালামুদ ও স্যাম পিত্রদা



CWMG, খণ্ড- ৩ (১৮৯৮ - ১৯০৩), ফ্রন্টিস্পিস। ১৯০০ সাল; জোহানেসবার্গ



CWMG, খণ্ড- ৯ (১৯০৮-১৯০৯), ফ্রন্টিসপিস, ১৯০৯ সাল; লন্ডনে গান্ধীজি।



CWMG, খণ্ড-২০ (১৯২১), ফ্রন্টিসপিস, ১৯২১ সালে গাকীজি।





## ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া) এর সামনে বক্তৃতা পরবর্তী সংযোজিত কিছু মন্তব্য

স্যাম পিত্রোদা, আমেদাবাদ, ৩রা অক্টোবর, ২০১৬

[বক্তৃতা সমাপ্ত করেন]

ধন্যবাদ!

[সাধুবাদ]

আমার এক বন্ধু আছে যিনি গত ২৫-৩০ বছর ধরে ইন্টারনেটে কাজ করছেন। কার্ল হল সেই ব্যক্তি যিনি ইন্টারনেটে প্রথম রেডিও স্টেশন তৈরি করেন।

[সাধুবাদ]

এছাড়াও কার্ল হলেন এমন একজন সক্রিয় কর্মী যিনি সরকারী তথ্য গ্রহণ করেন এবং এটিকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেন। সরকার তাদের তথ্য জনগণের কাছে প্রকাশ করতে দিতে চায় না, তাই কার্ল একটি স্বনির্ভর অলাভজনক সংস্থা পরিচালনা করেন।

ভারতবর্ষে, উদাহরণস্বরূপ, শুধুমাত্র একটি ধারণা দেওয়ার জন্য বলছি, ঘরবাড়ি, নিরাপত্তা, শিশুদের খেলনা, মেশিন ইত্যাদির জন্য ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড—এ ১৯,০০০ মান রয়েছে। এই মানগুলি ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড দ্বারা প্রকাশিত হয় কিন্তু জনসাধারণের জন্য উপলব্ধ নয়। আপনাকে এটা কিনতে হবে।

আমরা মানগুলি সার্বজনীন করতে সারা বিশ্ব জুড়ে চাপ সৃষ্টি করছি। আমরা ভারতে মানগুলির একটি সেট কিনেছি এবং কার্ল সেটাকে ইন্টারনেটে দিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাতেই ভারত সরকার ভীত হয়ে বলেছিল, "আপনি এটি করতে পারেন না, এটি কপিরাইট" এটি পাওয়া যায়। এটা আপনার মান নয়। জনসাধারণের অর্থ ব্যয় করেছেন, তাই এটি জনসাধারণের মান এবং জনসাধারণের এটি সম্পর্কে জানা উচিত।

কিন্তু তারা এতে রাজি নন। তারা বলেন, "আপনি এটা করতে পারেন না। আপনাকে এর জন্য টাকা দিতে হবে।" আপনি যদি বিল্ডিং স্ট্যান্ডার্ড কিনতে চান তবে ১৬,০০০ টাকা লাগবে। ভারতের বাইরে থেকে যদি আপনি ইন্ডিয়ান বিল্ডিং স্ট্যান্ডার্ড কিনতে চান তবে ১৬০,০০০ টাকা লাগবে।

যদি আমি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর শিক্ষার্থী হই এবং বিল্ডিং স্ট্যান্ডার্ড সম্বন্ধে জানতে চাই, তাহলে আমাকে ভারত সরকারের কাছ থেকে এই মান কিনতে হবে। আমরা বলছি, "না, এটি জনসাধারণের তথ্য।" কার্ল এখন ভারতীয় সরকারের বিরুদ্ধে

মামলা দায়ের করেছে এবং আদালতে এই মামলা চলছে। আমরা বলছি, "এটি সর্বত্র, এটা সমস্ত জায়গায় প্রযোজ্য। এমনকি আমেরিকাতেও এটা প্রযোজ্য, কারণ সরকার এই সমস্ত বিষয় জানতে দিতে চায় না।"

এই লড়াই সব স্তরেই চলছে। আমরা এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও করছি, ইউরোপেও করছি।

[সাধুবাদ]

ডিজিটাল উন্নয়নের জন্য এই লড়াইয়ে আমাদের এমন মানুষজনের যোগদান প্রয়োজন। ডিজিটাল উন্নয়ন শুধু হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার সম্পর্কিত নয়, এটিও এই ধরনের উদ্যোগের উপরেও নির্ভরশীল। আপনার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যের মালিক কে? এটি সারা বিশ্বব্যাপী একটি বড় বিষয়। আপনি আপনার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে কি করবেন? এটা গোপনীয়তার বিষয়, স্বত্ব হরণের বিষয়। কিন্তু প্রধান চ্যালেঞ্জটা হলো সিস্টেমকে মুক্ত করা, তাহলেই উন্মুক্ত সরকার, উন্মুক্ত তথ্য, উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম, উন্মুক্ত সফটওয়্যার।

গতকাল আমি অহিংসার বিষয় নিয়েই গান্ধী আশ্রমে পুরো দিনটা কাটিয়েছি এবং গান্ধীজী হয়তো উন্মুক্ত সরকারি ক্ষেত্র পছন্দ করে থাকতেন। গান্ধী-জি হল পুরো ওপেন সোর্স সফটওয়্যার নিয়ে। গান্ধীজি হয়তো আজ টুইট করতেন। গান্ধীজি বেঁচে থাকলে আজ ফেসবুকে থাকতেন বা টুইট করতেন। গান্ধীজি থাকলে আজ নিশ্চয় ব্লগ করতেন, কারণ এগুলি মিডিয়া, প্রকাশনা, মুদ্রণ, সংবাদপত্র প্রেরণ সম্পর্কিত।

আমরা বলছি, সরকার এই তথ্য কিভাবে দখল করে রাখতে পারে? আমাদের এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। ডিজিটাল জগতে গান্ধীবাদি পন্থায় সত্যগ্রহ করুন। সত্যগ্রহ অর্থাৎ আদালতে মামলা করা, পিটিশন জমা করা, সরকারের কাছে ব্যাখ্যা করে বলা দরকার যে "আপনি ভুল, জনসাধারণ সঠিক। এগুলি জনসাধারণের তথ্য, আপনার নয়।" এটিও ডিজিটাল বিকাশের অংশ। অনেক মানুষ এটা বুঝতে পারবেন এমনটাই আমার বিশ্বাস।

এ জগতে মুষ্টিমেয় মানুষই এই সমস্যাটি সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন। অধিকাংশ মানুষই একটা ছোট অংশ করেন। আমাদের বন্ধুদের একটি গ্রুপ রয়েছে, আমি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব বোর্ডে যুক্ত আছি। বোর্ডে আমার সাথে আছেন ওয়েবের উদ্ভাবক টিম বার্নার্স-লি, আমি তার সাথেই প্রচারমূলক কাজ করি।

আর আমাদের বন্ধু উইনটন সিফ, যিনি আমাদের সাথে কাজ করেন, উনি হলেন ইন্টারনেটের জনক। টিম বার্নার্স-লি ওয়েবের জনক আর ভিন্ট হলেন ইন্টারনেটের জনক।

আপনাকে এই সব মানুষের সাথে থাকতে হবে। এদেরকে উপলব্ধি করার জন্য এদের সাথে আপনাকে কাজ করতে হবে আর এই সব পরিশ্রম করতে হবে ভালোবাসার

## ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া)

জন্য। এটি কোনো চাকরি নয়। কেউ আপনাকে ভিন্ট সিফের সাথে কাজ করার জন্য চাকরি দেবে না। কোন সরকারী পদাধিকারী নেই যিনি বলবেন, "নি, এখন আপনি ওয়েবের উদ্ভাবকের সাথে বন্ধুত্ব পাতান," কিন্তু আপনাকেই তা করতে হবে। কাউকে না কাউকে এটা করতে হবে।

কার্ল এবং আমি একসাথে অনেক সময় কাটিয়েছি। তিনি এখন ছয়-সাত দিনের জন্য আমার সাথে আছেন। তার কাছে ভারতের আদালতে মামলা দায়ের করাটা কোনো কাজই নয়। তিনি এখানে আসতে বা লড়াইটা করতে চান নি কিন্তু এটা করতেই হবে।

জনসাধারণের স্বার্থেই এটা করতে হবে। এটাকে জনস্বার্থ মামলা হয়ে উঠতে হবে। এরই অভাব রয়েছে এখানে আর সত্যিকারের ডিজিটাল ভারত গড়ে তুলতে হলে ডিজিটাল জগতে এমন গান্ধিবাদী সত্যগ্রহের আরো বেশি প্রয়োজন। ধন্যবাদ।

কার্ল, আপনি কি এখানে আসতে চান? কেউ আপনাকে একটু কিছু দিতে চায়-

[সাধুবাদ]

আমি ভুলে গিয়েছিলাম, কার্লের এই ছোট্ট প্যাকেজটা রয়েছে। এই ডিস্কে ভারতের স্বাধীনতার সময়ের ৯০,০০০ ছবি আছে।

[সাধুবাদ]

গান্ধীজি, নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু সবাই আছেন। আর রয়েছে স্বরাজ ভারতের উপর ৪০০,০০০ পৃষ্ঠার নথি আছে।

[সাধুবাদ]

এখানে ১৯,০০০ ভারতীয় মানগুলি রয়েছে।

[সাধুবাদ]

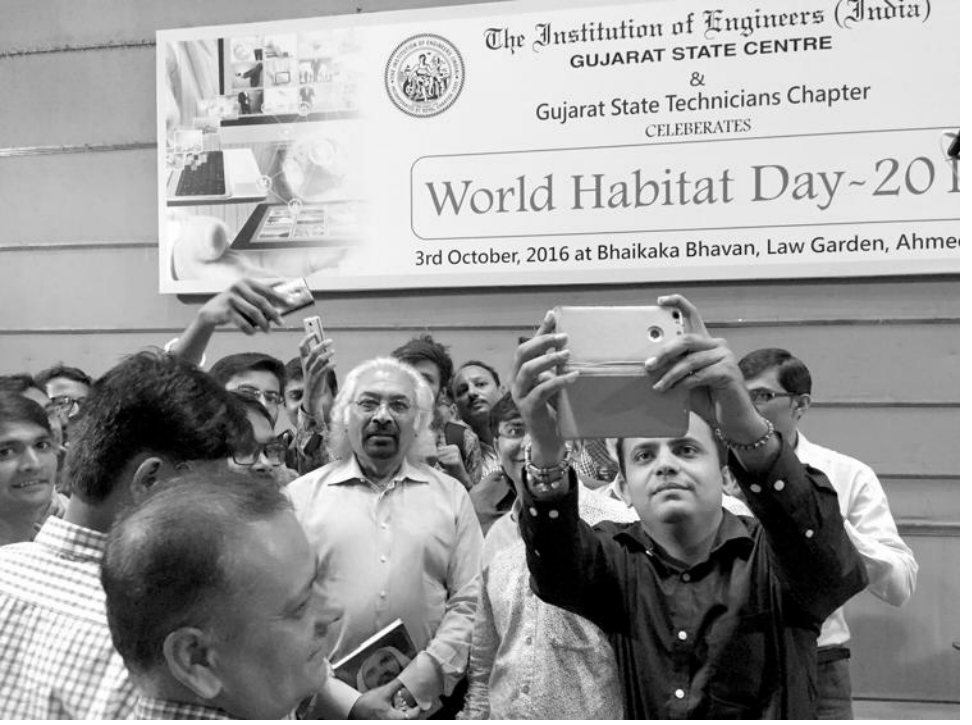
৪৩৫ গিগাবাইট মেমরির মধ্যে। আমি চাই, কার্ল, তাদের উপহার হিসাবে এগুলো দিক।

[সাধুবাদ]

[প্রতিষ্ঠানের সামনে ডিস্ক ড্রাইভ উপস্থাপনা]

[কার্লের সামনে পুষ্প প্রদর্শন]

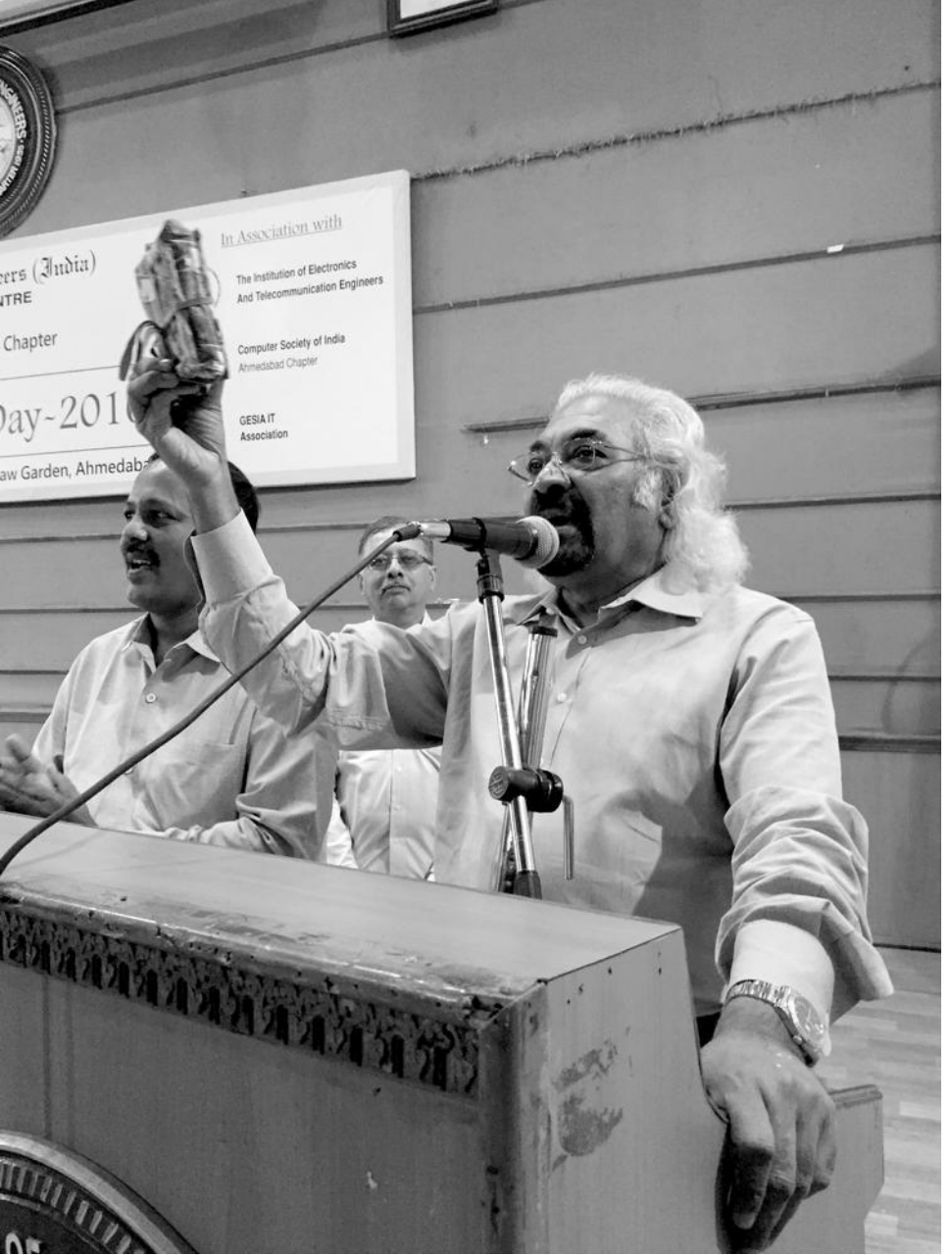
[প্রশ্নোত্তর পর্ব পরবর্তী অবসরকালে কার্ল সম্মানীয় অতিথিদের সাথে মঞ্চে বসার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন]



ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্সদের বাক্যালানের পর ছবির জন্য স্যাম পিত্রোদা দাঁড়িয়ে আছেন।



একটি সাধারণ বাক্যালান পরবর্তী মহড়া।



স্যাম হিন্দ স্বরাজ সংকলনের পাশাপাশি ১৯,০০০ ভারতীয় মানগুলি সহ এক টেরাবাইট ডিস্ক ড্রাইভ উপস্থাপন করেন।



গান্ধী বিষয়ক ১০টি ড্রাইভের মধ্যে ৪টি ড্রাইভ প্রস্তুত হচ্ছে। প্রত্যেকটি ১ টেরাবাইট ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল ড্রাইভে ১৯,০০০ মানসমূহ, মহাত্মা গান্ধীর কাজের সংকলন, ১২৯টি এয়ার ইন্ডিয়া ব্রডকাস্ট এবং ১২,০০০ ফোটোগ্রাফ রয়েছে।



প্রত্যেকটি ড্রাইভকে তুলোর মধ্যে মুড়ে গান্ধীজির হাঁটার একটি মুহূর্তের ছবি দিয়ে আবৃত করে  
বিশুদ্ধ লাল টেপের মধ্যে সুরক্ষিত করা হয়েছে।

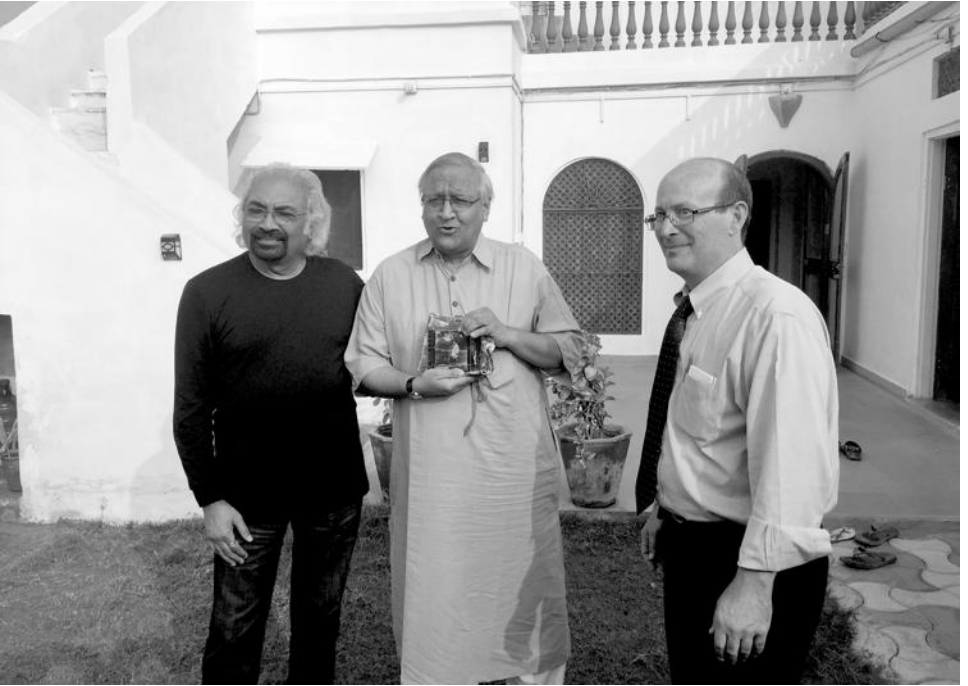


গুজরাট বিদ্যাপীঠের উপাচার্য অনামিক শাহকে কার্ল মালামুদের গান্ধী ডিস্ক ড্রাইভ প্রদান করা।





রাজস্থান কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে প্রদান করা।



বেয়ারফুট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী বাংকার রায়কে প্রদান করা।



গান্ধী ডিস্ক ড্রাইভের সাথে সবরমতী আশ্রমের দীনা প্যাটেল।

## সবরমতি আশ্রম দর্শনের অভিজ্ঞতা

কার্ল মালামুদ, ৫ই অক্টোবর, ২০১৬, এয়ার ইন্ডিয়া ১৭৩ বিমানের মধ্যে

আমাদের গাড়ি ভারতে আমেদাবাদের সবরমতী আশ্রমের দিকে যেতে যেতে সড়ক অবরোধের মুখে পড়েছিল। এই আশ্রমেই গান্ধী বাস করতেন এবং এখান থেকেই তিনি সমুদ্রের দিকে ঐতিহাসিক অভিযান শুরু করেছিলেন, ব্রিটিশরাজের আদেশ সরাসরি লঙ্ঘন করে লবণ তৈরি করেছিলেন, চূড়ান্ত ধাক্কার সেই সূচনাই অবশেষে ১৮ বছরের মধ্যে ভারতে স্বশাসন এনে দিয়েছিল।

আমাদের গাড়ীর সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে বসে আছেন গুজরাট (যার রাজধানী আমেদাবাদ) কংগ্রেস পার্টির সরকারী মুখপাত্র হিমাংশু ভায়াস। পেছনের আসনে আমার পাশে ছিলেন সাংসদ ও প্রাক্তন রেলমন্ত্রী দিনেশ ত্রিবেদী। তাঁর পাশে ছিলেন কিংবদন্তী মুখ্য প্রযুক্তি কর্মকর্তা ও দুই প্রধানমন্ত্রীর অধীনস্থ মন্ত্রিসভার মন্ত্রী স্যাম পিত্রোদা, যিনি প্রতিটি গ্রামে একটি দূরভাষ স্থাপন করে টেলিযোগাযোগে বিপ্লব এনেছিলেন।

আশ্রমের দরজাগুলিতে নিরাপত্তাব্যবস্থা অত্যন্ত জোরদার ছিল। দিনটা ছিল ২রা অক্টোবর, গান্ধীর জন্মদিন এবং জাতীয় ছুটি। গুজরাটের রাজ্যপাল এবং দেশের বিশিষ্টজনেরা তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী প্রার্থনা সভার মধ্যে হাজির ছিলেন।

আমাদের গাড়ী গেটের দিকে পৌঁছনো মাত্রই পুলিশ আমাদের ঘিরে ধরল, গাড়ির ছাদে হিংস্রভাবে আঘাত করতে করতে চিৎকার করে আমাদের ঘিরে যেতে বলছিল। হিমাংশু গাড়ির জানালাটা খুলে চিত্কার করে বললেন, "স্যাম পিত্রোদা! দিনেশ ত্রিবেদী! সাংসদ!"

গেটটি সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল এবং আমাদের গাড়িটি মাটির পার্কিং লটের মধ্যে দিয়ে দ্রুত চলে গেল এবং ভবনের কাছাকাছি যেখানে প্রার্থনা সভাটি চলছিল, সেখানে এসে থামল।

রাজ্যপালকে পাহাড়া দিয়ে আশ্রম থেকে বের করে নিয়ে যাবার জন্য ভবনের প্রবেশপথে রাজ্যপালের গাড়ি ও এক ডজন সেনাবাহিনীর গাড়ি প্রস্তুত ছিল। আমরা আমাদের গাড়ী থেকে নামার সাথে সাথেই স্যাম এবং দিনেশকে একদল মানুষ ছবি তোলার জন্য ঘিরে ধরল আর তাঁদের পুরনো বন্ধুরা ছুটে এল অভিবাদন জানাতে।

স্যাম এবং দিনেশ কোনোমতে সেই ভিড় থেকে নিজেদেরকে বের করে নিয়ে রাজ্যপালের দিকে শুভেচ্ছা জানাতে দ্রুত ছুটে গেলেন। আমি তাঁদের কাছাকাছিই থাকলাম যাতে নিরাপত্তাকর্মীরা আবার আমায় ধরে না ফেলে। রাজ্যপালের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পর স্যাম এবং দিনেশকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে প্রচুর মানুষ ছবি তুলতে এবং চিৎকার করে শুভেচ্ছা জানাতে লাগলো।

স্যামের আমাকে ভারতে নিয়ে আসার এবং এমন একটি বিশেষ দিনে আমাদের আশ্রমে আসার কারণ হল "গান্ধী, হিংসার উপর আলোচনা" শীর্ষক একটি কর্মশালায় যোগ দেবার জন্য। মাস দুয়েক আগে একদিন সন্ধ্যের কিছু পরে খুব উত্তেজিত এবং অস্থির অবস্থায় স্যাম আমায় যোগাযোগ করেন। সন্ত্রাসবাদীদের লাগাতার বোমাবর্ষণ, নিজেদের জনসাধারণের উপর রাষ্ট্রের হামলা, জনগণের পরস্পরের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি কথা বলছিলেন। "আমাদের কিছু একটা করতেই হবে," তিনি বললেন। তিনি আশ্রমে এই কর্মশালা আয়োজন করার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং আমি ভারতে আসতে পারব কিনা জানতে চাইছিলেন।

স্যাম বলেছিলেন যে তিনি চাইছেন আমাদের সাধারণ কথাবার্তার চেয়েও বেশি কিছু এখানে হোক, সারা বিশ্বের অবস্থার কথা ভেবে চিরাচরিত শোকপালনের থেকে আলাদা কিছু হোক। এই কর্মশালা থেকে তিনি একটি শান্তি আন্দোলনের সূচনা করতে চাইছিলেন, এমন একটি আন্দোলন যা গান্ধীর শিক্ষা এবং কৌশলগুলির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে এবং আধুনিক জগতের ভুল দিকগুলির বিরুদ্ধে লড়াই চালাবে।

যখন স্যাম আমাকে কিছু করার জন্য অনুরোধ জানায় তখন আমি অবশ্যই রাজি হই। পরের দিন স্যাম আশ্রমে যোগাযোগ করে এটা জানতে চেয়ে যে তারা আমাদের আশ্রয় দেবে কিনা এবং অন্যদিকে অন্যান্যরা আমাদের সাথে যোগদান করবে কিনা এই নিয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। আর আমি আমার ভিসার আবেদনের কাজ শুরু করলাম।

---

যখন স্যাম এবং দিনেশ তাদের গুণগ্রাহী জনতাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিলেন, আমি চারপাশের দৃশ্য ঘুরে দেখছিলাম। আশ্রমের ভবনের চারপাশে শ'য়ে শ'য়ে স্কুলপড়ুয়ার দল জড়ো হয়েছিল। একটি ভবনের বাইরে বাদ্যকারদের বসানো হয়েছিল, যারা গান্ধীজির পছন্দের ঐতিহ্যবাহী ভজন (প্রার্থনা গান) বাজাচ্ছিলেন। পড়ুয়ারা গোল করে মাটির উপর বসে ছিল। গান্ধীর বাসভবনের বাইরে দর্শকদের একটি বিশাল দল ভিক্ষা দেবার জন্য জড়ো হয়েছিল।

আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার সময় লাল জামা পরিহিত লম্বা এক যুবক আমার কাছে এসে নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি হলেন শ্রীনিবাস কোদালী, যার সাথে আমার ব্যক্তিগতভাবে কখনো দেখা হয় নি কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে ওনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছিলাম। শ্রীনিবাস একজন যুব পরিবহন ইঞ্জিনিয়ার যিনি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে একজন সহকারী হিসাবে আমার সাথে যোগ দেন। আমি তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাই এবং তাকে আমার কাছাকাছি থাকার জন্য সতর্ক করে দিই, যাতে সে আবার হারিয়ে না যায়।

স্যাম ভিড় থেকে নিজেকে বের করে নিয়ে কনুই দিয়ে দিনেশকে গুঁতো মেরে বলল, "চল যাই!" শ্রীনিবাস কোদালীকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আশ্রম, গান্ধীর বাড়ি এবং

## সবরমতি আশ্রম দর্শনের অভিজ্ঞতা

আশ্রমের বইঘর ছাড়িয়ে রাস্তায় যেখানে প্রাতরাশ হিসেবে ইডলি এবং উপমা পরিবেশিত হচ্ছে সেদিকে এগিয়ে গেলাম।

সকালের প্রাতরাশের পর আমরা প্রশাসনিক ভবনের দিকে আমাদের রাস্তা খুঁজে নিলাম যেখানে আমরা আমাদের কর্মশালাটা করব। মেঝের ওপর মাদুর বিছানো ছিল এবং পুরো বিষয়টা দেখার জন্য পড়ুয়া এবং অতিথিদের ভিড়ে বারান্দাটা ঠাসা ছিল। স্যাম ঘরের মাঝখানে মেঝেতে গিয়ে দাঁড়াল। দিনেশ এবং আমি তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। জায়গা ছিল খুব অল্প, কয়েক ডজন অংশগ্রহণকারীদের ভিড়ে পুরো ঠাসা ছিল।

আমার কাছেই ছিলেন আমাদের অতিথিসেবক, কার্তিকেয়া সারাভাই, একজন বিখ্যাত পরিবেশবিদ এবং ভারতের মহাকাশ কর্মসূচির নির্মাতার পুত্র। কার্তিকেয়া-জি আশ্রমের ট্রাস্টিদের মধ্যে একজন ছিলেন, সেদিনের জন্য আমাদের অতিথিসেবক ছিলেন। আমি মেঝের চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম বিশিষ্ট গান্ধীবাদি পণ্ডিত, সক্রিয়তাবাদী ব্যক্তি এবং ঐতিহাসিকরা ঘন সারিবদ্ধভাবে বসে রয়েছেন।

ঐতিহ্যবাহী দেশী সাদা খাদি পরিহিত আশুত মোদি মেঝে জুড়ে বসেছিলেন, যিনি ১৯৫৫ সাল থেকে আশ্রমে বসবাস করছিলেন এবং পদব্রজে সমগ্র ভারত ভ্রমণে বিনোদ ভাবার সাথে তিনিও যোগ দেন। তাঁর পাশে ছিলেন বিখ্যাত এলা ভট্ট, যিনি ১৯৭২ সালে স্বনির্ভর মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ডেসমন্ড টুটু ও অন্যান্যদের সাথে সদস্য হিসাবে যোগদান করেছিলেন।

এলা-জি এর পাশে বসে ছিলেন দীনা প্যাটেল, যার বাবা গত ৪০ বছর ধরে ১০০টি খন্ডে ৫৬,০০০ পৃষ্ঠার মহাত্মা গান্ধীর সংকলন বের করতে সাহায্য করেছিলেন। গত সাত বছর ধরে দীনা সাহিত্য রচনাগুলির একটি ইলেকট্রনিক সংস্করণ তৈরির লক্ষ্যে অত্যন্ত যত্নসহকারে এবং সঠিকভাবে অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশন (ওসিআর) পদ্ধতির মাধ্যমে মূল খন্ডের সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করে মহাত্মার কথার এক নিখুঁত সংস্করণ তৈরির জন্য কাজ করছিলেন।

দীনা, গান্ধীর উপর বিশ্বের শীর্ষ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একজন, দীর্ঘকাল ধরে তার সমস্ত লেখা নিয়ে কাজ করেছেন, আক্ষরিকভাবেই সংগৃহীত সমস্ত কাজের প্রত্যেকটি শব্দ পড়েছেন। কয়েকদিন আগে দিল্লিতে তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল এবং একের পর এক বই পড়ার পরামর্শ দিয়ে এবং নিজের জীবনের গল্প শুনিয়ে তিনি আমাকে অভিভূত করে দিয়েছিলেন যা আমি এখনো পড়ে উঠতে পারিনি। দীনা যেন গান্ধীর এক চলন্ত বিশ্বকোষ এবং এক দারুণ আবেগ ও আনন্দের সাথে তিনি তার গল্পগুলি শোনান।

আশ্রমে আসার আগের দিন ছোট একটি দল দেখা করেছিল, যখন স্যাম এবং আমি রাজস্থানে ছিলাম, যেখানে স্যাম রাজস্থান কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করছিলেন। জগতে হিংসার উপর আগের দিনের আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে কার্তিকেয়াজি সকালটা শুরু করলেন।

আমাদের মৌলিক দায়িত্ব হল জগতে হিংসার মূল উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা, গান্ধীর শিক্ষা থেকে আমরা কী শিখতে পারি তা অনুসন্ধান করা এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পরবর্তীকালে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে তা বিচার বিবেচনা করে দেখা। আমরা একদিনের মধ্যেই দেশব্যাপী হিংসার চটজলদি সমাধানের জন্য সেখানে হাজির হই নি বরং ব্যক্তি হিসাবে দীর্ঘ সময়ব্যাপী আমরা কি ধরনের কাজ করতে পারি এবং আমরা আমাদের কণ্ঠস্বরকে বাড়ানোর জন্য সামগ্রিকভাবে একত্রিত হতে পারি কিনা তা বিবেচনা করার জন্যই সেখানে ছিলাম।

আমি বেশ চিন্তিত ছিলাম। যেহেতু স্যাম রবিবার রাতে আমাকে অনেকটা দেরী করে ফোন করেছিলেন আর এই প্রশ্নটি নিয়ে আমি খুব গভীরভাবে ডুবে ছিলাম, একটা ডিস্ক ড্রাইভ থেকে আরেকটায় সরকারী তথ্য অনুলিপি করার দৈনন্দিন কাজের থেকে অনেক দূরে। যদিও বেশ কয়েক বছর ধরে আইনের শাসন, আরো বৃহত্তর বিষয় যেমন বিশ্ব শান্তি, হিংসা রোধ ইত্যাদি সম্পর্কে আমার খানিকটা ধারণা থাকলেও, গান্ধীর শিক্ষা আমার জ্ঞানের পরিধির বাইরে ছিল। আমার কোন যুক্তিযুক্ত উত্তর বা সুস্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি ছিল না।

আগের দিনের আলোচনায় কার্তিকেয়া-জিয়ের সংক্ষিপ্তসার অনুযায়ী তিনটি বিষয় উঠে এসেছে। প্রথমত, আমাদের সহনশীল হতে হবে এবং প্রকৃত বৈচিত্র্যকে আরো উত্সাহিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমাদের সহনশীল হতে হবে এবং প্রকৃত ভিন্নমতকে আরো উত্সাহিত করতে হবে। তৃতীয়ত, যদি আমরা সত্যিই কোন প্রভাব বিস্তার করতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই নির্ভীকতার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হবে। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই গান্ধীর শিক্ষার মূল।

সেদিন স্যাম পিত্রোদা আমাদের আলোচনার রাশ ধরলেন এবং ব্যাখ্যা করলেন কেন তিনি আমাদের একত্রে ডেকেছেন। তিনি যে বইটির উপর কাজ করছেন সেই বিষয়ে এবং অন্যান্য যে বিষয়গুলি তিনি আলোচনা করেছিলেন, তার বেশিরভাগই গত কয়েক মাসে আমি তার থেকে শুনেছি, তবুও আমি তার কথা শুনছিলাম। আমাদের জগতটাকে নতুনভাবে সাজাতে হবে, এটাই স্যাম এর বক্তব্যের মূল বিষয়। এটা শেষবার হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, যখন গড়ে ওঠে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি, যাদের সম্পর্কে আজ আমরা জানি। এই পৃথিবীটা গুটিকতক সমৃদ্ধ শক্তিশালী দেশ এবং অজস্র উপনিবেশ ও দারিদ্র্যজর্জরিত গণতন্ত্রবিহীন গরীব দেশের সমন্বয়ে এক "তৃতীয় বিশ্ব"এর সমাবেশে গঠিত, অন্তত এই ব্যবস্থার কারিগরদের এমনটাই অনুমান।

কিন্তু কেনিস, মার্শাল এবং অন্যান্যরা গান্ধীকে বিবেচনা করেন নি? গান্ধীর প্রচেষ্টা কেবলমাত্র ভারতকে স্বাধীনতার দিকে পরিচালিত করে নি, বরং এটা বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

আজ কোনো সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই। ইউরোপীয় ইউনিয়ন গ্রেট ব্রিটেনকে হারিয়েছে। ভারত ও চীন রেকর্ড হারে উন্নতি করেছে। তবুও তা সত্ত্বেও আমাদের বিশ্ব

## সবরমতি আশ্রম দর্শনের অভিজ্ঞতা

আর কাজ করছে না। এটা ভেঙে গেছে, স্যাম বললেন, কারণ এটা একটা ভিন্ন সময়, একটা ভিন্ন বিশ্বের জন্য সাজানো হয়েছিল।

ভারত উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদন করে, তবুও এক বিশাল জনসংখ্যা অনাহারে ভুগছে। সারা পৃথিবীতে, উপার্জনের বৈষম্য কম হওয়ার পরিবর্তে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রোগজ্বালা, অপরিষ্কার জল এবং দারিদ্র্য বিশ্বকে অনেক বেশি ভোগান্তি দিচ্ছে।

আর তার সাথে আছে হিংসা। অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এবং নিজের জনগণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের হিংসা। সম্ভ্রাসবাদের নৃশংস হিংসা, এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আরেক সম্প্রদায়ের হিংসা। ধর্ষণ, হত্যা এবং অবমাননার মত ব্যক্তি হিংসা।

স্যাম প্রযুক্তিগতভাবে আশাবাদী। তিনি বিশ্বাস করেন বর্তমান সময়ে আমাদের এক অতুলনীয় সুযোগ রয়েছে। আমরা রোগ নিরাময় করতে পারি। আমরা পরিষ্কার জল পেতে পারি। আমরা ইন্টারনেটকে উচ্চগতি সম্পন্ন এবং সার্বজনীন করে তুলতে পারি, আমরা বিনামূল্যে এটাকে দিতে পারি। আমরা বিশ্ব উষ্ণায়নের দিকটাও দেখতে পারি।

কিন্তু, এসব কিছু করার জন্য আমাদের অবশ্যই আমাদের শাসন ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণ করতে হবে, আমরা কিভাবে আমাদের বিশ্বকে পরিচালনা করব। স্যাম প্রায়ই বলেন যে, আমাদের কখনোই শুধুমাত্র মানবাধিকারের উপর নজর দেওয়া উচিত নয়, বরং আমাদের অবশ্যই মানবিক চাহিদাগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত।

স্যামের পর দিনেশ ত্রিবেদী বক্তব্য রাখলেন। পার্লামেন্টের দীর্ঘকালীন সদস্য এবং গভীর আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ব্যক্তি তিনি, স্যাম এবং আমি দিল্লীতে তার বাড়িতে থাকতাম এবং আমি গভীরভাবে তার প্রশংসা করেছিলাম।

দিনেশ বললেন, আমাদের আধুনিক বিশ্বের প্রধান সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হল এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে অন্ধভাবে ঘৃণা করে। এই ঘৃণা মানবিকতাকে মুছে দেয়, যার ফলে মানুষ মনে করতে থাকে যে তাদের আর কোনও দায়বদ্ধতা নেই, কারণ ঘৃণাটাই সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত। যারা এই হিংসার শিকার তাদের আরো অমানবিক করে দেয়, তাদের আর কোনো মানবিকতাবোধ কাজ করে না, তারা শুধুমাত্র অন্যদের ঘৃণা করতে থাকে।

এই হিংসা অনেক সময় জাতীয়তাবাদী বা জাতিগত পার্থক্য থেকে আবির্ভূত হয়, তবে প্রায়শই এটা ধর্ম থেকে আসে। দিনেশ বলেন, আমাদের নিজেদের মধ্যে খেয়াল রাখতে হবে, বিশ্বের প্রয়োজন ধর্মীয় চর্চা নয় বরং আধ্যাত্মিকতার চর্চা। এটা আগে আমাদের নিজেদের পরিবর্তন করতে হবে, তাহলেই অন্যদের পরিবর্তন হবে।

তারপর দিনা প্যাটেল বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, হিংসা বন্ধ করার জন্য আপনি আগে নিজেকে সংযত করুন। তিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়কার সেই যুবকের গল্প বলেছিলেন, যিনি আইনস্টাইনকে কী করবেন জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন। আইনস্টাইন একটি সহজ উত্তর দিয়ে লিখেছিলেন: "গান্ধীকে অনুসরণ করুন।"

ছেলেটি অবাক হয়ে আইনস্টাইনকে আবার ঘুরিয়ে চিঠি লিখে এর অর্থ জানতে চাইল। আইনস্টাইন জবাব দিলেন, "আইন অমান্য কর।" সেই ছেলে তিন বছরের জন্য জেলে গিয়েছিল। সেই ছেলেই হল জিন শার্প, অহিংস নেতৃস্থানীয় প্রচারকদের অন্যতম একজন, যার কাজ সারা বিশ্বে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবকে প্রভাবিত করেছে।

তারপরের কথোপকথন মোটামুটি একটি হতবুদ্ধি গতিতে চলতে থাকে। আমি কিছু নোট নিয়েছি, কয়েকটি ছবি তুলেছি আর সংক্ষেপে কিছু কথা টুইট করেছি যাতে সারা পৃথিবীর মানুষ এর কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে একটা ধারণা পায়। আমি কি বলব তা নিয়ে আমি বেশ চিন্তায় আছি, আমার হাতে লেখা নোটের কাগজের উপর হিজিবিজি কেটে চলেছি আর যে সমস্ত বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের বই পড়ে আমি গুণমুগ্ধ তাদেরকেও চিন্তার ভারে একই কাজ করতে দেখে আমি একটু সান্ত্বনা পাচ্ছি।

সুষমা ইয়েঙ্গার, যিনি গুজরাট রাজ্যে একটি প্রগতিশীল সংগঠন তৈরি করে গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর হতে সাহায্য করেছিলেন, নারীদের উপর হিংসার বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন, আমরাও কিভাবে প্রায়ই নীরব থেকে এই হিংসাকে বৈধ করে তুলি তাও বললেন। তিনি বললেন, আমাদের কারণগুলির একটি অনুক্রম তৈরি করতে হবে, কারণ হিংসার কিছু রূপ অন্যগুলির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। আমরা সবাই প্রায়ই যৌন হয়রানি এবং এমনকি ধর্ষণকেও বৈধ করে তুলি, কিন্তু যখন একজন নারী প্রতিক্রিয়া জানান এবং প্রতিরোধ করেন, তখন আমরা নড়েচড়ে বসি বা সেই ব্যক্তিকে অপরাধী বলে গণ্য করি।

গান্ধী সর্বদা হিংসার প্রতিক্রিয়ায় হিংসার সমালোচনা করেছেন। ব্রিটিশ রাজের ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা ও নিপীড়ন সত্ত্বেও, দেশের জনগণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের কাঠামোগত হিংসার পরেও, তিনি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সমালোচনা করেছিলেন। গ্রেট কলকাতা হত্যায়জ্ঞের সময় যখন মানুষ একে অপরকে হত্যা করতে শুরু করে এবং ১৯৪৬ সালে বিহার দাঙ্গার পর, গান্ধী অনশন শুরু করেন, যতক্ষণ না এটা থামবে ততক্ষণ অবধি প্রয়োজনে তিনি আমরণ অনশন করবেন, এমন শপথও তিনি করেছিলেন।

"দ্য আফ্রিকান এলিমেন্ট ইন গান্ধী" নামে চিত্তাকর্ষক বইয়ের লেখক অনিল নৌরটিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসঙ্গে সহিংসতার কাঠামোগত রূপ, জাতিবিদ্বেষ পদ্ধতি, সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর হিংসা এবং নেতাদের সিদ্ধান্তের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, যেমন ম্যান্ডেলার শক্তির সাথে শক্তির মিলিত হবার কথা। আফ্রিকার অন্যান্য নেতাদের মত ম্যান্ডেলা অবশ্যই গান্ধীর শিষ্য ছিলেন।

গান্ধী তাঁর অনুগামীদের সাথে ক্রমাগত বিতর্ক করেছিলেন যে, অনমনীয় একপুঁয়েপনার বিরুদ্ধে কিছু হিংসার প্রয়োজন আদৌ আছে কিনা। নেলসন ম্যান্ডেলা লিখেছেন যে, গান্ধীর লেখাগুলো পড়ার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, তাদের অবশ্যই সাধারণ প্রতিবাদের চেয়ে বেশি কিছু করতে হবে, যুদ্ধে তাদের জীবনের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য তাদের বিভিন্ন ধরনের অন্তর্ধাতামূলক হিংসাত্মক পদ্ধতিকে বেছে নিতে হবে।



## সবরমতি আশ্রম দর্শনের অভিজ্ঞতা

১.৩ মিলিয়ন মহিলার এক সমিতি, স্বনির্ভর মহিলা সমিতির নির্মাতা এলা ভট্ট এরপর বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, শান্তি একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য। আমরা কখনও এটা অর্জন করেছিলাম বা কখনও করতে পারব কিনা সেটা কোন আলোচ্য বিষয় নয়। এর জন্য সংগ্রাম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে কারণ অন্ধকার বারবার সহ্য করা যায় না।

এলা তখন শুধুমাত্র গান্ধী নয় বরং রাজার কথাও বলছিলেন, অহিংসা শুধুমাত্র হিংসার অনুপস্থিতি নয়, এটি প্রেমেরও উপস্থিতি। রাজার উপদেশবাণী এবং বক্তব্যে প্রায়ই এই সুর ধ্বনিত হত যে "ঘৃণা পারে না ঘৃণাকে সরাতে, একমাত্র ভালোবাসাই তা পারে।" এক বাঁক মতামত যেন ধেয়ে এল এলার বক্তব্যের পর, তিনি সবসময় মানুষকে ভাবাতে বাধ্য করেছেন এবং এই ঘরের আলোচনা থেকে উঠে এল যে কাঠামোগত এই হিংসার শেকড় অনেক গভীরে, বোমাবন্দুকের চাইতেও এর উৎস সমাজ কাঠামোর অনেক গভীরে।

পরবর্তী বক্তা ছিলেন অনামিক শাহ, যিনি ছিলেন গুজরাট বিদ্যাপীঠের উপাচার্য এবং পরে ১৯২০ সালে একে "গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়" নামে প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়টি সমস্ত পঠনপাঠনের মাধ্যমে গান্ধীয় মূল্যবোধকে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করে। পঠনপাঠনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ভাবে চড়কা কাটা এবং শারীরিক শ্রমের কাজ করতে হয়।

অধ্যাপক শাহ স্বাস্থ্যসেবায় হিংসার প্রসঙ্গে বললেন কিভাবে মানুষ প্রয়োজনীয় ওষুধ কিনতে না পেরে মারা যাচ্ছেন। তিনি বললেন কিভাবে সারা বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক বৈষম্যের যুগে মানুষকে তার চাহিদা থেকে বঞ্চিত করে অর্থনৈতিক হিংসা শিকড় বিস্তার করছে।

কোথাও সম্পত্তি পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে, কিভাবে মানুষ নিজেদের পরিচালনা করে এক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপন করেছে এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রে হিংসাকে সরকার মোকাবিলা করেছে তা উদাহরণ দিয়ে অনামিক-জি বোঝান। জাপানে পেটেন্ট সিস্টেম সংশোধন করা হয়েছে যাতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অ-বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে পেটেন্ট আর কার্যকরী না হয়। অর্থাৎ সরকার বা কোন সংস্থা যদি জনগণের মধ্যে বিতরণ করার জন্য যদি কোনও ঔষধ তৈরি করতে চায়, তবে তারা তা করতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেটেন্ট বিষয়ক আমার দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানের বাধ্যতামূলক প্রাপ্যতা সম্পর্কে কখনো শুনিনি এবং আমার এই ধারণাটিকে খুব আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে। সারা দিন ধরে এই ধরনের অন্তর্দৃষ্টিমূলক জ্ঞান আমার কাছে আসছে। একের পর এক মানুষ যত্নের সঙ্গে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা, গান্ধী দর্শনের অন্তর্দৃষ্টি এবং আমাদের আধুনিক বিশ্বে সেই পাঠের প্রয়োগের উপর আলোকপাত করে চলেছেন।

গান্ধীর উপর শীর্ষস্থানীয় ঐতিহাসিক অধ্যাপক সুধীর চন্দ্র সংক্ষেপে আমাদের কর্তব্যগুলি একত্রিত করলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলছিলেন, দিল্লী শহরের মানুষ কিভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং জনগণের নামে নামাঙ্কিত রাস্তায় নেমে আসেন এবং

বর্তমান ঘটনা অনুযায়ী সেগুলির নতুনভাবে নামকরণ করেন। অধ্যাপক চন্দ্র এই প্রবণতাকে "বর্তমানকে সংরক্ষণের জন্য সমাজ" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যেমনভাবে স্নেট ব্যবহার করে আর রোজ পড়ার পরে সেটা মুছে ফেলে, তেমনভাবে আমাদের ইতিহাস চর্চা করা উচিত নয়। আমাদের ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং সেখান থেকে শিখতে হবে।

---

নিকটবর্তী ক্যান্টিনে লুচি তরকারি, ধোকলা এবং মাখন দুধ দিয়ে মনোরম দুপুরের খাবারের পর আমরা আবার আশ্রমে ফিরে এলাম। আমায় কিছু বলার জন্য বলা হলে আমি আমার সাহস সঞ্চয় করলাম। কিছুই তেমন রেকর্ড করা হয় নি আর পরের দিন শুধুমাত্র দু'পাতার হাতে লেখা হিজিবিজি নোট নিয়ে আমি বেরিয়ে গেলাম, কিন্তু বাড়ি থেকে ১৭ ঘন্টা বিমান চড়ে এসে জগতে হিংসার সাথে আইনী শাসনের সূত্রায়নের প্রচেষ্টাকে নতুনভাবে সাজানোর সুযোগ পেলাম।

১৯৬৩ সালে জন এফ কেনেডি ল্যাটিন আমেরিকার এক কূটনীতিক দলকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "যদি আমরা বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ পথকে অসম্ভব করে তুলি, তবে বিপ্লবের সহিংস পথ অনিবার্য।"

জন এফ কেনেডি এক পাগল ব্যক্তির সহিংস কার্যকলাপে নিহত হন, কিন্তু পাঁচ বছর পর মার্টিন লুথার কিং ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলার সময় তাঁর সেই কথাগুলি বলেন। কিং বলেন, ভিয়েতনামের যুদ্ধ ভিয়েতনামের জনগণের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক এক জঘন্য ঘটনা।

তিনি এটাও বলেন যে, আমেরিকান ছেলেমেয়েরা, যারা এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য উপলব্ধি বা সমর্থন কোনোটাই করে না, অথচ যাদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তাদের প্রতিও এক হিংসামূলক জঘন্য কাজ ছিল এটা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালো চামড়ার নারীপুরুষদের উপরে যে তীব্র হিংসা চলে, তার উপরেও রাজা জোর দিয়েছিলেন।

রাজা বলেন, কেনেডি যে সমস্ত মাধ্যমের কথা বলতেন, আমরা তা নষ্ট করে ফেলেছি, তিনি এক "মূল্যবোধের আমূল বিপ্লব"-এর কথা বলতেন। তিনি বলতেন, আমরা যদি সমাজের মূল সমস্যাগুলির সমাধান করতে চাই, তবে "আমাদের বস্তুভিত্তিক সমাজ থেকে ব্যক্তিভিত্তিক সমাজের দিকে যেতে হবে।" রাজা বলতেন, আমাদের অবশ্যই এই বিশ্বকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলতে হবে।

এই ধরনের কাঠামোগত পরিস্থিতিকে সম্বোধন করে আজকের বিশ্বে নিজেদের খুঁজে পাবার একমাত্র উপায় হল নিজেরাই নিজেদের পরিচালন পদ্ধতিকে পরিবর্তন করা। আইনী শাসনের সাহায্যে আমরা এটা করে থাকি। মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্র এবং সংবিধানের ১৩তম সংশোধনীর পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দাসব্যবস্থার অবসান ঘটে।

## সবরমতি আশ্রম দর্শনের অভিজ্ঞতা

দাসব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক অবসান অবশ্যাম্ভাবী ভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভাগচাষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জায়গা তৈরি করে দিয়েছিল। ভারতে কৃষকদের বাড়িতে ভাগে নীল চাষ করতে হত এবং বিদেশের সাথে এই চুক্তিপত্রের বিরুদ্ধে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় লড়াই করেছিলেন। অনিচ্ছাকৃত দাসত্বের এই প্রথাটি কেবলমাত্র ভারতেই বন্ধ হয়, 'গারমিটি' নামে পরিচিত নির্মম এই ব্যবস্থাটি অবশেষে ১৯১৭ সালের ভারতীয় অভিবাসন আইনের মাধ্যমে বেআইনী ঘোষিত হয়।

ভোটাধিকারের লড়াই কেবলমাত্র ভোটাধিকার অর্জন করেই শেষ হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের লড়াই শেষ হওয়ার পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভেদীকরণের বিষয় আলোচিত হতে শুরু করে, ১৯৬৪ সালে নাগরিক অধিকার আইনটির সংশোধনী শুরু হয়। একটি সংগ্রাম শেষ হবার সাথে সাথে আরেকটি শুরু হয়।

কোনো ক্ষেত্রেই এই সমস্যাগুলির সম্পূর্ণ সমাধান হয়নি, তবে লাগাতার সংগ্রামের অংশ হিসাবে প্রচার অভিযান রূপে এগুলি আলোচিত হতে পারে। দাসত্ব আজও আমাদের বিশ্বে বিদ্যমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সার্বজনীন ভোটাধিকার দাবি করছে, যদিও ভোটার কর (poll tax) এখন বৈষম্যমূলক ভোটার সনাক্তকরণ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, যা ভোটার জালিয়াতির অস্তিত্বহীন সমস্যাকে প্রশমিত করার জন্য কিছুই করে না, বরং কেবলমাত্র সক্রিয়ভাবে ভোটারদের ভোট দেওয়ার জন্য নিরুৎসাহিত করে।

যদিও আমরা কখনই আমাদের বিশ্বকে নিখুঁত করতে পারব না, যদিও আমরা সবসময় অন্যের ত্রুটি বিচ্যুতিই খুঁজে পাব, তবুও আমাদের কাছে থাকা অস্ত্রগুলিকে অবশ্যই আমাদের কাজে লাগাতে হবে, যার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হল আইনের শাসন। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে, আমরা আমাদের সরকারের মালিক। একজন মানুষ হিসাবে আমরাই আমাদের নিয়ম এবং বাধ্যবাধকতা নির্মাণ করি। যেহেতু আমাদের সরকারগুলিকে প্রায়শই ধরা ছোঁয়ার বাইরে এবং দায়িত্বহীন (এবং প্রায়শই প্রকৃতই ধরা ছোঁয়ার বাইরে এবং দায়িত্বহীন) বলে মনে হয়, যখনই আমরা আমাদের মালিকানা দাবি করব এবং আইনের শাসনকে আহ্বান জানাবো, তখনই প্রকৃত পরিবর্তনের শুরু হতে পারে।

আইনের শাসনের তিনটি নীতি আছে। প্রথমতঃ আইনটি আগে থেকেই লিখিত হতে হবে, যাতে আমরা সময়মতো আগে বা পরে একে পরিবর্তন করে নিতে না পারি এবং এধরনের কাজগুলি ভূতপূর্ব ভাবে অবৈধ বলে ঘোষণা করি। এই নীতি সম্পর্কে বলতে গিয়েই জন অ্যাডামস আলঙ্কারিকভাবে বলেছিলেন যে আমরা আইনের এক সাম্রাজ্যে বাস করি, মানুষের দেশে নয়।

দ্বিতীয় নীতিটি হল আইনকে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। এমন একটি বিশ্ব চাই যেখানে আইনী অজ্ঞতা যেন কোনও অজুহাত না হয়, এই নীতিটি খুব স্পষ্ট এবং সহজ মনে হলেও আমি নির্মম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যা শিখেছি তা হল প্রচারের এই গুরুত্বকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লঙ্ঘন করা হয়।

আইনকে লিখিত এবং তারপর প্রকাশ করার প্রথম দুটি নীতি প্রয়োজনীয় হলেও পর্যাপ্ত নয়। আমেরিকার দক্ষিণে শ্বেতাঙ্গদের লাঞ্ছ কাউন্টারগুলিতে কৃষাঙ্গ মানুষেরা খেতে পারবেন না, এমন একটি আইন কেউ ধারণ করে উপরোক্ত দুটি নীতি মেনে এই আইনকে সর্বজনবিদিত করতে পারে। কিন্তু এটি কেবলমাত্র আইনের নিয়ন্ত্রণ, আইনের শাসন নয়।

তৃতীয় নীতি হল আইনগুলি হবে সর্বজনীন, শুধুমাত্র কোনো একজন ব্যক্তি বা এক গোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য হবে না। যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকায় "ভারতীয় এবং এশিয়াবাসী"দের এক পাউন্ড তালিকাভুক্তিকরণ কর দিয়ে নিজেদের তালিকাভুক্ত করা বাধ্যতামূলক ছিল এবং তার প্রমাণপত্র সবসময় সঙ্গে বহন করতে হত, এটা ছিল আইনের শাসনের একদম বুনিয়াদি লঙ্ঘন, এর বিরুদ্ধে গান্ধী তার সত্যাগ্রহ কায়দায় লড়াই চালিয়েছিলেন।

আমাদের আধুনিক বিশ্বে এটা স্পষ্ট যে, যেখানেই হিংসা সেখানেই তার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে, স্যাম যে হিংসার কথা বলেছেন, রাষ্ট্রীয় হিংসা, সম্ভ্রাসবাদের হিংসা, প্রতিবেশী ও পরিবারের প্রতি জনসাধারণের হিংসা। কিন্তু শারীরিক হিংসার চেয়েও আরো বেশি কিছু আছে। আমাদের এই গ্রহের প্রতি বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং দূষণের মত একটি মারাত্মক হিংসা রয়েছে। একদিকে খাদ্য উৎস অন্যান্যদিকে দুর্ভিক্ষ, জলের আকাল, রোগব্যাধি-এসবই হিংসা।

আইনের শাসন বলে যে, আইনটি যেন সবার প্রতি সমানভাবে প্রয়োগ করা হয়, তবে বর্তমানে এটা হয় না। আমাদের এই সমস্যা সারিয়ে তুলতে হবে, আমাদের আরো চেষ্টা প্রয়োজন। আর্থিক এবং রাজনৈতিক সুবিধার ক্ষেত্রে আমাদের সমতা প্রয়োজন। সরকারী কাজের ধাঁচের পরিবর্তন করে, এই বিশ্বে নতুনভাবে সাজিয়ে তুললেই, একমাত্র বর্তমান সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়ানো যেতে পারে।

ইন্টারনেটের দুনিয়ায় আমাদের আরেকটি দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন, তা হল জ্ঞানলাভের সমতাবিধান। ইন্টারনেটের অনেক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের একঘরে করে রাখা হয়েছে, প্রাচীরঘেরা বাগানের ভেতর একে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, আমাদের নিজেদেরকে শিক্ষিত করার জন্য বেসরকারি সংস্থার থেকে লাইসেন্স নিতে হয়। সর্বজনীন জ্ঞানলাভ আমাদের সময়কার এক মহান প্রতিশ্রুতি, আমাদের প্রজন্মের সামনে এটি একটি বড় প্রতিজ্ঞা। আমাদের সামনে এটা একটা সুযোগ, এর উত্তরাধিকার আমরা ভবিষ্যতের জন্য ছেড়ে যেতে পারি, গণতান্ত্রিক সমাজের অংশ হিসেবে আমরা সবাই যদি নিজেদের কিভাবে পরিচালনা করব এই প্রশ্নের মুখে দাঁড়াই, তবে মহান সাম্যবাদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হতে পারে।

---

গত ২০১৬ সালের শেষের দিকে স্যামের সাথে সফর আমার চোখ খুলে দেয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০ বছরের সংগ্রামের এটা প্রতিষেধক ছিল, যেখানে আমার বিরুদ্ধে আইন পোস্ট করার জন্য মামলা করা হয়েছে, জননিরাপত্তা বিধি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয়

## সবরমতি আশ্রম দর্শনের অভিজ্ঞতা

বিচারপতিদের আদেশনামা এসেছে। এই সফরটি ভারতে মানুষের জীবন সম্পর্কে আমার চোখ খুলে দিয়েছে কিন্তু আমাকে এই ভরসা দিয়েছে যে, যদি আমরা সংগ্রাম করি, আমরা আমাদের পৃথিবীটাকে বদলাতে পারব।

গান্ধীর আশ্রম দর্শন, রাজস্থানের বজ্জতা, দিল্লিতে সাংসদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, এগুলি সব ছিল আমার অভিজ্ঞতার সংকলন। প্রথম দিল্লীতে পৌঁছানোর মাত্রই আমি বুঝেছিলাম যে এই সফরটি একটি বিশেষ সফর হতে চলেছে। স্যাম কয়েক ঘন্টা আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং সমতলে আমার সাথে সাথেই বিমানের দরজার কাছেই একজন প্রোটোকল অফিসারের সাথে আমার দেখা হল এবং কাস্টমস এর মধ্যে দিয়ে তিনি আমায় নিমেষে দৌড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি দিনেশ ত্রিবেদীর সরকারি বাংলোতে গিয়ে উঠলাম এবং প্রথমবার দিনেশের সাথে সামনাসামনি আলাপ হল। এছাড়াও ছিলেন মানব সিং নামের একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী, এয়ার অ্যাঙ্কুলেন্স পরিষেবা সহ বেশ কয়েকটি বিমান পরিষেবাসংস্থার মালিক এবং দিনেশ ও স্যামের পুরানো বন্ধু। মানব তাজ হোটলে জাপানি রেস্টোরাঁয় আমাদের নৈশভোজে নিয়ে গেলেন। যেহেতু আমরা মাতসুতেক স্যুপ আর সুশি খেয়ে ছিলাম তাই মাদার টেরেসার বিষয় আলোচনায় উঠে এল।

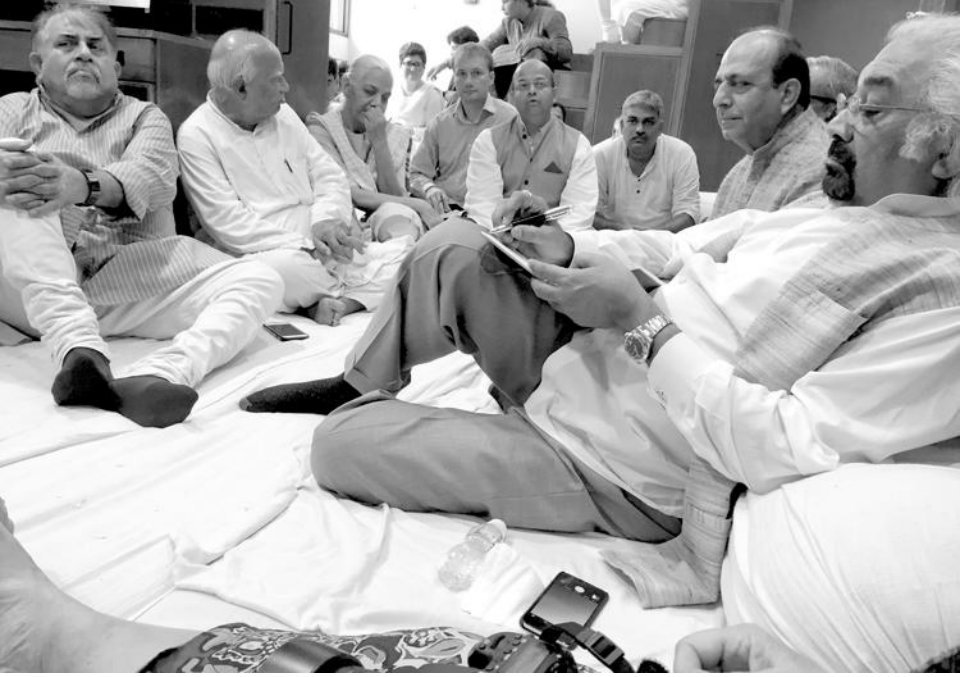
মানব বললেন "ওহ! সত্যি উনি একজন!" আমি জানতে চাইলাম ওঁনাকে তিনি দেখেছেন কিনা। মানব হেসে আমায় বললেন যে মাদার টেরেসা তার নামকরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন। আমি জানতে চাইলাম সে ক্যাথলিক কিনা এবং সে হেসে বলল, না, তেমন কোন ব্যাপার না, উনি একজন পুরনো পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। তিনি চট করে তার ওয়ালেট থেকে শৈশবের একটি ছবি বের করলেন যেখানে হাসিখুশি মাদার টেরেসার কোলে তিনি রয়েছেন।

আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। স্যাম মাঝখান থেকে বলতে শুরু করলেন। "হ্যাঁ সত্যি, উনি অক্লান্ত ছিলেন, আমার মনে পড়ে একবার বিমানে আমার কাছে এসে উনি বললেন, স্যাম তোমার এটা পড়া উচিত।" বাইবেলের শাস্ত্রীয়পদ লেখা একটি কার্ড তিনি স্যামকে দেন। তিনি অনেক কিছু করেছিলেন, স্যাম বললেন। এখনও তার কাছে সেই কার্ডটি আছে।

আমি বললাম যে এটা সত্যিই দারুণ ব্যাপার যে এই নৈশভোজে উপস্থিত চারজনের মধ্যে দুজন মাদার টেরেসাকে চেনেন। স্যাম ও মানব হাসতে লাগলো।

দিনেশ ছিলেন কলকাতার একজন সাংসদ, যেখানে মাদার টেরেসার সদর দপ্তর ছিল। দিনেশ লাজুকভাবে হেসে বললেন যে, তিনি এবং তার স্ত্রী মাদার টেরেসাকে নিয়ে সারা শহরজুড়ে তাদের ছোট্ট গাড়ী চেপে ঘুরতেন। তিনি সামনের আসনে বসে দিনেশ ও তার স্ত্রীকে নির্দেশ দিতেন যে কোনদিকে কিভাবে গাড়ি চালাতে হবে। তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করে ফেরার পর, দিনেশ তার সাথে দিল্লী থেকে কলকাতায় ফেরেন এবং তারপর তাকে বাড়ি অর্ধি পৌঁছে দেন। "তাঁর ভীষণ শক্তিশালী এক ইচ্ছাশক্তি ছিল" দিনেশ বললেন।

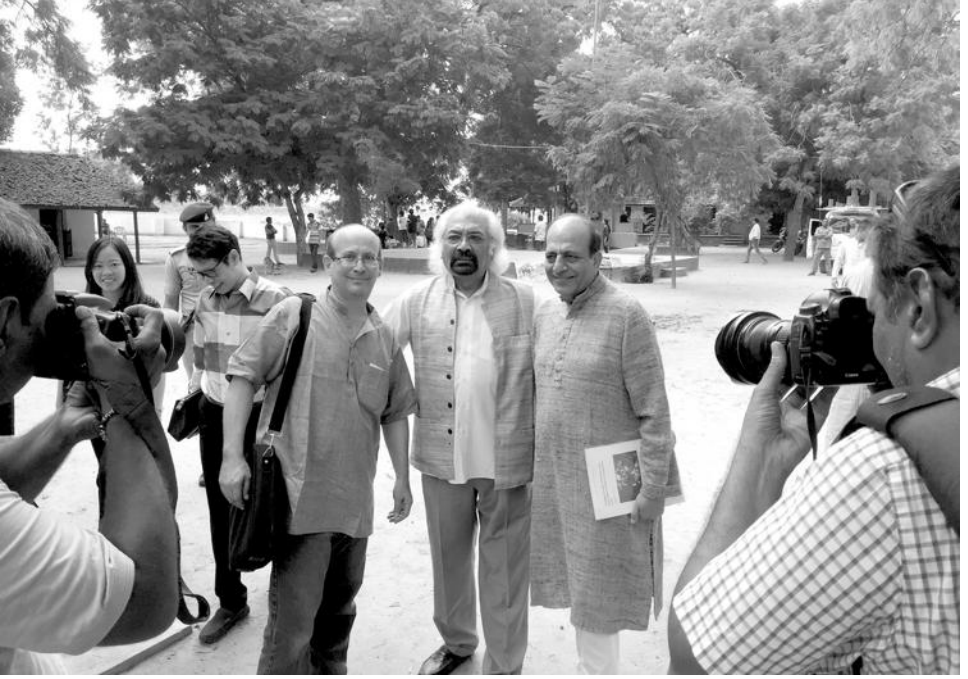
নৈশভোজে আমাদের চারজনের মধ্যে তিনজনই ব্যক্তিগতভাবে মাদার টেরেসাকে জানত। আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। ভারত স্পষ্টভাবে আমায় অনেকগুলো শিক্ষা দিয়েছিল। এই সত্যগ্রহ লড়াইয়ের সম্ভাব্য সাফল্য আমায় নতুন করে আশা যুগিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের আইনী হামলায় আমার সব আশা হতাশায় পর্যবসিত হতে শুরু করেছিল কিন্তু ভারতে এসে আমি সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তবিন্দুতে একটি আলোর রেখা দেখেছিলাম। ভারতের লোকেরা হয়তো মানতে পারে এই ভেবে আমি মাঝেমধ্যেই এখানে ফেরার সিদ্ধান্ত নেই। বিচারপতি রানাডে একদম সঠিক কথা বলেছেন, নিজেকে শিক্ষিত করতে এবং আমাদের শাসকদের শিক্ষিত করতে বলেছেন, আমিও এটাই করতে চেয়েছিলাম। জ্ঞানলাভ করা আমাদের সময়কার এক মহান প্রতিশ্রুতি এবং এই প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়িত করাও এই সময়ের একটা বড় প্রতিজ্ঞা। নতুন উদ্যমে আবার কাজ শুরু করার শপথ নিয়ে ভারত থেকে ফিরে এলাম।



সবরমতী আশ্রমে, কর্মশালায় নোট লিখেছেন স্যাম পিত্রোদা।



সারাভাই-জি (পুস্তিকাটা ধরে) সবরমতি আশ্রমে সকালের প্রাতরাশ সারছেন।



কাল, স্যাম, এবং দিনেশ ত্রিবেদী সবরমতী আশ্রমে ছবি তোলার জন্য প্রস্তুত।



কোচরাব আশ্রমে শিক্ষার্থীরা চরকা ঘোরাচ্ছে।





কোচরাব আশ্রমে গান্ধীর পোস্টকার্ড দেখছেন এলা ভট্ট।



স্কুলপড়ুয়ারা সবারমতি আশ্রমে জড়ো হয়েছে।



## আমেরিকা ও ভারতে জ্ঞানের প্রাপ্যতা, ডঃ স্যাম পিত্রোদার মন্তব্য

১৪ই জুন, ২০১৭, ইন্টারনেট আর্কাইভ, সান ফ্রান্সিসকো

রাষ্ট্রদূত ভেঙ্কটেশন অশোক। আমার বন্ধু কার্ল, আমার বহু বছরের পরিচিত, ভারতে, ভারতের বাইরে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা একসাথে কাজ করেছি। আমাদের হোস্ট, মিস্টার কাহেল। ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা। শুভ সন্ধ্যা।

ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার সংক্রান্ত কথোপকথনের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আপনাদের মধ্যে আমার উপস্থিতি আমার কাছে সত্যিই এক বিশেষ পাওনা।

২০০৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে মনমোহন সিং কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জাতীয় জ্ঞান কমিশনের সভাপতিত্ব করার সময় এই প্রকল্পের প্রতি আমার আগ্রহ নির্দিষ্টভাবে জন্ম নেয়। সেই সময় আমরা সত্যিই একবিংশ শতকের মধ্যে জ্ঞান ভিত্তিক অর্থনীতি পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান এবং পরিকাঠামো নির্মাণে আগ্রহী ছিলাম।

আমরা মূলত জ্ঞান প্রাপ্তির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলাম, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল গ্রন্থাগার, নেটওয়ার্ক, অনুবাদ, ইতিবাচক কর্ম পরিকল্পনা, সংরক্ষণ, কোটা, ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক ইত্যাদি। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা, দূর শিক্ষণ, ওপেন সোর্সওয়্যার, শিক্ষক প্রশিক্ষণ সব দিকেই আমাদের নজর ছিল।

তারপর আমরা জ্ঞান সৃষ্টির ওপর, কারা জ্ঞান সৃষ্টি করেন, কিভাবে জ্ঞান তৈরি করেন-এর ওপর মনোযোগ দিই। এর পাশাপাশি আমরা বৌদ্ধিক সম্পত্তি, পেটেন্ট, কপিরাইট, ট্রেডমার্ক এবং কৃষি, স্বাস্থ্য এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি মাপের শিল্পগুলিতে জ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্র ইত্যাদির দিকেও নজর দিই। অবশেষে আসে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জ্ঞানের ভূমিকা। এই উদ্যোগের ফলস্বরূপ আমরা জাতীয় জ্ঞান নেটওয়ার্ক তৈরি করেছি।

আমরা পরিবেশ, শক্তি, জল, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির জন্য আলাদা পোর্টাল তৈরি করেছি। অবশেষে, আমরা মহাত্মা গান্ধীর ওপর বিরাট একটি পোর্টাল নির্মাণ করি।

আমার ছোটবেলায় দশ বছরের এক ছোট্ট বালক হয়ে আমি গান্ধী স্কুলে যেতাম। দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবনে সকল গান্ধীয় মূল্যবোধকে মজ্জাগত করা হয়েছিল। ওড়িশায় বসবাসকারী এক গুজরাটি পরিবার হিসেবে, গান্ধীই ছিলেন আমার বাবামায়ের সাথে গুজরাটের একমাত্র সংযোগবিন্দু। প্রতিমুহুর্তে আমাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম এবং আমাদের চিন্তার মধ্যে দিয়ে আমরা গান্ধীকে জীবিত রাখতাম।

যখন আমরা গান্ধী পোর্টালের ওপর কাজ করছিলাম, শুধুমাত্র সেই সময়, আমি কার্লের কাজের সংস্পর্শে আসি এবং আমরা সংযুক্ত হই। সরকারি দলিল থেকে স্ট্যান্ডার্ড নেওয়া এবং ইন্টারনেটে তুলে দেওয়া কার্ল এর লক্ষ্য ছিল। আমি মনে করি,

এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ছিল, কিন্তু কার্ল যখনই এটা করার চেষ্টা করছিল, তখনই সরকার কর্তৃক আদালতের মামলাগুলিতে ফেঁসে যাচ্ছিল।

সব সরকারই মনে করে যে, নিরাপত্তা, অগ্নি বা নির্মাণ আইন সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ডগুলি সরকারী সম্পত্তি। তারা বলে যে কার্ল, ওয়েবে এটি তুলে দিয়ে আইপি [বৌদ্ধিক সম্পত্তি] আইন লঙ্ঘন করছে।

যখন আমি এটার কথা শুনলাম, তখন আমি আরও উত্তেজিত হয়ে পড়লাম, কারণ আমার কাছে এটি ছিল গান্ধীর সত্যগ্রহের পথ। আমি বললাম, কার্ল, আমাদের এই লড়াইটা লড়তে হবে। তারা আইনীভাবে ঠিক হতে পারে, কিন্তু নৈতিকভাবে ভুল।

[সাধুবাদ]

এই সমস্ত স্ট্যান্ডার্ডগুলি সত্যিই জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য, জনসাধারণের সম্পদ। তাহলে আপনি কোন কারণে বিপুল এই জনতাকে স্ট্যান্ডার্ডগুলির প্রাপ্তির অনুমতি দেবেন না? বাড়িতে বিদ্যুৎ তার সংযোগের জন্য আমায় কেন স্ট্যান্ডার্ড কিনতে হবে, যখন আমি জানি যে খারাপ তারের জন্য অগ্নি সংকট হতে পারে?

সরকার আপনাকে তা করার অনুমতি দিচ্ছে না। কার্ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ভারত থেকে শুরু করে যেকোনো জায়গারই আপনি নাম করুন না কেন, সারা বিশ্বের আদালতের মামলায় জড়িয়ে আছে।

আমাদের কাজ মূলত নৈতিকতার ভিত্তিতে এর বিরুদ্ধে লড়াই করা, এইভাবে যে এগুলি সব জনসাধারণের তথ্য, একে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা উচিত এবং কেউ সরকারের পুরানো, অচল আইনগুলি আর শুনবে না।

যখন আমি ইন্টারনেট এবং ইন্টারনেটের শক্তির দিকে তাকাই, আমি বুঝতে পারি যে জ্ঞান এবং ইন্টারনেট আমাদের যে সুযোগগুলি দিয়েছে তাকে ব্যবহার করার মানসিকতায় আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি। ভারতে অনেকসময় আমি বলতাম যে, আমাদের ঊনবিংশ শতকীয় মানসিকতা, বিংশ শতকীয় পদ্ধতি এবং একবিংশ শতকীয় তথ্য যুগের সুযোগ রয়েছে।

কার্ল যা করতে চাইছে তা হল স্ট্যান্ডার্ডগুলিকে জনসাধারণের নজরে এনে আমাদের আইন পরিবর্তন করতে।

চারপাশে যেকোনো আপনি তাকাবেন, আপনি সেই সব অচল পদ্ধতি দেখতে পাবেন। পুরোনো পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল এমন কাউকে আপনি খুঁজে পাবেন না, যিনি বলবেন, "এর এবার বিদায় নেওয়া প্রয়োজন, আমাদের নতুন পদ্ধতি, নতুন আইন তৈরি করতে হবে।" এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটছে, কিন্তু সেই গতিতে নয়।

## ডঃ স্যাম পিত্রোদার মন্তব্য

আমরা যখনই জ্ঞান অর্থনীতির দিকে তাকাই, তখনই আমরা উপলব্ধি করি যে জ্ঞান প্রকৃতই গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের চতুর্থ স্তম্ভ। বর্তমানে গণতন্ত্রের তিনটি স্তম্ভ রয়েছে: কার্য নির্বাহক, বিচার বিভাগীয় এবং সাংবিধানিক।

আমরা এবিষয়ে নিশ্চিত যে জ্ঞান এবং তথ্য আগামীদিনে গণতন্ত্রের মূল চাবিকাঠি। যে কোনো কারণেই হোক এই বার্তাটি সত্যিই ব্যাপক সংখ্যক জনগণের কাছে কার্যকরভাবে সম্প্রচারিত হয়নি। আজ একদিকে আমাদের কাছে এমন সব আইন রয়েছে যেগুলি অদাবী অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে আর আমরা এমন একটা দেশে বসবাস করি যেখানে প্রাচুর্যের অর্থনীতি বিদ্যমান।

উদাহরণ হিসেবেই ধরুন আমরা ভারতে প্রচুর খাদ্য উৎপাদন করতে পারি। কিছুদিন আগেও মানুষ জানত যে ভারত ৬০০ লক্ষের বেশি মানুষের মুখে খাদ্যের যোগান দিতে পারবে না। ভারতকে একটি ব্লাডির মত মনে করা হত। আজ ভারত কেবলমাত্র ১.২ লক্ষ মানুষের শুধু খাদ্যের যোগান দিচ্ছে এমন নয়, ভারত উদ্ভূত খাদ্য উৎপাদন করছে। অথচ একই সাথে ২০০ লক্ষ মানুষ ভারতে অনাহারে ভুগছে কারণ তথ্যপ্রযুক্তিকে ব্যবহার করে আমরা সেইসব রসদ সংগ্রহ করি নি যাতে মানুষকে সঠিক সময়ে সঠিক ভাবে খাদ্য সরবরাহ করা যায়।

এইগুলিই হল চ্যালেঞ্জ যার জন্য প্রয়োজন নতুন মানসিকতা নতুন চিন্তা।

এটা সত্যিই আমায় এমন এক ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে যেখানে আমি বেশ কিছুদিন ধরে কাজ করেছি। আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীকে অপরিহার্যভাবে পুনরায় সাজিয়ে তোলা প্রয়োজন।

কার্ল এবং আমার মধ্যে প্রায় দু'বছর ধরে এই নিয়ে কথোপকথন চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই শেষবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই পৃথিবীটাকে জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাঙ্ক, আইএমএফ, ন্যাটো, ডব্লিউটিও, জিডিপি, জিএনপি, প্রতি মাথাপিছু আয়, ব্যালেন্স অফ পেমেণ্ট, বাণিজ্যিক ঘাটতি ইত্যাদি সব ধরনের সূচক দিয়ে সাজিয়ে তুলেছিল।

ঠিক সেই নকশাটির পর মাত্র কুড়ি বছর সময়ের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিকতার পতন ঘটে। দেং জিয়াওপিং এসে বলেছিলেন, "আমি সাম্যবাদের সাথে পুঁজিবাদকে সংযুক্ত করতে যাচ্ছি।" গর্বাচেভ এসে সোভিয়েত ইউনিয়নের যা প্রয়োজন ছিল তার ঠিক বিপরীত কথা বলেছিলেন। তিনি তাঁর গবেষণায় ব্যর্থ হন, কিন্তু অনেকগুলি ছোট দেশকে শক্তির যোগান দিয়ে তিনি এই গবেষণায় সফল হয়েছেন।

গণতন্ত্র, খোলা বাজার, পুঁজিবাদ, মানবাধিকার ইত্যাদি যে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পুরনো ধাঁচের মৌলিক কথা ছিল, তাই নিয়েই সবাই আসে। এই ধাঁচটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ভালোভাবে কার্যকরী হয়েছে। এটা এমন একটি বিষয় যা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সংখ্যক দেশের জন্য পরিমাপযোগ্য, কাঙ্ক্ষিত এবং কার্যকরী নয়।

তথ্য আমাদের এক নতুন নকশা তৈরি করার সুযোগ দেয় যার মূলমন্ত্র হল অন্তর্ভুক্তকরণ, মানব চাহিদা, নতুন অর্থনৈতিক পরিমাপ, অর্থনীতির পুনরুদ্ধার, পরিবেশের প্রতি মনোযোগ, ভোগের পরিবর্তে সংরক্ষণ এবং অবশেষে অহিংসা।

[সাধুবাদ]

পুনরায় যা গান্ধী চিন্তাধারার সাথেই সম্পর্কিত। আমার মনে হয়, গান্ধী ইতিহাসের তুলনায় বর্তমান বিশ্বে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা প্রকৃত অর্থে ব্যাপক সংখ্যক তরুণদের কাছে গান্ধীর চিন্তাধারার নিয়ে পৌঁছতে পারি। নতুন প্রযুক্তি এবং সম্ভাবনা সহ আমাদের পৃথিবীতে যত সম্পদ রয়েছে, যে তার জন্য লড়াই করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদন, খাদ্য, পরিবহন, যোগাযোগ, ঔষধ, পরিবেশ, শক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এমন ব্যাপক মাত্রায় কিছু উৎপাদন হবে।

আমাদের সমাজের পুনর্গঠনের জন্য সম্পূর্ণ নতুন এক উপায় এর দেওয়া উচিত।

বিশ্বকে নতুনভাবে সাজানো প্রসঙ্গে এটা আজকের খুব সামান্য কথোপকথন। সবাই পুরনো ধাঁচের মধ্যে আটকে আছে। সবাই মনে করে আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণ করা উচিত এবং ৭০ বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা করেছিল তা আমাদেরও করতে হবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এই ধাঁচটা আজ আর কাজ করছে না।

আমি মনে করি কার্ল, ইন্টারনেট আর্কাইভ এবং অন্যান্যরা যা করার চেষ্টা করছে, তা এক অর্থে, তথ্যের গণতান্ত্রিকীকরণ করা, জনগণের ক্ষমতায়ন করা, নিজেদের ভাগ্য নির্মাণে তাদের আরো অধিকার দেওয়া, গণতন্ত্রে অংশগ্রহণে আরো সহযোগিতা করা।

আজ, অনেক দেশে গণতন্ত্র আছে, কিন্তু কাজ করার স্বাধীনতা খুব কম।

ইন্টারনেট আর্কাইভ এবং ইন্টারনেট বৃহত্তর জনসাধারণের হাতে বিভিন্ন ধরনের এই দলিলগুলি তুলে দিচ্ছে, যেগুলি আবার যে কোনো সময়, যে কোনো স্থানে প্রায় বিনামূল্যে উপলব্ধ, প্রাপ্য, যা সারা বিশ্বের ভবিষ্যতকে সম্পূর্ণ অন্য এক মাত্রা দেয়।

আমি এর শক্তি সম্পর্কে খুব উত্তেজিত। আমি এর অংশ হতে চাই। আমি আজ খুব আনন্দিত যে কার্লের সাথে এখানে থাকার সুযোগ পেয়েছি।

গত বছর ২রা অক্টোবর কার্ল এবং আমি ভারতে গিয়েছিলাম। গান্ধী আশ্রমে আমাদের একটি বড় আয়োজন ছিল, যেখানে আমি প্রায় একশত লোকের একটি সভা ডাকতাম।

আমরা সবাই সারা দিন ধরে এই চিন্তাই করতাম যে কিভাবে আমরা বাইরে গান্ধীবাদী চিন্তাধারাকে নিয়ে যেতে পারি? কিভাবে আমরা বাড়িতে, সম্প্রদায়ে, শহরে, রাজ্যে, দেশের সাথে দেশের অহিংস সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারি?

## ডঃ স্যাম পিত্রোদার মন্তব্য

দুর্ভাগ্যবশত, এই বিশ্বে অহিংসার ওপর প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। টেবিলে বসে যারা শান্তি আলোচনা করেন তারা প্রায় সকলেই মূলত সামরিক বাহিনীর। অহিংসার প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ নেই। অহিংসা শেখানো যায় না।

আমি শিকাগোতে বাস। ৫৩ বছর ধরে আমি শিকাগোতে বাস করছি। আমি আপনাদের বলছি, সমস্ত প্রযুক্তি ও সম্পদের সহ সমস্ত দক্ষ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থেকেও শিকাগো ৫৩ বছরে একটুও পরিবর্তিত হয়নি। শিকাগোর চতুর্দিকে আগের তুলনায় অনেক বেশি বন্দুক গোলাগুলি চলে।

এর একেবারেই কোনো কারণ নেই।

আপনি এটা জেনে অবাক হবেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় এক শতাংশ মানুষ কারাগারে বন্দী। প্রতি একশো জন পিছু একজন বন্দীর পরিসংখ্যানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব চেয়ে এগিয়ে। আমি বলছি, যেখানে বিশ্বে গড়ে প্রতি হাজার জন পিছু একজন বন্দী সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি একশো জন পিছু একজন বন্দী, যা অভাবনীয়।

তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে, বর্তমানে যে সমস্ত উপাদান নিয়ে আমরা কাজ করছি তার সাহায্যে, আমার মনে হয় আমাদের ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মধ্যে আমাদের জ্ঞানের বিস্তার ঘটাতে হবে। তাদের উপযুক্ত সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করতে হবে, যা এখানে আমরা করার চেষ্টা করছি।

ভারত থেকে ৫০০,০০০ বই নেওয়া আর তারপর সেগুলিকে ইন্টারনেট আর্কাইভে তুলে দেওয়া একটি বিরাট কাজ। আমি জানি যে ভারতীয় ভাষা গুজরাটি, বাংলা, ওড়িয়া, তামিল এবং হিন্দিতে এমন দুর্দান্ত কিছু বই আছে, যেগুলি বিশ্বের পড়ুয়ারা পড়তে পারেন না।

এমনকি তারা এটাও জানেন না যে এই সাহিত্য কতটা অর্থবহু। মানুষ যখনই সাহিত্য নিয়ে আলোচনা বলেন, সবই ইংরেজী সাহিত্য সম্পর্কে। কেউ তামিল সাহিত্য সম্পর্কে ভাবতেই পারেন না।

দু'মাস আগে আমার এক বন্ধুর সাথে আমি দেখা করলাম। তিনি বললেন, তামিলনাড়ুর গ্রন্থাগারে তিনি একটি ৬০০ বছরের পুরনো বই খুঁজে পেয়েছেন, যেখানে শিশুলালন সংক্রান্ত একটি অধ্যায় তিনি পড়েছেন। তিনি বললেন, "আজ যদি আমি ঐ অধ্যায়টি ইংরেজিতে অনুবাদ করি, সমস্ত ডাক্তাররা অবাক হয়ে যাবেন," কিন্তু এই সাহিত্য হারিয়ে যাচ্ছে কারণ এটা স্থানীয় ভাষায় রচিত।

আমাদের যন্ত্রের মতো অনুবাদ করার ক্ষমতা প্রয়োজন, যাতে বিভিন্ন ভাষার অনেক ভালো বইকে ইংরেজীতে অনুবাদ করা যেতে পারে। কার্ল যা করার চেষ্টা করেছে তা হল ইন্টারনেট আর্কাইভে কিছু ভারতীয় ভাষার বই রাখতে চাইছে, যেটাও খুব বড় একটা অবদান। এটা একটা খুব ভালো সূচনা এবং আমি আশা করব অন্যান্য ভারতীয় ভাষার আরও বেশি বেশি বই ইন্টারনেট আর্কাইভে যেন স্থান পেতে পারে।

কার্ল, আপনার কঠোর পরিশ্রমের জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, আপনি যা করেছেন তা গভীর প্রশংসার যোগ্য। আমি বিশ্বাস করি আপনি আমাদেরকে ইন্টারনেট আর্কাইভ সম্পর্কে আরো কিছু বলবেন, আপনি যে সমস্ত বই রেখেছেন এবং যা ঘটে চলেছে তার সম্পর্কে আরও বিশদে জানাবেন।

এখানে ইন্টারনেট আর্কাইভে থেকে আমি আনন্দিত। এটা সত্যিই একটি মন্দির আসার মত। এটা আমার কাছে অনেক অর্থবহ, কারণ এটা একটা জ্ঞানের মন্দির। আমার নির্মাণ সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল। আমি এর সম্পর্কে পড়েছিলাম। আমি কার্লের কাছ থেকে এর কথা শুনেছি, কিন্তু এখানে থাকতে পেরে আমি ভীষণ খুশি।

আমি আশা করব যেন আমি এখানে বারবার আসতে পারি এবং অংশগ্রহণ করতে পারি, আপনার সাথে কাজে হাত লাগাতে পারি এবং এখানে যা চলছে তা কিছুটা শিখতে পারি। এর সাথে আবার আমি আসার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

আমি প্যানেলে আমার সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সঙ্গে পরিচয় করাতে চাই, যাদের নাম আমায় বলতেই হবে, কারণ তারা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পরিবার এবং এখানে উপস্থিত আছেন। শুরুতেই বলব আমি আনন্দিত যে আমার নিজের নাতনী আরিয়া এখানে উপস্থিত আছে।

[সাধুবাদ]

এই প্রথম কথা সে আমায় কথা বলতে দেখছেন। সে আমায় জিজ্ঞেস করলো, "দাদা।" দাদা মানে ঠাকুরদা। সে বললো, "তুমি কি বিষয়ে কথা বলতে চলেছ?" আমি বললাম, "আমি জানি না।"

সে বললো, "তুমি কি নোট বানিয়েছ?" আমি বললাম, "না।"

[হাসি]

সে বললো, "তুমি কি ভারতে তোমার টেলিফোন সংক্রান্ত কাজ সম্পর্কে কথা বলবে?" আমি বললাম, "না।"

তারপর সে আবার জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু তাহলে তুমি কি বিষয়ে কথা বলতে যাচ্ছে?" আমি আনন্দিত যে সে এখানেই আছে।

আমার মেয়েও এখানে আছে আর যখন আমি জনসাধারণের সামনে বক্তৃতা দিই তখন আমি তাকে নিয়ে বেশ চিন্তিত থাকি, কারণ কিভাবে তাকে খুশি করব এই ভেবে। আমি ভালো বক্তৃতা দিই না, আর সে আমায় বলবে, "বাবা, ওটা ভাল হয় নি।"

[হাসি]



## ডঃ স্যাম পিত্রোদার মন্তব্য

তারপর এখানে আছেন আমার স্ত্রী, আমার পুত্রবধূ। আমার খুব কাছের বন্ধু, ভারতের সাংসদ, দীনেশ ত্রিবেদী, তার পরিবার, স্ত্রী এবং পুত্রের সাথে এখানে আছেন।

[সাধুবাদ]

আমার আরেক বন্ধু, রজত গুপ্ত এখানে আছেন। ধন্যবাদ তাকে আসার জন্য।

[সাধুবাদ]

অবশেষে, আমার আরেক বন্ধু, নিশিথ দেশাই এবং তার পুরো পরিবার মুম্বই থেকে এসেছেন। ধন্যবাদ, নিশিথ ভাই।

এবং এখানে আসার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। এবং আমাদের ব্যবস্থাপনা করার জন্যও আপনাদের ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।



২০১৭ সালের জুনে অনুষ্ঠানের নিদর্শন স্বরূপ ভবনের বাইরে গান্ধীর পোস্টার সাঁটানো হয়েছিল। ডেভিড গ্লেন রাইনহার্টের ছবি।



সিঙ্গারা, নান, আমের লসিয় এবং মুষ্ই থেকে আমদানিকৃত প্রচুর আচার ও মসলা দেওয়া শুকনো ফল পরিবেশন করা হয়। ডেভিড গ্লেন রাইনহাটের ছবি।



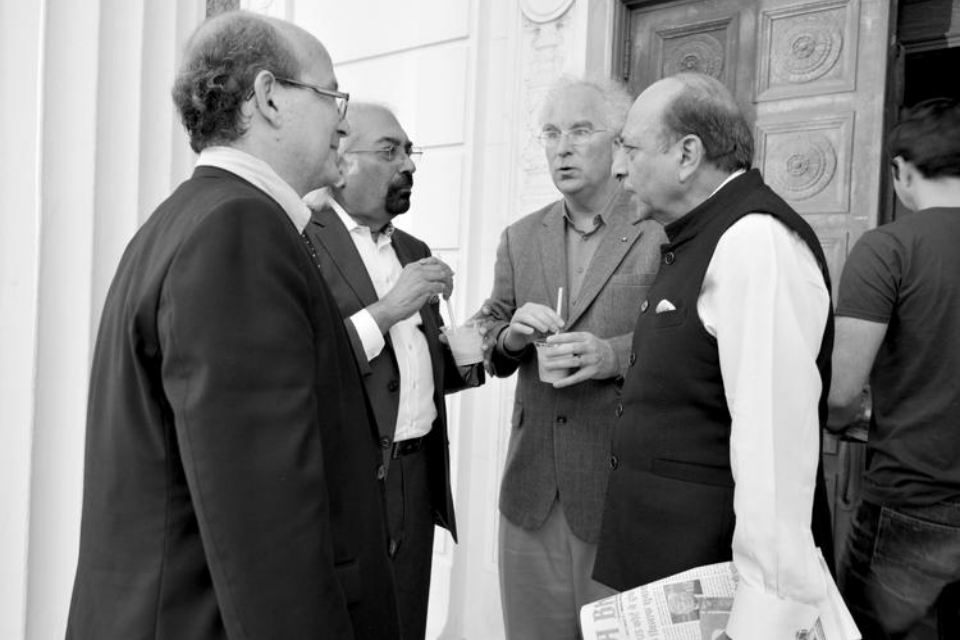
দীনেশ ত্রিবেদী (বাঁ দিকে) ইন্টারনেট আর্কাইভের অনুষ্ঠানের আগে আয়েস করে আচার এবং সিঙ্গারা খাচ্ছেন। ডেভিড গ্লেন রাইনহাটের ছবি।



ক্রয়েস্টার কহেল ও স্যাম পিত্রোদা অনুষ্ঠানের আগে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছেন। ডেভিড গ্লেন রাইনহার্টের ছবি।



দীনেশ ত্রিবেদী এবং তাঁর পরিবার বক্তৃতা শুনছেন। ডেভিড গ্লেন রাইনহার্টের ছবি।



ইন্টারনেট আর্কাইভে অনুষ্ঠানের সমাপ্তির পর আমের লসি উপভোগ করছেন। ডেভিড গ্লেন রাইনহার্টের ছবি।



ইন্টারনেট আর্কাইভে মাননীয় রাষ্ট্রদূত ভেক্টসন অশোক পুজোয় ঘন্টার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করছেন। ডেভিড গ্লেন রাইনহার্টের ছবি।



এক রূপান্তরিত গির্জার একটি ঘরে আয়োজিত ইন্টারনেট আর্কাইভ, এক জ্ঞানের মন্দিরের জন্য উপহার স্বরূপ একটি কুড়ি পাউন্ড পূজোর ঘন্টার ওপর সভাপতিত্ব করছেন রাষ্ট্রদূত অশোক। ডেভিড গ্লেন রাইনহাটের ছবি।

## ভারত ও আমেরিকায় জ্ঞানের প্রবেশাধিকার, কার্ল মালামুদ এর মন্তব্য

১৪ জুন, ২০১৭, ইন্টারনেট আর্কাইভ, সান ফ্রান্সিসকো

ধন্যবাদ স্যাম। অক্টোবরে স্যামের সাথে ট্যাগিং করার জন্য আমি আনন্দিত ছিলাম যেহেতু তিনি সম্পূর্ণ ভারত দর্শনে বেরিয়েছিলেন। গান্ধীজীর জন্মদিনে আমরা সাবর্মতা আশ্রমে বক্তৃতা দিয়েছিলাম, রাজস্থানের সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির মেয়ো বয় কলেজে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্সের বক্তৃতা ছিল এবং সর্বত্র তিনি প্রশংসাসূচকদের দিয়ে ঘিরে ছিলেন। যখন আমরা গান্ধীর আশ্রমে গাড়ি থেকে বের হলাম সেখানে অন্তত ১০০ জন লোক ছিল যারা তাকে ঘিরে সেলফি নিচ্ছিলেন।

৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতে তাঁর অবদান, যেমন প্রতিটি গ্রামে টেলিফোন বিস্তার করা থেকে তার সাম্প্রতিক কাজ যা হল প্রধানমন্ত্রীদের উপদেশ দেওয়া, খাদ্য ব্যাংকগুলি গড়ে তোলা এবং আরও অনেক কিছু, হল অসীম। আজ রাতে আমাদের যোগদান করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

আমার কয়েকটি শেষ করার চিন্তাভাবনা আছে, কিন্তু আমি সেগুলো বলার আগেই, আমি অমনোযোগী হয়ে পড়ব যদি না আমি কিছু লোককে ধন্যবাদ জানাই যাদের কাঁধের উপর ভর দিয়ে আমরা আজ রাতে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। কার্নেগী মেলন ইউনিভার্সিটির দর্শনীয় প্রচেষ্টা ছাড়া ভারতের ডিজিটাল লাইব্রেরি কখনো সম্ভব ছিল না এবং অধ্যাপক রাজ রেড্ডি এবং ডিন গ্লোরিয়া সেন্ট ক্লেরার দ্বারা অগ্রণী মিলিয়ন বুক প্রজেক্ট।

ভারতে, ডিজিটাল লাইব্রেরি অব ইন্ডিয়া প্রজেক্টের নেতৃত্বে একজন বিশিষ্ট কম্পিউটার বিজ্ঞানী অধ্যাপক নারায়ণস্বামী বালকৃষ্ণন রয়েছেন। ভারতের ডিজিটাল লাইব্রেরী এখন সারা দেশ জুড়ে ২৫ টি স্ক্যান সেন্টারসহ ভারত সরকারের একটি প্রকল্প, এবং এটি একটি বিশাল উদ্যোগ।

লাইব্রেরিতে স্ক্যান করা ৫৫,০০০ বই রয়েছে, এবং আমাদের কাছে ৪০০,০০০ 400,000 এরও বেশি স্পিনিং রয়েছে এবং সেগুলি ইন্টারনেট আর্কাইভে পাওয়া যায়। আমরা প্রকল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য আনন্দিত।

এটি সত্যিই একটি অসাধারণ সংগ্রহ, বিশেষত ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে। হিন্দিতে ৪৫,০০০ এর উপরে বই রয়েছে, সংস্কৃত ভাষায় ৩৩,০০০, বাংলাতে ৩০,০০০, এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, 50 টি ভিন্ন ভাষা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

যখন ইন্টারনেট আর্কাইভে বইগুলি প্রবেশ করানো হয়, তখন আপনি দেখতে পাবেন যে মূল PDF ফাইল ছাড়াও, তারা অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রেকগনিশন এর মাধ্যমেও চালিত করা হয়।

OCR ছাড়াও, আপনি দেখতে পাবেন যে বইগুলি আপনার ই-বুক রিডার, আপনার কিন্ডল এবং আপনার ট্যাবলেটের সাথে কাজ করে এমন ফর্ম্যাটেও রূপান্তরিত করা আছে। আপনি উন্নত নির্ণায়ক ব্যবহার করে সংগ্রহ জুড়ে অনুসন্ধান করতে পারবেন, এবং আপনি এমনকি বইয়ের ভিতরেও অনুসন্ধান করতে পারবেন।

আমরা সংগ্রহের জন্য যা করার চেষ্টা করছি তা হল মেটাডেটা উন্নত করতে সহায়তা করা। ইন্টারনেট আর্কাইভের ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে একজন শিরোনাম, নির্মাতা এবং অন্যান্য মেটাডেটার অস্পষ্ট মিলিত ক্ষেত্রের উপর পরীক্ষা করছে এবং প্রতিটি বইকে ISBN নম্বর এবং ওপেন লাইব্রেরী কার্ড ক্যাটালগ এর মত শনাক্তকারীর সাথে লিংক করার চেষ্টা করছে।

আপনি ডিজিটাল লাইব্রেরী অব ইন্ডিয়া-র প্রতিটি আইটেমের নীচে লক্ষ্য করবেন "রিভিউ" করার জন্য একটি স্থান আছে। অধ্যাপক ডমিনিক উজাস্টিক, আলবার্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত, তিনি এই স্থানটি তার জানা ডজনের বেশি বইয়ে আরও ভাল মেটাডেটা যোগ করার জন্য ব্যবহার করছেন।

আপনি একই জিনিস করতে পারবেন! যদি আপনি গুজরাটি ভাষায় কথা বলেন, উদাহরণস্বরূপ, 13,000 গুজরাটি গ্রন্থ আপনি একটু পড়ে দেখবেন এবং রিভিউ স্পেসটি ব্যবহার করবেন আমাদের জানাতে যদি কোনও ভাল শিরোনাম বা লেখক থাকে, অথবা যদি আমরা এটি পুরোপুরি ভুল পেয়ে থাকি! আমাদের আপনার সাহায্য দরকার।

আজ রাতে আমাদের দ্বিতীয় সংগ্রহ হল হিন্দ স্বরাজ, একটি প্রকল্প যা আমি অনেক মজা করে একত্র করেছিলাম। যখন আমি স্যামকে কিছুক্ষণ আগে দেখতে গেছিলাম তখন এটি শুরু হয়েছিল। আমরা যখন চ্যাটিং করছিলাম, তখন তিনি তার ল্যাপটপ টেনে বের করে বললেন, "তোমার কাছে ড্রাইভ আছে?"

আমি তাকে একটি USB ড্রাইভ হস্তান্তর করি এবং আমরা কথা বলা অব্যাহত রাখি। শেষ পর্যন্ত, তিনি আমাকে PDF ফাইলের নয় গিগাবাইট হস্তান্তর করেছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম সেগুলো কি ছিল এবং তিনি বলেন, "নতুন ইলেকট্রনিক সংস্করণে মহাত্মা গান্ধীর সংগৃহীত রচনাগুলির ১০০টি খন্ড।" আমি অবাক হয়ে গেলাম।

সংগৃহীত রচনাগুলির ১০০টি খন্ড সাবর্মতী আশ্রম দ্বারা নির্মিত করা হয়েছিল, বিশেষ করে দীনা প্যাটেল দ্বারা, যিনি বহু বছর ধরে মহাত্মার কাজের এই বৈদ্যুতিন সংস্করণ তৈরির জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের একটি দলের সাথে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। এটা সত্যিই একটি মহৎ সাফল্য! তিনি এখন সম্পূর্ণ ১০০টি খন্ডের হিন্দ সংস্করণ তৈরির জন্য



## কার্ল মালামুদ এর মন্তব্য

তথ্যগুলি একত্রিত করছেন এবং আমি একসাথে সেটার আসা দেখতে চাই। তার সাথে কাজ করার এটা একটি বাস্তব সুখানুভব।

আমি যখন সংগৃহীত কাজগুলি পোস্ট করি, আমি একটি অনুরূপ রেখার মধ্যে নেটে অন্য সম্পদের জন্য প্রায় খুঁজে বেড়াই এবং একটি সরকারের সার্ভারে জহরলাল নেহরুর সম্পূর্ণ কাজ খুঁজে পাই, কিন্তু একটি ভয়ানক ব্যবহারযোগ্য ফরমেটে নয় এবং আমি সেগুলিকে একত্র করে রাখি PDF ফাইলে। তিনটি খন্ড অনুপস্থিত ছিল, এবং আমি তাদের দুটি পেয়েছি এবং স্ক্যান করে রেখেছি, এবং শুধুমাত্র শেষটি অর্ডার করেছি। আমরা প্রায় ৭৮ খন্ডের মধ্যে ৭৭টি নিয়ে সম্পূর্ণ।

অনুরূপভাবে, ডাঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরের সম্পূর্ণ কাজের প্রথম ২০টি খন্ড একটি সরকারি ওয়েব সার্ভারে ছিল, এবং আমি খুশি হয়ে ঘোষণা করছি যে, আমরা এখন সেই সংগ্রহ কে ছয়টি খন্ড দিয়ে সম্পূর্ণ করেছি যা পূর্বে উপলব্ধ ছিল না, যাতে সেটি এখন সম্পূর্ণ হয়।

সংগ্রহটি যদিও বইয়ের চেয়ে অনেক বেশি। অল ইন্ডিয়া রেডিওতে গান্ধীজির কথা বলার ১২৯ টি অডিও ফাইল রয়েছে। প্রতিটি অডিও ফাইলের জন্য, আমি সংগৃহীত কাজ থেকে ইংরাজী অনুবাদ বা প্রতিবেদনটি বের করে দিয়েছিলাম এবং আইটেমের সাথে তা দিয়ে দিয়েছিলাম। বক্তৃতা শোনার পর, আপনি অনুবাদটি পড়তে পারেন, জন্য এরপর সংগৃহীত কাজগুলিতে ক্লিক করুন গান্ধীজি আগামী দিন ও তার আগের দিন কি বলেছিলেন তা দেখার জন্য, আপনি শুনতে পারবেন তার আশ্চর্যজনক জীবনের শেষ বছরের অভিভাষণ।

গান্ধী-জির অডিও ফাইল ছাড়াও, সেখানে নেহরু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজীব গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন, সর্দার প্যাটেল, এবং আরো অনেকের বেশ কয়েকটি অডিও ফাইল আছে।

আমি সত্যিই আনন্দিত যে এই সংগ্রহেও ১৯৮৮ সালের দূরদর্শনের প্রডাকশান ভারত এক খোজ এর ৫৩টি পর্ব রয়েছে, ভারতের ইতিহাস যা নেহরু বলেছিলেন তার অসাধারণ বইয়ে, দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, যেটা তিনি জেলে বসে লিখেছিলেন।

সমস্ত ৫৩টি পর্বে ইংরেজি সাবটাইটেল রয়েছে এবং আমরা ই-ভাষা ভাষা পরিষেবাদি (E-Bhasha Language Services) নামক একটি উদ্ভাবনী বেঙ্গলুরু স্টার্টআপের সাথে কাজ করছি। ছয়টি পর্বের জন্য- উভয় গান্ধীর পর্ব এবং উভয় রামায়নের পর্বের সাথে- এখন আমাদের কেবল ইংরেজীতেই নয়, হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবী এবং তেলেগুতেও সাবটাইটেলগুলি রয়েছে। আমাদের আশা হচ্ছে ৫৩ টি পর্বে সাবটাইটেল দেওয়া যাতে ভারতের ইতিহাস সারা ভারতে এবং সারা বিশ্ব জুড়ে স্কুলে বাচ্চাদের কাছে পাওয়া যায়।

ভারত সম্পর্কে আমাদের কাছে আরও দুটি সম্পদ রয়েছে।

প্রথমত, আমি তথ্য মন্ত্রণালয় সার্ভারে ৯০,০০০০ ফটোগ্রাফ পেয়েছি যা জনসাধারণের দর্শনযোগ্য ছিল, কিন্তু খুব সুবিধাজনক ভাবে নয়। আমি তাদের সবাকটি বের করি, এবং ১২,০০০ ছবি নিয়েছি যা উচ্চমানের এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের সাথে রয়েছে এবং শ্রেণী অনুযায়ী তাদের ফ্লিকারে রেখেছি। আপনি ট্রেন, বা মন্দির, বা গ্রামীণ ভারত, বা ক্রিকেট, বা নেহরু এবং ইন্দিরা গান্ধীর ছবি যখন সে ছোট মেয়ে ছিল, সেগুলি সব সেখানে পেয়ে যাবেন।

অবশেষে, একটি সংগ্রহ যা নিয়ে আমি সর্বাধিক সময় ব্যয় করেছি, এবং এটি ভারতের ১৯,০০০ এরও বেশি সরকারী ভারতীয় প্রমান মানগুলি, যা হল প্রযুক্তিগত সার্বজনীন নিরাপত্তা প্রমান মানসমূহ। আপনি ইন্টারনেট আর্কাইভ খুঁজে পেতে পারেন এবং আমার law.resource.org সার্ভারে এটি খুঁজে পেতে পারেন।

আমাদের বিশ্ব হল একটি প্রযুক্তিগত বিশ্ব আজ। প্রযুক্তিগত সার্বজনীন নিরাপত্তা প্রমান মানসমূহ ভারতের জাতীয় বিল্ডিং কোড, কীটনাশকের নিরাপদ প্রয়োগের প্রমান মান, মশলা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রমান মান, টেক্সটাইল মেশিনের যথাযথ ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রমান মান, সেতু এবং রাস্তার নিরাপত্তা এবং আরও অনেক কিছুকে নিজের আওতায় রাখে।

এই প্রমান মানগুলি অনেক আইন দ্বারা দরকার হয় বা আইনে প্রণয়ন করা হয়। তারাই হল আইন। ডজনের বেশি পণ্য আছে যা আপনি ভারতে বিক্রি করতে পারবেন না যদি না এটি একটি নির্দিষ্ট ভারতীয় প্রমান মান, যেমন সিমেন্ট, গৃহস্থালি ইলেকট্রনিক পণ্য, খাদ্য পণ্য এবং অটোমোবাইল আনুষঙ্গিকগুলি ,পূরণ করতে প্রত্যয়িত হয়।

কারখানাগুলি এবং পণ্যগুলি নিরাপদ রাখতে আইনগুলি জেনে রাখা উচিত যা ভারতে এবং বিদেশে ব্যবসা পরিচালনার জন্য অপরিহার্য। আপনি এই নিয়ম দ্বারা না করা পর্যন্ত আপনি ভারতে করতে পারবেন না। এই কোডগুলি হল আইন।

কিন্তু, এটি অর্থনীতির চেয়ে আরো অনেক বেশি। ভারতীয় প্রমান মানগুলি কীভাবে ভারতীয় শহর ও গ্রামগুলিকে নিরাপদ রাখতে, কিভাবে বিপজ্জনক সামগ্রীগুলি পরিবহিত করা উচিত, আগুনের ক্ষেত্রে স্কুল এবং জনসাধারণের ভবনে যথাযথ প্রস্থান প্রদান করা, কিভাবে বিদ্যুৎ নিরাপদভাবে সুরক্ষিত করা উচিত তা উল্লেখ করে। প্রতিটি শহরের অফিসার, স্কুল হেডমাস্টার, বিল্ডিং মালিক এবং সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের এই গুরুত্বপূর্ণ সরকারি তথ্য প্রবেশাধিকার থাকা উচিত।

এটি শুধু অর্থনীতি ও জনসাধারণের নিরাপত্তা সম্পর্কিত নয়, এটি শিক্ষা সম্পর্কেও। ভারতীয় প্রমান মানগুলি ভারতের প্রযুক্তিগত বিশ্বের সেরা কডিফায়িড জ্ঞান প্রতিনিধিত্ব করে। মানগুলি বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি কর্মচারী, এবং অধ্যাপক দ্বারা তৈরি করা হয় যারা তাদের সময়ে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছিলেন। এই মানগুলি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় মিলিয়ন ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষার্থীদের দ্বারা ব্যবহার করা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক সরঞ্জাম।

## কার্ল মালামুদ এর মন্তব্য

ভারতীয় প্রমান মানগুলির জন্য, আমরা কেবলমাত্র স্ক্যান এবং নথিপত্রগুলি পোস্ট করার চেয়ে বেশি কিছু করেছি। ১,০০০-এর কাছাকাছি মূল মানগুলি আধুনিক HTML এ রূপান্তরিত করা হয়েছে। আমরা খোলা SVG ফরমেটে চিত্রগুলি পুনরায় অঙ্কন করেছি, আমরা টেবিলগুলি পুনরায় সেট করেছি। এর অর্থ হল আপনি আপনার মোবাইল ফোনে মানগুলি দেখতে পারবেন এবং আপনার কাগজ বা সফটওয়্যার প্রোগ্রামে উচ্চমানের চিত্র এবং পাঠটি কাট এবং পেস্ট করা সহজ, তারা আরও বেশি ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠেছে।

সারা বিশ্বে, শুধু ভারতে নয়, প্রযুক্তিগত সার্বজনীন নিরাপত্তা আইন খুব উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয় এবং তাদের অনেকেই অনুলিপি নিষিদ্ধ করে কঠোর কপিরাইট নোটিশ জারি করে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের জাতীয় বিল্ডিং কোডের মূল্য হল ১৩,৭৬০ টাকা। সেটা হল \$ ২১৩। একটি বইয়ের জন্য! ভারতে! এবং, যদি আপনি ভারতের বাইরের একটি কিনতে চান তবে বৈদেশিক মূল্য হল ১.৪ লাখ টাকা। \$ ২০০০। একটি বাধ্যতামূলক বিল্ডিং কোডের জন্য!

কেউ মনে করবে এটা সুস্পষ্ট যে এই নথিপত্রগুলি, যার মধ্যে আইনের শক্তি রয়েছে এবং আমাদের সমাজের নিরাপত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে তা সহজলভ্য হওয়া উচিত, তবে বিশ্বজুড়ে এই সাজনীন নিরাপত্তা আইনগুলি বেশিরভাগ কষ্টদায়ক পদ এবং ক্যাভিয়ার মূল্যের অধীনে বিক্রি করা হয়েছে। এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা, একটি সমস্যা যা পক্ষীয় রাজনীতি এবং রাজনৈতিক বিভাজনের বাইরে পৌঁছে যায়।

আমি ১০ বছর আগে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে বেরিয়ে পরেছিলাম, এবং এটি একটি দীর্ঘ যাত্রা ছিল। ভারতে, আমরা মন্ত্রণালয়কে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সরকারি নথিপত্রগুলির আরও খোলা বিতরণের জন্য আমরা মামলা দায়ের করেছি। আমি এই আবেদনটিতে স্যামের, ইন্টারনেটের জনক ভিন্ট সিফফ-এর এবং সমগ্র ভারতের বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যাপকের হলফনামা সহ যোগ করেছিলাম।

যখন আবেদনটি বাতিল করা হয়, তখন আমরা নিউদিল্লীতে দিল্লির মাননীয় হাইকোর্টে জনসাধারণের স্বার্থে মামলাটি উপস্থাপন করে যা এখন চলছে। আমি ভারতে আমার দুই সহকর্মী, একজন পরিবহন ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীনিভাস কোদালী এবং ডঃ.সুশান্ত সিনহা, ইন্ডিয়ান কানুনের নির্মাতা, একটি মুক্ত, সার্বজনীন ব্যবস্থা যা আদালতের মতামত এবং সমস্ত আইনগুলিতে প্রবেশাধিকার সরবরাহ করে।

আমরা হাইকোর্টের সামনে মি. নিশিথ দেশাই এবং তার ফার্ম মাননীয় সালমান খুরশিদ, পূর্ব আইনমন্ত্রী ও পূর্ব পররাষ্ট্রমন্ত্রী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করি। আমি খুব খুশি যে মি. দেশাই আজ রাতে আমাদের সাথে আছেন।

আইনের প্রাপ্যতা শুধু ভারতের জন্য একটি প্রশ্ন নয়, এটি একটি বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোর্ট অফ আপিলগুলিতে আমাদেরও অনুরূপ মামলা রয়েছে এবং ইউরোপে আমরা জার্মানির আদালতে যুদ্ধ করছি নাগরিকদের অধিকারের জন্য, EU-বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা মানগুলি পড়ার জন্য এবং পোস্ট করার জন্য। আমাদের মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আমরা EFF এবং ফেনউইক ও ওয়েস্ট কর্তৃক কলম্বিয়ার জেলায় প্রতিনিধিত্ব করছি এবং আমি আনন্দিত যে EFF এর মিস স্টল্টজ আজ রাত্রের দর্শকদের মধ্যে আছে।

এই বিশ্বব্যাপী আইনী প্রচারাভিযানের যেটা অসাধারণ সেটা হল , সকল আইনজীবী প্র বোনো (pro bono) ভিত্তিতে কাজ করছেন, বিনামূল্যে কাজ করছে, যার মধ্যে রয়েছে মি.দেসাই এবং মি.খুরশিদ। সারা বিশ্ব জুড়ে নয়টি আইন সংস্থা আমাদের সরকারকে আবেদন করতে সহায়তা করেছে এবং বিনামূল্যে আইনি সহায়তায় হাজার হাজার ঘন্টা অবদান করেছেন।

কারণ তারা বিশ্বাস করে যে আইনের শাসন দ্বারা শাসিত দেশগুলিতে আইনগুলি অবশ্যই সহজলভ্য হওয়া উচিত কারণ আইনের অজ্ঞতা কোনও অজুহাত নয়। আইনগুলি পড়ার জন্য সকলের কাছে অবশ্যই সহজলভ্য হবে কারণ একটি গণতন্ত্রে, আইনগুলি জনগণের মালিকানাধীন, সরকার আমাদের জন্য কাজ করে। আমরা আইনের মালিক। আমরা যদি আমাদের জ্ঞাত নাগরিক হতে চাই তবে আমাদের অবশ্যই আমাদের অধিকার এবং আমাদের বাধ্যবাধকতাগুলি জানা উচিত। গণতন্ত্র এর পর নির্ভর করে।

যখন গান্ধী-জি দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন, তখন তিনি একজন আইনজীবীর চেয়েও অনেক বেশি ছিলেন। তিনি একজন প্রকাশক ছিলেন। তিনি আদালত ও আবেদনের মাধ্যমে বিশ্বকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন, এবং তার সময়ের সামাজিক মিডিয়াতেও। তিনি একজন ব্লগার ছিলেন, একটি সংবাদ সিল্ডিকেটর। তিনি প্রকাশনার প্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্ভাবনী হাই-টেক ছিলেন।

যখন তিনি ফিনিশ আশ্রমটি খুলেছিলেন, তখন তারা প্রথম কাজটি হিসেবে ডারবানের মুদ্রণযন্ত্রটি ভেঙে ফেলে, এটি চারটি ওয়াগনে লোড করেছিল, যার প্রত্যেকটি 16 টি বলদের একটি দল দ্বারা চালিত হয়েছিল এবং তারা সেই মুদ্রণযন্ত্রটি গভীর জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসে।

যখন তারা ফিনিশের নতুন সাইটে পৌঁছেছিল, তখন কোনও ভবন ছিল না। তাদের তৈরি করা প্রথম ভবন ছিল মুদ্রণ প্রেস ঘর, তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা বাইরে ক্যাম্প করে ছিল। ফিনিশে, সবাই টাইপসেট করতে শিখেছে, সবাই মুদ্রণযন্ত্রের সাথে সময় কাটিয়েছে।

এটাকেই গান্ধী-জি রুটি শ্রম বলতো, প্রতিদিন আপনার হাত দিয়ে কিছু করছেন। আদিপুস্তক ৩:১৯ বলেছে যে, "তোমার কপালের ঘামের দ্বারা তুমি তোমার খাবার খাবে" এবং এটি তার দর্শনের মূল কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। গান্ধী-জি বলেছেন:

"বুদ্ধিমান রুটি শ্রম যে কোনো দিন সামাজিক সেবার সর্বোচ্চ রূপ। এর চেয়েও ভাল কি হতে পারে যে একজন মানুষ তার ব্যক্তিগত শ্রম দ্বারা দেশের দরকারী সম্পদে যোগদান করছে? 'হচ্ছে' হল 'করা' "

## কার্ল মালামুদ এর মন্তব্য

এটি একটি অসাধারণ বিবৃতি, একটি যেখানে আমাদের সবার মনোযোগ দেওয়া উচিত। আমাদের সকলকে অবশ্যই রুটি শ্রমের কাজ করতে হবে, এবং আমাদের সকলকে অবশ্যই জনসাধারণের কর্মী, যা গান্ধী-জি বলেন, আমাদের সমাজকে আরও ভাল করার জন্য মানুষজন কাজ করছে, যা গান্ধী-জি "নিজ স্বার্থের পরিবর্তে চাকরির পাঠ্য" বলে থাকেন। রুটি শ্রম ও জনসাধারণের কাজ ছিল গান্ধীর দর্শনের দুটি ভিত্তি এবং এই শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি সাধারণ লক্ষ্যের চারপাশে মানুষকে একত্রিত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত এবং প্রেরিত করেছে।

আজ আমাদের দুনিয়া একটি বিভ্রান্তিকর জায়গা। আমি ওয়াশিংটন, D.C তে 15 বছর কাজ করেছি এবং আমি কখনোই এই ধরনের বিভ্রান্তিতে আমাদের সরকারকে দেখিনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ধরনের বিশৃঙ্খলার মুখোমুখি হওয়া একমাত্র দেশ নয়, যদিও আমরা অবশ্যই পূর্বে অনির্ধারিত স্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছি বলে মনে হচ্ছে।

সারা বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধ, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের সহিংসতা, জনগণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের সহিংসতা, একে অপরের বিরুদ্ধে জনগণের সহিংসতা, নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের বিরুদ্ধে। সন্ত্রাসবাদের আতঙ্কজনক ও ভয়ঙ্কর আচরণ আছে।

দুর্ভিক্ষ ও রোগ আছে যা আমরা কেবল ইচ্ছা করলে বন্ধ করতে পারি।

আমাদের গ্রহের বিরুদ্ধে সহিংসতার হিংসাত্মক আচরণ আছে, সহিংসতা যা আমরা অতীতে অজ্ঞতার মধ্যে করেছি কিন্তু আজকে আমরা পূর্ণ জ্ঞানের সাথে আমাদের অবহেলার প্রভাব সংঘটিত করছি।

ব্যক্তি হিসেবে, বিচ্ছিন্ন করা, আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য এবং আমাদের ক্ষমতার বাইরে যা মনে হচ্ছে তা উপেক্ষা করা, জনসাধারণের জীবনে অংশগ্রহণ থেকে প্রত্যাহার করা, আমাদের নেতাদের দায়ী করা বন্ধ করা, খুব প্রলুব্ধকর মনে হয়। কিন্তু, সেটা ভুল হবে।

জন এফ কেনেডি একবার বলেছিলেন যে আমরা যদি বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ উপায়কে অসম্ভব করে তুলি তবে বিপ্লবের সহিংস উপায় অনিবার্য। আমি আপনাদের কাছে এটা রাখছি যে আমাদের দুনিয়ায় বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও আশাও রয়েছে। ইন্টারনেট সর্বজনীন যোগাযোগ সম্ভাব্য করে এবং এটি সমস্ত জ্ঞানের সার্বজনীন প্রবেশাধিকার সম্ভাব্য করে তোলে। এটাই হল বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ উপায়, কিন্তু যদি আমরা তাদের আলিঙ্গন করি।

শিক্ষা হল সেটা যার দ্বারা আমরা আমাদের সমাজকে রূপান্তর করতে পারি। আমাদের নিজেদের শিশুদের শিক্ষিত করা আবশ্যিক। আমাদের নিজেদের শাসকদের শিক্ষিত করা আবশ্যিক। আমাদের নিজেদেরকে শিক্ষিত করতে হবে।

জন অ্যাডামস লিখেছেন যে আমেরিকান বিপ্লবই কেবল সম্ভব কারণ আমাদের প্রতিষ্ঠাতারা হল শিক্ষিত পুরুষ ও নারী, মানুষজন যারা ইতিহাস জানেন। তিনি বললেন যে, "অজ্ঞতা এবং অসচেতনতা মানবজাতির ধ্বংসাবশেষের দুটি বড় কারণ।"

তিনি বললেন যে, নাগরিক যদি কোন তুয়াকিবহাল নাগরিক না হয় তবে গণতন্ত্র কাজ করতে পারে না। তিনি বললেন, আমরা "নস্রভাবে এবং বিনীতভাবে স্নেহ ... জ্ঞানের মাধ্যম। আমাদের পড়তে, চিন্তা করতে, কথা বলতে এবং লিখতে সাহস দেয়। জনগণের মধ্যে প্রতিটি আদেশ ও ডিগ্রী যেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তোলে এবং তাদের সঙ্কল্পকে প্রাণবিশিষ্ট করে তোলে।"

ভারতে, স্বরাজের জন্য সেই সাহসী ও দীর্ঘ সংগ্রাম যা একটি নতুন জাতির জন্ম দেয়- একটি সংগ্রাম যা নিয়তির সাথে সেই মিলনস্থানে নিয়ে যায়-একটি সংগ্রাম যা সারা বিশ্বকে কর্ম করতে অনুপ্রাণিত করে-যে সংগ্রাম একটি ওয়াকিবহল নাগরিকের উপর ভিত্তি করেও ছিল। গান্ধীজী বিচারপতি রানাডেকে আহ্বান করছিলেন যখন তিনি বলেন, আমাদের শাসকদের সতর্ক করার জন্য আমাদের নিজেদেরকে শিক্ষিত করতে হবে।

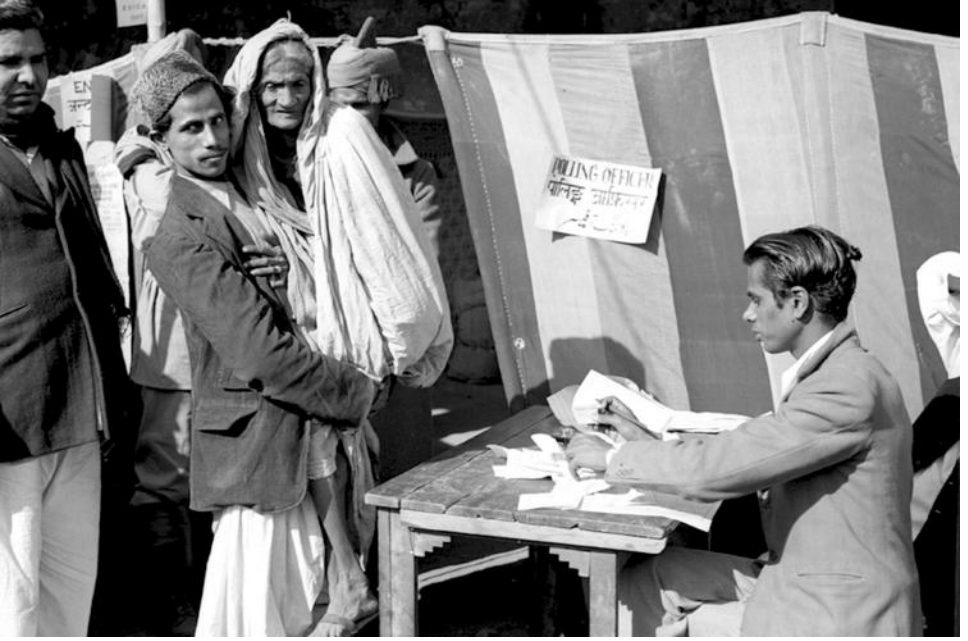
পুরুষ ও নারী যারা ভারতকে আধুনিক বিশ্বে পরিচালিত করেন তারা ছিলেন পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ, এমন নেতারাও। নেহরুর লেখা আশ্চর্যজনক বইগুলো যা তিনি জেলের ভিতরে লিখেছিলেন। ডঃ. আশ্বদকরের অসীম শিক্ষার দিকে তাকান, যিনি সংবিধানের খসড়া রচনা করেন। বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জনকারী অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন দিকে তাকান, যিনি একজন বিশিষ্ট নেতা, যিনি এখনও তার কার্যকালে পুরো সময়কালে একজন প্রফুল্ল পণ্ডিত ছিলেন।

আমাদের বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারত ও আমেরিকাতে নাগরিকদের অবগত করার জন্য আমাদের বিশেষ বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আমাদের অবশ্যই সক্রিয় নাগরিক হতে হবে, আমাদের অবশ্যই রুটি শ্রমের কাজ করতে হবে, আমাদের অবশ্যই জনগণের শমিক হতে হবে।

জ্ঞানের সর্বজনীন প্রবেশাধিকার হল আমাদের সময়ের মহান অর্জন না করা প্রতিশ্রুতি। আমাদেরকে অপ্রতিরোধ্যভাবে আঘাত করার পরিবর্তে বিশ্বের পরিবর্তনের সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের ওয়াকিবহল করে এবং আমাদের নিজেদের সন্তানদের শিক্ষিত করে, আমরা সবাই অগ্রগতির রাস্তায় একসঙ্গে হাঁটতে পারি, এবং, যেমন মার্টিন লুথার কিং প্রায়শই বলতেন, "কপট উপায়গুলিকে সোজা করে তৈরি করা হবে এবং রক্ষা রাস্তাগুলিকে মসৃণ করা হবে" যতক্ষণ না, হাতে হাতে দিয়ে, আমরা পাহাড়ের সেই উজ্জ্বল শহরটিতে পৌঁছাতে পারব, সেই জায়গাটি যেখানকার গ্রন্থাগারে সার্বজনীন জ্ঞানের প্রবেশাধিকার আছে, একটি বিনামূল্যে লাইব্রেরি, একটি লাইব্রেরি যা আমরা ভবিষ্যতের প্রজন্মকে একটি উপহার হিসাবে পাস করতে পারি।

আমাদের সেই গ্রন্থাগার নির্মাণে সাহায্য করুন। এটা হল রুটি শ্রম। এটা জনসাধারণের কাজ।

জয় হিন্দ! ঈশ্বর আমেরিকাকে আশীর্বাদ করুন! ধন্যবাদ!



১৯৫২ সালের জানুয়ারীতে দিল্লির জামা মসজিদের কাছে এক বয়স্কা মুসলিম মহিলাকে ব্যালট পেপার দেওয়া হচ্ছে।



কেন্দ্র পরিষদে নির্বাচনের জন্য দিল্লিতে নির্বাচনী কেন্দ্র, ১৯৪৬।



দিল্লির পৌর নির্বাচন, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৫১।

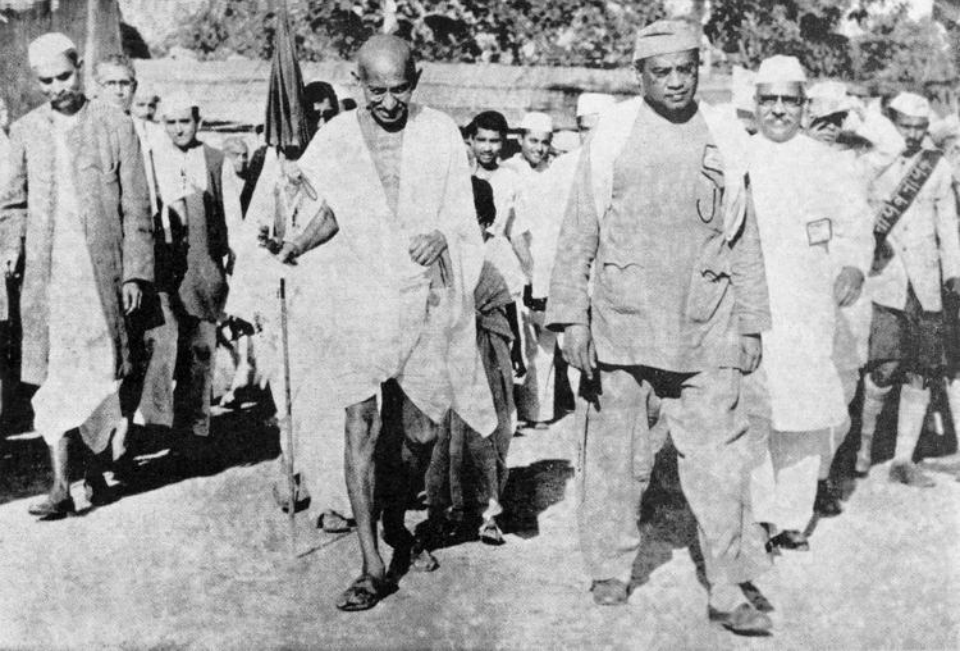


দিল্লিতে ১৯৫২ সালের জানুয়ারীতে মুছে ফেলা যায় না এমন কালি প্রয়োগ করা হচ্ছে।





দিল্লির নিকটবর্তী নাগোলাই গ্রামের গ্রামবাসীদের নির্বাচনী স্লিপ দেওয়া হচ্ছে, সেপ্টেম্বর ১৯৫১।



CWMG, খন্ড ৭১ (১৯৩৯-১৯৪০), পৃষ্ঠা ৩৩৭, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সাথে রামগড় সম্মেলনে।



CWMG, খণ্ড ৭২ (১৯৪০), ফ্রন্টিস্পিস, দিল্লির যমুনালাল বাজাজের সাথে।

## ডিজিটাল যুগে সত্যগ্রহঃ একজন ব্যক্তি কি করতে পারেন ?

কার্ল মালামুদ, ন্যাশনাল হেরাল্ড, ৪ঠা জুলাই, ২০১৭, বিশেষ ৭৫ বার্ষিকী স্মারক সংস্করণ

*ইন্টারনেট আমাদের প্রজন্মকে মুক্ত এবং অব্যবহিত জ্ঞানলাভ করার অনন্য এক সুযোগ দিয়েছে। লেখক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত সরকারের দ্বারা তাদিত হয়ে কিভাবে তা আমাদের দেখিয়েছেন।*

আমাদের দুনিয়া বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে। অবাধ হিংসা এবং সন্ত্রাস পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে, যদি আমরা কিছু না করি (এবং আমরা কিছু করছি না) আমাদের পৃথিবী জলবায়ু বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে চলেছে, আর্থিক বৈষম্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অনাহার আর দুর্ভিক্ষ ছেয়ে যাচ্ছে। এমন ধরনের বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলে একজন ব্যক্তি কী করতে পারেন ?

উত্তরটা আমি দিচ্ছি, আমাদের আলোকবর্তিকার মতো নেতৃত্ব, যারা দশক ধরে লড়াই করেছেন পৃথিবীর দৃশ্যমান ভুলগুলো শোধরানোর জন্য, তাদের শিক্ষার মধ্যেই রয়েছে এর উত্তর। ভারত ও আমেরিকা আধুনিক বিশ্বের বৃহত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশ-আমরা তাদের দিকে নজর দিতে পারি। ভারতে গান্ধী, নেহেরু এবং সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শিক্ষা অনুপ্রাণিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা মার্টিন লুথার কিং, থারগুড মার্শাল এবং নাগরিক অধিকারের জন্য সংগ্রামী সমস্ত মানুষের দীর্ঘ ও কঠোর লড়াই দেখতে পাই।

ব্যক্তি হিসাবে আমাদের কিছু করার মূলমন্ত্র হল অধ্যাবসায় এবং লক্ষ্য। অধ্যাবসায় বলতে বিশ্বকে পরিবর্তন করার স্বপ্ন ফেসবুকের একটি ছোট মুহূর্ত বা একটি টুইটের চেয়ে অনেক বড় হতে হবে। অধ্যাবসায় অর্থাৎ ভুল সংশোধন করতে এবং নিজেদের ও নিজেদের নেতাদের শিক্ষিত করতে কয়েক দশক সময় লাগতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং কংগ্রেসে তাঁর অনুগামীদের নিজেদের শিক্ষিত করা বলতে গান্ধীজি নৈতিকতা ও চরিত্রের উপর মনোযোগ দিতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই শিক্ষা যারা আজকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদের সকলের গ্রহণ করা উচিত।

লক্ষ্য স্থির করাও গান্ধীজি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিং এর থেকে পাওয়া একটি বড় শিক্ষা। প্রয়োজনীয় যে কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বেছে নিন এবং তাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করুন। বাস্তবে কিছু কাজ করুন। লক্ষ্য স্থির করুন: লবণ শুল্ক অপসারণ, একটি কাউন্টারে দুপুরের খাবার খাওয়ার অধিকার, বিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়ার অধিকার, নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার, ভাগচাষের অবসান।

এক দশক ধরে আইনের শাসনকে বলিষ্ঠ করে তোলাকে আমি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছি। জন এফ কেনেডি একবার বলেছিলেন যে, যদি আমরা শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পথকে অসম্ভব করে তুলি, বিপ্লবের সহিংস উপায় অনিবার্য হবেই। একটি

ন্যায়পরায়ণ সমাজে, একটি উন্নত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, আমরা জানি, আমাদের পরিচালনা করার আইন আমরা নিজেরাই তৈরি করি এবং আমাদের বিশ্বকে আরও সুন্দর করার জন্য এই আইনকে পরিবর্তন করার ক্ষমতাও আমাদের আছে।

### > জন নিরাপত্তা আইন ব্যবহার কেন সীমিত ?

আমাদের আধুনিক বিশ্বে কিছু বিশেষ ধরনের নিয়ম রয়েছে যেগুলি হল জননিরাপত্তা আইন। এই প্রায়োগিক মানদণ্ড বিচার করে আমরা কীভাবে নিরাপদ ঘরবাড়ি এবং অফিস তৈরি করব, কারখানায় যন্ত্র পরিচালনাকারী শ্রমিকদের কিভাবে রক্ষা করব, কীটনাশক সঠিকভাবে কীভাবে প্রয়োগ করব, অটোমোবাইলগুলির নিরাপত্তা, আমাদের নদী এবং সাগরগুলির অখণ্ডতা রক্ষা করা এবং আরও অনেক বিষয় কীভাবে পরিচালনা করব। এইগুলি আমাদের বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু আইন।

সারা বিশ্ব জুড়ে শুধুমাত্র কয়েকটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে শক্তিশালী জননিরাপত্তা আইনগুলির প্রয়োগকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক গুচ্ছ বেসরকারি সংস্থা নির্মাণ এবং অগ্নি সংক্রান্ত আইনগুলি তৈরি করে এবং তারপর আইন প্রণয়ন করা হয়। অথচ এই আইনগুলি তৈরি করতে প্রত্যেক কপি পিছু শত শত ডলার খরচ হয় এবং সবচেয়ে বড় কথা কপিরাইট নিশ্চিত করা হয় যাতে ব্যক্তিগত পক্ষের লাইসেন্স ছাড়া কেউ আইনটি বলতে না পারে।

ভারতেও একই জিনিস ঘটেছে, কিন্তু এখানে সরকার নিজেই গুরুত্বপূর্ণ জনসাধারণের নিরাপত্তার সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশনকে অবরুদ্ধ করেছে। দ্য ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড এই আইনগুলির উপর কপিরাইট দাবি করে, ভারতের জাতীয় বিল্ডিং কোড নামক একটি বইয়ের জন্য আশ্চর্যজনকভাবে ১৩,৭৬০ টাকা ধার্য করে। ব্যুরো এটা বজায় রাখে যে এই গুরুত্বপূর্ণ জননিরাপত্তা মানদণ্ডগুলি তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং যারা এই সামগ্রী পড়তে বা বলতে চাইবে তার জন্য লাইসেন্স প্রয়োজন এবং একটি ফি দিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, ব্যুরো এটাও বজায় রাখে যে, কোনো ব্যক্তি তাদের স্বীকৃত অনুমতি ছাড়া এই আইনগুলির আরো ব্যবহারযোগ্য কোনো সংস্করণ তৈরি করতে পারবে না।

আমি শুনেছি যে, সরকারী ব্যাপক দুর্যোগ মোকাবিলার টাস্ক ফোর্স দেখা করে যখন প্রস্তাব দেয় যে, সমস্ত আপদকালীন জরুরি অবস্থা মোকাবিলার ভারপ্রাপ্ত সরকারী আধিকারিকদের কাছে এই গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা আইনের প্রতিলিপি থাকা উচিত, তখন ব্যুরো আধিকারিকরা জানিয়ে দেন যে, যদি প্রত্যেক আধিকারিক একটি লাইসেন্সে চুক্তিবদ্ধ হন এবং ১৩,৭৬০ টাকা ফি প্রদান করেন, তবেই একমাত্র তারা এই উপাদান সরবরাহ করবেন। কোন প্রতিলিপির অনুমতি দেওয়া হবে না।

এক দশক আগেই আমি এই পরিস্থিতি পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করেছি। আমার তৈরি ছোট এনজিও আইনের জোরে সারা বিশ্বের নিরাপত্তা আইন কিনেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমি ১০০০ এর বেশি যুক্তরাষ্ট্রীয় বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা স্ট্যান্ডার্ড (মান )

## ডিজিটাল যুগে সত্যগ্রহঃ

কিনে স্ক্যান করে পোস্ট করেছি। ভারতে আমি ১৯,০০০টি ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড (পরমান মান) কিনেছিলাম এবং সেগুলিকে ইন্টারনেটে পোস্ট করেছি।

আমরা শুধু কাগজের প্রতিলিপি কেনা এবং স্ক্যান করার চেয়েও বেশি কিছু করেছি। বেশ কয়েকটি মূল দলিলকে নিয়ে তাদের আধুনিক ওয়েবপেজে পুনরায় টাইপ করে সমস্ত চিত্র অঙ্কন করে লেখাটিতে আধুনিক মুদ্রণবিদ্যা প্রয়োগ করেছি। আমরা স্ট্যান্ডার্ডগুলি কোড করেছি যাতে দৃষ্টিশক্তিহীনরাও আরো কার্যকরভাবে এই দলিলগুলি নিয়ে কাজ করতে পারে। আমরা আইনগুলিকে ই বুক হিসাবে উপলব্ধ করেছি, পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান, বুকমার্ক এবং একটি নিরাপদ ওয়েব সাইট সরবরাহ করেছি।

### >মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত সরকার খুশি নয়

ক্ষমতালীরা বোধ হয় এতে সন্তুষ্ট হয় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছয় বাদী পক্ষ আমাদের বিরুদ্ধে গুরুতর মামলা করেছে এবং আইন বলার অধিকার সংক্রান্ত মামলা এখন মার্কিন উচ্চ আদালতে চলছে। ভারতে ব্যুরো আমাদের আরো দলিল বিক্রি করতে অস্বীকার করে এবং মন্ত্রণালয় থেকেও সাহায্যের আবেদন প্রত্যাখ্যান হওয়ার পর আমরা একটি জনস্বার্থ মামলায় আমাদের সহকর্মীদের সাথে যোগ দিই, যেটা এখন মাননীয় দিল্লি হাইকোর্টে চলছে। আমাদের আইনজীবীরা প্রত্যেকে যথেষ্ট সময় দেন, তারা প্রত্যেকেই আমাদের সমর্থক, আমাদের কাজকে উজ্জীবিত করার জন্য তারা বিনামূল্যে আইনি সহায়তার জন্য ১০ মিলিয়নের বেশি ডলার দান করেছেন।

আমরা একদিকে যখন আদালতে ন্যায়বিচারের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি, তখন অন্যদিকে আমরা প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ দর্শককে ইন্টারনেটে এই দলিলগুলির সরবরাহ করছি। ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ডগুলি মূলত ভারতের বিখ্যাত কারিগরিবিদ্যার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে জনপ্রিয়, যেখানে শিক্ষার্থী এবং অধ্যাপকরা তাদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ মানগুলি সহজেই পেয়ে বেশ আনন্দিত।

প্রত্যেক প্রজন্মের একটি সুযোগ রয়েছে। ইন্টারনেট আমাদের বিশ্বকে সত্যিই দারুণ এক সুযোগ করে দিয়েছে: সমস্ত মানুষের জন্য সর্বজনীন জ্ঞানের সুযোগ। আমাদের সরকারী আদেশনামা, মহান গণতন্ত্রের আইনগুলির প্রাপ্তিকে আমি লক্ষ্যবস্তু করেছি, তবে এটি মহান প্রতিশ্রুতির খুব ছোট্ট একটা অংশ।

আমাদের লক্ষ্যবস্তুকে আরেকটু উন্নত করা উচিত। আধুনিক বিশ্বে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্য, প্রযুক্তিগত দলিল, আইন বা অন্যান্য জ্ঞানভাণ্ডার প্রাপ্তিকে সীমিত করার কোনো অজুহাত আর চলে না। যেহেতু ভ্রাতৃহরি নিতিসৎকাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, "জ্ঞান এমন এক ধন যা চুরি করা যায় না।" সমস্ত মাধ্যম নিরপেক্ষ ভাবে জ্ঞান সকলের কাছে মুক্ত হওয়া উচিত।

জ্ঞানের অবাধ প্রাপ্তি এবং আইনের শাসনই হল সেই রাস্তা, যার মাধ্যমে বিশ্বের অনতিক্রম্য সেইসব বাধাগুলি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব, যার মুখোমুখি আজ আমাদের হতে

হচ্ছে। কিন্তু, এটা তখনই হবে যখন আমরা জনসাধারণের কাজে নিয়োজিত হব, যা করার কথা প্রায়ই গান্ধী আমাদের বলতেন। আর এটি তখনই ঘটবে যখন আমরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উপর মনোনিবেশ করব এবং যথাযথভাবে পদ্ধতিগতভাবে তা করে যাব।

মার্টিন লুথার কিং আমাদের শিখিয়েছেন যে, অনিবার্যতার চাকা ঘুরলেই পরিবর্তন আসে না, এটি আসে কেবলমাত্র ক্রমাগত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। আমরা এই দুনিয়াকে বদলাতে পারি, কিন্তু তার জন্য আমাদের অবশ্যই সংগ্রাম করতে হবে। আর যদি আমরা তা করি, তাহলে আমরা সেই রাস্তাটির সন্ধান পাব যা আমাদের পাহাড়ের আলোকিত সেই শহরটিতে নিয়ে যাবে যেখানে সকল জ্ঞান আহরণ করা যায় এবং যেখান থেকে ন্যায়বিচার ও নৈতিকতা ঝর্নার জলের ধারার মত প্রবাহিত হয়।



২৮শে অক্টোবর, ১৯৫৪ তারিখে সাংহাইয়ের ইয়ং পাইনিয়ার্স প্যালেসে সফরাভিযান।



১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৬ পেনসিলভেনিয়াতে রাষ্ট্রপতি আইজেনহোয়ারের খামারে।



১৪ই নভেম্বর, ১৯৫৭ তারিখে নয়াদিল্লিতে শিশু দিবস উদযাপনে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু।





১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ সালে ভুটানে তাঁর ভ্রমণের জন্য রাস্তা নির্মাণকারী শ্রমিকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী।



CWMG, খণ্ড ৭০ (১৯৪০-১৯৪১), ফ্রন্টিস্পিস, ভাইসরয়ের সাথে সফরের পথে, সিমলা।



CWMG, খণ্ড ৮৪ (১৯৪৬), পৃষ্ঠা ৮১, জওহরলাল নেহেরুর সাথে।

## তথ্যের অধিকার, জ্ঞানের অধিকার: ডঃ স্যাম পিত্রোদার মতামত

হ্যাগিক গীকআপ (গীক পরিদর্শন করে সর্বজনীন বক্তৃতা), NUMA বেঙ্গালুরু, ১৫ই অক্টোবর, ২০১৭

বন্ধুরা, শুভ সন্ধ্যা। আপনাদের সাথে এটা আমার সত্যিই একটি বিশেষ মুহূর্ত।

আমি বুঝতে পারছিলাম না আমি কি করতে যাচ্ছি। যখন আমি এখানে এলাম, কার্ল আমাকে বলল যে আমরা আজ বিকালে একটি মিটিং করব এবং আগামীকাল আমরা যা করতে যাচ্ছি তার সম্পর্কে তিনি আমাকে একটু পটভূমি দিলেন, সেজন্যই আমি এখানে NUMA তে এসেছি এবং আমি বললাম, "আপনি কি নিশ্চিত যে আমরা সঠিক জায়গাতেই আছি?"

কিন্তু আমি আপনাদের সবাইকে দেখে খুব খুশি। বর্তমান ভারতে তরুণরা যা করছেন তা দেখে আমি অবাক হয়ে আছি। আমি তোমার জন্য গর্ববোধ করি। আমি একজনের সাথে দেখা করলাম যে উপজাতির মানুষের উপর কাজ করে। আমার আরেকজনের সাথে আলাপ হল যিনি আইন কানুন এর উপর কাজ করছেন। আপনাদের মধ্যে এমন অনেকের সাথে আলাপ হল, যারা সত্যিই নতুন ভারত গড়তে আগ্রহী।

যখন আমি আপনাদের কয়েকজনকে দেখি, তখন আমি ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব আনন্দিত বোধ করি। আমার যাত্রাটা বেশ দীর্ঘ হল। আমার জন্ম ১৯৪২ সালে। আমি ৭৫ বছর বয়সী এবং সেই দিনগুলো ছিল ভারতের স্বাধীনতার প্রথম দিকের দিন।

আমাদের বেড়ে ওঠার সাথে সাথে মহাত্মা গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল, কালাম আজাদ, সুভাষচন্দ্র বসু আমাদের মনের প্রকৃত আদর্শ হয়ে উঠেছে। আমরা গান্ধীর সাথে বড় হয়েছি এবং অন্তর্ভুক্তি, সত্য, বিশ্বাস, স্বনির্ভরতা, সরলতা, আত্মত্যাগ এবং সাহস শিখেছি।

ছোট শিশুমনে এই সব শব্দ দারুণ অর্থবহ ছিল। আমার বাবার কোন শিক্ষা ছিল না। কিন্তু আমাদের বাড়িতে আমাদের পাঁচটি বড় ছবি ছিল, আমরা যখন স্কুল কলেজের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম, এই পাঁচজন মহান নেতা এবং ভারত সম্পর্কে তাদের ধারণা আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল।

আমি ১৯৬৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাই এবং সেখানে ৬০ এর দশকে আমি কিছু জিনিস শিখেছি, আমি বুঝতে পেরেছি যে ভারতে তিনটি মৌলিক বিষয় রয়েছে: বৈষম্য, জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন। এবং আমি এটাও বুঝতে পেরেছিলাম যে সত্যিই এগুলোকে পরাস্ত করতে, প্রথমে আমাদের যোগাযোগের প্রয়োজন।

১৯৭৯ সালে, আমি দিল্লীতে এসেছিলাম এবং শিকাগোতে আমার স্ত্রীকে ফোন করতে পারিনি। অথচ এটা ছিল একটা পাঁচ তারকা হোটেল।

তাই, একটু অহংকার এবং অনেক অজ্ঞতার সঙ্গে আমি বললাম, "আমি এই জঘন্য জিনিসটির মেরামতি করতে যাচ্ছি" এবং আমি আমার জীবনের পরবর্তী ১০ বছর ভারতে ফোন ঠিক করার চেষ্টাই করেছি।

রাজীব গান্ধী আমাকে রাজনৈতিক উদ্দীপনা দিয়েছেন এবং আমি অনুভব করলাম যে যোগাযোগ ছাড়া এর কোন সূচনা নেই। তারপর আমাদের ২ মিলিয়ন টেলিফোন হল, একটি টেলিফোন সংযোগ পেতে ১৫ বছর সময় লাগত। আপনি হয়ত জানেন না, কিন্তু আপনার ঠাকুরদাদা জানবেন, আপনার বাবাও হয়তো জানবেন না। এবং আজ আমাদের ১.২ বিলিয়ন ফোন আছে। আমরা কয়েক কোটির একটি সংযুক্ত দেশ।

মূল প্রশ্ন হল, আমরা এই যোগাযোগ নিয়ে কি করব ?

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটা ছিল জ্ঞান। এবং মুক্ত পরিসরে জ্ঞান নিয়ে আসতে হলে আপনাকে এই যোগাযোগ এবং তথ্যের গণতান্ত্রিকরণকে ব্যবহার করতে হবে। তাই আমরা জ্ঞান কমিশন, তথ্যের অধিকার, জ্ঞানের অধিকার দিয়ে শুরু করেছি, কিন্তু এই সমস্ত জিনিসগুলি আমরা যাদের সাথে কাজ করছিলাম সেই সমস্ত মানুষের কাছে বিশেষ কিছুই ছিল না। আমরা কোন বিষয়ে কথা বলছিলাম তাই নিয়ে তাদের কোন ধারণাই ছিল। আমার মনে আছে যখন আমি টেলিফোনে আমার কাজ শুরু করি, ভারতে অনেক সমালোচনামূলক মুখ্য কলমের বিষয়বস্তু ছিল, যখন খাদ্য ও কৃষি নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কথা তখন এই বিদেশফেরত লোকজন কেন ভারতের ফোন ঠিক করার চেষ্টা করছে ?

এবং তাদের প্রতি আমার উত্তর ছিল, "আমি কৃষির সমস্যা কিভাবে সমাধান করব তা জানি না, তার জন্য অন্য কাউকে খুঁজে নিতে পারেন। আমি আমার কাজ কিভাবে করতে হবে জানি। আমি ফোন ঠিক করার চেষ্টা করতে পারি, আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি না যে আমি এটি করতে সক্ষম হব, কিন্তু ভারতে প্রত্যেকটা ছোট জিনিসই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি সেটাই করেন যেটা সবচেয়ে ভালো কীভাবে করতে হবে তা আপনি জানেন, অন্য কেউ অন্য কিছু জানেন এবং আমরা সবাই যদি এখানে ওখানে একটা করে বিন্দু যোগ করি, তখন আশা করা যায় এগুলি সংযুক্ত হবে।"

বহু বছর আগে আমরা যে সব স্বপ্ন দেখেছি, তা আমরা সত্যিই বাস্তবে ঘটাচ্ছি। আপনার সমর্থন ছাড়া, আমাদের কাজ সব হারিয়ে যাবে। কেউ কখনও কিছু বুঝতেও পারবে না।

আমার কাছে, মুক্ত সরকার হল চাবিকাঠি। মুক্ত তথ্য হল ভিত্তি। তাই যখন ওবামা এখানে এসেছিলেন, তখন তিনি এবং আমি আধঘন্টা কাটিয়েছিলাম এবং আমি তাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি যে আমরা গ্রামীণ ভারতের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য আরো ফাইবার স্থাপন করে ভারতে কী করছি, আমরা তাকে রাজস্থানে উদাহরণ দিয়েছি, এবং যখন আমি তাকে এই ধরনের সংযোগ প্ল্যাটফর্ম, GIS, UID, তথ্য কেন্দ্র, সাইবার নিরাপত্তা প্রয়োগ সহ ইত্যাদি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম আমরা কীভাবে নির্মাণ করার চেষ্টা করছি তা ব্যাখ্যা করে বোঝালাম, তখন তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন।

## ডঃ স্যাম পিত্রোদার মতামত

তিনি বললেন, "স্যাম, আপনি এইভাবে এতরকম বিষয়ে কীভাবে ভাবছেন?" এবং আমার উত্তর ছিল, "যদি আমরা এইভাবে ভাবনাচিন্তা না করি, আমরা নতুন ভারত তৈরি করতে পারব না।" পুরানো সরঞ্জাম দিয়ে নতুন ভারত তৈরি করা খুব কঠিন।

আমাদের একমাত্র ভরসা ছিল আমাদের নতুন সরঞ্জাম এবং আমাদের তরুণ প্রতিভার উপর। আমি ভারতের তরুণদের প্রতিভার ওপর দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল। ১৯৮৪ সালে যখন আমি CDOT [সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অব টেলিম্যাটিক্স] শুরু করি, তখন সংগঠনের গড় বয়স ছিল ২৩। তারা ছিল উদ্ভিগু তরুণ, কঠোর পরিশ্রমী, আন্তরিক, সৎ, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সাহসী, নিবেদিত, জাতীয়তাবাদী, এবং তারা কাজগুলিকে সম্ভবপর করে তুলল।

মানুষ বলতো, "কেন আপনি শুধু তরুণদের নিয়োগ করছেন?" আমি বললাম, "তারা সতেজ, কারণ তারা শক্তি, উত্সাহে ভরপুর এবং মানসিকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত নয়।"

ভারতে আমাদের অনেক সমস্যা আছে, কিন্তু আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জও রয়েছে। তাই যখন মানুষ আমাকে ভারতের সমস্যা সম্পর্কে বলে, তখন আমি তাদের বলি, "ভারতে সমস্যা সনাক্ত করার জন্য আপনার প্রতিভার কোন প্রয়োজন পড়ে না।" এবং ভারতে সমাধান সনাক্ত করার জন্যও আপনার প্রতিভার প্রয়োজন পড়ে না। আজ সত্যিই সাহসী মানুষের প্রয়োজন, যারা কিছু দিতে, ফিরে যেতে এবং ভারতের মানুষের জন্য কিছু করতে ইচ্ছুক।

আমাদের একটি দীর্ঘ পথ চলতে হবে। পরবর্তী ৫০ বছরের জন্য কাজ পড়ে আছে। গত ৪০ বছর ধরে আমি বলছি, "বিশ্বের সেরা মস্তিষ্কগুলো ধনী ব্যক্তিদের সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত, যাদের আসলে সমস্যার সমাধান করার মতোই কিছু নেই।"

এবং এর ফলে দরিদ্রদের সমস্যাগুলি সঠিক ধরনের প্রতিভাবানদের সংস্পর্শ আসে না। এই বিশ্বের মধ্যে ভারতই হল একমাত্র দেশ, যেখানে অন্য যে কোন জায়গার তুলনায় এমন প্রতিভা খুঁজে পাওয়া যাবে, যাদের দরিদ্রদের সমস্যার সমাধান করার প্রতি কিছু অনুভূতি আছে। ভারত একমাত্র দেশ যেখানে আপনি দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী ৪০০ মিলিয়ন মানুষকে উত্তোলনের সমাধান পাবেন এবং তারপর এই সমাধানটি বিশ্বের অন্যান্য অংশেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আমরা বৈপরীত্যের এক জমি। ভারত সম্পর্কে আমি যা কিছু বলতে পারি, আপনি ঠিক তার বিপরীত বলতে পারেন এবং আপনি ১০০% সঠিক। এবং এটাই ভারতের সৌন্দর্য। উদ্ভাবনের উর্বর মাটি হল বৈচিত্র্য এবং আমাদের দেশই বিশ্বের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় দেশ। এবং সম্ভবত তাদের চেহারা তথাকথিত ভারতীয়দের মত নয়।

আমার একবার মনে আছে আমি মেক্সিকোতে ছিলাম এবং আমি ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে খুঁজছিলাম। আমি ৫০০ জন ব্যক্তির মধ্যে একজন মূল বক্তা ছিলাম এবং কেউ বলেছিল, "ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আসছে।" তাই আমি তাকে আনতে গিয়েছিলাম কিন্তু

আমি তাকে খুঁজে পেলাম না। অবশেষে আমি বললাম, "সে কোথায়?" একজন লোক বলল, "ওহ, সে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, সে সামনের সারিতে বসে আছে।"

আমি গিয়ে দেখলাম তাঁকে চীনাদের মত দেখতে। কারণ তিনি উত্তরপূর্বাঞ্চলে ছিলেন। এবং এমনকি আমার পটভূমি থাকা সত্ত্বেও আমি ধরে নিয়েছিলাম যে তিনি একজন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, তাঁকে আমার মত দেখতে হওয়া উচিত।

এটাই ভারতের সৌন্দর্য। ভারতের উদযাপনের মতো অনেক কিছু আছে, কিন্তু আমি আজকের ভারতকে দেখি যখন আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি।

যখন মানুষ তথ্য আড়াল করার চেষ্টা করে, সোশ্যাল মিডিয়াতে মিথ্যা ছড়াতে থাকে, স্বাধীনতাকে আক্রমণ করে, তখন এটা গুরুত্বপূর্ণ। এবং সেখানেই আপনারা সবাই আসবেন। আপনাকে অন্তত সাইবার ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসটিকে ধারণ করতে হবে, সবার উন্নতির জন্য। কোনও অস্পৃশ্যতা নয়, কোনও ভেদাভেদ নয়, যদি প্রোগ্রামটি একটি অঞ্চলে বা ব্রাহ্মণ বা হিন্দু বা মুসলিম হয় তাতে কিছু যায় আসে না, আমরা কোনও পরোয়া করি না।

আমরা সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে অন্তর্ভুক্তিকরণ চাই। তথ্য সবার জন্য। আজকের দিনে ভারতে যে ধরনের আলোচনা চলছে তা খুবই সীমিত। আমাদের সতিহই ভারতে কথোপকথনের স্তরকে বাড়ানো প্রয়োজন।

আমি এখন একটি বই করছি, আমি কয়েক বছর আগে আমার জীবনের উপর একটি বই করেছি, এবং আমি আমার নাতনির জন্য এটি করেছি, কারণ আমার নাতনির এখন ছয় বছর বয়স এবং সান ফ্রান্সিসকোতে বসবাস করছে, একদিন বড় হয়ে উঠে হয়ত জিজ্ঞাসা করবে, "৭৫ বা ১০০ বছর আগে আমেরিকায় আসা এই বৃদ্ধ মানুষটি কে?"

এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা তার বাবা তাঁকে যাই বলুক না কেন, তাকে বলে যে সে একদম আলাদা হবেই, কারণ আমি কোন ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছি, সে সম্পর্কে তার বাবার কোন ধারণা নেই। আমি যে ভারতের এক ছোট উপজাতীয় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছি, যেখানে আমার মা বাড়িতেই আটটি বাচ্চার জন্ম দিয়েছিলেন, এটার মর্ম সে বুঝতেই পারে না। কোনও ডাক্তার, কোনও নার্স, কোন হাসপাতাল, কোন ফার্মেসী, কিছু নেই। কোনও স্কুল নেই। এবং আমি যদি তাদের এই কথাগুলো বলি, তারা মনে করবে ড্যাডি এসব বানিয়ে বলছে।

এটা বাস্তবতা হতে পারে না। এই ভারতকে বদলাতে হবে। দারিদ্র্যসীমার নিচে ৪০০ মিলিয়ন মানুষের উন্নয়নের জন্য আমরা যদি প্রযুক্তিকে ব্যবহার না করি, তাহলে আমাদের কাজটিই অসম্পন্ন হয়ে যাবে।

আমরা এমন এক ভারত গড়তে চাই না যেখানে আরো কোটিপতি থাকবে। যদি থাকে, তাদের আরো শক্তি হোক। তাদের প্রতি আমার কোনো বিরোধিতাই নেই। কিন্তু আমি

## ডঃ স্যাম পিত্রোদার মতামত

ভারতে সমস্ত কিছুর রূপান্তরের জন্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে চাই, এবং এটি শুধুমাত্র জ্ঞান থেকেই আসতে পারে।

এটা শুধুমাত্র আপনাদের মত মানুষ থেকেই আসতে পারে। এটা শুধুমাত্র উদারতা থেকেই আসতে পারে। আমার কাছে, তথ্য উদারতা, প্রাপ্যতা, দায়িত্বশীলতা, যোগাযোগ, গণতান্ত্রিকীকরণ, বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে আসে। এগুলো সবই গান্ধিবাদী।

আজ যদি গান্ধী আসতে পারতেন, সে তোমার সাথে সাক্ষাত করে খুশি হতেন। পরশুদিন আমি আহমেদাবাদে একটি বক্তব্য রাখব। আসলে কার্ল এবং আমি গত বছর, ২রা অক্টোবর, সবারমতী আশ্রমে কাটিয়েছি এবং তথ্যের যুগে আমরা সত্যিকারের গান্ধীর ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার উপরে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি এবং জনগণের কাছে সেই যোগাযোগের কথা বলেছি, যে কিভাবে মানবজাতির ইতিহাসে গান্ধী আগের চেয়ে আজ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক ?

এর আগে আমি দ্বিতীয় বই সম্পর্কে আপনাদের বলতে বলতে মূলসুরটা হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমি বিশ্বের পুনর্নির্ন্যাস সম্পর্কে একটি বই লিখছি। আমরা আজ এই বিশ্বকে যোভাবে সাজিয়ে রেখেছি তা সম্পূর্ণ অচল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একে শেষবারের মতো সাজিয়েছিল। জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাঙ্ক, NATO, IMF, GDP, GNP, প্রতি মাথাপিছু আয়, আর্থিক ভারসাম্য, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, পুঁজিবাদ, ব্যয় এবং যুদ্ধ।

এসব জিনিসের আর কোনো অর্থ নেই। GDP মানেই একটি ফালতু জিনিস নয়। কিন্তু তবুও আমরা এখনও এটি অনুসরণ করছি। আজকের এইসমস্ত পরিমাপগুলি বড় তথ্য, ক্লাউড কম্পিউটিং, বিশ্লেষণের কাজে লাগতে পারে। তখন এটা সম্ভব ছিল না, তাই আপনি গ্রাস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বললেন এবং সবাই রাজি হয়ে গেল। আজ আপনার কাছে বিশ্লেষণ করার মতো বিপুল তথ্য আছে, কারণ আজ আপনি অনেক খুঁটিনাটি তথ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে বা না যেতে পারেন।

আমি খুব খুশি যে কেউ এখানে আদালত থেকে সমস্ত তথ্য গ্রহণ করছে, সেগুলোকে ওয়েবে তুলে দিচ্ছে। আমি আমাদের সমস্ত প্রধান বিচারপতিদের সাথে সাত বছর ধরে লড়াই করেছি। প্রত্যেক নতুন প্রধান বিচারপতি নিয়োগ হওয়া মাত্রই আমি তাকে পরের দিন ডাকব, তার বাড়িতে যাব। আমাদের চা খেতে খেতে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করব যে কেন ন্যায়বিচার পেতে ১৫ বছর সময় লাগবে ? কেন আমরা আপনার সব রিপোর্ট কম্পিউটারাইজ করতে পারি না এবং তিন বছরের মধ্যে ন্যায়বিচার পেতে পারি না ? এবং তিনি বলবেন, "হ্যাঁ, স্যাম, আমরা আপনার সাথে একমত, মি. পিত্রোদা, আমরা সবাই আপনার সাথে আছি, দারুণ ধারণা, চলুন এটি করা যাক।" এবং তারপর কিছুই ঘটবে না।

আর আট মাসে সেখানে নতুন প্রধান বিচারপতি আসবেন। তাই আমি আবার তার কাছে যাব। এবং তিনি বলবেন, "আপনি একদম সঠিক, আমরা এবার এটাই করতে

চলেছি।" সব ভাল উদ্দেশ্য সহ। তারা ভাল মনেই এটা বলতেন। কিন্তু তারা এটা করতে পারতেন না।

ভারতের আদালতে মামলা নিষ্পত্তি করতে ১৫ বছর কেন লাগে? আপনার সমস্ত দক্ষতার সাথে এটা এক বছরে, খুব বেশি হলেও দুই বা তিন বছরে হয়ে যাওয়া উচিত। অর্থাৎ রূপান্তর করতে সর্বত্রই আপনাকে আইটি ব্যবহার করতে হবে। আপনি এখানে সমাজের সমস্ত গঠনের রূপান্তর করতে এসেছেন। বাড়ি থেকে শুরু করে পুলিশ, আদালত, সরকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি- সমস্ত ক্ষেত্রে আপনার একটাই অস্ত্র তথ্য, তথ্য এবং তথ্য। কিছু করার জন্য এই তথ্যের সঙ্গে জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, কর্ম এবং সাহসী তরুণদের যুক্ত করুন।

ভারতে আপনি সম্ভবত ৪৫ উর্ধ্ব যে কোনো ব্যক্তিকে, এমনকি আমাকে ছেটে ফেলতে পারেন। তারা এই বিশ্বকে পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত নন। ভারতের সবাই অতীত সম্পর্কে কথা বলেন। কেউ ভবিষ্যতের কথা বলছে না। এগুলো সব রাম এর ইতিহাস। অবিলম্বেই যে কেউ হনুমান সম্পর্কে কথা বলবেন, কেউ অন্য দেবতার কথা বলবেন, সবাই বলবেন এটা আমাদের ঐতিহ্য।

কেউ ভবিষ্যতের কথা বলছে না। আমাদের ঐতিহ্য গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের শিল্প, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সংগীত নিয়ে আমরা গর্বিত এবং আমরা এর অনেককিছুকেই কম্পিউটারাইজ করার চেষ্টা করছি।

প্রায় ১৫ বছর আগে, আমরা এক মিলিয়ন পাণ্ডুলিপি নিয়েছিলাম এবং সেগুলিকে ডিজিটাল করেছিলাম। ১৫ বছর আগে। ৪০ বছর আগে, ৩৭ বছর আগে, আমরা কপিলা বাৎসায়নের নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ইনস্টিটিউটে শুরু করেছি, আমাদের সমস্ত শিল্পকে মাইক্রোফিল্মে সংরক্ষণ করছি। এইসব জিনিস এখন একটি বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে যেখানে এটি অর্থবহন করে। এর আগে আমাদের সঠিক সরঞ্জাম ছিল না। এখন, স্টোরেজ সম্ভা।

শুধু একটি ধারণা দেওয়ার জন্য বলি, আমি \$ 16 বিনিময়ে 16 বিট RAM কিনেছি। আমি আশা করি যে এটা আপনাদের কিছুটা বুঝতে সাহায্য করছে। আমি একেকটি চার ইনপুট NAND গেট ৩৭ ডলারের বিনিময়ে কিনেছি। যখন প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর ইন্টেল দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছিল, আমি সেখানে ছিলাম। সমস্ত ইন্টেল প্রতিষ্ঠাতারা আমার বন্ধু, বব নয়েস, লেস্টার হোগান, গর্ডন মুরি। প্রথম চার বিট প্রসেসর আমি টেলিফোনি জন্য ব্যবহার করেছিলাম।

এবং আমরা ভেবেছিলাম যে এটা একটা অলৌকিক ঘটনা। এবং আমরা ভেবেছিলাম, "হে ঈশ্বর, এটা কী শক্তিশালী হাতিয়ার।"

এবং আজ আপনার কাছে কি আছে সেদিকে তাকান। আপনি গিগাবিটস এবং টেরাবিটস নিয়ে বসে আছেন এবং আপনার কেবলমাত্র সেলফোনেই প্রসেসিংয়ের বিপুল ক্ষমতা রয়েছে এবং এটাই ভারতকে পরিবর্তন করছে। কিন্তু আপনি পরিবর্তন



## ডঃ স্যাম পিত্রোদার মতামত

যেভাবে চাইছেন সেই পথেই একে পরিবর্তন করতে হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসে থেকে নয়। আমাদের স্থানীয় উপকরণ, স্থানীয় প্রয়োগ, স্থানীয় সমাধান, বিকাশের ভারতীয় সংস্করণ প্রয়োজন, পাশ্চাত্য সংস্করণ নয়।

এটা খুব খারাপ যে সবাই আমেরিকার মত হতে চায়। যে মডেল পরিমাপযোগ্য, টেকসই, সাজিয়ে তোলার যোগ্য বা রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য কোনোটাই নয়। আমাদের উন্নয়নের ভারতীয় মডেল তৈরি করতে হবে, এবং যেখানে গাফী নেতৃত্ব দেবেন।

তাই আমি এখানে কিছু তরুণদের সাথে কথা বলার সময়, আমি বললাম, "আপনারা কি আমায় প্রতিটি জেলার তথ্য সেট দিতে পারবেন?" আমি যা চাই তা হল প্রত্যেকটি জেলায় সবকিছুই অনলাইনে পাওয়া উচিত। আদালতের মামলা, পুলিশ, শিক্ষক, স্কুল, হাসপাতাল, ডাক্তার। আমি ভারতের জাতীয় তথ্যভান্ডার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নই। অবশ্যই এটা গুরুত্বপূর্ণ, আমি বলছি না এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু আমি জেলা পর্যায়ের কাজ চাই। জেলা পর্যায়ে যদি ৫০০ শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, আমাকে এটা জিজ্ঞেস করতে দিল্লি যেতে হবে না যে, "আমায় খুঁজতে কোথায় যেতে হবে?" আমায় সেখান থেকেই তাদের খুঁজে পেতে হবে।

আমাদের সবকিছুর বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। আজ, ভারতে দুটি আসনের ক্ষমতা আছে। প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী।

আজ সকালে ব্যাঙ্গালোরের মেয়রের সাথে আমার মিটিং ছিল, এবং আমি বললাম, "দেখো। প্রথমত আমাদের যা করা উচিত তা হল মেয়রকে আরো ক্ষমতা দেওয়া।" ভারতে মেয়রের কোন ক্ষমতা নেই। কেউ জানে না মেয়র কে? মেয়র শুধুমাত্র এক বছরের জন্য। হাস্যকর। এক বছরে, এমনকি কোথায় বাথরুমে যেতে হবে সেটা বুঝে ওঠা যায় না। আপনি যা করতে চাইছেন তা নির্ধারণ করতে আপনার তিন থেকে চার বছর প্রয়োজন। কিন্তু এক বছরের পিছনে কারণ হল, আমরা আপনাকে এটি সনাক্ত করার জন্য সময় দিতে চাই না। তাই আমরা যেভাবে করছি তা আমরা করে দিতেও পারি, এবং এভাবেই এটি হয়। তাই আমি তাকে বলেছি, মেয়রকে পাঁচ বছরের মেয়াদকাল পেতে দিন। জেলার ক্ষেত্রেও একই জিনিস। জেলা প্রধান কে? কালেক্টর। জেলা স্তরে কোন নির্বাচিত সদস্য নেই। কেন আপনি আপনার সমস্ত উপাদানের মাধ্যমে জেলা স্তরের উন্নয়ন মডেলটির বিকেন্দ্রীকরণ করতে পারবেন না?

আমি আপনাদের বেশি সময় অতিবাহিত করতে চাই না, তবে আমার কাছে প্রচুর ধারণা রয়েছে যা আমি আপনাদের সাথে বিনিময় করতে চাই, আমি আপনাদের সাথে সংযুক্ত থাকতে চাই। আপনারা যা করছেন তা নিয়ে আমি সত্যিই খুব গর্বিত, আমি সাহায্য করতে চাই। আমি আজ অচল, আমি সেটা জানি, আমি স্বীকার করি, আমি সেটাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমি এখনও কাজ করতে চাই এবং ব্যস্ত থাকতে চাই। তাই আমি প্রতিদিন সকাল আটটায় কাজ শুরু করি এবং আমি ১১টা- ১২টা পর্যন্ত কাজ করি, সে শনিবার, রবিবার যাই হোক না কেন, কারণ এটাই একমাত্র জিনিস যা আমি কীভাবে করতে হয় তা জানি। আমার কোনো ছুটির দিন নেই, আমি ৫০ বছরে কখনো

ছুটি নিই নি, কারণ ভারতে করার মতো অনেক কাজ রয়েছে। সমুদ্র সৈকতে যাওয়া আর পান করার চেয়ে কাজে ব্যস্ত থাকা ভাল। যা আমাদের উত্তেজিত করে না।

এবং রবিবার বিকেলে আপনাদের অনেককেই দেখতে পেয়ে ভালো লাগছে। এবং আমি সত্যিই আপনাদের রবিবার বিকেলে আসার প্রশংসা করি, কারণ এটি একমাত্র সময় যা আমার উপলব্ধ ছিল। তাই আমি আমার বন্ধু কার্লকে বললাম এবং কার্ল একটি আকর্ষণীয় চরিত্র। আমি জানি না কার্ল সম্পর্কে আপনারা জানেন কিনা, তবে আপনাদের কার্লকে গুগল করা উচিত। কার্ল আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সে এবং আমি সব রকমের পাগলামির জিনিস করে বেড়াই।

আমরা সান ফ্রান্সিসকোতেও এটি চালু করেছি, ব্রুস্টার কাহলের সঙ্গে, এই ইন্টারনেট আর্কাইভে তিনি ভারতের ৪৫০ হাজার বই নিয়ে অনলাইনে রেখেছেন। ভারত সরকার আতঙ্কিত হয়ে বললেন, "এক মিনিট অপেক্ষা করুন, কিভাবে আপনি এটা করতে পারেন? এটা এখনও কপিরাইট।" আমরা বললাম, "চিন্তা করবেন না। তারা আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করবে, আমরা সামলে নেব। এটা নিয়ে আমরা ভাববো।" কারণ আমরা কি পড়ব, কি পড়ব না এটা ভারত সরকার আমাদের বলে দেবে না।

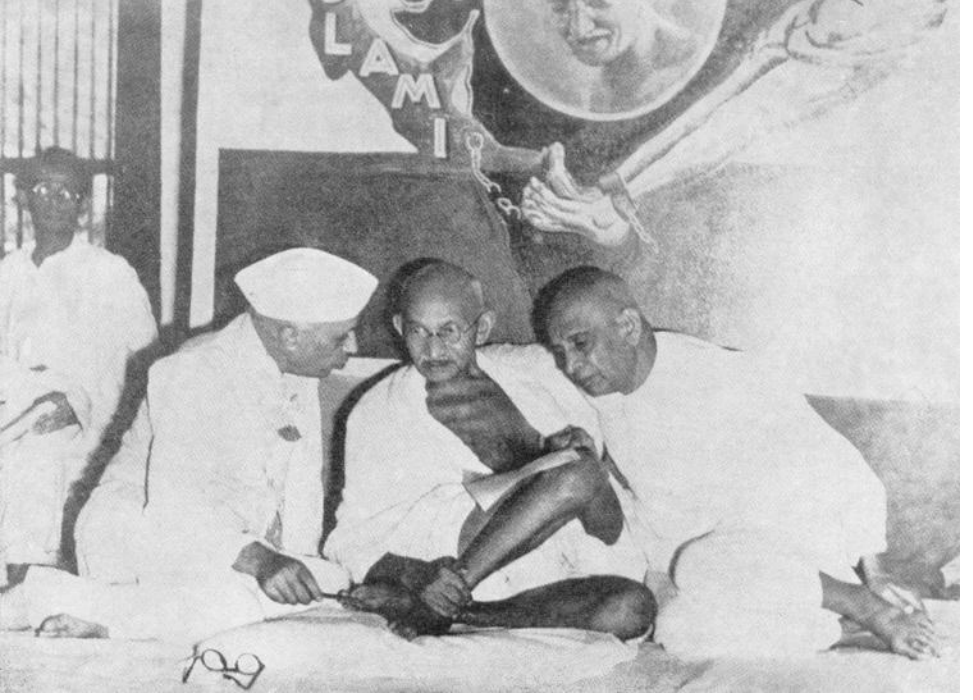
এবং বিশ্বব্যাপী এই ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে, আপনাদের এমন মানুষের প্রয়োজন। কার্ল এবং আমি একবার ভারতীয় ব্যুরো স্ট্যান্ডার্ডের সবকিছু নিয়ে অনলাইনে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আপনারা এটা জানেন কিনা আমি জানি না, ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড ব্যুরোর মূল্য ভারতীয়দের জন্য ১৪ হাজার টাকা এবং বিদেশিদের জন্য ১.৪ লাখ টাকা। এটা আমাদের নিরাপত্তা স্ট্যান্ডার্ড, অগ্নি স্ট্যান্ডার্ড, এটাই আমাদের আইন এবং একজন নাগরিক হিসাবে আপনার কাছে এর প্রাপ্যতা নেই, অথচ আপনাকে এটা অনুসরণ করতে হবে। মজার ব্যাপার।

এবং যখন আপনি এটি অনলাইনে রাখেন, তখন সরকার বলে, "ওহ, এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আপনি এটি করতে পারবেন না।" উত্তরটি হল, কঠিন ভাগ্য। আমরা এটাই করতে যাচ্ছি।

এবং এই মনোভাবটাই আমি আপনাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করি। আমি আপনাদের মধ্যে লড়াকু মনোভাব দেখতে চাই। এটাকে নিঃশেষ হতে দেবেন না। কাউকে বলবেন না যে আপনি এটা করতে পারবেন না। গান্ধীর মতো লড়াই করুন।

পার্থক্য শুধু এটুকুই যে আপনি আপনার নিজের ভাইয়ের সাথেই লড়াই করছেন এবং যে যুদ্ধটা কঠিন। তাই আমি আপনাদের শুভকামনা করি, এই সামান্য সময়টুকু দেওয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

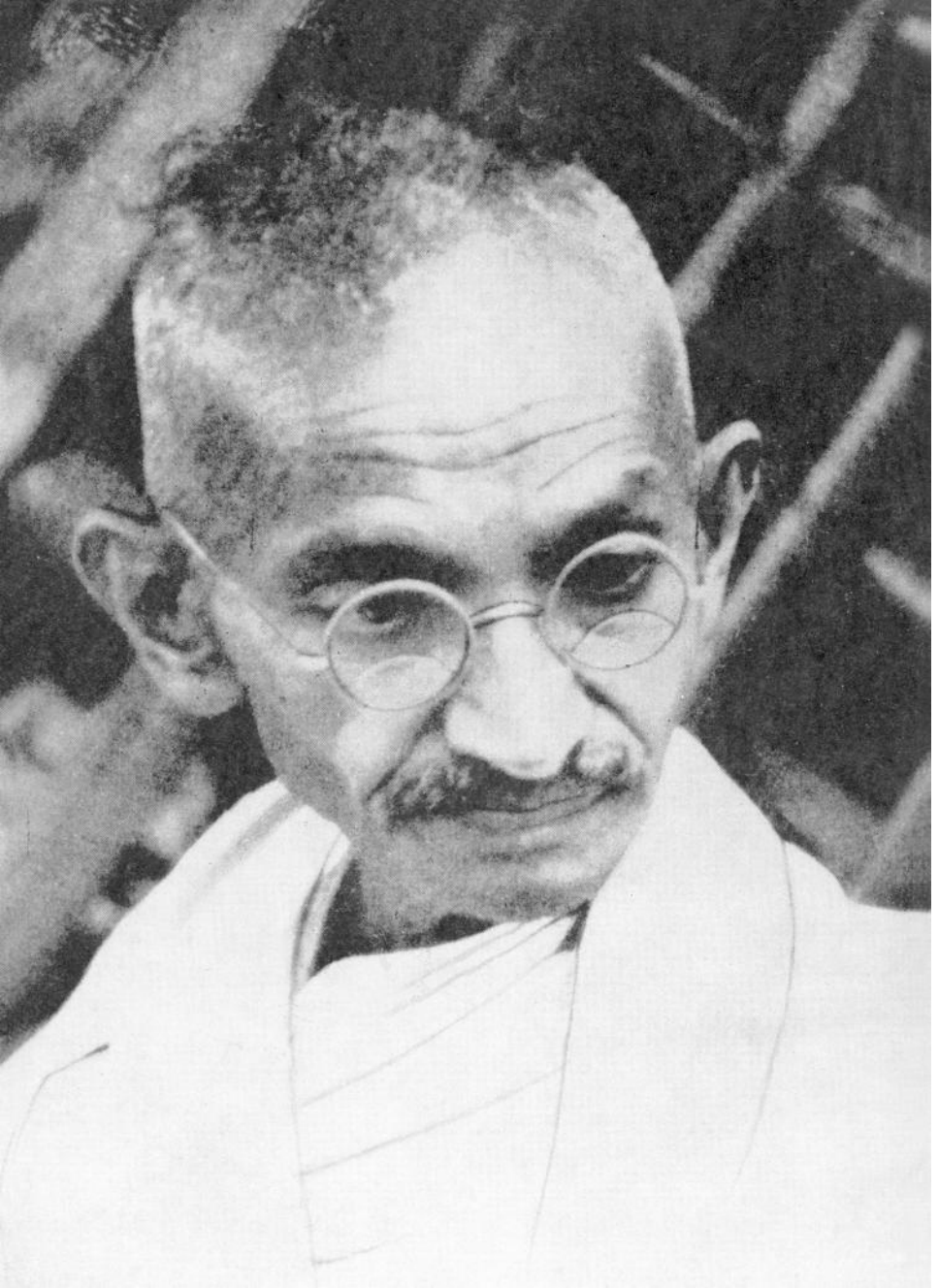
আমি কার্লের কথা শোনার জন্য উন্মুখ এবং তারপরে আমাদের একটি বিস্তৃত আলাপ আলোচনা হবে। আমি জানি, আমাকে ১৫ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল, হয়তো আমি আরও পাঁচ মিনিট নিয়েছি, কিন্তু এইরকম শ্রোতা আমি আর কোথায় পাব? আপনাদের প্রতি ভালোবাসা।



CWMG, খন্ড ৮৪ (১৯৪৬), পৃষ্ঠা ১৬১, জওহরলাল নেহেরু এবং সরদার প্যাটেলের সাথে।



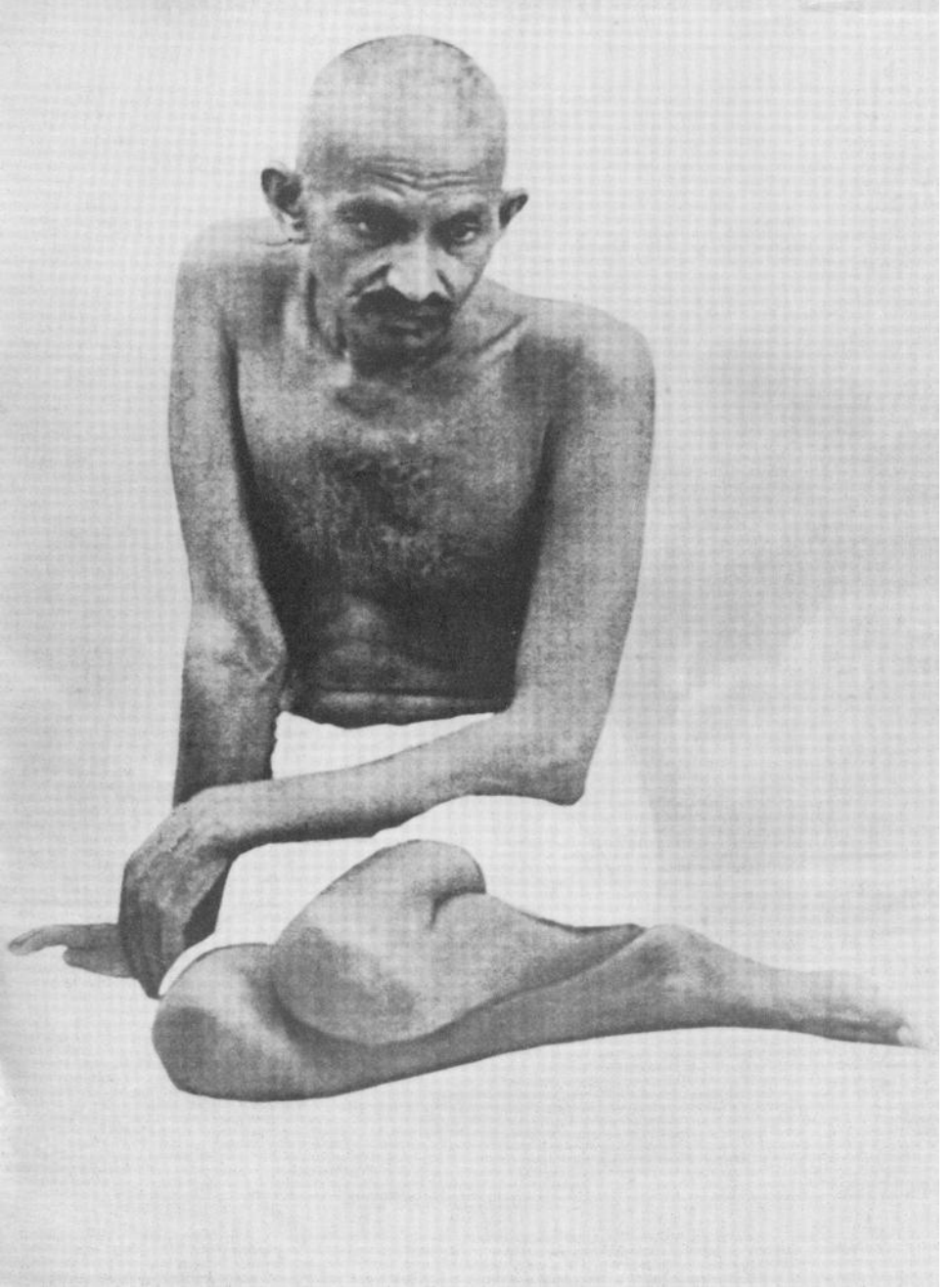
CWMG, খন্ড ৮৪ (১৯৪৭), পৃষ্ঠা ২২৪, একটি উপহৃত জুড়ে একটি বাঁশের সেতু ওপরে।



CWMG, খন্ড ৩৮ (১৯২৮-১৯২৯), ফ্রান্সিস্পিস।



CWMG, খন্ড ৮৬ (১৯৪৬-১৯৪৭), ফ্রন্টিস্পিস, শিরোনাম একলা চলা।



CWMG, খন্ড ১০০, ফ্রন্টিস্পিস, গান্ধী চিন্তাশীল মেজাজে, সবারমতী আশ্রম, ১৯৩১।

## তথ্যের অধিকার, জ্ঞানের অধিকার: কার্ল মালামুদ-এর বক্তব্য

‘হ্যাসগিক গিকআপ’ (অতিথি বিশেষজ্ঞ দ্বারা সর্বজনীন বক্তৃতা), NUMA বেঙ্গালুরু, ১৫ই অক্টোবর, ২০১৭

ধন্যবাদ, স্যাম। তুমি কি আমায় শুনতে পাচ্ছ? ভাল। এখানে খুব সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে।

আমাদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি NUMA-কে এবং বিশেষতঃ ‘হ্যাসগিক’ (HasGeek)-কে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। বিশেষ করে, সন্ধ্যা রমেশ দারুণভাবে সমন্বয়ের কাজটি করেছেন। প্রাণেশকে খুব সুন্দরভাবে আমার পরিচয় দেওয়ার জন্য এবং শ্রীনিবাস ও টিজেকে, অত্যন্ত শিক্ষামূলক উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ জানাই। এবং অবশ্যই, স্যামকেও ধন্যবাদ, আমাকে আবার ভারতে টেনে নিয়ে আসার জন্য।

এখানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি খুব আনন্দিত।

সুতরাং, আমার একটি অদ্ভুত পেশা আছে। আমি একজন সর্বজনীন মুদ্রক।

আপনারা হয়তো ব্যক্তিগত মুদ্রকদের কথা শুনেছেন, তাই না? তারা হলিউডের উপন্যাসগুলি নিয়ে কাজ করেন এবং এগুলির প্রকাশনা করে থাকেন।

সর্বজনীন মুদ্রণ শুরু হয়েছিল অনেক অনেক বছর আগে। অশোকা (Ashoka) নামে একজন সর্বজনীন মুদ্রক ছিলেন। সকলের অত্যন্ত প্রিয় সম্রাট, যিনি স্তম্ভগুলির মাধ্যমে সরকারের ফরমানসমূহ সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এ কাজ করেছিলেন যাতে মানুষ আইন এবং ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারে, বুঝতে পারে যে পশুদের সঙ্গেও ভালো ব্যবহার করা উচিত। তাছাড়া, বিভিন্ন ধর্মের প্রতি যথাযথ সহিষ্ণুতা দেখানো উচিত।

রোমে, এর কয়েকশো বছর আগে, সাধারণ মানুষ তাদের শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং বলে, "আইনকে আপনারা লিখিত আকারে রাখতে হবে। মানুষ যখন আদালতে যাবে কেবলমাত্র তখনই এই আইন আপনারা তৈরি করতে পারেন না।" ফলস্বরূপ, তারা রোমান আইনের ১২টি তালিকা নিয়ে ব্রোঞ্জ ও কাঠের উপর সেগুলি খোদাই করে লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং সেগুলি রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিটি বাজারে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন, যাতে মানুষ দেশের আইন সম্পর্কে জানতে পারে।

এই জন্য সর্বজনীন মুদ্রণ একটি এমন কিছু যা আমাদের সকলের জন্য। এটি ব্যক্তিগত মুদ্রণের চেয়ে আলাদা, যেখানে আপনি কিছু অর্থ উপার্জন করার জন্য কাজ করেন এবং তারপরে হয়তো ৭০ বছর পরে অথবা এই দিনে বা সময়ে বা ১৫০ বছর পরে, এটি সর্বজনীন ডোমেইনে প্রবেশ করে। কিন্তু সর্বজনীন মুদ্রণে আমাদের সকলেরই অধিকার রয়েছে। আর আমি ৩৭ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সাংস্কৃতিক সংরক্ষণাগার থেকে আইন এই নিয়ে সবরকম কাজ করে চলেছি।

আমি ৬০০০ সরকারী ভিডিও অনলাইনে দিয়ে দিয়েছি। আমরা সেগুলি কপি করে তাদের ইউটিউবে আপলোড করে দিয়েছি যা ৫০ মিলিয়ন মানুষ দেখেছেন। ওই ভিডিওগুলি ওখানে পড়েই ছিল।

দ্য সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' (The Securities and Exchange Commission) থেকে, উদাহরণস্বরূপ, কোনও একটি পাবলিক কর্পোরেশনের আইপিও (IPO) রিপোর্ট পেতে ৩০ ডলার খরচ করতে হয়। আমরা এই তথ্য বিনামূল্যে ইন্টারনেটে রেখেছি যা লক্ষ লক্ষ মানুষ অ্যাক্সেস করছেন।

প্রায় পাঁচ বছর আগে, আমি ভারত সম্বন্ধীয় ডেটা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত দুটি স্থান যেখানে আমি এখন আমার কাজ করি এবং আমি পাঁচটি সংগ্রহ বজায় রাখি।

প্রথমটি হল, ফটোগ্রাফের: তথ্য মন্ত্রণালয়ে এই ছবির এক বিশাল সংগ্রহ অনলাইনে আছে, তবে তারা লুকানো অবস্থায় আছে। আপনি এগুলি খুঁজে পাবেন না। আপনি কোনও ইনডেক্স পেজ খুললেই সেখানে হাজার রকম ফটো দেখতে পাবেন। আসল ছবিটা পেতে হলে খুঁজে খুঁজে ক্লিক করতে হবে। তাই, আমি সেখান থেকে ১২,০০০টি ফটো সংগ্রহ করে ফ্লিকারে (Flickr) তুলে দিয়েছি। দারুণ সব ছবি। এর মধ্যে রয়েছে '৪৭, '৪৮ ও ৪৯' সালের নেহেরুর সব ছবি, বছরের পর বছরের প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের ছবি, ক্রিকেটখেলার হাজারো ছবি, অলিম্পিকস, জন্তু জানোয়ার, ভারতের মন্দির-- সুন্দর সব ছবি। এই রকম আরও অনেক ছবির দরকার এবং তা আরও ভাল রেজল্যুশনের হতে হবে।

দ্বিতীয়টি, ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড: ভারতের বিল্ডিং কোড (the building code of India), মূল্য ১৮,০০০টাকা। ভারতে প্রত্যেক বছর ৬,৫০,০০০ ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীর এই নথিটির সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে। তাদের হয় লাইব্রেরীতে গিয়ে একটা সিডি-রম দেখতে হত অথবা সেখান থেকে ওই বইটি নিতে হত। আমরা এটি অনলাইনে দিয়ে দিয়েছি এবং প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ মানুষ এটি দেখেন।

প্রকৃতপক্ষে, ভারত সরকার আমাদের বিরুদ্ধে আদালতে কোনও অভিযোগ করেন নি। বিভিন্ন মানক সংস্থাগুলির (standards organizations) তরফে আমাদের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে মামলা হয়েছে, কিন্তু ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড আমাদের আরও বিক্রি করতে অস্বীকার করেছেন। এর কারণ, আমি তাদের একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। আমি মানগুলি পাওয়ার জন্য বছরে ৫,০০০ ডলার দিয়ে এসেছি। কয়েক বছর ধরে এইরকম চলার পরে তারা আমাকে একটি পুনর্নবীকরণের নোটিশ পাঠায়। আমি বলি, "অবশ্যই, আমি পুনর্নবীকরণ করতে চাই। আর হ্যাঁ, এখানে সবকিছু মান রয়েছে, এগুলি দারুণ নয় কি? আমি কি এর HTML- আপনাকে দিতে পারি?"

যেহেতু, এইরকম অনেকগুলি মান যা আমরা ভারতে পাঠিয়েছি, সেগুলি HTML-এ আবার রিটাইপ করেছি, SVG-তে রেখাচিত্রগুলি পুনর্নবীকরণ করেছি, ফন্টলাগুলি MathML-এ কোড করেছি, তাই আপনি আপনার সেলফোনে এটি দেখতে পাবেন,



## কার্ল মালামুদ-এর বক্তব্য

আপনি একটি রেখাচিত্র ব্যবহার করতে পারেন। আপনি এটি বড় করতে পারেন বা আপনার ডকুমেন্টে পেস্ট করতে পারেন।

এখন, ভারত সরকারের বিরুদ্ধে আমরা জনস্বার্থ মামলা করছি। শ্রীনিবাস কোদালী আমার সহ-আবেদনকারীদের একজন। আমার বন্ধু, সুশান্ত সিনহা, যিনি এখানে উপস্থিত আছেন, যিনি চমকপ্রদ পত্রিকা 'ইন্ডিয়ান কানুন' পরিচালনা করেন, যা আদালতগুলির সমস্ত মামলা-মোকদ্দমা সম্পর্কে খোঁজখবর দেয়, আমার সহ-আবেদনকারী। দিল্লি হাইকোর্টে "নিশিথ দেশাই এন্ড অ্যাসোসিয়েটস" বিনামূল্যে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং সালমান খুরশিদ এই মামলায় আমাদের সিনিয়র অ্যাটর্নি।

আগামী নভেম্বরে আমরা আবার আদালতে হাজির হই। কাগজপত্রের কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং চতুর্থবারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোনও উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা একটি মৌখিক আর্গুমেন্টের অনুমতি পাওয়ার মাধ্যমে এই মামলা জেতার আশা করছি, কারণ ভারতে, সরকারী তথ্যের অধিকার সংবিধান-ভিত্তিক এবং এই মানগুলি হল সরকারি দলিল যার পেছনে আইনের শক্তি রয়েছে।

তৃতীয়টি হচ্ছে সরকারি গেজেটগুলির সংগ্রহ, শ্রীনিবাস যে বিষয়ে বলেছে। আমরা সবেমাত্র এই কাজ শুরু করেছি। আমরা ভারত সরকারের গেজেটগুলি আপলোড করেছি। আমার কাছে এখন কর্ণাটক, গোয়া, দিল্লি, এবং আরও কয়েকটি রাজ্যের গেজেট আপলোড করার জন্য প্রায় প্রস্তুত রয়েছে। আমরা খোঁজাখুঁজি করে দেখছি বাকি গেজেটগুলি কিভাবে পাওয়া যায়।

চতুর্থ সংগ্রহটি হল 'হিন্দু স্বরাজ'। আমি একদিন স্যামের ওখানে গিয়েছিলাম। তখন তিনি জানতে চান "পেনড্রাইভ আছে?"

"কি?" তখন, আমি একটি USB ড্রাইভ বের করি এবং সেটি তিনি তার কম্পিউটারে লাগান। প্রায় ১৫ মিনিট পরে তিনি সেটি আমায় ফেরত দিলে জানতে চাই, "এটা কি?"

উত্তরে তিনি বলেন, "মহাত্মা গান্ধীর সংগৃহীত কাজ, সমগ্র ১০০টি খন্ড, ৫০,০০০ পৃষ্ঠা।" আমি জিজ্ঞাসা করি, "আচ্ছা, আপনি এগুলি কোথায় পেলেন?"

"আশ্রম থেকে এগুলি আমাকে দিয়েছে।"

"আচ্ছা, এগুলি নিয়ে ওনারা কি করতে চান?"

"ওনারা একটি ওয়েবসাইটে এগুলি আপলোড করবেন," -স্যাম জানান।

এবং তাই, আমি পেনড্রাইভটি আবার দেখলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, "বেশ, আমি কি এগুলি কোনও ওয়েবসাইটে রাখতে পারি?"

স্যাম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!"

"ওনারা কি এতে বিরক্ত হবেন না?"

"না, এটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবেনা।"

এইজন্য আমি ওগুলি ইন্টারনেটে দিয়ে দিয়েছি। যখন থেকে আমরা ১০০টি খন্ড সংগ্রহ করার কাজটি করছিলাম, তখনই স্থির করেছিলাম, যাতে আপনারা তাদের মধ্যে দুকে অনুসন্ধান করতে পারেন এবং তাদের এক একটি ই-বুক হিসাবে ডাউনলোড করতে পারেন। আমি অন্য এক সরকারী সার্ভারে গিয়েছিলাম এবং সেখানে পন্ডিত নেহরুর নির্বাচিত কাজগুলি খুঁজে পেয়েছিলাম। কিন্তু তিনটি খন্ড পাওয়া যায়নি। তাই যেগুলি পেয়েছি সেগুলি নিয়েছি এবং অন্যান্য তিনটি খন্ড খুঁজে বার করেছি। এগুলি সবই এখন ইন্টারনেটে দেওয়া রয়েছে।

এখন আমাদের কাছে নেহরুর কাজগুলির সবচেয়ে সম্পূর্ণ সংগ্রহ রয়েছে। ডঃ আশ্বদকরের সম্পূর্ণ কাজগুলি মহারাষ্ট্র সরকারের সার্ভারে ছিল, কিন্তু সেখানেও ছয়টি সাম্প্রতিক খন্ড পাওয়া যায়নি। সার্ভারে পাওয়া কাগজপত্রগুলি নেওয়ার পর বাকি খণ্ডগুলি কিনে ফেললাম। এখন আমাদের 'হিন্দ স্বরাজ সংগ্রহে', সেই ইন্টারনেট আর্কাইভে, ডঃ আশ্বদকরের কাজগুলির সবচেয়ে সম্পূর্ণ সংগ্রহ আছে।

এছাড়া অল ইন্ডিয়া রেডিওর সংগ্রহে গান্ধীজির ভাষণের ১২৯ টি বক্তৃতা রয়েছে। তার জীবনের শেষ বছরটিতে, কয়েকদিন পরপরই, তিনি প্রার্থনা সভার পরে বক্তব্য রাখতেন। তাই আপনারা তার আশ্চর্য জীবনের শেষ বছরটিতে দেওয়া ভাষণগুলি আসলে শুনতে পারেন। তারপর আপনি সংগৃহীত কাজগুলি দেখতে পারেন। সেই ভাষণগুলির ইংরেজি সংস্করণ দেখতে পারেন এবং তারপরে পরবর্তী দিনে গিয়ে তার লেখা চিঠিগুলি দেখতে পারেন। আপনি তার পরবর্তী ভাষণটিও শুনতে পারেন। এটি তাঁর জীবনকে একদম কাছ থেকে জানার এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

আমরা দূরদর্শন আর্কাইভ নাড়াচাড়া করেছি এবং সেখানে ১৯৮০ দশকের একটি ধারাবাহিক 'ভারত এক খোজ' বা নেহরু কথিত 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' পোস্ট করেছি। এই সমস্ত পর্বগুলি এখন অনলাইনে রয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, আমরা তেলেগু, উর্দু ভাষায় সাবটাইটেল যুক্ত করেছি এবং মোট পাঁচটি ভাষায় এই সাবটাইটেল রয়েছে। আমরা ঠিক এইভাবেই কাজগুলি করতে চাই।

কিন্তু আমি ডিজিটাল লাইব্রেরী অফ ইন্ডিয়া সম্পর্কে বলতে চাই, কারণ এটি বর্তমান সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার উপর আমরা কাজ করছি। সুতরাং, একটি সরকারী সার্ভারও আছে, যার মধ্যে ৫, ৫০, ০০০ বই আছে। অন্তত, সেরকমই তো তারা বলেছিলেন।

এক বছর আগে, আমি স্যামের সাথে বসে ছিলাম এবং তখন আমরা সদ্য এক সপ্তাহের অত্যন্ত কর্মব্যস্ত ভারত সফর শেষ করেছিলাম। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে

## কার্ল মালামুদ-এর বক্তব্য

যাওয়ার জন্য আমাদের গভীর রাতের ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, এবং আমি অসুস্থ ছিলাম। স্যাম অগণিত লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন যারা তাকে দেখতে আসছিলেন। আমি চারদিকে তাকিয়ে সময় কাটাচ্ছিলাম এবং সেইসময় এই 'ডিজিটাল লাইব্রেরী অফ ইন্ডিয়া'-র খোঁজ পেয়েছিলাম।

প্রথম দর্শনে আমার মনে হয়েছিল যে ওখান থেকে কিছু পাওয়া যেতে পারে। ওখানে অনেক বই ছিল। ওগুলি খুব সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল না, তাই আমি একটি ছোট স্ক্রিপ্ট লিখেছিলাম এবং তাতেই কাজ হয়। তারপর, যখন আমি বিমানযাত্রার শেষে বাড়ি গিয়েছিলাম, আমি আমার সার্ভার খুলেছিলাম। নিশ্চিতভাবেই, আমরা কিছু বই সংগ্রহ করেছিলাম এবং পরবর্তী তিন মাস ধরে, আমি বইগুলি প্রায় ছিনিয়ে নেওয়া শুরু করলাম।

এইকাজ কিছুটা সময় সাপেক্ষ ছিল। এতে প্রায় ৩০ টেরাবাইট ডেটা ছিল। শেষ পর্যন্ত ৪,৬৩,০০০টি বইয়ের খোঁজ পেতে আমি সক্ষম হয়েছিলাম। কিছু বই পাওয়া যায়নি, কিছু বইয়ের 'ইউআরএল লিংক' (URL Link) খারাপ ছিল, কিন্তু আমরা ৪,৬৩,০০০টি PDF ফাইল পেয়েছিলাম।

এটি ছিল গত বছর (২০১৬) ডিসেম্বরের ঘটনা এবং জানুয়ারিতে আমি ইন্টারনেট আর্কাইভ-এ ওই বইগুলি আপলোড করেছি। যখন আপনি এইরকম অধিকমাত্রায় কাজকর্ম করেন এবং সেগুলি আপলোড করেন, তখন আপলোড হতে সেগুলি কিছুটা সময় নেয়। সুতরাং এই সংগ্রহটিকে, আমি আরও বিস্তারিতভাবে দেখতে শুরু করলাম, কারণ আমি আসলে এটির ব্যাপারে কিছু বলতে পারতাম না, যতক্ষণ না আমার কাছে কোনও ডেটা আসত।

এই বইগুলি হল ৫০টি বিভিন্ন ভাষায়। আমার বিশ্বাস, সংস্কৃত ভাষায় ৩০,০০০টি বই রয়েছে। গুজরাতি, বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবী ও তেলেগু ভাষায় দশ হাজার করে বই রয়েছে -আপনি কেবল বইয়ের নাম বলবেন, দেখবেন সেটি ওখানে আছে। প্রায় অর্ধেক বই ইংরেজি, ফরাসী এবং জার্মান ভাষায় রয়েছে। এটি একটি অনন্য সংগ্রহ।

তবে, এটার সমস্যা ছিল। যখন আমি সার্ভার মিররিং (server mirroring) করা শুরু করতাম তখন সার্ভারটি সমানে কোড ৫০০ সিস্টেম ত্রুটি দেখাতে থাকত। সার্ভারের কাজে বাধাটা রয়েই যেত এবং আমার স্ক্রিপ্ট গুলিও ভেঙে যেতে থাকত। পরের দিন আমি আবার সার্ভার খুলতাম, স্ক্রিপ্টগুলি চালানো শুরু করতাম এবং আমি কিছু ডেটা পেতে সক্ষম হতাম। তারপর তাদের DNS সার্ভার কাজ করা বন্ধ করত। ক্রমেই DNS সার্ভারগুলির অবস্থা আরও খারাপ হত।

যদি আপনি একটি DNS-এর নাম দিয়ে সার্চ করতেন, উত্তর পাওয়া যেত "হোস্টকে পাওয়া যায়নি" এবং পরে এরই পুনরাবৃত্তি হত। আমি IP অ্যাড্রেসগুলিতে হার্ড কোডিং করা শুরু করতাম, কারণ সেটিই ডকুমেন্টগুলি পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল। নিকৃষ্ট মানের হোস্টিং ছাড়া অন্যান্য অসুবিধাও ছিল। মেটাডাটা থাকত বিশৃঙ্খল

অবস্থায়। অনেক টাইটেল ভাঙা অবস্থায় থাকত। স্ক্যানিং কিছু ক্ষেত্রে ভাল থাকত আর কিছু থাকত না।

এখানে অনেকগুলি প্রতিলিপি রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি একটি অনন্য সংগ্রহ ছিল। আমি এটিও লক্ষ্য করেছিলাম যে কিছু বই ছিল যা কপিরাইটের ক্ষেত্রে কিছুটা দুঃসাহসিক। আমি এগুলি দেখে ভাবতাম, "আচ্ছা, আপনি জানেন, এইগুলির মধ্যে কিছু সাম্প্রতিক প্রকাশন রয়েছে।" কিন্তু আমি নিচে কপিরাইট ক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে দেখতাম যে "কপিরাইট নেই" কথাটি লেখা। তখন, আমি ভাবলাম, "তাহলে, ওরা অবশ্যই জানতেন ওরা কি করছেন।"

আমি আর্কাইভগুলিতে যে কাজ করি তা হল, আমরা তাদের অনলাইনে রেখে দি, এবং যদি লোকে অভিযোগ করা শুরু করে তখন তাদের বলি, "বেশ, ঠিক আছে, আমি এটি সরিয়ে দিচ্ছি।" তাই, আমি এটি অনলাইনে রেখে দি এবং এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে এটি অনলাইনে উপলভ্য করা হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত এই সংগ্রহ পঁচাশি লক্ষ (eight and a half million) লোক দেখেছেন।

তাই, এই সংগ্রহটি অনলাইনে উপলভ্য করা হয়েছিল। Google এটি দেখতে শুরু করে, বহু লোকেও এটি দেখে। আমাদের কাছে আধ -ডজন লোক লিখে জানিয়ে ছিলেন, "আরে, আমার বইটি এখানে কিভাবে রয়েছে!" আপনি জানেন, যুক্তরাষ্ট্রে স্ট্যান্ডার্ড DMCA সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কোন সমস্যা নেই, আমরা বইটি সরিয়ে দেব।

উত্তর ক্যারলিনা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের একটি চিঠি পাঠিয়েছিল। তারা ৩৫টি বইয়ের একটি তালিকা পাঠিয়েছিল। সুন্দরভাবে লেখা চিঠিটিতে তারা বলেছিল: "দেখুন আমরা কিছু মনে করিনি যে আমাদের বইগুলি আপনারা আগেই অনলাইনে দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আমরা আমাদের পুরনো প্রকাশনগুলি অনলাইনে রাখতে শুরু করেছি, এবং সেগুলি বিক্রি করছি। তাই আমরা বরং চাই যে সেগুলি যেন আপনারদের কাছে না থাকে।"

এই অবস্থায়, আমরা তাদের তালিকাটি পরীক্ষা করলাম এবং তারপর, আমরা আমাদের ডাটাবেসে সার্চ করলাম। আমরা আরও কিছু বই পেলাম যেগুলি আমাদের কাছে ছিল কিন্তু ওনারা সেগুলি খুঁজে পান নি। তাদের একটি চমৎকার চিঠি পাঠিয়ে বললাম, "এই হল বইগুলির প্রকৃত হিসেব। এছাড়াও যদি আপনারদের কোন সমস্যা থাকে, তাহলে আমাদের জানান।" সব মিলিয়ে, আমরা প্রায় ১২৭টি বই সরিয়ে নিয়েছিলাম। এটি কোনও বড় ব্যাপার ছিল না।

রাশিয়ায় এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি ইন্টারনেট আর্কাইভে তার বাবার লেখা বইটি খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি ভারতের এই ডিজিটাল লাইব্রেরিতে জড়িত একজন অধ্যাপককে জানতেন এবং তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তিনি মামলা করতে যাচ্ছিলেন। তিনি ভীষণ, ভীষণ বেগে গিয়েছিলেন। এর ফলস্বরূপ, যে সকল অধ্যাপক এই প্রকল্পটি শুরু করেছিলেন, যারা সকলেই ছিলেন প্রবীণ, তারাও উদ্ভিন্ন হয়ে পড়লেন এবং

## কার্ল মালামুদ-এর বক্তব্য

প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন, এবং সরকারও খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। "আপনাকে অবশ্যই সব বই মুছে ফেলতে হবে। আপনাকে এগুলি সরাতেই হবে।" --এই ধরনের চিঠি আমি পাওয়া শুরু করলাম।

আমি প্রথমে ভাবলাম, "না, আমরা তা করব না।" তারপর, তারা আসলে তাদের সার্ভারটিকেই নামিয়ে নিলেন। এইজন্য, ইন্টারনেটে এখন 'ডিজিটাল লাইব্রেরি অফ ইন্ডিয়া'-তে একমাত্র আমাদের কপিটিই রয়েছে। আমি আসলে এটির নতুন নামকরণ করেছি, কারণ তারা চিন্তিত ছিলেন যে এটি দেখে তাদের মনে হয়েছিল যেন আমরা তাদের সাথে কোনোভাবে যুক্ত ছিলাম। আমি বললাম, "আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা হলাম পাবলিক লাইব্রেরি অফ ইন্ডিয়া।" এর ফলে, তারা প্রথমেই সমস্ত বইগুলি সরিয়ে ফেললেন, যাতে আপনি মেটাডেটা সার্চ করতে পারেন কিন্তু কোনো বই না পান।

এরপর, ওরা সার্ভারটিকে নামিয়ে নেন এবং একটি অস্পষ্ট নোটিশটি দেয়, যেটায় লেখা ছিল, "কপিরাইট আইন লঙ্ঘনের কারণে এটি পাওয়া যাবে না। শীঘ্রই ফিরে আসুন।" এরপর, মেটাডেটা আবার উপলভ্য হয়ে ওঠে এবং তারপরে, সার্ভারটি একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং কপিরাইট নোটিশটি আবার ফিরে আসে। এখনও পর্যন্ত, এটি নিখোঁজ। মোদা কথা, এটি আর নেটেই নেই।

আমি যা বুঝি তা হল, সরকারি কর্মকর্তাদের একটি দল এই ১০টি ভিন্ন ভিন্ন লাইব্রেরি আর এই স্ক্যানিং কেন্দ্রগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছেন যেখানে তারা বইগুলি পেয়েছেন। তারা বইয়ের তালিকাটি ধরে একের পর এক দেখে চলেছেন এবং ঠিক করছেন কোনগুলি উপলভ্য করা হবে এবং কোনগুলি হবে না। তারা আমাদের বলেছিলেন যে কোন বইগুলি উপলভ্য করা হবে সে ব্যাপারে জানাবেন।

ওরা যখন প্রথম ঘাবড়ে গেছিলেন, তখন আমি আমাদের সিস্টেমকে আরও ভালোভাবে দেখতে থাকি। আমার প্রাথমিক অনুভূতি ছিল এই যে আমরা কিছুই সরিয়ে দেব না। আমি বললাম, "না। আমরা প্রতি মাসে এক মিলিয়ন মানুষের ভিউ (views) আর ৫,০০,০০০ বই সরিয়ে ফেলতে পারছি না। মোট কথা, এটি আমরা করছি।"

ওরা বললেন, "ঠিক আছে, ১৯০০ সালের পরের সবকিছু সরিয়ে ফেলুন।" এটি করলে আমাদের কাছে ৬০,০০০ বই থাকত। আমি জানতে চাইলাম, "১৯০০ সাল কেন?" ওদের একটি তারিখ বলতে হবে তাই বলেছিল। এবং সেইজন্য, প্রথমে, আমি বললাম, "ঠিক আছে, আমি ১৯২৩ সালের পরের সবকিছু সরিয়ে দেব।" এর ফলে আমার কাছে ২,০০,০০০ বই থাকত।

তারপর, আমি আমার বাকি ২,৫০,০০০টি বই খুঁটিয়ে দেখতে থাকলাম এবং আমি এর তালিকাটি মনোযোগ সহকারে দেখলাম। এগুলির মধ্যে অনেক সরকারি গেজেট ছিল। অথবা সেগুলি মহাত্মা গান্ধীর কাজ ছিল, আমরা জানতাম যার কপিরাইট ছিল না। অথবা সেগুলি অন্যান্য বিষয়ে ছিল।

এবং তাই, তালিকাটি মনোযোগ দিয়ে দেখার পরে, আমি এটিতে প্রায় ৩,১৪,০০০ বই নিয়ে এসেছি, যা এখন আপনারা দেখতে পারবেন। তারা এখনও চান যে আমরা সবকিছু অফলাইনেই রাখি। আমি একেবারেই মনে করি না, আপনি কী পড়বেন এবং কী পড়বেন না তা বলে দেওয়া সরকারের কাজ।

এমনকি আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে: কপিরাইট একটি বাইনারি জিনিস নয়। উদাহরণস্বরূপ, এই সব বই, যারা দৃষ্টিহীন তাদের জন্য আমি উপলভ্য করতে পারি। কারণ একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী কপিরাইট আইন প্রযোজ্য হয় না যদি আপনি দৃষ্টিহীনদের জন্য কোনও বই উপলভ্য করেন। এটি কপিরাইট আইনের আরও প্রগতিশীল দিকগুলির একটি। এক সময়ে, কোনও কপিরাইট থাকবে না, কারণ কপিরাইটের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। আমার কোনো ধারণা নেই সেটি কবে হবে। তাই, আমরা অবশ্যই ওগুলি মুছে ফেলতে যাচ্ছি না, কারণ, অবশেষে, আমরা ওগুলি উপলভ্য করতে পারব।

আপনি 'দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় মামলা'র কথা শুনে থাকতে পারেন। 'দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় মামলায়' কপিরাইট আইনের সেই বিধানের উদ্ধৃতি রয়েছে, যা বলে, আপনি একজন শিক্ষক এবং একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষার জন্য একটি শিক্ষামূলক পরিবেশে এটি উপলভ্য করতে পারেন। সুতরাং, আমরা এই সমস্ত বইগুলি একটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যে উপলভ্য করতে পারি।

বইগুলি মুছে ফেলা সঠিক সমাধান নয়। মেটাডেটা পরিচালনা করে এটি আরও ভাল করে তোলা, অনুবাদের উপর কাজ করা। ভাল OCR করা, কারণ আমরা কিছু ভাষায় OCR করতে পারি, কিন্তু অন্যগুলির ক্ষেত্রে, আমরা তা করতে পারি না। এটি আরও ভাল করা। কপিরাইটজনিত সমস্যাগুলি সমাধান করা।

ডিজিটাল লাইব্রেরী অফ ইন্ডিয়া (DLI) সার্ভার যখন অনলাইন ছিল, আমি আসলে এগুলিকে লিখতে চেষ্টা করেছিলাম, যখন আমি প্রথম জিনিসটিকে অনুরূপ করতে শুরু করেছিলাম। আমি কোনো উত্তর পাইনি। অবশেষে, যখন এক বিশিষ্ট অধ্যাপক আমার কাছে এলেন, তখন তিনি বললেন, "তাহলে, আপনি আমাদের সাথে কথা না বলেই এটি করেছেন।" আমি বললাম, "দেখুন, ২০১৫ সাল থেকে এই ডেটাগুলি ঘুরছে।"

আমরা ধরেই নিয়েছিলাম কেউ বাড়িতে নেই। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম কেউ কোথাও নেই। কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারলে খুব ভালো হত কিন্তু কথা বলার কেউ ছিল না। তাই আমি শুধু এগিয়ে গিয়েছিলাম এবং এটি নিয়ে নিয়েছিলাম।"

শুধু তাই নয়, এগুলি হল বই। ইন্টারনেটে একবার দেওয়া হয়ে গেলে, আমি আপনার সার্ভার হ্যাক(hack) করতে পারব না, তবে এটি যদি সর্বজনীন ডেটা হয়ে থাকে যা সরকার দ্বারা চালিত হয়, তাহলে আমার এটি গ্রহণ করবার এবং দেখবার অধিকার রয়েছে। এখন, পরবর্তী সময়ে কপিরাইট নিয়ে সমস্যা থাকলে আমি অবশ্যই তার

## কার্ল মালামুদ-এর বক্তব্য

দায়িত্ব বহন করব। কিন্তু আমরা এর বিহিত করতে প্রস্তুত। তাই এই লাইব্রেরি অনলাইনে রয়েছে।

এখন, আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, " এই জিনিসগুলির গুরুত্ব কী ? আমাদের পাবলিক প্রিন্টিং-এর কী প্রয়োজন ? " বিশ্ব এখন বিশৃঙ্খলার মধ্যে রয়েছে। আমি জানি না বিশ্ব সম্পর্কে আপনার চিন্তাভাবনা কী, কিন্তু আয় বৈষম্য, দারিদ্র্য, রোগ, ক্ষুধা এগুলি বাড়ছে। ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদন রয়েছে অথচ ২০ কোটি (200 million) মানুষ খেতে পায় না।

আমরা এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারি। জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের গ্রহের বিরুদ্ধে অপরাধ। আপনি গ্লোবাল ওয়ার্মিং থেকে বুঝতে পারবেন যে এটি কোনও সুদূরপ্রসারী ধারণা নয়, এটি বাস্তব। এটি হল বিজ্ঞান।

অসহিষ্ণুতা। অন্যান্য ধর্ম ও জাতির মানুষের বিরুদ্ধে হিংসামূলক কাজ। নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে হিংসা। নানাবিধ মতের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা। বেঙ্গালুরুর গৌরী লংকেশকে গুলি করে মারার মত ভয়ানক ঘটনা।

মিথ্যে খবর ? ফেসবুকে নাতিসরা ঢুকে পড়েছে ? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সাহায্য করার জন্য তারা সাজানো ঘটনার গল্প নিয়ে আসছে ? প্রশ্ন হল, আপনি এইরকম কিছু সম্পর্কে কি করতে পারেন ?

আমি বিশ্বাস করি যে প্রতিটি প্রজন্মের জন্য সময়ের প্রতিটি ক্ষণে, একটি সুযোগ রয়েছে। আপনি যদি প্রযুক্তির লোক হতেন এবং এটি ১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে হত, তাহলে আপনি হয়ত স্যামের মতো হতেন। আপনি ডিজিটাল ফোন সুইচ বা কম্পিউটার আবিষ্কার করতে সহায়তা করতেন। ১৯৫০-এর দশকে হলে, আপনি হয়ত মহাকাশ-বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করতেন। সামাজিক সমস্যাগুলির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। এমন অনেক কিছু আছে যা আমরা করতে পারি। আপনি যদি ১৮৮০-এর লোক হতেন, তাহলে আপনি হয়ত অনিচ্ছাকৃত দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। আপনি হয়ত গান্ধীজির অনুগামী হতেন।

আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের কাজের সুযোগ রয়েছে, সেই অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, জ্ঞানভান্ডারে সর্বজনীন প্রবেশের মধ্যে। এটি এমন কাজ যা আমরা করতে পারি। আমরা এটিকে বাস্তবে পরিণত করতে পারি, কারণ হিসেবে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, এই যে কোনো দেশের গণতন্ত্র সাধারণ মানুষই চালনা করেন।

গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র হল ওয়াকিবহাল নাগরিকমন্ডলী। তাই, আমি পরিবর্তনের মূলমন্ত্রে বিশ্বাস করি। আপনি আজই গ্লোবাল ওয়ার্মিং সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না, কিন্তু যদি আমরা সবাই বুঝতে পারি আমাদের পরিবেশে কী পরিবর্তন হয়ে চলেছে, আমি বিশ্বাস করি আমরা পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করব। আমি মনে করি পরিবর্তন আনার জন্য দুটি জিনিসের দরকার। গান্ধী আমাদের বলেছিলেন যে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল প্রেম। যখন আপনি নাৎসিদের

দেখেন, তখন আপনি তাদের ধরে মারতে শুরু করেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে বর্তমান বিতর্ক রয়েছে দক্ষিণপন্থী 'অল্ট রাইট' (Alt right) সংগঠন নিয়ে, তা আমার পছন্দ নয়। এছাড়া, আরেক দল রয়েছে যারা বলেন, "আসুন নাৎসিদের ধরে পেটাই।"

এটি কোনও সমাধান নয়। গান্ধীজি ও মার্টিন লুথার কিং সাহেব উভয়েই আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে প্রেমই হল এই সমস্যার সমাধান। কিন্তু তারা আমাদের অন্য কিছুও শিখিয়েছেন। তা হল, যদি আমরা বিশ্বে পরিবর্তন করতে চাই-জাস্টিস রানাডে সাহেবকে এখানে স্মরণ করতে চাই, তাহলে আমাদের নিজেদের শিক্ষিত করতে হবে এবং আমাদের শাসকদেরও শিক্ষিত করতে হবে।

কিং সাহেব ও গান্ধীজি উভয়েই সত্যগ্রহ শুরু করার প্রথমে নিজেদের এবং পরে সেইসময়ের শাসকদের শিক্ষিত করার জন্য প্রভূত সময় ব্যয় করেছিলেন। গান্ধীজি ডাল্লি রওনা হওয়ার আগে, আশ্রমে এক মাস কাটিয়ে নিজেকে এবং তার সঙ্গী পদযাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তিনি সরকারের কাছে আবেদন পাঠিয়ে বলেন, "আমি এই কাজটি করতে যাচ্ছি"। তাই, আমি বিশ্বাস করি যে শিক্ষা এবং ভালোবাসা, দুটিই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেই রকমই উপলব্ধি করেছিলেন। গান্ধীজি যখন বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থা হঠানোর চেষ্টা করছিলেন, কারণ তিনি ব্রিটিশ স্কুলগুলি পছন্দ করতেন না, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'দ্য কল অফ ট্রুথ' (The Call of Truth) প্রকাশ করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, "আমাদের মনকে অবশ্যই জ্ঞানভান্ডারের সত্যতাকে স্বীকার করতে হবে, ঠিক যেমন আমাদের হৃদয়কে প্রেমের সত্যতা শিখতে হবে।" আপনাদের এই দুটি কাজই করতে হবে।

তাই, আমি বিশ্বাস করি যে মিথ্যে খবরগুলির জবাব হল জ্ঞান। আপনি এগুলি সেন্সর করে সমাধান করবেন না, কারণ আপনি এটি কখনও করতে পারবেন না। কিন্তু আপনি আরও ভাল খবর রাখতে পারেন। আপনি যথার্থ খবর পেতে পারেন। আমরা যদি অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাজনিত সমস্যাগুলির সমাধান করতে চাই, তবে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটি নিজের থেকেই হবে না।

"ব্রুট শ্রম" (Bread labor) গান্ধীজির খুব পছন্দের বিষয় ছিল। এটির ধারণা বাইবেল থেকে নেওয়া হয়েছিল এবং তার জন্য, ব্রুট শ্রম প্রথমে ছিল মুদ্রণের কাজ।

যখন তিনি ফিনিশ আশ্রমে যান, প্রত্যেককে আশ্রমের মুদ্রণযন্ত্রটি ব্যবহার করতে হত। প্রত্যেক দিন, প্রত্যেকটি লোককে কায়িক পরিশ্রম করে মুদ্রণ যন্ত্রটি ব্যবহার করতে হত। এরপরে ছিল চরকা। আজ গান্ধীজি বেঁচে থাকলে বলতেন যে প্রতিদিন ওপেন সোর্স সফটওয়্যার-এর কোডিং করার কাজটি হল ব্রুট শ্রম (bread labor)। বাস্তবিক তাই। এটা হল কায়িক পরিশ্রম এবং এটি আপনার জগৎকে আরও সুন্দর করে তোলে। আপনি সত্যিকারের কিছু একটি করছেন।

আর একটি জিনিস যা গান্ধীজি আমাদের শিখিয়ে গেছেন তা হল জনহিতকর কাজ (public work)। এই কাজে, আমাদের অবশ্যই কিছুটা সময় ব্যয় করতে হবে। ব্যবসা



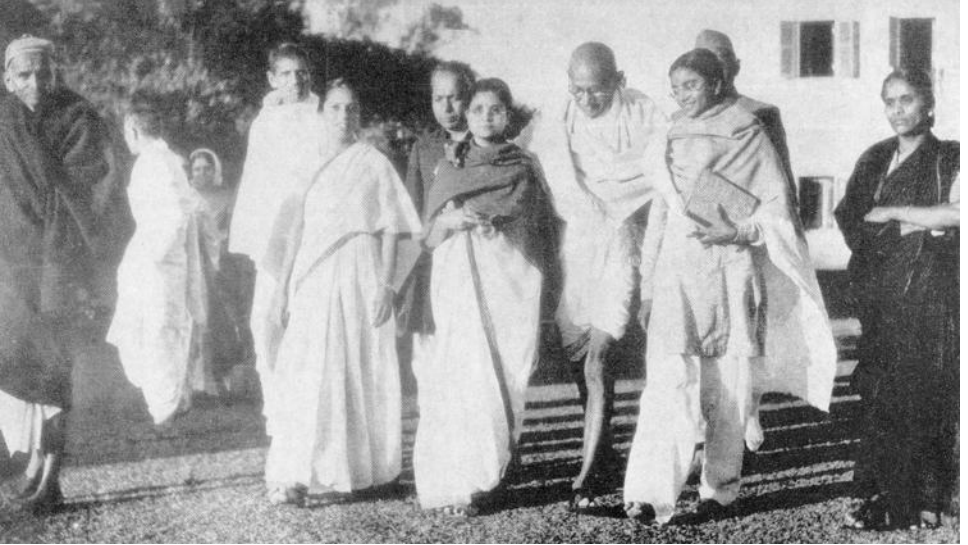
## কার্ল মালামুদ-এর বক্তব্য

করা ভালো, অর্থ উপার্জন করাও ভালো। কিন্তু আমরা যদি একটি সক্ষম সরকারকে দেখতে চাই, যা গণতন্ত্রে আমরা করে থাকি, তাহলে আমাদের এর অংশ হতে হবে।

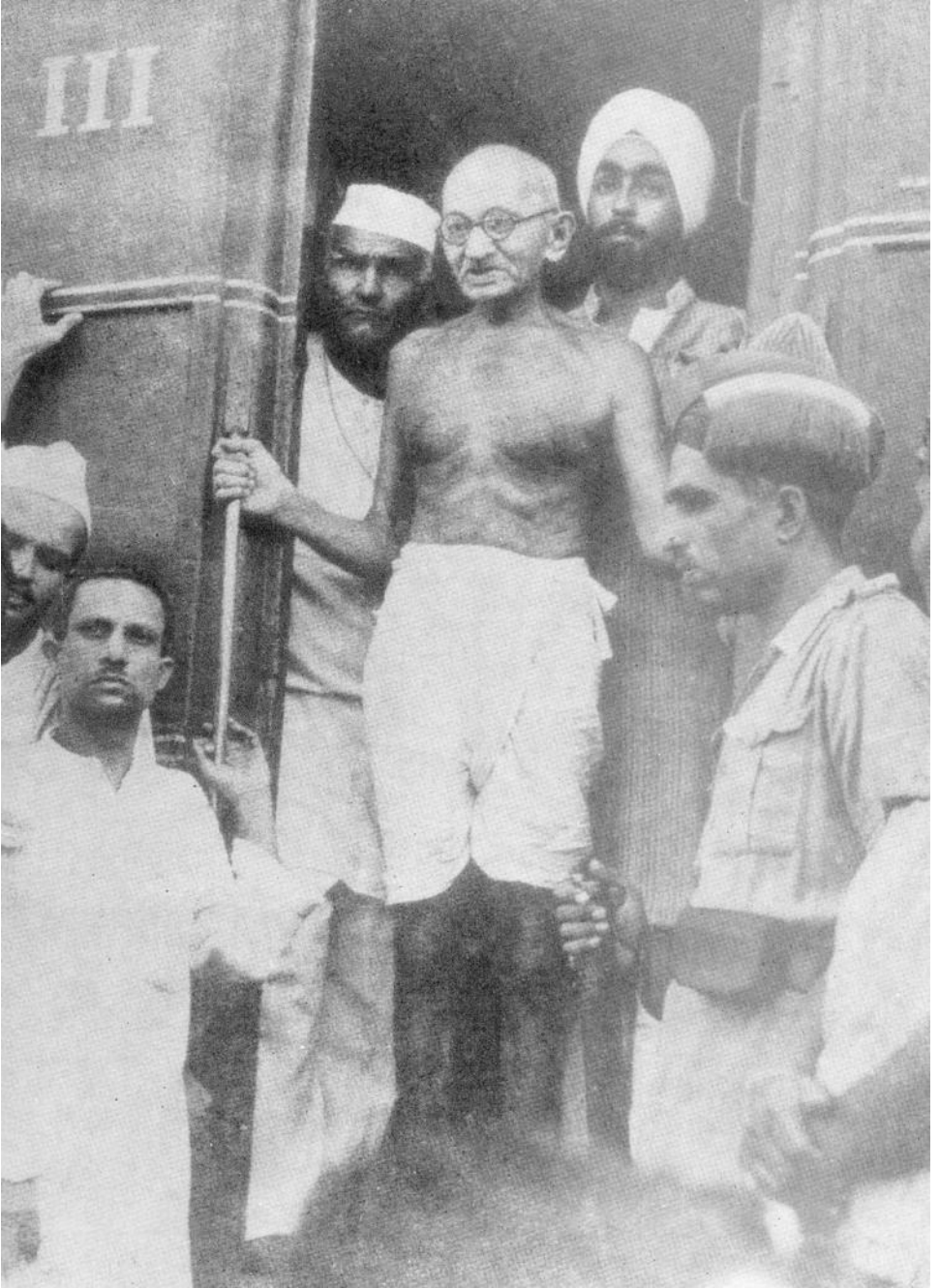
আমার প্রকাশিত মানগুলির প্রত্যেকটির উপরিভাগে একটি কভার শীট থাকে। এগুলিতে হাতের ছবি, লোগো এবং অন্যান্য অলঙ্করণ থাকে। কিন্তু নীচে 'নীতি শতকর্ম'-এর একটি উদ্ধৃতি থাকে যা বলে, "জ্ঞান হল এমন একটি সম্পদ, যা চুরি করা যায় না।" আমি পুরোপুরি এর সাথে একমত। জ্ঞান ভাগ করে নিতে হবে এবং আমি মনে করি এটাই আমাদের সুযোগ। তাই আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আমার মনে হয় স্যাম এবং আমি, এখন, আপনাদের কোনও প্রশ্ন থাকলে সেগুলির জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব।



CWMG, খন্ড ৮৭ (১৯৪৭), পৃ ১৯৩, খান আব্দুল গাফ্ফার খানের সঙ্গে প্রভাতী ভ্রমণ।



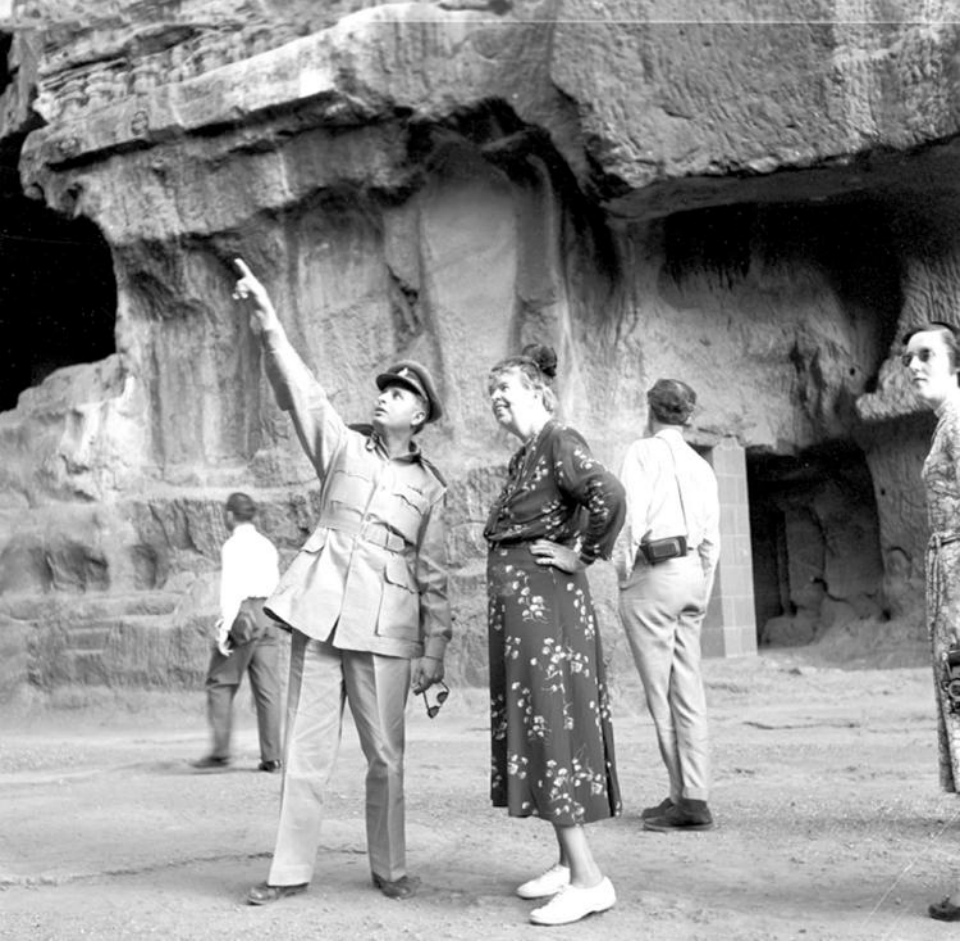
CWMG, খন্ড ৯০ (১৯৪৭-১৯৪৮), পৃ ৪৪৯, প্রার্থনা সভায় আগমন।



CWMG, খন্ড ৮৮ (১৯৪৭), ফ্রন্টিসপিস, লাহোর রেলওয়ে স্টেশনে, কাশ্মীরে যাওয়ার পথে।



CWMG, খন্ড ১৩ (১৯১৫-১৯১৭), ফ্রন্টিসপিস, ভারতে আগমন, ১৯১৫।



শ্রীমতি ইলিয়ানর রুজভেল্ট-তার ১৯৫৫ সালে ৯ই মার্চ ইলোরা গুহা ভ্রমণের সময়।



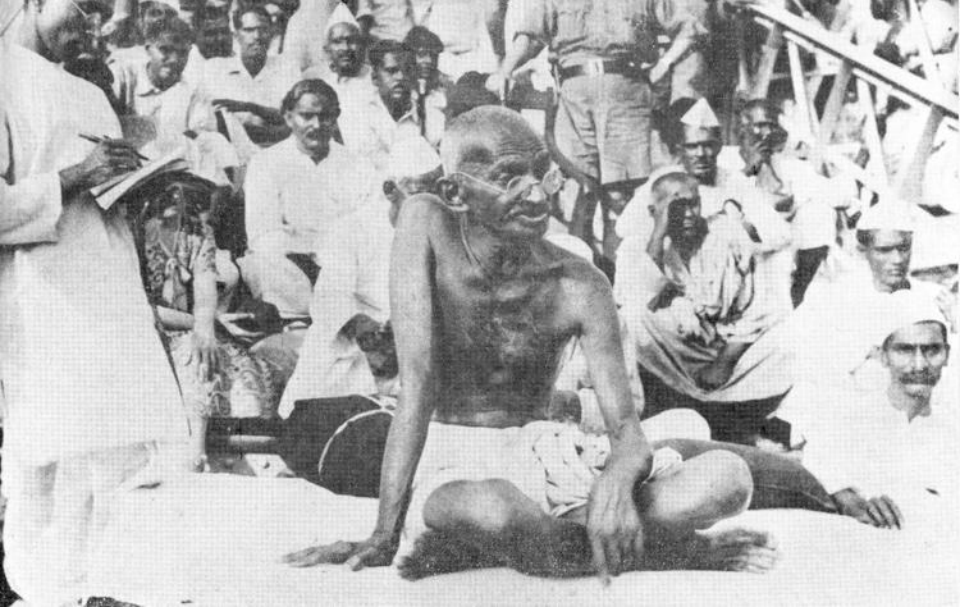
শ্রী এইচ সি দাসাপ্পা, মাইসোরের অর্থ এবং শিল্প মন্ত্রী, মাইসোর বিমানবন্দরে শ্রীমতি ইলিয়ানর রুজভেল্টকে তার আগমনের সময় অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন।



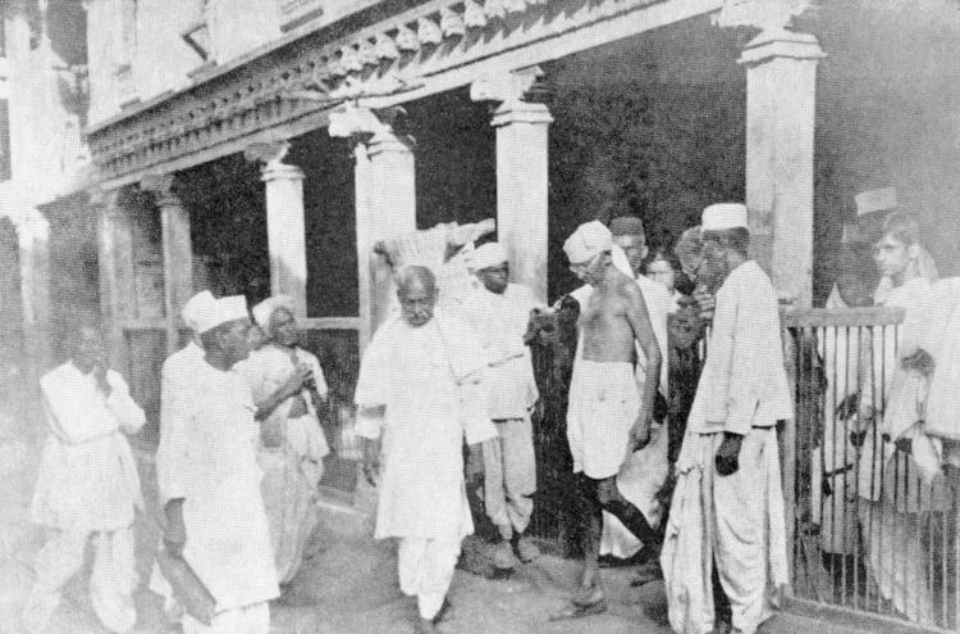
শ্রীমতি ইলিয়ানর রুজভেল্ট-সেন্ট্রাল ফুড টেকনোলজিকাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মাইসোর-এর একটি গবেষণাগারে, যেখানে তিনি ১৯৫২ সালের ৭ই মার্চ সফর করেন।



শ্রীমতি ইলিয়ানর রুজভেল্ট মহারাণী গার্লস স্কুল, জয়পুর-এর পরিদর্শনে। ১৩ই মার্চ, ১৯৫২।

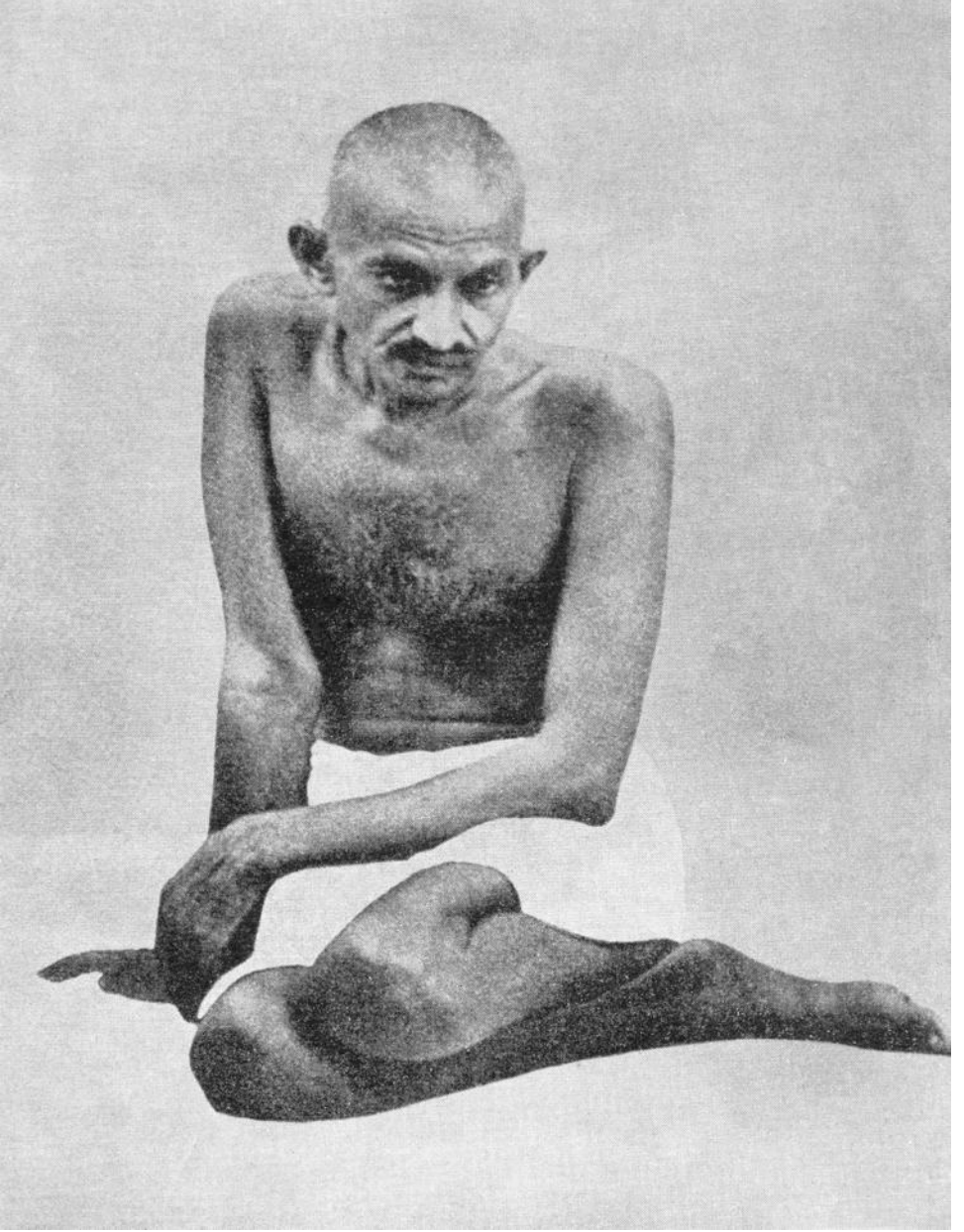


CWMG, খন্ড ৫৭ (১৯৩৪), ফ্রন্টিসপিস।



CWMG, খন্ড ৬১ (১৯৩৫), ফ্রন্টিসপিস, প্লেগ-কবলিত গ্রামে সফর, বোরসাদ।





CWMG, খন্ড ২৪ (১৯২৪), ফ্রন্টিসপিস, ১৯২৪ সালে গান্ধীজি।



সাক্ষাৎকার: এই ছোট্ট USBটির মধ্যে ১৯,০০০ ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে। কেন একে সার্বজনীন করা হবে না ?

দ্য ওয়্যার, অনুজ শ্রীনিবাস, ২৬শে অক্টোবর, ২০১৭ (অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে)

*Public.Resource.Org এর প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মালামুদের সাথে একটি সাক্ষাৎকার, যে কোনও পেইন্ট ছাড়া বিনা মূল্যে জনসাধারণের জন্য ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড ব্যুরো দ্বারা বিজ্ঞাপিত কোড এবং প্রবিধানগুলি উপলব্ধ করার জন্য তার আইনি অনুসন্ধান।*

[অনুজ শ্রীনিবাস] নমস্কার, সবার কাছে জনসাধারণের তথ্য সরবরাহ বিষয়ক আজকের ওয়্যারের আলোচনায় আপনাদের স্বাগতম। আমার নাম অনুজ শ্রীনিবাস, এবং আজ আমাদের অতিথি কার্ল মালামুদ।

কার্লকে ইন্টারনেটের নিজস্ব প্ররোচক থেকে আমেরিকার অননুমোদিত পাবলিক প্রিন্টার সবকিছু হিসেবেই বর্ণনা করা যেতে পারে। কার্লের লক্ষ্য ছিল গত ২৫ বছরে, ইন্টারনেটের সার্বজনীন প্রাপ্যতা, উপলব্ধ তথ্যগুলিকে আরো সহজলভ্য এবং আরও বেশি মাত্রায় সম্ভাব্য সকলের জন্য উপলব্ধ করে তোলা। গত দশ বছরে তাঁর অনেক কাজ আইন, আইনী কোডের স্ট্যান্ডার্ড সংক্রান্ত বিষয়ে ঘুরপাক খেয়েছে। এর ফলে অনেক সময়েই তাকে সরকারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়, যারা এই তথ্যকে খুব সঙ্কীর্ণ পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ বা প্রচার করতে চান।

ধন্যবাদ, কার্ল, আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং আজ এখানে থাকার জন্য।

[কার্ল মালামুদ] অভিনন্দন, অভিনন্দন।

[অনুজ শ্রীনিবাস] আমাদের সেই সব দর্শক, যারা আপনার কাজের সাথে পরিচিত নয়, তাদের কাছে আপনি বলতে পারেন যে তথ্য সার্বজনীন কীভাবে করতে হয়, কীভাবে তা আরো কৌশলের সাথে জনসাধারণের কাছে উপলব্ধ করা যেতে পারে, জনসম্মুখে প্রকাশ করা যেতে পারে।

[কার্ল মালামুদ] আচ্ছা, আমি যে তথ্যগুলি নিয়ে কাজ করি সেগুলি হল সেই তথ্য, যেগুলিকে অধিকাংশ জনগণ সার্বজনীনরূপে দেখতে চায়, কিন্তু কিছু কারণে এটা হয় নি। নিষ্ক্রিয়তার কারণে এটা একটা দেনাপাওনার দেওয়ালের আড়ালে রয়ে গেছে, অথবা সরকারী সংস্থা প্রযুক্তিগতভাবে এই সমস্যাটির সমাধান করতে সক্ষম নয়, অথবা কেউ বিক্রেতা হতে চায়, কেউ একচেটিয়া মালিক হতে চায়। আমি যা খুঁজছি তা হল বৃহত্তর ডাটাবেস, যেমন মার্কিন পেটেন্ট ডাটাবেস। যখন পেটেন্ট অফিস এগুলি বিক্রি করছিল তখন আমি সমস্ত তথ্য কিনে নিয়েছি। এর জন্য কয়েক হাজার ডলার নিয়েছিল, যা আমি সবার কাছে চেয়েচিন্তে একত্র করতে পেরেছিলাম। আমি এটা কিনলাম, তারপর আমি এটা অনলাইনে রাখলাম, লক্ষ লক্ষ মানুষ এর ব্যবহার করতে

শুরু করে দিয়েছে এবং আমি পেটেন্ট অফিসের দরজায় কড়া নেড়ে বললাম, "আপনি কি জানেন, এটা আপনার কাজ, আপনার এটা করা উচিত।"

এটা আমার সবসময়কার লক্ষ্য ছিল, যে পেটেন্ট ব্যবসা বা অন্য কোনো ব্যবসাতে নিজেকে না জড়ানো; এটি সরকারকে আরও ভালো করে তুলতে, তাদের এটা দেখানোর জন্য যে জনগণ আসলে এই তথ্যের গ্রাহ্য করে। পেটেন্ট ডাটাবেসের সাথে, পেটেন্ট কমিশনার আসলে আমাকে বলেছিলেন যে তিনি ভাবতেই পারেননি যে সাধারণ আমেরিকানরা এই জিনিসটির গ্রাহ্য করবে। একে অনলাইনে রাখুন; লক্ষ লক্ষ মানুষ এর ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে।

[অনুজ শ্রীনিবাস] কিছু ক্ষেত্রে, উদাহরণস্বরূপ, এই তথ্য জনসাধারণের জন্য উপলব্ধ; কিন্তু তা একটি খরচের বিনিময়ে। যখন সরকারি সংস্থা এর বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে, তখন আপনি কীভাবে এর মোকাবিলা করেন ?

[কার্ল মালামুদ] আচ্ছা, কোনও সরকারি সংস্থা, কোন NGO-এর জন্য রাজস্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পেটেন্ট অফিসের ক্ষেত্রে, পেটেন্ট বিক্রয় করে বছরে তারা ৪০ মিলিয়ন ডলার রোজগার করছে। আপনি পেটেন্টের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানেন - এটাই একমাত্র ডাটাবেস যা বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে বলা হয়েছে। ওখানে এটা বিক্রয়যোগ্য নয়। তারা অন্য কিছু করে অর্থ উপার্জন করতে পারে এবং আসলে তারা তথ্য বিক্রি করতে পারেন। এখন প্রশ্ন হল, যখন একবার আমি এটা কিনে ফেলছি, তখন কি আমি এটাকে পুনঃপ্রকাশ করতে পারি যাতে এটা আরও ভালো এবং কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে ? তথ্য পরিষেবার জন্য যদি একটি মূল্য ধার্য করা হয় তাহলেও আমি এমন কিছু মনে করব না। কিন্তু প্রশ্নটা হল, তাহলেও কি লাইসেন্সের ছাড়পত্র ছাড়া, এই তথ্যের ব্যবহার, একে আরও উন্নত করে তোলা, বন্ধু নাগরিকদের জানানো, বা একে নিয়ে কিছু করার অনুমতি দেওয়া হবে ?

[অনুজ শ্রীনিবাস] সঠিক, এটা একেবারে সত্যি। আপনার কিছু কাজ এখানে হয়েছে, গত কয়েক বছরে আপনার কাজ ভারতে ভালোই সম্প্রসারিত হয়েছে। যদূর আমি বুঝেছি, উদাহরণস্বরূপ, আপনি বর্তমানে ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড ব্যুরোর সাথে আইনি লড়াই চালাচ্ছেন। আপনি কি আমাদের কাছে এই বিষয়ে কিছু বলবেন এবং কিভাবেই বা প্রথম থেকে এই কাজ শুরু করেছিলেন ?

[কার্ল মালামুদ] এখানে বিভিন্ন ধরনের আইন, আইনী অধিকার, আইনী উপকরণ আছে। সরকারের নির্দেশাবলী, সংসদের আইন আছে, সরকারি নিয়ম আছে; কিন্তু নিরাপত্তা স্ট্যান্ডার্ড আমাদের আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইন। দ্য ন্যাশনাল বিন্ডিং কোড অফ ইন্ডিয়া, টেক্সটাইল যন্ত্রাংশ সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ডগুলি শ্রমিকদের নিরাপদে রাখে, বা কীটনাশকের নিরাপদ প্রয়োগকে সুনিশ্চিত করে। এই সমস্ত ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড সরকারি গেজেটে নথিভুক্ত রয়েছে। তাদের আইনের জোর আছে। অনেক ক্ষেত্রে, পণ্যের যদি শংসাপত্র না থাকে, তবে আপনি ভারতে তা বিক্রি করতে পারবেন না; এবং যদি তা স্ট্যান্ডার্ড পূরণ করতে না পারে, তাহলে তা BIS এর শংসাপত্র নাও পেতে পারে। এবং এরা সব সরকারি প্রকাশনা।

এই ছোট্ট USBটির মধ্যে ১৯,০০০ ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে।

তা সত্ত্বেও, সেখানে কেবলমাত্র একটি কপিরাইট বিজ্ঞপ্তি নেই, একটি বিজ্ঞপ্তি লেখা আছে যে, আমাদের অনুমতি ছাড়া কেউ এই উপাদানের অনুলিপি করতে পারবেন না; এবং তারা এটি বিক্রি করে। দ্য ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অফ ইন্ডিয়া-র, ভারতে মূল্য হল ১৪,০০০ টাকা। ভারতে প্রত্যেক ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীর পড়াশোনার জন্য যে বইয়ের দরকার পড়ে, তেমন একটি বইয়ের জন্যই এমন বিপুল পরিমাণ টাকা বরাদ্দ। যদি আপনি বিদেশের মাটিতে এটা কিনে থাকেন, তবে এর মূল্য হবে ১.৪ লাখ টাকা, দশ গুণ বেশি। যদি আপনি ভারতের সাথে ব্যবসা করতে চান, তাহলেই আপনাকে ভারতের নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে জানতে হবে।

[অনুজ শ্রীনিবাস] ঠিক, একদম ঠিক। ঠিক। ২০১৩ সালে, আপনি এই কিছু তথ্য নিয়েছিলেন এবং একে সার্বজনীন করেছিলেন; কিন্তু BIS একদম এটার প্রশংসা করে নি।

[কার্ল মালামুদ] আচ্ছা, BIS এই ব্যাপারটা প্রথমে লক্ষ্য করে নি। প্রথমে যা ঘটেছে তা হল, আমি অনেক ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড কিনে নিয়েছিলাম। আমি যা কাজ করি তা কখনো লুকিয়ে চুরিয়ে করি না। আমি কিচ্ছু লুকোই না। আমি স্যাম পিত্রোদাকে ডেকেছিলাম, যিনি সেই সময়ে সরকারে ছিলেন, মনমোহন সিংহের জন্য কাজ করতেন; এবং বললাম, "পিত্রোদা-মহাশয়, আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাই।" আমি দেখা করতে গেলাম, এবং আমি স্ট্যান্ডার্ডগুলির কপি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বললাম, "আমি এগুলি অনলাইনে রাখতে চলেছি। আপনি এ বিষয়ে কি মনে করেন?" তিনি বলেন, "বাহ, এটা ভালো কাজ। আমি বললাম, "ভালো, কিন্তু আপনি হয়ত জানেন যে ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড ব্যুরো এতে বিরক্ত হতে পারে। তিনি বললেন, "এগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এটা সহজলভ্য হওয়া উচিত।" তারা লক্ষ্য করেনি। আমি সমস্ত ১৯,০০০ স্ট্যান্ডার্ড নিয়েছি এবং তাদের অনলাইনে রেখে দিয়েছি। আমি DVD-র জন্য বছরে ৫,০০০ ডলার খরচ করেছি। তারপর, এখন সেই সাবস্ক্রিপশন পুনর্নবীকরণ করার সময় এসে গেছে।

[অনুজ শ্রীনিবাস] অবশ্যই।

[কার্ল মালামুদ] আমি তাদের একটি চিঠি পাঠিয়েছি। আমি বললাম, হ্যাঁ, এখানে একটি ক্রয় করার জন্য অর্ডার আছে। আমি আমার সাবস্ক্রিপশন পুনর্নবীকরণ করতে চাই। যাইহোক, এখানে সব স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে, এবং আমরা তার মধ্যে ৯৭১টি স্ট্যান্ডার্ড নিয়েছি, এবং আমরা সেগুলিকে HTML-এ রূপান্তর করেছি। আমরা SVG গ্রাফিক্স হিসাবে চিত্রগুলি পুনরায় অঙ্কন করেছি। আমরা MATHML অনুসারে সূত্রগুলিকে নতুনভাবে কোড করেছি। আপনি কি সেই সব তথ্যের অনুলিপি পছন্দ করবেন? "আমি একটি চিঠি পেয়েছি, যেখানে মূলত বলা হয়েছে, থামতে, আমাকে অবিলম্বে থামতে বলা হয়েছে। তারা আমার সাবস্ক্রিপশন পুনর্নবীকরণ করতে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা দাবি করেছিল যেন আমরা অনলাইন থেকে সব তথ্য সরিয়ে নিই।

আমি তাদের একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম, এবং আমি তাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলাম যে কেন, আমার বিশ্বাসে, ভারতীয় সরকারের অধীনে, ভারতীয় সংবিধানের অধীনে,

তথ্যের অধিকার আইনের অধীনে (Right to Information Act), এগুলিকে সার্বজনীন তথ্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। তারা একমত হন নি। আমরা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানালাম, সেটা ছিল পরবর্তী পদক্ষেপ। মস্ত বড় অভিনব এক দরখাস্ত। পিত্রোদা একটা এফিডেভিট করেছিলেন। ইন্টারনেটের পিতা ভিন্টন সার্ক একটা এফিডেভিট করেছিলেন। জল বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারিং ও পরিবহন বিষয়ের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপক এফিডেভিটে স্বাক্ষর করেন। স্ট্যান্ডার্ডগুলি কেন ভালো লাগছিল, কেন আমরা মূল্য যোগ করছিলাম তার সাথে তার একাধিক উদাহরণ আমাদের কাছে ছিল।

এটা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে পৌঁছায়, এবং কিছুসময় পরে আমরা তার একটি প্রত্যুত্তর পেয়েছিলাম। "না, আপনি এটা করতে পারবেন না" পরবর্তী ধাপ হল জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা। আমার সহকর্মী শ্রীনিবাস কোদালী, যিনি অত্যন্ত প্রতিভাবান এক তরুণ পরিবহন ইঞ্জিনিয়ার এবং ডাক্তার সুশান্ত সিনহাকে নিয়ে, যিনি অসাধারণ ভারতীয় আইন বিশেষজ্ঞ, আমরা মামলা দায়ের করলাম। নিশিখ দেশাইয়ের ল'ফার্ম আমাদের প্রতিনিধিত্ব করতে সম্মত হন। তারা কোনো টাকা চান নি। প্রাক্তন আইনমন্ত্রী সলমন খুরশিদ আমাদের সিনিয়র আইনজীবী হিসেবে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করতে সম্মত হন। আমরা দিল্লীতে মাননীয় হাইকোর্টের সামনে দাঁড়িয়ে।

এটি এখন খাতায় কলমে হয়ে গেছে, এই মর্মে BIS আমাদের অভিযোগের উত্তর দিয়েছে। আমরা তার জবাব দিয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ১৩ই নভেম্বর আমরা আবার আদালতের সামনে হাজির হব এবং আমরা আশা করছি প্রধান বিচারপতি, অথবা বিচারপতি যিনি বিচার করবেন, আগামী বসন্তের শুরুতেই মৌখিক যুক্তি পেশ করবেন। তখন আমরা আমাদের কথা বলার এবং সরকার তার কথা বলার একটা সুযোগ পাবে; তার ভিত্তিতে সরকার একটি রায় প্রদান করবে।

[অনুজ শ্রীনিবাস] অবশ্যই। কার্ল, আমি এখানে এটি বুঝতে পেরেছি, BIS-এর প্রতিরক্ষা একজনের কপিরাইটের উপর নির্ভর করে। আরেকটি সত্য বিষয় যা এটি তুলে ধরে তা হল, এই স্ট্যান্ডার্ডগুলি তৈরির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা উচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যে একটি পার্থক্য হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে স্ট্যান্ডার্ডগুলি শেষপর্যন্ত আইন ও বিধিতে পরিণত হয়ে যায়, তা ব্যক্তিগত সংস্থা দ্বারা নির্মিত হয়। এখানে ভারতে, BIS হল একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা, যা কখনও কখনও, আমি বলব, যে স্ট্যান্ডার্ডগুলি নিয়ে আসে, তা বেশিরভাগ সময়েই শেষমেশ আইনের শক্তি দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত, এর রাজস্ব কোম্পানি, কলেজ, ব্যক্তিগত ব্যক্তিদের কাছে এই স্ট্যান্ডার্ডগুলি বিক্রি করে আসে। আপনি কি BIS এর রাজস্ব মডেলেরও বিরোধিতা করেন? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আজকের দিনে এবং সময়ে, এটি জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা দরকার, এবং আমাদের সেই স্ট্যান্ডার্ডগুলি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত নয়?

[কার্ল মালামুদ] আসুন ভারতের সাথে সমঝোতা করি, এবং তারপর বাকি বিশ্বের সাথে সমঝোতা করি।

এই ছোট্ট USBটির মধ্যে ১৯,০০০ ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে।

[অনুজ শ্রীনিবাস] অবশ্যই।

[কার্ল মালমুদ] ভারতে, এইগুলি হল সরকারি দলিল। তাদের আয় ৪% এর কম যা স্ট্যান্ডার্ড বিক্রি করে আসে। আপনি যদি ভারতে কোন পণ্য বিক্রি করতে চান তবে এটিকে অনুমোদিত হতে হবে। আপনি কি জানেন এই অনুমোদনের জন্য কে অর্থ প্রদান করে? ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড ব্যুরো। তারা প্রচুর অর্থ পায়। শুধু এটা নয়, এটা তাদের মিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তাই তো। এটা জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য। স্ট্যান্ডার্ডগুলির প্রাপ্তির অধিকার খর্ব করে, আপনি যে ভাবে ইঞ্জিনিয়ারকে শিক্ষিত করতে চান সেভাবে পারছেন না। আপনি স্থানীয় কর্মকর্তাদের বিন্ডিং কোডটি তাদের প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োগ করার অনুমতি দিচ্ছেন না, কারণ এর মধ্যে কোনো একটি জিনিস কেনার জন্য তাদের ১৪,০০০ টাকা ব্যয় করতে হবে। জনসাধারণের নিরাপত্তার তথ্যগুলি প্রাপ্তির অধিকার বরাদ্দ করতে গিয়ে তাদের উদ্দেশ্য বদলে যায়, এবং তাদের অর্থের প্রয়োজন হয় না। তাদের কাছে অন্যান্য জায়গা থেকে টাকা আসছে।

এখন, বাকি বিশ্বের বেসরকারি NGO গুলি স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করছে, এবং তারপর সরকার তাদের আইনের রূপ দিচ্ছে। আমাকে কয়েকটি কথা বলতে দাও। NGO-রা এগুলিকে আইন হিসেবে চায়। এটাই হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বৈদ্যুতিক কোডের হল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য, এবং তারা গর্ব করে কারণ, এটি হল সমস্ত ৫০টি রাজ্যের এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আইন। তারা এটা চায়। তারা এটা প্রচুর অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে; কিন্তু আপনি কি জানেন, তাদের আবার সার্টিফিকেশন, হ্যান্ডবুক এবং প্রশিক্ষণ আছে। যখন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বলে যে জাতীয় বৈদ্যুতিক কোড (National Electrical Code) হল দেশের আইন, তখন তারা আমেরিকানদের কাছ থেকে অনুমোদনের স্বর্ণপদক পায়; এবং তারা জনসাধারণের নিরাপত্তার তথ্য বরাদ্দ না করেই সেই স্বর্ণপদককে টাকায় পরিণত করতে সক্ষম হয়ে যায়। তারা দাবি করে যে তাদের টাকার প্রয়োজন, কিন্তু আমি মনে করি না এটা কোনো কারণ। আমি মনে করি যে, এটি হল একটি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার।

আমি মনে করি এভাবেই তারা সবসময় এটি করেছে, কিন্তু আপনি জানেন, ইন্টারনেট বিশ্বের প্রতিটি শিল্পকে তার ব্যবসায়িক মডেলকে সামঞ্জস্য করতে বাধ্য করেছে। সময় আমাদের ব্যবসায়িক মডেলকে সামঞ্জস্য করে তোলে। ১৯৭০ সালে কিছু পরিমাণ অর্থের জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড বিক্রি করা যুক্তিসঙ্গত। এই দিনে এবং সময়ে ১৪,০০০ টাকার জন্য একটি বিন্ডিং কোড, একটা বই বিক্রি করা, এই জিনিসটা কি যুক্তিসঙ্গত! এই সামান্য USB, ১৯,০০০ এই সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড। এটাই হল সামগ্রিক জিনিস। এখানে কোনো কারণ নেই যে ভারতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য এটা কি প্রাপ্ত হওয়া উচিত নয়, কমপক্ষে অ-বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শিক্ষার জন্য; কিন্তু আমি মনে করি এটি প্রতিটি শিল্প এবং প্রতিটি স্থানীয় অফিসারের জন্য প্রাপ্ত করা উচিত, কারণ আমরা এভাবেই জনসাধারণের নিরাপত্তা প্রয়োগ করি। আইনটা সবাই জানে।

[অনুজ শ্রীনিবাস] বললেন ঠিক, ঠিক। কার্ল, আপনার মিশনের অংশ, অন্যান্য অনেক পাবলিক ডোমেন অ্যাপ্লিকেশনের কাজের অংশ, কেবল এটা নয় যে এই তথ্যটি

বিনামূল্যে প্রাপ্ত হওয়া উচিত; কিন্তু এই প্রাপ্ত হওয়া জিনিসের মানও নির্ধারণ করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, আপনি জানেন যে নথির প্রয়োজন হতে পারে তা আপনি জুম ইন করতে সক্ষম হবেন, অথবা এটি আরো সুন্দরভাবে পছন্দমত ফর্ম্যাটে হওয়া উচিত যা লোকেরা আসলে এটি গবেষণার জন্য ব্যবহার করতে পারে। এই কাজটির সামান্য অংশ আপনার ডিজিটাল লাইব্রেরী অব ইন্ডিয়ায় প্রতি যায় এবং গত দুই বছরে আপনি যে ধরনের কাজ করেছেন তার উপর গঠিত। আপনি সেই সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যা করবেন ?

[কার্ল মালামুদ] আচ্ছা, স্ট্যান্ডার্ডগুলির জন্য, আমরা বিল্ডিং কোড সহ অনেকগুলিকে HTML-এ পুনরায় টাইপ করেছি। আমরা ডায়গ্রামগুলি পুনরায় অঙ্কন করেছি, সূত্রগুলি রিকোড করেছি। ভারতের ডিজিটাল লাইব্রেরী, তারা দাবি করেছে যে সরকারী সার্ভারে ৫৫০,০০০ বই ছিল। ভারতবর্ষে, বই স্বগ্নন করার প্রোগ্রাম বহু দিন ধরে চলছে।

[অনুজ শ্রীনিবাস] আর "সেগুলি" হল ?

[কার্ল মালামুদ] ভারত সরকার হ্যাঁ ভারত সরকার। মিনিস্ট্রি অফ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি এই প্রকল্পটির পৃষ্ঠপোষক। আমি ভারতের এই ডিজিটাল লাইব্রেরিকে লক্ষ্য করেছি, এবং আমি এটা অনেক ভিতর থেকে দেখেছি। আমি দুটি জিনিস দেখেছি। এটা খুব প্রাপ্ত হওয়ার মত ছিল না, তাই তো। এটা অনুসন্ধান করা কঠিন ছিল। সার্ভার সবসময় ম্লথ থাকত। সেগুলি DNS হারাতে থাকত। সার্ভার উড়ে যেত; তাই আমি একটি কপি তৈরি করি এবং আমি এটা অনলাইনে রেখে দিই। আমি এটিকে খুব যত্নসহকারে দেখভাল করি। ডাটাবেসে কিছু কপিরাইট সমস্যা আছে। সেগুলি অগোছালো ভাবে ছিল, কিন্তু মেটাডাটা খারাপ ছিল। শিরোনামগুলি ভুল ছিল। স্বগ্ন্যনিং খুব একটা ভালো ছিল না। শুধু অগোছালো পৃষ্ঠা নয়; কিন্তু বাদ যাওয়া পৃষ্ঠাও ছিল অথবা অর্ধেক বই নেই নতুবা তারা রেজোলিউশনটিকে নষ্ট করে ফেলেছে।

আমরা একটি অনুলিপি তৈরি করেছি এবং এটিকে আরও ভাল করে তুলতে আমরা এটিকে অনলাইনে রাখি। ইন্টারনেট সংরক্ষণাগারে এটিকে রাখা হল। এক মাসে এক মিলিয়ন মতামত আমরা এতে পাচ্ছিলাম। এটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা এটি তুলে নেওয়ার জন্য কয়েকটি বিজ্ঞপ্তি পেয়েছিলাম। সেগুলো বড় লীগের ক্ষেত্রে ঘটে। আপনি তুলে নেওয়ার বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ করলেন এবং আপনি তাদের প্রত্যুত্তর দিলেন। আপনি বললেন, "ঠিক আছে, বেশ, আমি এটা সরিয়ে ফেলব।"

[অনুজ শ্রীনিবাস] কিছু ক্ষেত্রে, আপনি তাদের মতামত মেনে চললে খুশি হবেন।

[কার্ল মালামুদ] ওহ, একেবারে। যদি কেউ বলে যে বই কপিরাইটযুক্ত, এটি কোন সমস্যা নয়। আমরা তা অবিলম্বে তুলে ফেলব। কোন ব্যাপারই না। যখন আপনি হাজার হাজার লোকের সাথে লেনদেন করছেন অথবা ক্রেয়স্টার কাহেলের মতো লক্ষ লক্ষ বই ইন্টারনেট আর্কাইভে রয়েছে, আপনি সেগুলি পেয়ে যাবেন। ভুলক্রটি হয়।



এই ছোট্ট USBটির মধ্যে ১৯,০০০ ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে।

সরকার খুব ঘাবড়ে উঠেছিল, কারণ এটি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং তারা লোকজনের কাছ থেকে কয়েকটি বিজ্ঞপ্তি পেয়েছে, "হায় ঈশ্বর, আপনি আমার বই পেয়েছেন" তারা পুরো ডাটাবেসটি তুলে দিতে চায়। তারা আমাদের সম্পূর্ণ ডাটাবেসটিকে তুলে নিতে বলে। আমি বলেছি "না, না, আমরা সেটা করতে যাচ্ছি না।" তারা বলল, "আচ্ছা, ১৯০০ সালের পর থেকে সব কিছু তুলে নাও।"

[অনুজ শ্রীনিবাস] এই সংগ্রহে কোন কোন বইগুলো অন্তর্ভুক্ত ?

[কার্ল মালামুদ] এটি একটি আশ্চর্যজনক সংগ্রহ। ৫০ বিভিন্ন ভাষার বই। প্রায় অর্ধেক রোমান ভাষা, ইংরেজি, জার্মান, ফ্রেঞ্চ। ঐতিহাসিক বই, নন-ফিকশন, ভারতের গেজেট। বিভিন্ন রাজ্যের জন্য সব ধরনের গেজেট, সংস্কৃত ভাষায় ৫০,০০০ বই। বই, গুজরাটী ভাষার ৩০,০০০ বই। আমি এই সংখ্যার ব্যাপারে নিশ্চিত নই, কিন্তু এগুলো হাজার হাজারের বইয়ের মধ্যে। পাঞ্জাবী ভাষার মধ্যে হাজার হাজার। তিব্বতি ভাষার বই। বছর বছর হাজার হাজার বই ফিরে যাচ্ছে। শুধু এটাই আশ্চর্যজনক, অনন্য সংগ্রহ যা বিশ্বের অন্য কোথাও অনুপলব্ধ। আমি বিশ্বজুড়ে ভারত পণ্ডিতদের কাছ থেকে নোট পাচ্ছি, বলছে, "হে আমার ঈশ্বর, এটা অনবদ্য!"

আমরা একটি ভিন্ন উপায়ে এটাকে প্রাপ্ত করার ব্যবস্থা করি। আপনি আরো সহজে খুঁজতে পারেন। মানুষ খুব দ্রুত আমাদের বিজ্ঞপ্তি পাঠাতে পারবে এবং যদি বলে, "ওহ, আপনি ভুল মেটাডেটা পেয়েছেন" এবং আমরা এটি ঠিক করতে সক্ষম। আমরা এটা আরও ভালো করার চেষ্টা করছি। সরকার বললো, "না, না, আপনাকে এটি অফলাইনে নিতে হবে এবং আমরা আপনাকে বলব কোন বইগুলি ঠিক, কারণ আমরা তাদের একের পর এক পরীক্ষা করতে যাচ্ছি এবং সিদ্ধান্ত নেব কোনটি কপিরাইটযুক্ত এবং কোনটি নয়।"

সর্বোপরি, আমি নিশ্চিত নই, আমি বিশ্বাস করি যে তারা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যে কোনটা কপিরাইটের আওতায় আসে এবং কোনটি আসে না এবং কপিরাইট একটি বাইনারি ব্যাপার নয়, তাই তো। আপনি যদি অন্ধ হন তবে আমি আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে যেকোন বই কিভাবে প্রাপ্ত করা যায় তার ব্যবস্থা করতে পারি। ভারতীয় কপিরাইট অ্যাক্টের অধীনে, যদি এটি শিক্ষক এবং একজন ছাত্রের মধ্যে শিক্ষার উদ্দেশ্যে হয়- তাহলে এটি দিল্লী ইউনিভার্সিটির কেসের ব্যাপারে সব আছে। সুতরাং এটি একটি বাইনারি ব্যাপার নয়। আমি মনে করি না যে এটি সরকারের কাজ তোমাকে বলা যে কে কি পড়বে এবং কে কি পড়বে না এবং অবশ্যই এটা তাদের কাজ নয় আমাকে বলা যে ইন্টারনেটে কোন বইগুলি ব্যবহারযোগ্য করব।

[অনুজ শ্রীনিবাস] ঠিক। সেটা সত্য।

[কার্ল মালামুদ] যদি না কিছু জাতীয় নিরাপত্তা সমস্যা থাকে বা সে ধরনের কিছু ; কিন্তু যদি এটি সাধারণ ভাবে হয় তবে "আমরা এটা পছন্দ করি না।" এটা হল একরকম, "আমি দুঃখিত। আমি গ্রাহ্য করি না।"

[অনুজ শ্রীনিবাস] ঠিক। এখন, আমরা সেই পরিস্থিতি অতিক্রম করে এসেছি যেখানে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় তাদের লাইব্রেরীর তুলনায় আমাদের সংস্করণকে বেশি উপরের দিকে দেখছে।

[কার্ল মালামুদ] হ্যাঁ, এটা মুখ্যমি, অবশ্যই মুখ্যমি। সরকারের সাথে এই লড়াইয়ের পরিবর্তে, আমি এটা বলব যে আমরা ডেটাবেসটি আরও ভালো করে তুলতে আমি তাদের সাথে কাজ করছিলাম। আমরা আরো বই স্ক্যান করছিলাম। আমরা আমাদের হিন্দু স্বরাজ সংগ্রহের উপর যা করছিলাম সেটাই আমরা করছিলাম, যা খুবই খুবই উচ্চমানের উপাদান। আমি কি সেই সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলতে পারি ?

[অনুজ শ্রীনিবাস] হ্যাঁ, অবশ্যই।

[কার্ল মালামুদ] হিন্দু স্বরাজ সংগ্রহ মহাত্মা গান্ধীর সংগৃহীত কাজের সাথে শুরু হয়েছিল, পুরো ১০০টি খন্ড, তাই তো। অনলাইনে পাওয়া যাবে, যে কেউ সেগুলি পড়তে পারেন। আপনি PDF ডাউনলোড করতে পারেন, আপনি ইবুক ডাউনলোড করতে পারেন। গান্ধীর ভাষণের ১২৯টি অল ইন্ডিয়া রেডিও সম্প্রচার, তার জীবনের শেষ বছরে প্রত্যেকটি দিন। আপনি তার জীবনের শেষ বছরের সব কিছু জানতে পারবেন। তাদের প্রত্যেকের জন্য, আমি সংগৃহীত কাজের প্রাসঙ্গিক অংশটি নিয়েছি এবং HTML এ রেখেছি, যাতে আপনি হিন্দি বা গুজরাটিতে তার কথা শুনতে পারেন। আপনি ইংরেজি অনুবাদ পড়তে পারবেন। তারপর আপনি সংগৃহীত কাজগুলিতে ক্লিক করতে পারেন এবং সেই সময় তিনি যে চিঠিগুলি লিখেছেন সেগুলি পড়তে পারবেন। তিনি পরের দিন কি করেছিলেন ? তার আগের দিন কি করেছিলেন ? সমস্ত কিছু।

আমাদের কাছে নেহরুর নির্বাচিত সংকলন রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেগুলি সরকারি সার্ভারে আছে, কিন্তু কিছু খন্ড বাদ ছিল। আমি ঐ খন্ডগুলি পেয়েছিলাম, তাই আমাদের কাছে সম্পূর্ণ সংস্করণ আছে। আশ্চর্যকর রচনাগুলি, সংগৃহীত সংকলনগুলি মহারাষ্ট্র রাজ্য সার্ভারে ছিল, কিন্তু তাতে শেষ ছয়টি খন্ড পাওয়া যাচ্ছিল না। আবার, আমাদের সবচেয়ে সম্পূর্ণ সংস্করণ।

ভারত এক খোঁজ, সুন্দর, সুন্দর শো ভারতের আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে। সত্যি সত্যিই চমত্কারভাবে সম্পন্ন করা হয়েছিল। ১৯৮০ -এর দশকে, যখন দূরদর্শন সরকারি সংস্থা ছিল ; তখন আমরা শুধুমাত্র অনলাইনে রাখিনি আমরা বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন ধরনের সাবটাইটেল যুক্ত করেছি। সব পর্বের জন্য নয়, কারণ আমাদের যথেষ্ট অর্থ ছিল না ; কিন্তু পাঁচটি পর্বের জন্য, এখন আপনার কাছে হিন্দিতে সাবটাইটেল থাকতে পারে, যা তাদের কাছে নেই। তাদের কাছে ইংরেজি ছিল। এছাড়াও উর্দু এবং তেলেগু ছিল এবং অন্যান্য ভাষাও ছিল । আমরা এটি আরও ভালো এবং আরো ব্যবহার উপযোগী করার চেষ্টা করছি।

[অনুজ শ্রীনিবাস] অবশ্যই, অতি অবশ্যই। কার্ল, কিছু লোক পাবলিক ডোমেনকে প্রচারের জায়গা হিসেবে দেখে, আপনি যে ধরনের কাজ করেন তা সম্পূর্ণরূপে

এই ছোট্ট USBটির মধ্যে ১৯,০০০ ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে।

কপিরাইটের বিরুদ্ধে। উদাহরণস্বরূপ, তারা বিশ্বাস করে যে কখনও কখনও আপনি কপিরাইটের লাইনে পদার্পণ করেন বা করেন না।

[কার্ল মালামুদ] আমি পাইরেট নই। আমি অসৎ উপায়ে কার্যসিদ্ধিকারী নই।

[অনুজ শ্রীনিবাস] আপনার নিজস্ব কাজ, আপনি কিভাবে একটি প্রকল্পে ঝাঁপিয়ে পরার সিদ্ধান্ত নেবেন? এটা জনগণের স্বার্থে? এটা সেই পরীক্ষা যখন আপনি বিবেচনা করেন যে আপনি --

[কার্ল মালামুদ] আচ্ছা, এটা আংশিকভাবে জনস্বার্থ। আমি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিসের দিকে দেখি। সর্বোপরি, আমাকে এটা বলতে দাও। আমি পেশাদার লেখক হিসাবে জীবনযাপন করি। ঠিক আছে, আমি একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলাম। আমি কপিরাইটে বিশ্বাস করতাম। আমি মনে করি এটি একটি অসাধারণ জিনিস, তবে মনে রাখবেন কপিরাইটের উদ্দেশ্যগুলি যেন দরকারী শিল্পগুলিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। এটি জ্ঞানকে সহজলভ্য করতে এবং কপিরাইটের সীমা যেমন রয়েছে তেমন ব্যতিক্রমও রয়েছে। যদি তোমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকে তবে তার মাঝখানে পাবলিক পার্ক প্রয়োজন। এই দুটি ছাড়া একটি শহর হতে পারে না। আপনি বাণিজ্য চান, আবার আপনি নাগরিক জীবন চান।

আমি এগুলির দিকে তাকাই এবং আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি। এটা কি সরকারি তথ্য? কপিরাইটের প্রয়োগ কি বৈধ? এটা কি জনগণের স্বার্থে? এই তথ্যের জন্য কি একটি বাধ্যতামূলক প্রয়োজন আছে? সরকারি তথ্য যদি জনসাধারণের নিরাপত্তা, কর্পোরেশনগুলির পরিচালনা বা সরকারের কর্মকাণ্ড নাগরিকদের জ্ঞাতার্থে সরকারী পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে; পরিষ্কারভাবে সার্বজনীন, একেবারে পরিষ্কারভাবে সার্বজনীন।

আমি খুব যত্নসহকারে এটি অধ্যয়ন করেছি। আপনি জানেন যে অনেক লোক এই ধরনের জিনিসগুলি করে এবং তারা মনে করে, "ওহ, আপনি হ্যাকার!" ঠিক আছে, আমার কাছে প্রযুক্তিগত দক্ষতা রয়েছে, এতে সন্দেহ নেই। অনেক বাচ্চাদের মতো ভালো নই, কিন্তু সেখানে আমি অনেক দিন ধরে কাজ করছি। আমি বেশি ডাটাবেসে এবং পাঠ্য উপাদানে বেশ খুশি। আমি খুব সাবধানে চিন্তা করি, কোনো কিছু অনলাইনে দেওয়ার আগে। আমি এটা অধ্যয়ন করি। আমি অনেক গবেষণা করি।

আপনি জানেন, ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ডের সাথে, আমি শুধু পা রাখিনি। আমি এই ব্যাপারে অনেক সময় কাটিয়েছি। আমি সাংবিধানিক আইনের তিনটি গ্রন্থের খন্ড পেয়েছিলাম এবং আমি খুব সাবধানে পড়েছিলাম। আমি একজন আইনজীবী নই, কিন্তু আমি সেটা পড়েছি। আমি স্যাম পিত্রোদার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমি বেশ কিছু সংখ্যক মানুষের সাথে কথা বলেছিলাম। শুধু তা করার পর, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, "ঠিক আছে, এটা আমার বিশ্বাস যে এটি জনসাধারণের তথ্য।" আপনি জানেন কি, যদি আমি ভুল হতাম তবে আমি এর ফলাফলগুলি ভোগ করতাম। এটা হল এই ধরনের কাজ করার অন্য অংশ। যদি আপনি ভুল করেন তবে আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং আপনাকে তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

[অনুজ শ্রীনিবাস] সেটা সত্য, খুব সত্য। একটা জিনিস - আমি শুধু এখানে সামান্য কর্মপ্রণালী পরিবর্তন এবং সরকার সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। কেবলমাত্র ভারত সরকারই নয়, যেখানে সরকার যে ধরনের কাজ করে তার প্রতিক্রিয়া জানায়। বর্তমানে ভারতে এই সরকার, মোদি সরকার, পূর্ববর্তী সরকার; তারা উভয়ই জনসাধারণের রক্ষণাবেক্ষণ করেছিল যে আমরা প্রযুক্তি আরও বৃহত্তর স্বচ্ছতার জন্য ব্যবহার করতে চাই, আমরা বৃহত্তর জনসাধারণের তথ্য প্রাপ্তির জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চাই। আপনি জানেন, ই-গভর্ন্যান্স-এর ঘোষণাও তাই জন্যে। কখনও কখনও কেউ যখন বেরিয়ে আসে এবং এরকম কিছু কাজ করে তখন তাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া হয়, এটি শক্ততা।

আমরা ভারতে আপনার মতো অনেক লোককে আইনি নোটিশ পেতে দেখেছি। আপনি, নিজে, একটা আইনি যুদ্ধ লড়ছেন, আপনি সেটা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সরকার দাবি করে যে তারা যে জন্য দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের আসল কাজগুলি যখন আসে তখন তাদের মধ্যে কি ঘন্ব আছে? আর এর মধ্যে আপনি কিভাবে আপনার ভূমিকা দেখেন?

[কার্ল মালামুদ] আমলাতন্ত্র সত্যিই এই ধরনের একটি জিনিসকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ করবে। আমি গিয়ে দেখলাম স্যাম পিত্রোদাকে, তিনি বললেন, "এটার জন্য যান।" কিন্তু ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড ব্যুরো যেমন ছিল, "না, না। আমরা সবসময় এই ভাবে এটি করেছি। অন্য সবাই এটা করে।" যদি আপনি তাদের স্বচ্ছ আইনজীবী হিসাবে বা সরকারী মন্ত্রী হিসাবে বিশেষভাবে সরকারী মন্ত্রী হিসাবে যান তবে আপনি ১৫ জন BIS কর্মকর্তাদের সাথে আট ঘণ্টা দীর্ঘ বৈঠক করতে যাচ্ছেন যেখানে ব্যাখ্যা করতে হবে কেন আকাশটা ভেঙ্গে পড়বে। আপনি যখন প্রশাসনে থাকেন, তখন আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আপনি জিনিস ভাঙতে চান না। এমনকি যদি আপনি খোলাখুলিভাবে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করছেন-ওবামা প্রশাসন এ ক্ষেত্রে ভাল ছিল-কিন্তু আপনি কেবল ঐ পর্যন্তই যেতে পারেন।

নাগরিক সমাজের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনি কখনও কখনও মুখোমুখি শক্ততা করবেন। আমার অনেক কাজ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে আমরা যা করছি কেন আমরা সেটা করছি? কেন এটা সঠিক জিনিস। আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হল, আমি তথ্য ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পেতে পারি। তারপর, হঠাৎ করেই শুধু কিছু খোলা সরকারী লোক বলছে না, "আরে, আরে, আপনার এটা আরও ভালোভাবে করা উচিত।" এটা এমন দেখাবে যে, "ভারতের লক্ষ লক্ষ ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন এই তথ্য ব্যবহার করেন। কেন এটি থাকা উচিত। আর দেখ, আকাশ যাতে ভেঙ্গে না পড়ে, ঠিক আছে। আপনি এখনও স্ট্যান্ডার্ড বিক্রি করছেন। "আপনি জানেন যে, আমি যদি সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড সরিয়ে দিই তবে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা প্রত্যয়িত কপিগুলি চায় এবং তারা আগের সমস্ত সংস্করণগুলির সম্পূর্ণ সংস্করণটি চায়। আমি যে বিষয়ে সচেতন তা হল উপাদানগুলি বৈধভাবে আমদানি করা কিনা।

## এই ছোট্ট USBটির মধ্যে ১৯,০০০ ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে।

[অনুজ শ্রীনিবাস] হ্যাঁ। আপনি কি নিজেকে এমন একটি স্টেকহোল্ডার হিসাবে দেখেন যা সরকারকে জনসাধারণের প্রাপ্তি সম্পর্কে তার কাজটি আরও ভালো করার চেষ্টা করছে ?

[কার্ল মালামুদ] এটা ঠিক আমি যেটা করার চেষ্টা করছিলাম। আমি নিজেকে ব্যবসার বাইরে রাখতে চাই। আমি ভারতীয় মানদণ্ড করতে চাই না। BIS সেটা আমার চেয়ে ভালোভাবে জানে। আমার কাছে সোর্স কোড নেই, ঠিক আছে। আমাকে একটি পিডিএফ ফাইল নিতে এবং এটিকে HTML-এ চালু করতে পুনরায় টাইপ করতে হবে। অথবা আমি যদি ভাগ্যবান হই, তবে এটি ডিজিটাল পদ্ধতিতে তৈরি হয়; কিন্তু তারপরও, আমাকে এটা সংস্কার করতে হবে, ঠিক আছে। আপনি এটি পিডিএফ, অনুচ্ছেদ চিহ্ন, ইতালিক, পাদটীকা, সুপারস্ক্রিপ্ট থেকে টানুন। এটি বিশাল পরিমাণ কাজ। যদি আমার কাছে সেগুলির মূল ওয়ার্ড ফাইল থাকে, তবে আমি অনুমান করছি যে এটি নগণ্য হবে। এটা তাদের কাজ। তাদের এটা করা উচিত। তাদের প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্তির জন্য এটি সহজলভ্য থাকা উচিত, তাই যে কেউ এটি ডাউনলোড করতে পারে। সুতরাং, ভারতীয় আইন, উদাহরণস্বরূপ, শশু বুম, তাদের সার্চ ইঞ্জিনে এটি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এটি একটি ভাল জিনিস, কারণ হঠাৎ সব স্ট্যান্ডার্ড শেষ হয়ে যায়। সবাই নিরাপত্তা স্ট্যান্ডার্ড জানে; আমাদের জন্যে একটি নিরাপদ বিশ্ব আছে।

[অনুজ শ্রীনিবাস] অবশ্যই। সেটা সত্য। একটি নিরাপদ বিশ্বের ধারণাকে প্রকাশ করতে শুধু এই আলোচনা। সাধারণত, আপনার পূর্ববর্তী বক্তৃতা এবং আলোচনায় আমি যা শুনেছি তাতে আপনি জনসাধারণের তথ্যের বৃহত্তর প্রাপ্তির মধ্যে লিঙ্কটি সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং সত্যিকার অর্থে সম্ভবত বর্তমান সময়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যাগুলি বোঝা এবং সমাধান করতে পারেন। কেন আপনি এই দুটি সংযুক্ত বলে বিশ্বাস করেন ?

[কার্ল মালামুদ] আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের দুনিয়াতে এমন অনেক সমস্যা রয়েছে যা অকার্যকর বলে মনে হয়, যা অসম্ভব মনে হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা। অনেক মানুষ এটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে না, অথবা তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করে না, বা তাদের স্বার্থে নয়, "আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করছি না, কারণ আমি একটি কয়লা খনিতে কাজ করি; এবং আমি দূষণ পছন্দ করি, কারণ আমি এতে আরও বেশি অর্থ উপার্জন করি।" অন্যান্য মানুষের প্রতি সহানুভূতি। দারিদ্র্য, অধিকার, শিক্ষা দারিদ্র্যের বাইরের উপায়। দুর্ভিক্ষ, রোগ। প্রশ্ন হচ্ছে এই সমস্যাগুলোর জন্য আমরা কী করতে পারি ? আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে জ্ঞান প্রাপ্তিই একমাত্র উপায় যদিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

যদি সব নাগরিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বুঝতে শুরু করে তবে একটি সময়ে তারা দাবি করবে আমরা পদক্ষেপ নেব; কারণ এটি সত্যি যে এটা একটা বিশ্বব্যাপী সংকট। আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে। যত বেশি মানুষ বুঝতে পারে- এটা কোন সরকার আমি তা গ্রাহ্য করি না, তারা রাজনীতিবিদ। যদি সবাই উঠে দাড়িয়ে বলে যে, "বিশ্ব উষ্ণায়ণ ! হে আমার ঈশ্বর, আমাদের কিছু করতে হবে। এই হ্যারিকেনের দিকে দেখুন, এই আগুনের দিকে তাকান, এই খরার দিকে চেয়ে দেখুন।" তাহলেই আমাদের পরিবর্তন হবে।

শিক্ষা এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে একটি। রোগ, আপনি জানেন না রোগের সমাধান কোথা থেকে আসবে। আমি ইন্টারনেটে যা শিখেছি সেগুলির মধ্যে একটি হল, যখন আমি অনলাইনে প্রচুর পরিমাণে তথ্য রাখি, তখন কিছু অজানা ব্যক্তি সবসময় আসে এবং এটি আরো ভালো করে তোলে। যার ব্যাপারে আপনি কোনদিন ভাবতেও পারেন নি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রতিটি প্রজন্মের একটি প্রতিশ্রুতি আছে। তা বিমানচালনা বিদ্যাও হতে পারে। এটা অনিচ্ছাকৃত দাসত্ব নির্মূল করার কথাও হতে পারে, যেমন অধিকার। তা সব মানুষের জন্য ভোটাধিকার হতে পারে। এটা প্রযুক্তি হতে পারে। তা সামাজিক পরিবর্তন হতে পারে। আমি মনে করি আমাদের মহান প্রতিশ্রুতি হল- ইন্টারনেট আছে ওখানে, এটি কাজ করে, কিছু জিনিসের মধ্যে আমরা এটা করতে পারি যে সমস্ত জ্ঞানকে সর্বজনীন করতে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এটি বিশ্বকে একটি আরো ভালো বাসভূমি করে তুলবে।

[অনুজ শ্রীনিবাস] ঠিক আছে, ভালো। ধন্যবাদ, কার্ল। আপনার সময়ের জন্য ধন্যবাদ এবং-

[কার্ল মালমুদ] আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

[অনুজ শ্রীনিবাস] আমরা আপনার কেস এবং সমস্যাগুলো অনুসরণ করব, যার জন্য আপনি দ্য ওয়্যার-এর সঙ্গে খুব জোর কদমে কাজ করে যাচ্ছেন। ধন্যবাদ!

© দ্য ওয়্যার, ২০১৭, অনুমতি নিয়ে ব্যবহৃত

<https://thewire.in/191059/interview-little-usb-holds-19000-indian-standards-not-made-public/>



মাইক্রোফোনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ১৯৪৭-০৭-২০।



১৯৪৮ সালের মে মাসে জন্মুতে RAF মেসে অফিসারদের সাথে বিলিয়ার্ড খেলছেন।

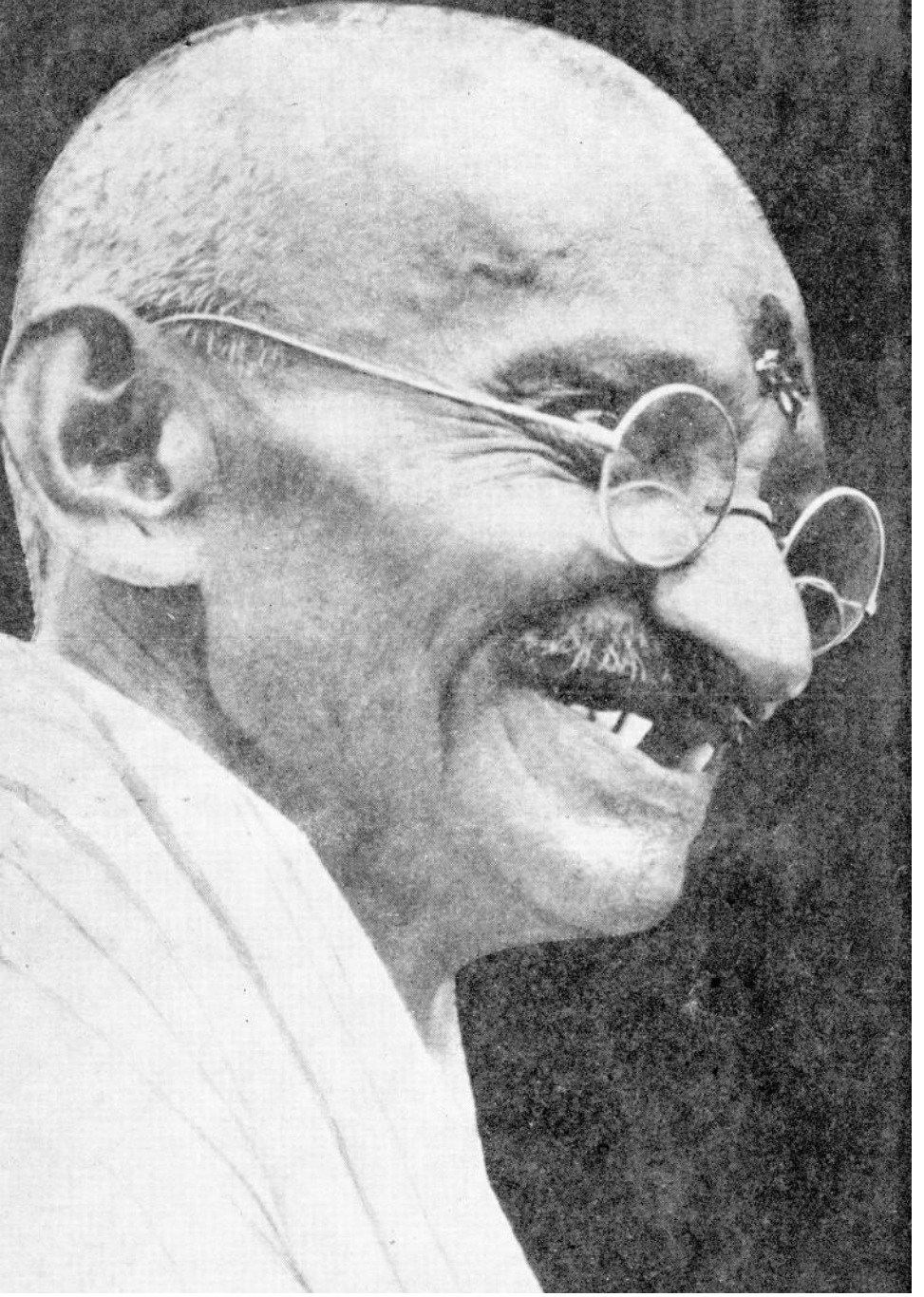


১৯৪৮ সালের মে মাসে কাশ্মীরের রেগতায়।



ভাইসরিগাল লজ সিমলাতে, ১৯৪৮ এর মে মাসে একটি ছুটির সময়।





CWMG, 80তম খন্ড (১৯৩০), পৃষ্ঠা ১৮৫।



ইন্দিরা গান্ধী একটি ইয়াক-এ, ভুটান যাওয়ার পথে, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮।



৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪ সালে একটি চীনা পরিদর্শক প্রতিনিধিদলকে এঙ্কট করেন।



মাননীয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, তাঁর মহাসচিব শ্রীমতি বিজয়া লক্ষ্মীর সাথে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এবং শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৯-এ শিকাগো দর্শনে যাওয়ার পথে শ্রীযুক্ত উইল স্মিথের মালিকানাধীন খামারের পরিদর্শন করেন।



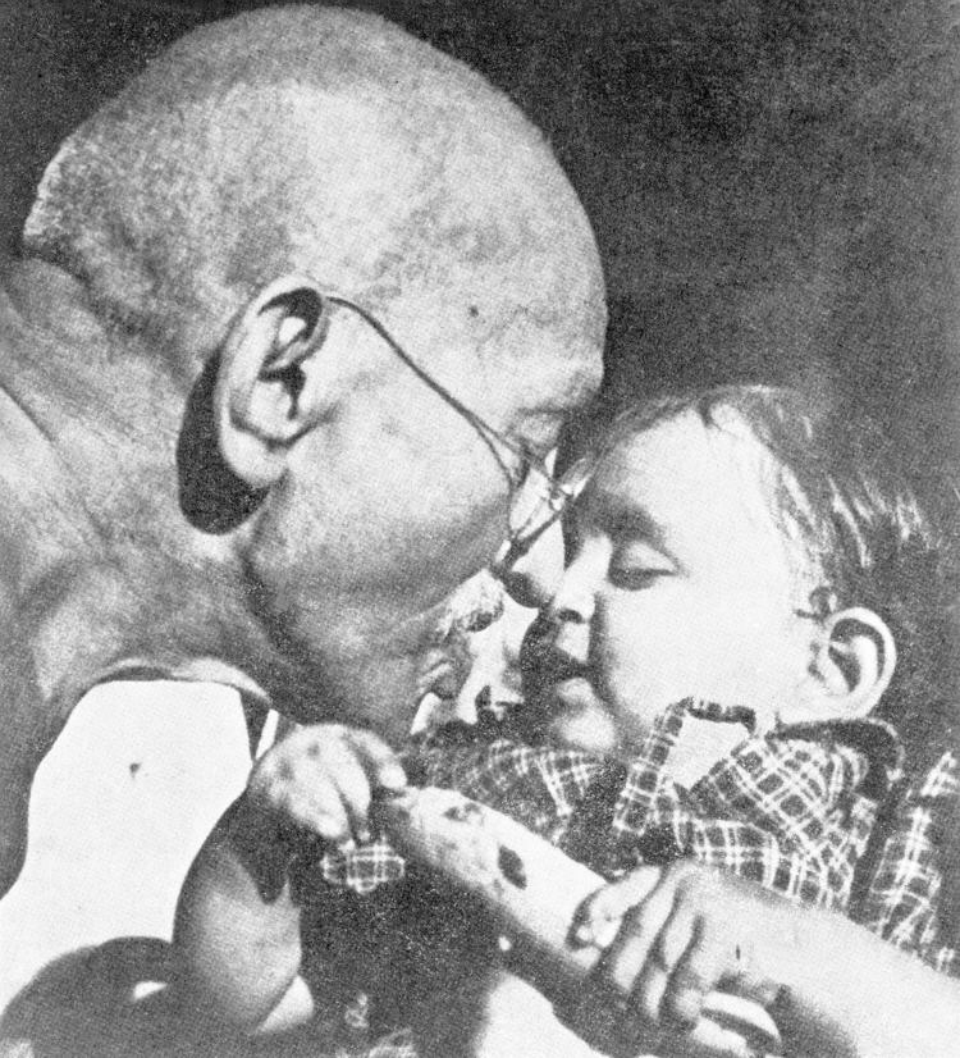
প্রধানমন্ত্রী, জওহরলাল নেহরু ও শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী চীনের গণপ্রজাতন্ত্রী দিবসে চীনের জেনারেল তং কাওয়ান সান (একদম বাম দিকে) রিনচেনগাং এর সঙ্গে দেখা করেন, তিব্বত-ভুটান সীমান্তে ভুটান যাওয়ার পথে। (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮)।



প্রজাতন্ত্র দিবসে কুলু উপত্যকার নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ছবি তোলেন। ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৫৮।



CWMG, ১৪তম খন্ড (১৯১৭-১৯১৮), ফ্রন্টিসপিস, গান্ধীজি ১৯১৮ সালে।



CWMG, ৭৮তম খন্ড (১৯৪৪), ফ্রন্টিস্পিস।





## কোড স্বরাজের উপর নোট

কার্ল মালামুদ, ক্যালিফোর্নিয়া, ৪-২৫শে ডিসেম্বর

অক্টোবর মাসের শেষ দিকে আমি ভারত থেকে ফিরে এসেছিলাম এবং আমার পিছনে ফেলে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ এবং ভ্রমণের সময় আমি যেসব নতুন কাজ জমা করেছিলাম সেগুলি যেন বন্যার জলের মত আমার সামনে হাজির হল। আদালতের মামলাগুলো আমার উপরে খুব চাপ সৃষ্টি করছিল, যাতে সবচেয়ে বেশি মনোযোগের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রথমে, আমি নিজেকে আশ্বস্ত করলাম।

আমার অফিসের বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছে মোট ৪৬৩ পাউন্ড ওজনের নয়টি বড় বাস্ক। যার ভিতরে ছিল ৩১২টি বই। এই বইগুলিকেই লর্ড রিচার্ড অ'য়ার্টেনব্রো গান্ধীকে নিয়ে সিনেমা প্রস্তুতির জন্য ব্যবহার করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর, তার একজন প্রযোজক ২০১৫ সালে নিলামে বইগুলি কিনেছিলেন এবং সম্প্রতি কনসুল জেনারেল, রাষ্ট্রদূত অশোকের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন এবং জানতে চেয়েছিলেন যে বইগুলি তিনি কোথায় দান করতে পারেন সে ব্যাপারে কেউ কিছু জানাতে পারবেন কিনা। রাষ্ট্রদূত প্রযোজককে আমার ঠিকানায় পাঠিয়েছেন এবং জাহাজে প্রেরিত কাজ অবশেষে এসে পৌঁছেছে।

সত্যিই বেশ অবিশ্বাস্য সংগ্রহ। বাস্কগুলির মধ্যে একটিতে ছিল সিনেমাটির মূল শুটিং স্ক্রিপ্ট, বাজেট সেট, কল শীট এবং নিলামের ঘরের রসিদ আর তালিকা। বইগুলিতে আমার জানা কিছু উপাদান অন্তর্নিহিত ছিল যেমন প্যারীলাল নায়ারের জীবনী আর্টসি খন্ড এবং সংগৃহীত রচনাগুলির খন্ড। পাশাপাশি এর অন্তর্ভুক্ত ছিল নবঅভিযান ট্রাস্ট-এর কয়েক ডজন বই যা গান্ধীজির বিষয়ক এবং গান্ধীজির লেখা, যেগুলি আগে আমি দেখিনি।

এর মধ্যে আমি ৪৭টি বই নির্বাচন করেছি যেগুলি ডাক মারফৎ প্রেরণযোগ্য এবং যার মধ্যে ছিল গান্ধীর সাথে রত্নসম জি. ডি. বিড়লার চিঠিপত্রের ৪টি খন্ডের মতো বেশ কয়েকটি বইয়ের সংগ্রহ। গান্ধীজি মুম্বই-এ বিড়লার বাড়িতে থাকতেন যখন তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল এবং তারা প্রায় ৪৪ বছর ধরে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছিলেন।

এছাড়াও আমার অফিসের বাইরে ছিল নেহরুর নির্বাচিত কাজের সংকলনের নয়টি সবচেয়ে সদ্য খন্ড যা আমি অর্ডার দিয়েছিলাম, সেই সাথে অবিশ্বাস্যভাবে বড় বইগুলির একটি সেট, মুক্তিযুদ্ধের যুদ্ধ সংক্রান্ত উৎস নথিগুলির একাধিক খন্ড। আমার প্রিয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে সবসোচী ভট্টাচার্য ঐ উৎস নথিগুলি সম্পাদনা করেছিলেন। আমি একসঙ্গে এই সব জড়ো করলাম এবং সেগুলিকে নিয়ে আনলাম ইন্টারনেট আর্কাইভে তাদের স্ক্যান করার জন্য।

আমি যখন এই উপকরণ সংগ্রহ করছিলাম তখন রাষ্ট্রদূত অশোক আমাকে অন্য একজন ভদ্রলোকের সাথে আলাপ করিয়েছিলেন, যার কাছে ছিল ভারতবর্ষ সম্পর্কে

এমন এক বইয়ের বিশাল সংগ্রহ, যা তিনি দান করতে চান। আমি পরিবহন খরচ পরিশোধ করতে রাজি হলাম এবং শীঘ্রই ৭৬৩ পাউন্ডের ২৫টি বাক্স পেয়ে গেলাম যার মধ্যে ছিল ২১২টি বড় বই। অনেক বই হয়ে যাওয়ার জন্যে আমাকে আরও অনেক বইয়ের আলমারি কিনতে হয়েছিল কিন্তু এটা বেশ মূল্যবান ছিল।

কোর্স মামলাগুলো মনোযোগের জন্য ছটপট করছে।

নভেম্বর মাসে আমার মূল কাজ কোর্টের মামলাগুলোর তত্ত্বাবধান করা। প্রথম কাজ ছিল ভারত। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে দিল্লি হাইকোর্টে আমরা একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছি। ভারতে, একজন সাধারণত দুই পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করে: সংস্থা প্রশ্নের মুখে পড়ে (এই ক্ষেত্রে ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড ব্যুরো) এবং ভারত সরকার নিজেই। ব্যুরো উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু অবশেষে কোর্ট থেকে কিছুটা জালিয়াতির পর ২০১৬ সালের জুন মাসে তারা আমাদের মামলার প্রতিক্রিয়া দায়ের করে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার বারবার প্রতিক্রিয়া জানাতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা কেবল প্রতিক্রিয়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, তারা আদালতে হাজিরা দিতেও ব্যর্থ হয়।

নিশিখ দেশাইয়ের সংস্থার আইনজীবীরা এই চক্রের মাধ্যমে বহুবার ঘুরেছেন, কিন্তু প্রতিবারই আদালতে হাজির হওয়ার পরে দেখেছেন সরকার কাউকে পাঠাতে পারেনি। আসলে, এমনকি ব্যুরোও তা প্রথমে দেখায়নি। আমার মনে পড়ে এই ধরনের আবির্ভাবের পরে ভারত থেকে আমি একটি কল পেয়েছিলাম। আইনজীবীরা আমাকে বলেছিল যে কেউ আসলে অন্য দিকের হয়ে দেখিয়েছিল, কিন্তু আদালত তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে তিনি BIS বা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছেন কিনা। তিনি জানতেন না, তাই তাকে তার মঞ্চের কে ছিল সেটা খুঁজে বের করতে পাঠানো হয়।

১৩ই নভেম্বর আমাদের অন্য শুনানি ছিল। এই চতুর্থবারের মতো কেন্দ্রীয় সরকারকে জবাব দিতে বলা হয়েছিল এবং স্পষ্টতই চার নম্বরটি হল এক ম্যাজিক নম্বর। কোর্ট রায় দেয় যে ব্যুরো থেকে প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিক্রিয়া হিসাবেও কাজ করবে এবং একটি মৌখিক বিচার ২০১৮ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারির জন্য আদেশ করা হয়েছিল। এটি ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। দুই বছর পরে নানা কাগজপত্র ও মামলার পদ্ধতি নিয়ে ঘাঁটাঘাটির পর, আমরা পরিশেষে আমাদের মামলার শুনানির সুযোগ পেয়েছি।

সেইদিন বিকেলে, দ্বিতীয় মামলায় আটলান্টা ও জর্জিয়াতে যাওয়ার জন্যে আমি বিমান ধরলাম। এই ক্ষেত্রে জর্জিয়ার রাজ্যসরকার আমাকে "সন্ত্রাসের রূপ" হিসাবে অনুশীলন করার জন্যে অভিযুক্ত করেছিল, কারণ আমি টীকাসহ জর্জিয়ার অফিসিয়াল কোড ইন্টারনেটে পোস্ট করেছিলাম যাতে যে কেউ বিনা মূল্যে পড়তে পারে। রাজ্যসরকার মনে করে এতে তাদের কপিরাইট লঙ্ঘন করা হয়েছে। আমি জর্জিয়া অ্যাসেসমেন্টের স্পিকারকে অনেক চিঠি পাঠিয়েছিলাম এটা ব্যাখ্যা করে যে কেন আমেরিকাতে আইনটির কোন কপিরাইট নেই, কারণ আইনটি জনগণের মালিকানাধীন, কিন্তু আমার ব্যাখ্যাগুলি কর্তৃপক্ষের উপর খুব বেশি প্রভাব ফেলেনি।

## কোড স্বরাজের উপর নোট

এখন আমাদের পরিষ্কার করা যাক। জর্জিয়ার বিধানসভায় প্রত্যেকটি আইন এই শব্দ দিয়ে শুরু হয়: "একটি আইন জর্জিয়ার সরকারী কোড সংশোধন করার জন্য।" জর্জিয়ার শুধু একটিই সরকারী আইন রয়েছে এবং এটিই সেটি। কপিরাইট ছিল রাজ্যসরকারের নামে। এটা ছিল দেশের আইন। আমার বিবেচিত মতে এটা ছিল সরকারের একটি আদেশ।

রাষ্ট্রের অবস্থা এমন ছিল, যে তারা জর্জিয়ার অফিসিয়াল কোড প্রস্তুত করার জন্য একজন ব্যবসায়ীকে ব্যবহার করেছিল এবং তারা স্বীকার করেছিল যে আইনটিতে সম্ভবত তাদের কোনও কপিরাইট ছিল না, তারা বিশ্বাস করেছিল যে টীকার উপর রাজ্যটির নামে তাদের মালিকানা দাবি করার অধিকার রয়েছে।

অফিসিয়াল কোডে বিভিন্ন ধরনের টীকা রয়েছে, কিন্তু যে বিষয়টিতে মনোনিবেশ করা হয়েছে সেটি হল আইনের সাথে প্রাসঙ্গিক আদালতের মামলার সারসংক্ষেপ। এগুলি তাদের ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং রাষ্ট্রটি অনুভব করেছিল যে ব্যবসায়ীদের কাছে কয়েকশ ডলারের বিনিময়ে কোডটি বিক্রি করার একচেটিয়া অধিকার না দিলে, অফিসিয়াল কোড তৈরির কোনো উৎসাহ থাকবে না এবং এটি কোনোভাবে করদাতাদের কোটি কোটি টাকা খরচ করে বসবে। তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, একটি ব্যক্তিগত পার্টিকে একচেটিয়াভাবে ছাড় প্রদানের মাধ্যমে তারা করদাতাদের পক্ষে একটি ভাল চুক্তি পেয়েছিল।

যদিও এই ব্যাখ্যা সম্ভবত জর্জিয়ার স্টেটহাউসের হলগুলিতে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, তবু আমি আপনাকে অভিজ্ঞতার সাথে বলতে পারি যে কোনও ট্যাক্সিক্যাব বা বারে বা অন্য কোনও শিক্ষার্থীর সাথে যখন আমি কথা বলছিলাম, তারা কেউই রাষ্ট্রের অবস্থান বুঝতে পারেনি। আপনি রাষ্ট্রের একমাত্র কোড টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিতে পারবেন না এবং আপনি যে কথা বলতে পারবেন না সেগুলি টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিতে পারবেন।

রাষ্ট্র এই তত্ত্ব ছড়াতে কঠোর পরিশ্রম করেছিল, যে কোডটি আসলে উপলব্ধই ছিল কারণ তাদের কাউন্সিল আদালতগুলির কয়েকটি আইন লাইব্রেরীতে এর কয়েকটি অনুলিপি ছিল। NBC নিউজ একটি তদন্তমূলক প্রতিবেদন করেছে এবং কোর্ট লাইব্রেরীগুলিতে সেই কপিগুলির অনুসন্ধান করেছে এবং তারা দেখেছে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোডগুলি পিছনের ঘরে তালা বন্ধ করা ছিল, অথবা খন্ডগুলি অনুপস্থিত ছিল বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। NBC সেই রিপোর্ট করার জন্য EMMY অ্যাওয়ার্ড জিতেছে।

মনে করিয়ে দিই, অনুমতি ছাড়া জর্জিয়ার অফিসিয়াল কোড ব্যবহার করতে সক্ষম ছিল না এমনটা শুধুমাত্র আমি একা ছিলাম না। জেলা আদালতে দায়ের করা আমাদের ঘোষণাগুলির মধ্যে একটি হল আইনি প্রদানকারীর ফাস্টকেস থেকে। ফাস্টকেসের CEO ও সহপ্রতিষ্ঠাতা এড ওয়াল্টারস আমার বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের দীর্ঘমেয়াদী সদস্য ছিলেন। ফাস্টকেস মোট ৫০টি রাজ্যের ক্ষেত্রে কেস আইন এবং বিধি উপলব্ধ

প্রদান করে। এটি রাষ্ট্রীয় বার সমিতিগুলির সাথে চুক্তি কাটিয়ে ওঠার প্রাথমিক উপায়গুলির মধ্যে একটি।

জর্জিয়া স্টেট বারের ক্ষেত্রে, এই প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রের সকল আইনজীবীদের উপর প্রতিনিধিত্ব করত, ফাস্টকেসকে আইনের সরকারী সরবরাহকারীর নাম দেওয়া হয়েছে। বারে তাদের সদস্যপদ থাকার কারণে সব আইনজীবীদের ফাস্টকেসে বিনামূল্যে উপলব্ধ দেওয়া হয়। ফাস্টকেস রাষ্ট্র ও তাদের ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ করে এবং অফিসিয়াল কোডটিকে লাইসেন্স করার নির্দেশ দেয় যাতে তারা জর্জিয়ার আইনজীবীদের জর্জিয়ার একমাত্র সরকারী আইন সরবরাহ করতে পারে। তাদেরকে বলা হয়েছিল যে ফাস্টকেসকে জর্জিয়ার সরকারী আইনগুলি "কোনও মূল্যে" ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

আমরা জেলা আদালতে আমাদের যুদ্ধ হেরে গিয়েছিলাম। বিচারক আমাদের যুক্তি কিনতেন না। তিনি আইন করেছিলেন যে কোর্ট হাউস লাইব্রেরি মধ্যে যতগুলি কপি আছে সেগুলিই যথেষ্ট। তিনি ধারণা করেছিলেন যে যদি কোন ব্যক্তিগত বিক্রেতারাই আইন গ্রহণ করে এবং তাদের নিজস্ব বিচারসংক্রান্ত সারসংক্ষেপগুলি লিপিবদ্ধ করে, তবে সেই সারসংক্ষেপগুলি আসলে কপিরাইট সাপেক্ষে থাকবে। বিচারক আমাকে সরকারী কোড বিতরণ বা আমার সাইটে এটির উল্লেখ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। আমি আইন বলার থেকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদেশ দ্বারা বাঁধা ছিলাম।

আমরা সহজেই এই ধারণাটিকে স্বীকার করেছিলাম যে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে মামলাগুলির উৎপাদিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী কপিরাইট সাপেক্ষে হতে পারে। আমাদের যুক্তি ছিল যে জর্জিয়ার সরকারী কোডটি কিছু বেসরকারী ব্যক্তিগত সংকলন ছিল না, এটি জর্জিয়ার রাষ্ট্রের নামে এবং কর্তৃপক্ষের অধীনে জারি করা আইনটির নির্দিষ্ট ও সরকারী বিবৃতি ছিল। প্রকৃতপক্ষে, অফিসিয়াল কোডের ১-১-১ ধারা বলে যে, অননুমোদিত সংকলনগুলির সাথে পরামর্শকারী লোকেরা "তাদের অনিষ্ট" করবে।

আমরা এখন ১১তম সার্কিটের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ আদালতের সামনে উপস্থিত হয়েছি। এই কেসের ক্ষেত্রে বিষয়গুলো দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল। আমরা ২০১৭ সালের ৭ই এপ্রিল উচ্চ আদালতের আমাদের নোটিশ দায়ের করেছিলাম এবং আমাদের আবেদনকারীর কেস ১৭ই মে'তে চলে গিয়েছিল। একজন আবেদনকারী একটি কেস নথিভুক্ত করার পরে আমাদের সমর্থন করার জন্য বাইরের দলগুলিকে ২৪শে মে পর্যন্ত তাদের বন্ধুকে (অ্যামিকাস ক্যুরে) আদালতে নথিভুক্ত করার জন্য দেওয়া হয়েছিল।

আমাদের পক্ষ থেকে তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রথমটি নাগরিক স্বাধীনতা সম্প্রদায়ের কাছে দর্শনীয় ছিল, ALCU নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছিল এবং সাউদার্ন পভার্টি ল সেন্টারের মতো দলগুলো যোগদান করেছিল। স্ট্যানফোর্ড ল স্কুল লিগ্যাল ক্লিনিক লাভজনক এবং অলাভজনক উদ্ভাবনী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে আরেকটি মামলা দায়ের করে, যা আইনটিকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও সহজলভ্য করে তোলে। সর্বসাধারণের জ্ঞান, নেতৃত্বস্থানীয় ওয়াশিংটন, D.C. —এর নীতি গোষ্ঠী আইনী

## কোড স্বরাজের উপর নোট

অধ্যাপকদের এবং গ্রন্থাগারিকদের বিশাল সংগ্রহের পাশাপাশি আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন এবং আইন গ্রন্থাগারগুলির আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি মামলা দায়ের করে। এটি বেশ শক্তিশালী দেখাচ্ছিল। আমি তৃপ্ত ছিলাম।

আমরা আমাদের ফাইল জমা দেওয়ার পর, রাজ্যও একই কাজ করতে পেরেছিল। ২০১৭ সালের ৩০শে জুন তারা তাদের মামলা দায়ের করে। স্পষ্টতই, রাজ্যের কোন বন্ধু ছিল না কারণ তাদের পক্ষ থেকে কোনও অ্যামিকাস মামলা দায়ের করা হয়নি।

ACLU মৌখিক বক্তব্যের সাথে আমাদের যোগ দেওয়ার অনুমতি চেয়ে আদালতের কাছে একটি বিশেষ প্রস্তাব দায়ের করেছে। আমরা সাথেসাথেই সম্মত হয়েছি! তারা আমার আইনজীবী এলিজাবেথ রাডারের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন, যিনি জর্জিয়াতে সবচেয়ে বিখ্যাত আইন সংস্থা অ্যালিস্টন অ্যালান্ড বার্ড-এর একজন সুপরিচিত মেধাসম্পদ বিশেষজ্ঞ। এলিজাবেথ ও তার সহকর্মীরা অ্যালিস্টনে জেলা ও উচ্চ আদালতগুলির মাধ্যমে এই মামলাটির পালন করতে প্রচুর সময় এবং প্রচেষ্টা ব্যয় করেছিলেন এবং আমি তাদের প্রচেষ্টার ব্যাপক প্রশংসা করেছিলাম।

আমি তাড়াতাড়ি আটলান্টায় গিয়েছিলাম যাতে প্রথম দিনেই আদালতে বসতে পারি এবং দেখেছিলাম বিচারকরা কীভাবে মৌখিক বিচার পরিচালনা করতেন। উচ্চ আদালতের শুনানির সময় আপনি প্রায়শই "হট বেঞ্চ" পেতে পারেন, যার অর্থ বিচারকরা অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। প্রকৃতপক্ষে, কখনও কখনও আইনজীবীরা শুধুমাত্র বাধা দেয় এবং বিচারকদের বিরতি শুরু করার আগে "এটি আদালত দয়া করে" এই বলে কথাবার্তা শুরু করে দেয়। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি হট বেঞ্চ ছিল এবং আমি তিন বিচারকের পদক্ষেপের মাধ্যমে আইনজীবীদের টিপ্পনী দেওয়া উপভোগ করেছি।

১৬ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার, আমাদের পালা ছিল। আমরা তিন বিচারকের একটি প্যানেলের সামনে হাজির হলাম, এবং তারা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিল। তারা আমাদের কঠোর করে তোলে, কিন্তু তারা জর্জিয়ার রাজ্যকে আরও কঠিন করে তোলে। তারা জানতে চেয়েছিল রাষ্ট্র কেন অফিসিয়াল কোডে টীকা অন্তর্ভুক্ত করেছে যদি সেগুলোকে অফিসিয়াল বলে গণ্য করা না যায়। তারা অফিসিয়াল কোড থেকে বিভাগগুলি টেনে বের করে নির্দেশ করে যে পুরো কোডটিই আইন ছিল এবং রাষ্ট্রের আইনজীবীদের শব্দগুলি ঠিক কি বোঝাতে এই বলে চাপে ফেলেছিলেন। তারা কোডের প্রাপ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

আমরা কোনও সহজ পথ পাইনি, কিন্তু দিনের শেষে এটি পরিষ্কার ছিল যে আদালত আমাদের অবস্থান বুঝতে পেরেছে। সম্ভবত তারা আমাদের সাথে একমত হবে না, কিন্তু নিদেনপক্ষে তারা এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে আমরা কী বলতে চাইছি। কিন্তু রাষ্ট্র কেন এই অবস্থান গ্রহণ করেছিল, এটা এতটা পরিষ্কার ছিল না, যা তারা বুঝতে পারেন। তারা রাষ্ট্রকে জিজ্ঞেস করলো যে যদি তারা এটা অনুভব করে থাকেন যে সেগুলি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হবে না তবে তারা টীকা ছাড়াই অফিসিয়াল কোড কেন প্রকাশ করতে পারেনি।

মৌখিক তর্কবিতর্ক প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে, আদালতে সেই সপ্তাহে যে কোনও মামলার শুনানির চেয়ে এটা দ্বিগুণ লম্বা ছিল। শেষ পর্যন্ত, মুখ্য বিচারক উঠে গেলেন এবং এটিকে "আকর্ষণীয় কেস" হিসেবে চিহ্নিত করলেন! আমি এটাকে একটা ইতিবাচক চিহ্ন হিসাবে দেখেছি। বিচারকদের আকর্ষণীয় কেসের মত। বেঞ্চের কাছে আপনি কখনই চা পাতা পড়তে পারবেন না, কিন্তু আমি আদালত কক্ষ ছেড়ে বেরোলাম এই আশা রেখে যে আমাদের এখনও সুযোগ আছে। পরের দিন সকালে, আমি ৬টার বিমান ধরে উপকূল অঞ্চলে ফিরে গেলাম।

### "স্ট্যান্ডার্ডস আর ল্য" বিখ্যাত মামলা

আমাদের আরও একটি কোর্টের মামলা ছিল যা আমাদের মোকাবিলা করতে হয়েছিল এবং এটি ছিল কলম্বিয়া জেলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ আদালতে বিখ্যাত স্ট্যান্ডার্ডের মামলা। ভারতের ক্ষেত্রে, আমি সাবধানে আইনী উপকরণগুলি দেখেছি এবং তারপর আইনী বলের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সার্বজনীন নিরাপত্তা স্ট্যান্ডার্ড কিনেছিলাম এবং সেগুলিকে ইন্টারনেটে পোস্ট করেছিলাম। আমি বিন্ডিং কোড, বিপজ্জনক উপকরণ নিরাপত্তা, কারখানার মেঝেতে কর্মীদের নিরাপত্তা, জলের মধ্যে সীসার পরীক্ষার পদ্ধতি ইত্যাদি আরও অনেক কিছু যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা রাজ্য পর্যায়ে আইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সবাই বলেছিল, আমি ১৪০০ এরও বেশি এইরকম আইন পোস্ট করেছিলাম।

এই কাজটি ২০০৮ সালে শুরু হয়েছিল যখন আমি ক্যালিফোর্নিয়া বিন্ডিং কোড পোস্ট করেছিলাম, যেটা আমি ৯৭৯.৯৫ ডলারের বিনিময়ে কিনেছিলাম। ২০১২ সালের মধ্যে, আমি সব রাজ্যের জন্য বাধ্যতামূলক বিন্ডিং কোড পোস্ট করেছিলাম, পাশাপাশি প্লাস্টিং, আগুন, বিদ্যুৎ, জ্বালানী এবং গ্যাস এবং অন্যান্য কোডও পোস্ট করেছিলাম। আমি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনে প্রয়োজনীয় বিশাল সংখ্যক স্ট্যান্ডার্ড পোস্ট করতে শুরু করেছিলাম, যেমন মেক্সিকো উপসাগর এবং আর্কটিক মহাসাগরে তেল পড়ার প্রতিরোধে আইনি প্রয়োজনীয়তা, রেলপথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিবরণী, খেলনার নিরাপত্তা মান এবং শিশু ও শিশু পণ্য যথা গাড়ীর আসন, শিশুশয্যা, প্লেপেন, ফেরিওয়াল, দোলনা, বাথটাব ইত্যাদি।

২০১৩ সালে, এইরকম বেশ কয়েক'শ জনসাধারণের নিরাপত্তা আইন নিয়ে তিনটি স্ট্যান্ডার্ড সংগঠন আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। পরের বছর, আরো তিনজন অভিযোগকারী দ্বিতীয় মামলা দায়ের করেছিল এবং আদালতে দুটি মামলা একসাথে এগোচ্ছিল ছয় অভিযোগকারী এবং তাদের চারটি অভিনব সাদা জুতো আইন সংস্থাগুলির সাথে।

আমাদের এবং অভিযোগকারীদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কোন মতবিরোধ ছিল না: প্রত্যেকটি কোডের জন্যে তারা আমার বিরুদ্ধে যে মামলা করেছিল সেগুলি ছিল দেশের আইন। অভিযোগকারীরা যদিও মনে করেন, তাদের যুক্তিযুক্ত মনে হওয়া যে কোন উপায়ে, এই আইন বিতরণ করার একচেটিয়া অধিকার তাদেরই একমাত্র থাকা

## কোড স্বরাজের উপর নোট

উচিত। তাদের যে কোনও ব্যক্তিগত নাগরিক বা সরকারী কর্মকর্তার প্রয়োজন ছিল যা প্রথমে তাদের অনুমতি নেওয়ার জন্য আইনটি উদ্ধৃত করতে চায়। সেই অনুমতিটা হল তারা চাইলে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করতে পারে বা তাদের খেয়ালখুশি মত অনুমোদন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তারা নিরাপত্তা আইন দেখিয়ে ছাত্রদের তাদের ক্লাসের কর্মসূচীতে সূত্র অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার অস্বীকার করেছে।

যখন আমরা স্ট্যান্ডার্ডগুলি পোস্ট করলাম, এটি শুধু সাধারণ স্ক্যান এবং আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মত ছিল না। কারণ আমাদের সরকার ধীরে পরিচালনা করে, অনেকগুলি কোডের যেগুলির এখনও আইনী কার্যকারিতা ছিল, সেগুলি স্ট্যান্ডার্ড সংস্থাগুলির দ্বারা বিক্রয়ের জন্য ছিল না কারণ সেগুলি নতুন সংস্করণ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ার কথা ছিল। আমি এই নথিগুলির অনুলিপি খুঁজে পাওয়ার জন্য আমাজন, এবি-বুক এবং ই-বেতে ব্যবহৃত বই বাজারগুলিকে পরিমার্জিত করলাম।

একবার আমি একটি নথি পেয়েছিলাম, আমরা পোস্ট করার জন্য সেগুলিকে প্রস্তুত করতে একটি বিস্তৃত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম। সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড স্ক্যান করা হয়েছে এবং অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশন (OCR) এর মাধ্যমে চালানো হয়েছে এবং তারপরে ঐ নথিতে একটি লেখা সহ কভার শীট জোড়া হয়েছে যে লেখাটি ব্যাখ্যা করে যে এটি কোন সংস্থার দ্বারা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বেশ কয়েক'শ কোডের মধ্যে নিরাপত্তার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্ট্যান্ডার্ডের ক্ষেত্রে, আমরা সম্পূর্ণ কোডগুলিকে আধুনিক HTML এ পুনরায় টাইপ করেছি, চিত্রগুলিকে নতুনভাবে অঙ্কন করেছি, নথিগুলিকে কোড করেছি যাতে দৃষ্টিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের আরো কার্যকরভাবে সঠিক পথে ব্যবহার করতে পারে এবং আমাদের সাইটে এবং সর্বজনীন উপলব্ধ স্থান যেমন ইন্টারনেট আর্কাইভ উভয় জায়গায়তেই সমস্ত নথি স্থাপন করেছি।

পরিবর্তে ইন্টারনেট আর্কাইভ, যেহেতু তারা তাদের সাইটে সমস্ত নথির কাজ করে, নথিগুলিতে আরও বেশি কার্যকারিতা যোগ করে, তাদেরকে ইবুক ফরম্যাটে রূপান্তর করে, গুগলের মতো সার্চ ইঞ্জিনে তাদের প্রকাশ করে যাতে ব্যবহারকারীরা সহজেই পেতে পারে, ব্যবহারকারীরা বক্তব্য জমা দিতে পারে এমনকি আরও বেশি তথ্য সহ পর্যালোচনা রাখতে পারে।

স্ট্যান্ডার্ড সংস্থাগুলি আনন্দিত ছিল না এবং মামলাটি গুরুতর ছিল। ২০১৫ সালে, আমাদের ২৩ দিনের আইনী এজাহার দেওয়া হয়েছিল, তাঁর মধ্যে তিনদিন আমার জবানবন্দি দিতেই কেটে গিয়েছিল। আমার জবানবন্দি দেওয়ার জন্য, প্রতিদিন ১২-১৪ ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ চলত। আমার পক্ষে চারজন আইনজীবী ছিল আর তাদের পক্ষে ছজন আইনজীবী ছিল, সাথে ছিল স্টেনোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফারও। জিজ্ঞাসাবাদ তীক্ষ্ণ ছিল।

জেলা কোর্টে আমরা হেরে গিয়েছিলাম। বিচারক আমাদের যুক্তি শোনে নি। তিনি সম্মত হন যে এই সব "আইন" ছিল, কিন্তু কংগ্রেস যদি বলতে চায় যে এই আইন কপিরাইটের বিষয় নয়, তাহলে তারা এভাবে একটি আইন পাস করতে পারত। এক

পর্যায় বিচারক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার দিকে নির্দেশ করে বললেন, আমাদের "পাহাড়ের ওপর বড় সাদা বাড়ি" এর দরজাগুলিতে ডাকাডাকি করা উচিত।

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে আমরা আমাদের আপীলের নোটিশ দায়ের করেছি, কিন্তু কলম্বিয়া জেলাতে বিষয়গুলি ধীরে ধীরে চলছিল। আদালতের সময়সূচি নির্ধারণের জন্য দীর্ঘ সময় লেগেছিল। অবশেষে, আগস্ট মাসে, আমরা আমাদের আজি দায়ের করি এবং সেপ্টেম্বরের শেষে আমিকাস আজি দায়ের করা হয়। আমাদের প্রদর্শন খুব শক্তিশালী ছিল। আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন এবং আইন গ্রন্থাগারের আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশনের পাশাপাশি, বহু বিশিষ্ট আইন অধ্যাপক এবং আইন গ্রন্থাগারিকরাও জনসাধারণের জ্ঞান থেকে এই মামলায় যোগদান করেছিল।

এছাড়াও সেই আজিতে ছিল বহু হৃদয়গ্রাহী প্রাক্তন সরকারী কর্মকর্তারা যেমন রেমন্ড মোজলি, যিনি ১৮ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের রেজিস্ট্রারের অফিসে কর্মরত ছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাবলিক প্রিন্টার্স-এ রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশের দ্বারা নিযুক্ত ছিলেন। ফেডারেল রেজিস্ট্রারের অফিস যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মকানুন কোড সহ সরকারের সরকারী জার্নাল উত্পাদন করতে সরকারী প্রকাশনা অফিসের সাথে কাজ করে। এদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফেডারেল আইন প্রবর্তনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং তারা আমার প্রচেষ্টার সমর্থনে তাদের নাম নথিভুক্ত করছিল।

তারা আমার প্রাক্তন বস জন ডি. পদেস্টা, পাশাপাশি রবার্ট রেইখ যিনি শ্রম বিভাগের প্রাক্তন সচিব এবং ডঃ ডেভিড মাইকেল যিনি অকিউপেশ্যানাল সেফটি এন্ড হেলথ অ্যডমিনিস্ট্রেশন (OSHA)-এর প্রাক্তন পরিচালক, এদের মাধ্যমে যোগদান করেন। এই সব সরকারী কর্মকর্তারা এই প্রস্তাবের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন যে, ব্যক্তিগত নাগরিকরা আইনটি পড়তে চাইলে তাদের অবশ্যই প্রথমে ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে অনুমতি পেতে হবে, যেমন জন পদেস্টা ফোন কল করে আমাকে "পাগল করে ফেলেন।"

আরেকটি মামলা ট্রেডমার্ক অধ্যাপকদের একটি দল দায়ের করে এবং কংগ্রেসউম্যান লোফগ্রেন এবং কংগ্রেসম্যান ইসা আমাদের পক্ষ থেকে একটি মামলা দায়ের করে বলেছিলেন যে আইনটি অবশ্যই গণতন্ত্রের মধ্যে পাওয়া যাবে। উভয় সদস্যই হাউস জুডিসিয়ারি কমিটিতে বহু বছর ধরে কাজ করেছেন, এবং কংগ্রেসম্যান ইসা আদালতে উপসমিতি, মেধাসম্পদ এবং ইন্টারনেট যেটার এই বিষয়ে আঞ্চলিক অধিকার রয়েছে তার চেয়ারম্যান। এটা বাধ্যতামূলক ছিল।

নভেম্বরে অভিযোগকারীরা তাদের আজি জমা দেন। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন সলিসিটর জেনারেল নতুন নেতৃত্ব অ্যাটর্নিকে ভাড়া করেছিল এবং ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে তাদের বন্ধুদের সাথে যোগদান করেছিলেন। প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত ছিল। আমেরিকান ইনস্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডমার্ক অ্যাসোসিয়েশন উভয়ই মামলা দায়ের করেন। আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, আমেরিকান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন এবং আমেরিকান হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে যোগদান করেছিল।



## কোড স্বরাজের উপর নোট

আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট সবশেষে একটি অ্যামিকাস মামলা দায়ের করে যাদের মাধ্যমে প্রমাণ স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা সহ আরও ১০টি স্ট্যান্ডার্ড সংস্থা যুক্ত হয় জেনেভাতে। তাদের যুক্তি সহজ ছিল: আমরা টাকা চাই। আমাদের টাকা প্রয়োজন। যদি আমাদের আইন বিক্রি করার একচেটিয়া অধিকার না থাকে তাহলে আমরা উচ্চ মানের নিরাপত্তা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করতে পারব না।

আমি তীব্রভাবে ঐ বিবৃতিতে অসম্মতি প্রকাশ করেছিলাম। স্ট্যান্ডার্ড সংস্থাগুলি বিপুল সংখ্যক স্ট্যান্ডার্ড উৎপাদন করে এবং সেগুলির শুধুমাত্র কয়েকটি আইনে পরিণত হয়। যখন ৫০টি রাজ্যে জাতীয় বৈদ্যুতিক কোডকে আইনে প্রণয়ন করা হয়, তখন তারা সংবাদ প্রকাশ করে এবং তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে এটি নিয়ে গর্ব করে। স্ট্যান্ডার্ড সংস্থাগুলি ভীষণভাবে চায় যাতে এই দলিলগুলি আইনে পরিণত হয়। এটা করার মধ্যে দিয়ে তারা আমেরিকান জনগণের অনুমোদনের সোনার সীল পায় এবং তারা তাদের পরিষেবাগুলির বিপণনে মারাত্মক সুবিধা পেতে এটি ব্যবহার করে।

ভারতের ক্ষেত্রে, স্ট্যান্ডার্ড নথি বিক্রয়ে মোটা টাকা নেই। সত্যিই মোটা অর্থ আছে রাজস্ব খাতে যেমন পণ্যের শংসাপত্র প্রদানে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নস্থ কেরানীদের পরীক্ষাগার যা আলোর বাস্ক এবং ওয়াশিং মেশিনের মতো ভোক্তাদের পণ্যগুলিকে শংসাপত্র প্রদান করে শংসাপত্র রাজস্বে প্রতি বছর দু বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ উপার্জন করে। ভারতে, সরকারী রাজস্বের বিশাল অংশ একইভাবে তাদের বাধ্যতামূলক শংসাপত্র প্রদান কার্যসূচী থেকে আসে। শংসাপত্র প্রদান ছাড়াও হ্যান্ডবুক, প্রশিক্ষণ, সদস্যপদ ফি এবং অন্যান্য অনেক লাভজনক রাজস্ব খাত রয়েছে।

যেহেতু অতীতে আদালত রায়ে উল্লেখ করেছে, এই স্ট্যান্ডার্ডগুলি কেবল আইনে পরিণত হওয়ার জন্য নয়, তখনই সেগুলি আইনে পরিণত হয় যখন তাদের শিল্প সদস্যরা আইন লেখায় সাহায্য করে। মোটা টাকা কিছু নথি বিক্রিতে থাকে না, মোটা টাকা সেই রক্ষাকবচের মধ্যে থাকে যা শিল্প অর্জন করে এই বলে যে "আমরা আইন মেনে চলি।"

মোটা অর্থের আরেকটি উদাহরণ রয়েছে এবং এটি পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে কেন স্ট্যান্ডার্ড সংস্থাগুলির প্রকৃতপক্ষে অর্থের প্রয়োজন নেই, তারা কেবল লোভী হয়ে উঠেছে। অথবা, যেহেতু রস পেরট অতিরঞ্জিতভাবে অতিরিক্ত পাওনা নেওয়া গোষ্ঠীকে এবং অলস নির্বাহকদের বর্ণনা করার জন্য এত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তারা "চর্বিযুক্ত, সুখী এবং কিছুটা মুঢ়" হয়ে উঠেছে। আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট অন্যান্য সকল স্ট্যান্ডার্ড সংস্থাগুলির মতো অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবার সঙ্গে একটি প্রত্যয়িত বেসরকারী দানশালা হিসেবে নিবন্ধিত। ২০১৫ সালে তারা ৪৪.২ মিলিয়ন ডলার রাজস্ব আয় করেছে। সেই রাজস্বের লক্ষ লক্ষ ডলার কয়েকজন সিনিয়র ম্যানেজারকে খেসারৎ দিতে চলে যায়। CEO বার্ষিক বেতন হিসেবে ২ মিলিয়ন ডলারের বেশি উপার্জন করে এবং সমস্ত সিনিয়র ম্যানেজার ৩৫ঘন্টা কাজের সপ্তাহ হিসাবে নিজেদের তালিকাভুক্ত করে। একইভাবে, ন্যাশনাল ফায়ার প্রোটেকশন অ্যাসোসিয়েশন তাদের শেষ সিইও-কে প্রতি বছরে শুধুমাত্র এক

মিলিয়ন ডলার অর্থ প্রদান করেনি, যখন তিনি অবসর গ্রহণ করেন তখন তাকে চার মিলিয়ন ডলারের অবসরপ্রাপ্ত চেক প্রদান করা হয়।

এগুলি একটি দানশালার জন্য খুব সমৃদ্ধ বেতন প্যাকেজ। তারা লক্ষ্যের সামনে অর্থকে স্থাপন করেছে, তারা তাদের পরিষেবার বোধ হারিয়ে ফেলেছে। আমাকে একটা জিনিস সম্পর্কে পরিষ্কার হতে দিন, যদিও এই সংস্থাগুলির মধ্যে অনেকেই উচ্চমানের কোড এবং মানদণ্ড তুলে ধরে। তারা অবিশ্বাস্যরকমের বাস্তব কাজ করে, কিন্তু এই কাজগুলি সব আত্মত্যাগী স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়, অফিসের পিছনে বসে থাকা অতিরিক্ত বেতনভোগী নির্বাহকদের দ্বারা নয়। জাতীয় ইলেকট্রিক্যাল কোড লেখার জন্য কাউকেই অর্থ প্রদান করা হয় না, এটি হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা পেশাদারী ভাবনার বাইরে জনসাধারণের সেবায় তৈরি হয়, যার মধ্যে বৃহৎ সংখ্যক আত্মত্যাগী যুক্তরাষ্ট্রীয়, রাজ্য স্তরের এবং স্থানীয় কর্মচারী রয়েছে।

---

আমাকে অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে যে আমার আইনি লড়াইয়ের এই সময়ে, বেশিরভাগ ভারী উদ্ধরণ এই আইনী সংস্থাগুলির দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে যা জনসাধারণের সংস্থানকে প্রতিনিধিত্ব করে। আমাকে, অবশ্যই, সব মামলাগুলি পড়তে হবে এবং আমি আইনী পদ্ধতি সম্পর্কে ও আমার কেসের সুবিধার্থে নিজেকে শিক্ষিত করতে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করেছি। বিশেষ করে আমরা যখন উদঘাটন এবং জবানবন্দির তীব্র প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমি গভীরভাবে জড়িত ছিলাম, যা অবশ্যই সবসময় ভাল জিনিস নয়। একজন অ-আইনজীবী হিসাবে (আমি আমার প্রথম বর্ষ শেষ করার পরে জর্জটাউন ল স্কুল থেকে বাদ পড়েছিলাম), আমি নির্বোধের মত প্রশ্ন এবং কম অভিজ্ঞতা দিয়ে আমার আইনজীবীদেরকে পাগল করে তুলতে পারি। কিন্তু, যেহেতু আমি আমার মামলার ঘটনা জানি এবং কঠোর পরিশ্রম করি তাই তারা আমাকে সহ্য করত।

কিছু লোক মনে করে যখন আপনি কোন আইনী সংস্থাকে ভাড়া করেন তখন আপনি হলেন মক্কেল এবং আপনি তাদের যা করতে হবে সেটা বলবেন এবং তারা আপনার আদেশগুলি পালন করবে। কিন্তু এটা তেমন ভাবে চলছে না। আইনজীবীরা, বিশেষ করে আমি যে ধরনের অভিজ্ঞ অগ্রজ আইনজীবীদের সঙ্গে কাজ করি, নিশ্চিতভাবেই আইন সম্পর্কে তারা আমার চেয়ে অনেকটা বেশি জানে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তাদের কাজ হল আমাকে বলা কীভাবে কাজটা করতে হবে।

আপনি আপনার আইনজীবীদের আদেশ দেবেন আর তারা কেবল সেটা পালন করবে এই ধারণাটি বোনো আইনী প্রতিনিধিত্ব যুগের পক্ষেও কম সত্যি। আমি সত্যিই ধন্য যে সারা বিশ্ব জুড়ে নয়টি বড় আইনী সংস্থা বোনো'র পক্ষের ভিত্তিতে জনগণের সংস্থানকে প্রতিনিধিত্ব করতে সম্মত হয়েছে। ২০১৫ সালে, তারা বিধিসম্মত সময়ে ২.৮ মিলিয়ন ডলার অবদান রাখে, ২০১৬ সালে এর পরিমাণ ছিল ১.৮ মিলিয়নের ডলারেরও বেশি এবং ২০১৭ সালে এর পরিমাণ ছিল ১ মিলিয়ন ডলার। তাদের সাহায্য ছাড়া আমরা যে লড়াই-এর মুখোমুখি হয়েছিলাম সেটা লড়াই করা সম্ভব হত

## কোড স্বরাজের উপর নোট

না। আমি কাজটা করার কোন ঝুঁকিই নিতাম না, এবং আমার কার্ডগুলিকে ভাঁজ করে রাখতে হত আর লড়াইটা ছেড়ে দিতে হত।

প্রকৃত তথ্যের উপরে কাজে ফিরে এলাম যেটা আমার “রুজি রুটির শ্রম”

যেহেতু নভেম্বরে কাছে এগিয়ে আসছিল, আমি ভারত থেকে আমার বাকি কাজ করতে থাকি। সর্বাধিক চাপের ছিল ভারতের ডিজিটাল লাইব্রেরি, যেখানে আমি ভারতের পাবলিক লাইব্রেরীর নতুন নামকরণ করেছিলাম। সরকার এখনও তাদের সংস্করণটি অনলাইনে ফিরিয়ে দিল না এবং সংস্কৃত পণ্ডিতরা অতিরিক্ত উপাদান চেয়ে আমাকে নোট পাঠাচ্ছিলেন। আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া থেকে ৪,৪৫০টি বই যোগ করার পাশাপাশি, আমরা মোট ৪০০,০০০ এর কাছাকাছি পরিমাণ বই অনলাইনে সরবরাহ করেছি।

এছাড়াও ভারতের সরকারী গেজেটগুলি যথেষ্ট সময় নেয়। জাতীয় সরকারের গেজেটগুলি অবিকল প্রতিক্রমের মত সোজা ছিল। পাবলিক লাইব্রেরীর সংগ্রহস্থলে সন্ধান করে, আমি স্বাধীনতা যুদ্ধের আগের কয়েকশ পুরানো গেজেট খুঁজে পেয়েছিলাম এবং সেগুলিকেও সংগ্রহে যোগ করা হয়েছিল। যদিও কঠিন কাজটি ছিল রাজ্য সরকার এবং বেশ কয়েকটি বড় শহরের গেজেটগুলি সংগ্রহ করা।

ওড়িশা গেজেট ছিল একটি উদাহরণ, ৪৩ মিলিয়ন জনগণসহ একটি রাজ্যের সরকারী প্রকাশনা। আমি একটি দলিল লিখেছি যাতে গেজেটের ৩৮,০৭৩টি বিষয় পিডিএফ ফাইল হিসাবে এসেছে। কিন্তু, সেই দলিলটি শেষ হওয়ার পর, আমি কিছু ফাইল বের করেছি এবং লক্ষ্য করেছি যে সেগুলি ওড়িশার ভাষার ফন্টের কথা উল্লেখ করেছে, যা পিডিএফ ফাইলের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। এর মানে হল যে আপনি যা দেখছেন তা সবই অর্থহীন কারণ আপনার কম্পিউটার ফাইলটিতে আবদ্ধ হওয়া ফন্টের পরিবর্তে সিস্টেমে ইনস্টল করা ফন্টটির সন্ধান করছে।

দলিলগুলির একটি সিরিজ চালানোর পরে, আমি নির্ধারণ করেছি যে ৩৫,৭০৫টি ফাইলে এই সমস্যা ছিল এবং আমাকে ইন্টারনেট সংরক্ষণাগারগুলিতে আপলোড করার আগে ফন্টগুলি আবদ্ধ করতে হবে। কিন্তু, আপনার সিস্টেমে যে ফন্টটি থাকবে বলে তারা মনে করেছিল সেটা ছিল অজ্ঞাত একটি ফন্ট যা ভারতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্বারা বহু বছর আগে এদিক ওদিক বহুদিন ধরে সন্ধানের পরে উৎপাদিত, আমি এটি বিক্রয়ের জন্য বা ডাউনলোডের জন্য খুঁজে পেলাম না, তাই আমি ওড়িশাকে সরিয়ে রেখেছিলাম আপাতত।

অন্যান্য রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও এমনই কঠিন ছিল। ওড়িশার ক্ষেত্রে, আমি গেজেটের সমস্যাগুলির তালিকার সাথে ইনডেক্স ফাইলগুলি গুটিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলাম, এবং সেই ইনডেক্স ফাইল সরাসরি URL ছিল প্রতিটি পিডিএফ ফাইলে। প্রথমে ইনডেক্সগুলি অবতরণ করে, তারপর তাদের মেটাডেটা এবং ফাইল অ্যাড্রেসের জন্য বিশ্লেষণ করে সমস্ত পিডিএফ ফাইলগুলিকে ঠিক করতে মোটামুটি নগণ্য ব্যাপার ছিল। কিন্তু, বেশিরভাগ রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে এরকম সোজাসাপ্টা ব্যাপার ছিল না।

বেশিরভাগ রাজ্য গেজেটগুলি কিছু মাইক্রোসফ্ট সার্ভার সফটওয়্যারের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় যা PDF ফাইলগুলির URL (নেটওয়ার্ক ঠিকানা) প্রকাশ করে না। সমস্যাটা ছিল যে প্রতিটি রাজ্যে সমস্যাগুলি দেখা দেওয়ার ভিন্ন ভিন্ন অস্পষ্ট পথ ছিল। ভারতে কয়েক ডজন সরকারী গেজেট রয়েছে, প্রতিটি রাজ্যের জন্য একটি করে এবং দিল্লির মত প্রধান পৌরসভাগুলির জন্য একটি করে। প্রত্যেকটাকে আলাদাভাবে প্রোগ্রাম করা হয়।

আমাদের সংগ্রহে মোট ১৬৩,৯৭৭টি পিডিএফ ফাইল জড়ো করেছিলাম, কিন্তু এটা পরিষ্কার ছিল যে, এটি সঠিকভাবে কার্যকর করার জন্য আমাদের ২০১৮ সালে এটার ওপর কিছু গুরুতর কাজ করতে হবে। সমস্ত গেজেটগুলির জন্য কেবলমাত্র ফাইলগুলি সংগ্রহ করা নয়, সংগ্রহটি সত্যিই ব্যবহার উপযোগী হতে আপ টু ডেট রাখা প্রয়োজন ছিল এবং সমস্ত গেজেট অনুসন্ধানের ধরনের অনুমতি আমরা সত্যিই দেখতে চেয়েছিলাম, আমাদের যে কোনো স্ক্যান করা গেজেটের উচ্চ মানের অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশন সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে, যে বিষয়টি আমরা ভারতের পাবলিক লাইব্রেরীর ক্ষেত্রেও সম্মুখীন হয়েছিলাম। উপরন্তু, আমরা যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য ও শহরগুলি থেকে গেজেটগুলি ডাউনলোড করেছিলাম, এটি স্পষ্ট ছিল যে তাদের মধ্যে কয়েকটি ভুল লেবেলযুক্ত অথবা অনুপস্থিত ছিল, তাই কিছু গুরুতর গুণমান নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

যে কোন দেশে সরকারের কোনও অফিসিয়াল জার্নালের উদ্দেশ্য নাগরিকদের জানাতে হবে যে তাদের সরকার কি করছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল নিবন্ধন, যেটি যুক্তরাজ্য সরকারের অফিসিয়াল জার্নাল ছিল, তার উৎসের কারণ ছিল এটি। সেখানে একটি বিখ্যাত কোর্ট কেস হয়েছিল যেটি সুপ্রীম কোর্টে পৌঁছেছিল, যেখানে সরকার মহাপ্লাবনের সময় একটি দলকে আইনী পথে অযোগ্যতার জন্য নিষ্কাশিত করে একটি মামলা করেছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই আইনগুলি কেউ খুঁজে পায়নি কারণ সেগুলি কখনও প্রকাশিত হয়নি।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ব্র্যান্ডেসের প্রতি আহ্বান জানিয়ে, হার্ভার্ড আইন বিভাগের একজন অধ্যাপক "গভর্নমেন্ট ইন ইগনোরেন্স অফ দ্য ল- অ্যা প্লি ফর বেটার পাবলিকেশান অফ এগজিকিউটিভ লেজিশলেশান" শীর্ষক একটি সেমিনাল পেপার লিখেছেন। যেটি একটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির সূচনা করে, যেখানে সমস্ত সরকারী আইনগুলি প্রথমে একটি প্রারম্ভিক ফ্যাশনে প্রকাশিত হবে, যা "প্রস্তাবিত নিয়ম প্রণয়ন বিজ্ঞপ্তি" হিসাবে পরিচিত হবে, যাতে নাগরিকরা জানতে পারে যে কী ঘটছে, তারপর চূড়ান্ত নিয়মগুলিও প্রকাশিত হবে। তখন সমগ্র আইনটি একটি সংহত দলিল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে, যেটি হবে ফেডারেল রেগুলেশনের কোড, যাতে সমস্ত সংশোধন, মুছে ফেলা এবং সহায়ক ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য আর সক্রিয়করণ বিধিগুলিতে ইঙ্গিতসহ আপ টু ডেট থাকবে।

ফেডারেল পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রযুক্তিগত স্ট্যান্ডার্ড তৈরির ক্ষেত্রে আমার যুদ্ধে, আমি ফেডারেল রেগুলেশন কোডের মধ্যে একটি বিশাল অনুপস্থিত ফাঁক উন্মোচন করেছিলাম। আমি হিসেব করেছি যে ফেডারেল রেগুলেশনের কোডগুলির

## কোড স্বরাজের উপর নোট

৩০% এর বেশি নাগরিকদের জন্য ব্যাপক খরচ ছাড়া পড়তে এবং ব্যক্তিগত পার্টি থেকে অনুমতি পাওয়ার আগে সহজে পাওয়া যায় না। যেগুলি আদর্শ কোড এবং স্ট্যান্ডার্ড সেগুলি আইনগুলির সম্পূর্ণ শক্তি থাকা বিধিনিষেধগুলিতে "রেফারেন্স দ্বারা অন্তর্ভুক্ত" হয়, তবে প্রকৃতপক্ষে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে নয়। এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য ছিল মূলত স্থান সংরক্ষণ করা, তবে এটি সীমিত পরিমাণে প্রাপ্তির এবং ব্যক্তিগত সংস্থার নাগরিকদের কাছ থেকে অন্যায্য ভাড়া পেতে একটি সুযোগ হয়ে উঠেছে।

আইনের পাবলিক প্রিন্টিং-এর প্রশ্নটি হল একটি যেটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আমার দীর্ঘদিনের আগ্রহ রয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের পাবলিক প্রিন্টার হিসেবে বিবেচিত হওয়ার ক্ষেত্রে আমার নামটি কিছুটা পরিসরে পুকুরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল, সিনিয়র অফিসার এবং সরকারি মুদ্রণ অফিসের পরিচালক ফেডারেল পর্যায়ে আইন প্রচার করার জন্যে অভিযোগ তোলে। আমি চাকরিটা পাইনি, কিন্তু আমি শার্টলিস্টে ছিলাম এবং হোয়াইট হাউসে রাষ্ট্রপতির কর্মীদের অফিস কিভাবে কাজ করে তা প্রথম দেখলাম এবং আমি মুদ্রণ অফিস সম্পর্কে ভয়ানক অনেক কিছু শিখেছিলাম, তাই অভিজ্ঞতাটি অনেক বেশি কষ্ট স্বীকারের যোগ্য ছিল।

জনসাধারণের মুদ্রণে আমার আগ্রহের কারণে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যারা এই ধরনের কাজ করছেন তাদের অনেকের সাথেই আমার যোগাযোগ ছিল যেমন জন শেরিডান, যিনি ইংল্যান্ডে জাতীয় সংরক্ষণাগারগুলির অধীনে আইন প্রণয়নের জন্য সম্ভবত বিশ্বের সেরা সিস্টেম তৈরি করেছেন। এটি একটি বিস্ময়কর ব্যবস্থা, যেটি একজনকে সম্মতি দেয় সকল আইনের জন্যে একটি নির্দিষ্ট পাঠ তুলে নিতে যেগুলি এখনও পর্যন্ত ইংল্যান্ডে কার্যকর হয়েছে। আপনি প্রকৃতপক্ষে ম্যাগনা কার্টার পাঠ্যকে তুলে নিতে পারেন যেটি কবে কার্যকর করা হয়েছিল এবং কবে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছিল এবং সময়ের সাথে সাথে এটি কিভাবে সংশোধিত হয়েছিল তার পরিবর্তনও আপনি দেখতে পাবেন।

ভারতবর্ষে, আইনের প্রাপ্তির প্রশ্নটি আরো দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। নিশিখ দেশাই অ্যাসোসিয়েটস-এর ফার্মের, দুই আইনজীবী গৌরী গোখলে এবং জয়দেব রেড্ডি, "অ্যাশা পুশ ফর প্রসিডিওরাল সার্টেন্ট" শিরোনামে একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ খণ্ড ভ্যানটেজ এশিয়া পত্রিকাতে প্রকাশ করেছেন, যেখানে তারা নিয়ম এবং বিধিগুলির স্থিতি নির্ধারণে সক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতার অনেক উদাহরণ তুলে ধরেছেন। আমার বন্ধু এবং সহ-আবেদনকারী সুশান্ত সিনহা, বিনামূল্যে ভারতীয় কানূনের সকল আদালতের মামলা এবং আইনগুলির অনলাইন সংগ্রহের সাথে এই বিষয়ে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। আমাদের অন্য সহ-আবেদনকারী শ্রীনিবাস কোদালী, স্ট্যান্ডার্ড কেসের ক্ষেত্রে সরকারী গেজেট সংগ্রহের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

আমরা একা ছিলাম না। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লী হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মনমোহন শুনানির ক্ষেত্রে আইনের প্রাপ্তির অবস্থা সম্পর্কে শুনেছিলেন এবং আইন মন্ত্রণালয়কে একটি উন্নততর ব্যবস্থা নিয়ে আসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে সমস্ত কেন্দ্রীয় কার্যগুলি এবং অধস্তন আইনগুলি একটি কেন্দ্রীয় পোর্টালে উপলব্ধ হয়। আদেশে বলা হয়েছে যে আইনটি "মেশিন পঠনযোগ্য পিডিএফ ফর্ম্যাট"

হিসাবে উপলব্ধ করা উচিত, যা সম্ভবত পিডিএফ ফাইল থেকে পাঠ্যটি বের করতে পারে এবং বৃহত্তর তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার, HTML-এ রূপান্তর, উন্নত মেটাডেটা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করতে পারে। এটা স্পষ্ট যে ২০১৮ এবং তার পরেও এই ক্ষেত্রটি গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ পাবে।

## কেন আমি সরকারী কাজের অবহেলা করছিলাম

আমি গান্ধীকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে আমার দিন কাটিয়েছি, অফিসিয়াল গেজেট দেখে ৬,০০০ মার্কিন সরকারি চলচ্চিত্রের সংরক্ষণাগার বজায় রেখেছি। কিন্তু, এসব কিছুই আমি যা করতে যাচ্ছিলাম তা ছিল না। যা করা উচিত বলে ভেবেছিলাম তার পরিবর্তে আমি মার্কিন সরকারের কাজের মধ্যে আমার গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছিলাম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বেশিরভাগ জাতীয় কপিরাইট সিস্টেমের মতো, এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা কপিরাইটযুক্ত নাও হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এই ব্যতিক্রমগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাজ, যে কাজগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কর্মচারী বা অফিসাররা তাদের সরকারী দায়িত্বের ভিত্তিতে রচনা করে। এই ব্যতিক্রমের পিছনে ধারণা হল যে কর্মচারী জনগণের সেবক, জনগণ তাদের ভৃত্যকে বেতন দিয়েছে এবং এর ফলে যে কাজকর্ম তাতে তাদের নিয়োগকর্তা ও জনগণের মালিকানা রয়েছে। এটি সহজ বিষয় হলেও, এখনো শক্তিশালী ধারণা।

সরকারের কাজকর্মগুলি কেন, যখন সরকার পেটেন্ট ও নিরাপত্তা এবং এক্সচেঞ্জ ডেটাবেসগুলি ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে রাজস্বের উৎস হিসাবে উচ্চ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করছিল, তখন আমি সেই ডেটাবেসগুলি মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ডেটাবেসগুলি ক্রয় করার জন্য প্রতি বছর কয়েকশ হাজার ডলার খরচ হয়, কিন্তু যদি আমি টাকা বাড়াতে পারি তবে আমি পরিস্কার ছিলাম। একবার আমার কাছে তথ্য ছিল কিন্তু কোন কপিরাইট ছিল না, এবং আমাকে ইন্টারনেটে সেই ডেটাবেস পোস্ট করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

বিস্ময়করভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমি এই সরকারী দলিলগুলি যেভাবে কিনেছি সেটি ছিল জাতীয় বিজ্ঞান ফাউন্ডেশন (এনএসএফ) সরকারের অন্য অংশ থেকে অনুদানের জন্য আবেদন করে। এনএসএফ সেই সময়ের মধ্যে ইন্টারনেটের উন্নতিতে সহায়ক ছিল এবং বিভাগের পরিচালক স্টিফেন উলফ আমাকে সেই অনুদান দেওয়ার জন্যে একজন সাহসী মানুষ ছিলেন।

এই নতুন প্রকল্পের খবরটি যখন ছড়িয়ে গেল, শক্তিশালী হাউস এনার্জি কমিটির চেয়ারম্যান ডিঙ্গেল জাতীয় বিজ্ঞান ফাউন্ডেশনের কাছে ক্ষুব্ধ হয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন যে কেন তারা এই তথ্য দিয়ে বেসরকারি বিভাগের সাথে "প্রতিদ্বন্দ্বিতা" করছেন। নিউইয়র্ক টাইমস-এ ভাইস প্রেসিডেন্ট গোরের উদ্ধৃতি দেওয়ার পরই এটি "আমেরিকার জনসাধারণের জন্য একটি বড় জয়" হয়ে ওঠার কথা বলেছিল। তখন থেকে আমি অ্যাল গোরের বড় অনুরাগী হয়ে গেছি।

## কোড স্বরাজের উপর নোট

আমার কাজের মধ্যে অনলাইন স্ট্যান্ডার্ড স্থাপন করার সময়, আমি লক্ষ্য করেছি যে ফেডারেল কর্মচারীরা এই গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা আইনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে, তবে প্রাইভেট স্ট্যান্ডার্ড সংস্থাগুলি তাদের উপর কপিরাইট জোরদার করতে স্থির থাকে। এই একই অভ্যাস আরো ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হত পাণ্ডুলিপি প্রকাশনার মধ্যে। কারণ আইনী ক্ষেত্রে আমার কাজের সময়, আমি আগ্রহের সাথে প্রেসিডেন্ট ওবামার পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজগুলি অনুসরণ করেছিলাম এবং হার্ভার্ড ল রিভিউতে প্রকাশিত একটি নিবন্ধ যত্ন সহকারে পড়েছিলাম। আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছিল যে হার্ভার্ড ল রিভিউ তার কাজের উপর কপিরাইট চাপিয়ে দিচ্ছিল এবং সায়েন্সের মতো অন্যান্য জার্নালেও লেখা প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও সেই একই অনুশীলন আমি লক্ষ্য করেছি।

২০১৬ সালে এই পরিস্থিতিতে কিছু করার জন্য একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান আমার সাথে যোগাযোগ করেছিল। ২০১৬ সালের অক্টোবরে এই ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য, তারা ২০১৭ সালের জন্য ৫০০,০০০ ডলার এবং ২০১৮ সালের জন্য ৪০০,০০০ ডলারের প্রস্তাব করেছিল। যদিও তারা যত দ্রুত সম্ভব এটা চাইছিল। তারা আমাদের পরিচালন সমিতির একটি আসন চেয়েছিল এবং আমার কাজের উপর বিস্তৃতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল, এমনকি প্রতিটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণের পর তারা ধার্য অর্থ ধাপে ধাপে বরাদ্দ করতে চেয়েছিল। আমার মনে আছে দিনেশ ত্রিবেদির বাংলাতে বসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাগুলো ভাবছিলাম এবং সেই সব শর্তগুলো জানছিলাম, তারপর শোবার ঘরে আসার পর দিনেশ এবং স্যামকে বললাম যে, আমি ৯০০,০০০ ডলারের অনুদান প্রত্যাখান করেছি।

আমি প্রতিষ্ঠানের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলাম যে, তাদের কাজ আমাদের সরকারের কাজগুলির প্রম্ণে গভীরভাবে অধ্যয়ন করার সুযোগ দেবে, প্রকাশকদের এবং সরকারকে, আমাদের যে কোনও লঙ্ঘনের অবহিত করতে, এবং তারপরে সম্ভবত এমন কোনও নিবন্ধ পোস্ট করতে যা পাবলিক ডোমেনে স্পষ্ট ছিল। যদিও এই অর্থের বেশিরভাগই কোনও জার্নাল নিবন্ধ স্ক্যান করতেই চলে যেত (যদি আপনি একটি সীমা পর্যন্ত এটি করে থাকেন তবে ব্যয়বহুল প্রস্তাব), লাইব্রেরীর বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য অর্থ প্রদান করতে এবং এই ধরনের নানান খরচে।

তবে আইনি খরচের ক্ষেত্রে অনুদানের টাকা সেভাবে খরচ হত না। এমনকি যদি আমরা জনসাধারণের ডোমেনে স্পষ্টতই বহু জার্নাল নিবন্ধ খুঁজে পাই, এমনকি প্রকাশকরাও মামলা করার পথ খোঁজেন এবং এমন কোনও গ্যারান্টি নেই যে তারা তাদের অসং উপায়ে অর্জিত রাজস্ব সংরক্ষণের জন্য বিলম্বিত কৌশল হিসাবে মামলা করবে না।

অন্য কথায়, এটি একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প ছিল। যে কারণে আমি টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম সেটা হল আমি কোনও প্রতিষ্ঠানের অফিসারকে আমাদের বোর্ডে যোগ দিতে এবং আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুমতি দিতে পারিনি, বিশেষ করে যেহেতু আমি এই সহকর্মীদের সাথে কখনো কাজ করিনি। কিছু প্রতিষ্ঠান খেলার জন্য জোরালো পরামর্শ দেয়: তারা আপনাকে অর্থ প্রদান করবে যদি আপনি তাদের

পছন্দমত অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু আমরা এভাবে কাজ করি না এবং আমরা সর্বদা টাকার আগে আমাদের লক্ষ্যকে স্থির রাখি।

অবশেষে প্রতিষ্ঠানটি আমাদের কাছে ফিরে এসেছিল এবং ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে আমাদের ২৫০,০০০ ডলার দিতে সম্মত হয়েছিল আর বলেছিল, ২০১৮ এবং ২০১৯ সালের বাকি ৪০০,০০০ ডলারের কিস্তিসহ জুলাই মাসে একটি রিপোর্ট জমা দেওয়ার পরে তারা আমাদের আরও ২৫০,০০০ ডলার দিতে পারে। আমি বুঝতে পারি এটা অনুদানের কিস্তি দেওয়ার থেকেও আরও বেশি “কদর্য” ছিল কিন্তু আমি কাগজপত্রে সাক্ষর করেছিলাম।

### শ্যাডি প্র্যাকটিসের পক্ষ থেকে নিরীক্ষণ প্রকাশকরা

আমি ২০১৭ সালের প্রথম ছয় মাস সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে গভীরভাবে গবেষণা করার মাধ্যমে অতিবাহিত করেছিলাম। উত্তর ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক এবং এক স্নাতকোত্তর ছাত্রের সাথে কাজ করে এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ানদের সহযোগিতায় আমরা লেখক সম্বন্ধীয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্যের একটি গভীর অনুসন্ধান পরিচালনা করি। জার্নালের উপাদানগুলি অনুসন্ধান করে এই ধরনের তথ্য খুঁজে বের করাটা প্রকৃতপক্ষে একটা অসামান্য কাজ, কারণ লেখক সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি বিভিন্নভাবে লেখা যেতে পারে।

আমরা মূলত যা করেছি তা হল একের পর এক প্রতিটি সরকারী সংস্থাকে, তিনটি ভিন্ন বাণিজ্যিক অনুসন্ধান ইঞ্জিনে পাঠিয়েছিলাম, যেগুলি লাইব্রেরিগুলিতে ব্যবহৃত হত এবং এর ফলাফলগুলি দেখছিলাম। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি “রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলির” সন্ধান করেন তবে আপনি কেবল মার্কিন সংস্থা নয় বরং তাদের চীনা প্রতিপক্ষের নিবন্ধগুলিও পাবেন। সুতরাং, আপনি সংস্থার নাম এবং “ইউএস” বা “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র” বা “আটলান্টা” শব্দ সন্ধান করার জন্য অনুসন্ধানটি পরিমার্জন করুন।

আমরা যে ফলাফলগুলি পেয়েছিলাম সেগুলি চমকপ্রদ ছিল। আমাদের প্রাথমিক অডিট-এ ১,২৬৪,৪২৯টি নিবন্ধ পাওয়া গেছে যেগুলি ফেডারেল কর্মচারীদের দ্বারা লেখা হয়েছে। সেই প্রাথমিক তালিকা থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশ্লেষণ পরিচালনা করি। কোন ফেডারেল কর্মচারীর পক্ষে তাদের নিজস্ব সময়মতো কোন ফেডারেল তহবিল ছাড়াই একটি নিবন্ধ লেখা সম্ভব। এমনকি যদি সেই নিবন্ধটি কর্মচারীর দক্ষতার ক্ষেত্রের মধ্যেও থাকে তবে এটি সরকারের কাজ নয়। এটি অবশ্যই তাদের সরকারী দায়িত্ব চলাকালীন পরিচালিত হবে এবং এটি তাদের কাজ ও কপিরাইটমুক্ত হিসাবে বিবেচিত হবে। আমাদের একটি প্রশ্ন ছিল যে নিবন্ধটি কপিরাইট ছাড়াই যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা, আইন অনুযায়ী যেমনটা প্রয়োজন ছিল।

আমাদের বিশ্লেষণ আমাদের ১.২ মিলিয়ন নিবন্ধ উদ্ধৃতি দুটি উপায়ে সাজানোর অনুমতি দিয়েছিল। প্রথমত, কারণ তারা ডিজিটাল অবজেক্ট আইডেন্টিফায়ার ব্যবহার করে, আমরা নির্ধারণ করতে পারি যে সরকারের কতগুলি সম্ভাব্য কাজ কোন প্রকাশক



## কোড স্বরাজের উপর নোট

দ্বারা কৃত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, রিড এলসেভিয়ার-এর একটি কর্পোরেট শাখায় ২৯৩,৭৬৯টি নিবন্ধ রয়েছে, যেখানে আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ৫,৯৬১টি নিবন্ধ রয়েছে। উপরন্তু, আমরা এজেন্সি দ্বারা অনুসন্ধান শর্ত প্রবেশ করিয়েছিলাম, কারণ আমরা সংস্থা দ্বারা নিবন্ধ সংগ্রহ করতে সক্ষম ছিলাম। উদাহরণস্বরূপ, আমরা আর্মি কর্পস অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের কর্মচারীদের মাধ্যমে ২০,০২৭টি এবং জাতীয় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে ৪৫,৩০১টি নিবন্ধ পেয়েছি।

২৯টি প্রধান প্রকাশকের প্রত্যেকের জন্য, নিবন্ধগুলির একটি পরিসংখ্যানগতভাবে বৈধ নমুনা বের করা হয়েছিল, তাতে ছোট প্রকাশকদের জন্য ৫০ টিরও বেশি এবং বড় প্রকাশকদের জন্য ৫০০টিরও বেশি নিবন্ধ ছিল। একই প্রক্রিয়া ২২টি সরকারী সংস্থার প্রত্যেকের জন্য পরিচালিত হয়। সকলেই বলেছিলেন, আমরা প্রায় ১০,০০০টি নিবন্ধ সংগ্রহ করেছি এবং শিরোনাম পৃষ্ঠায় কপিরাইট দাবিগুলির প্রমাণ খোঁজার জন্য, ইতিবাচক মিথ্যার ক্ষেত্রে আমাদের অনুসন্ধান ফলাফলগুলির নির্ভুলতা পরীক্ষা করার জন্য এবং প্রকৃত রচয়িতার "আনুষ্ঠানিকতা" সূচকগুলি সন্ধান করার জন্য প্রতিটিতে হাতেকলমে যাচাইকরণ সম্পাদন করেছি, যেমন লেখকরা তাদের সহকর্মীদের তাদের পর্যালোচনাগুলির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন অথবা বিপরীতভাবে নির্দেশ করে যে তারা সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করার আগে কাজগুলি পরিচালিত হয়েছিল।

ফলাফল বেশ পরিষ্কার ছিল। আমরা যে নিবন্ধগুলি খুঁজে পেয়েছি তার বেশিরভাগই নিশ্চিতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের কাজ এবং প্রায় কোনও ক্ষেত্রেই প্রকাশক দ্বারা প্রদত্ত কপিরাইটের সঠিক দাবির বিষয়টি ছিল না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, নিবন্ধগুলি একটি পেওয়ালের পিছনে সাবধানে আড়াল করা ছিল এবং এটি অবশ্যই সরকারের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় নি এবং প্রতিটি সংস্থার জন্য জাতীয় আর্কাইভ রেকর্ডগুলির সুনির্দিষ্ট সময়সূচির পরীক্ষা থেকে এটি পরিষ্কার ছিল যে আর্কাইভগুলিতে পূর্বে এই নিবন্ধগুলির কোন কপি ছিল না।

বৃহৎ পরিমাণে গ্রন্থপঞ্জির অনুসন্ধান বেশিরভাগ পণ্ডিতদের জন্য কাজ করে, কিন্তু অবশ্যই আইনী পেশার ক্ষেত্রে নয় যা প্রযুক্তির ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতা সম্পর্কে নিজেকে গর্বিত করে। আইনি সাহিত্য, সাধারণ নিয়ম হিসাবে, একচেটিয়া বিক্রেতাদের সাথে এতটা নিবিড়ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যে এটি সাধারণ উদ্দেশ্য গ্রন্থপঞ্জির অনুসন্ধান ইঞ্জিনগুলিতে এটি তৈরি করে না। যাইহোক, আমি আসলে জানতে চেয়েছিলাম যে আইনী জার্নালগুলিতে কী অনুশীলন ছিল, কারণ এটি আইনের প্রশ্নে এসেছে। আমি ইয়েল ল স্কুল থেকে আমার স্বেচ্ছাসেবীদের একজন, মিশা গুটেনট্যাগের নেতৃত্বে দেশের চারদিকে আইন নিয়ে পড়াশোনা করা ছাত্রদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইনী জার্নালের বিষয় উত্থাপন করে এবং নিবন্ধগুলির তালিকা সহ স্প্রেডশীট তৈরি করতে বলেছিলাম সেগুলি এমন দেখাচ্ছিল যেন ফেডারেল কর্মচারীদের দ্বারা কৃত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন রিভিউ ছাড়াও, আইনী প্রকাশনার আরেকটি প্রধান শক্তিশালী কেন্দ্র হল আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশন। আমি নিজেকে সেই কাজে নিযুক্ত করেছিলাম এবং কয়েক ডজন বিভিন্ন প্রকাশনীর কয়েক দশকের নিবন্ধগুলি পরীক্ষা

করে দেখলাম। আমি ৫৫২টি নিবন্ধ খুঁজে পেয়েছি যেগুলি নিশ্চিতভাবে ফেডারেল কর্মচারীদের দ্বারা ছিল, সম্ভবত তাদের সরকারী দায়িত্ব পালনের সময়ই সেগুলি করা হয়েছে।

এমন একটি উদাহরণ ছিল যে ফেডারেল ট্রেড কমিশনের কমিশনার অ্যাডভিস্টারি বার নিয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন সংস্থাটির নিয়ন্ত্রক কর্মকাণ্ড এবং আগামী বছরের জন্য সংস্কারের উপরে। অন্য উদাহরণের মধ্যে ছিল সামরিক কর্মকর্তারা ক্রয় আইনে সরকারী কর্তব্যের অংশ হিসাবে তাদের আগাম ডিগ্রী পেয়েছেন এবং জার্নাল নিবন্ধ লিখেছেন তাদের ডিগ্রী অর্জনের জন্য। এই ক্ষেত্রে কোনও নিবন্ধ সরকারের কাজ হিসাবে সনাক্ত করা হয়নি।

সাধারণ উদ্দেশ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্য এবং আইনী সাহিত্য অনুসন্ধান এবং প্রমাণের একটি বড় অংশ সংগ্রহের পাশাপাশি, আমি সরকারি ধারা, তার সূচনা এবং কীভাবে এটি আদালতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা সম্পর্কে জেনে বুঝে নেওয়ার জন্য আইনি সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছি। ১৮৯৫ সালের প্রিন্টিং অ্যাঙ্কে আমি এই ধারাটির উৎপত্তি খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং সেই সময় এই বিতর্কটির উত্থাপন হয়েছিল যখন একজন সেনেটর রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে কাগজপত্র সংকলনের উপর কপিরাইট দাবি করার চেষ্টা করেছিলেন। তখন আমি ১৯০৯ এর কপিরাইট অ্যাঙ্কের অংশ হিসাবে এই ধারা দেখিয়েছিলাম পরবর্তী আদালতে আর বিচারিক ইতিহাসে এবং আদালত ও পরবর্তী আইন এটি ব্যাখ্যা করে।

আমি বারে যাই এবং আমাকে পরিত্যাগ করতে বলা হয়।

আমি একটা কৌশল সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম যে এই বিষয়টা নিয়ে বাইরে কথাবার্তা বলব। এই কৌশলটি আমেরিকার বার অ্যাসোসিয়েশনের হাউস অফ ডেলিগেটসের সামনে একটি সমাধান আনতে নিহিত ছিল। এটি করার জন্য একজনকে অবশ্যই একজন আইনজীবী হতে হত, তবে আমার বোর্ড সদস্যের দুজন ABA-এর সদস্য এবং আমার ভাবনা ছিল যে আমি তাদের সাথে একটি পেপার লিখব, যেখানে আমি সহ-লেখক হিসাবে উপস্থিত থাকব এই বিষয়টাকে উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে এবং আমরা আগে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করব হাউস অফ ডেলিগেটস-এর সামনে, ABA-কে এই ধারণাটি অনুমোদন করার জন্য অনুরোধ করে যে আমরা কপিরাইট আইনের বিধানগুলি অনুসরণ করব। এটা একটি বিচক্ষণ প্রস্তাব মনে হচ্ছে।

একজন অ-আইনজীবী হিসাবে, আমি "ফ্লোর-এর বিশেষ বিশেষাধিকার" হিসাবে পরিচিতি প্রাপ্তির দ্বারা ২০১৬ সালে হাউস অফ ডেলিগেটসকে সম্বোধন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। সেই বছরের বিষয়টি ছিল ফেডারেল আইন সম্পর্কিত প্রসঙ্গ দ্বারা অন্তর্ভুক্ত স্ট্যান্ডার্ডগুলিতে প্রাপ্তি সম্পর্কে একটি প্রস্তাব এবং ABA একটি সমাধান প্রস্তাবনা হিসেবে রেখেছিল যা এই প্রযুক্তিগত আইনগুলি উপলব্ধ করবে, কিন্তু শুধুমাত্র তথাকথিত "কেবল-পঠনযোগ্য অ্যাকসেস", যার মানে কোনও অর্থ ছাড়া কেউ কোন প্রয়োজনীয় বিন্যাসে আইনটি উপলব্ধ করতে পারে না। এই ব্যবস্থার অধীনে,

## কোড স্বরাজের উপর নোট

এখনও একজন ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে অনুমতি ছাড়া আইন বলতে পারে না। আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলাম, যেহেতু স্ট্যান্ডার্ড বডি বিনামূল্যে উপলব্ধির বিরুদ্ধে ছিল। আমরা উভয়ই প্রস্তাবটি বিরোধিতা করেছিলাম, কারণ স্পনসর বিভাগগুলি মনে করেছিল যে তারা অর্ধেক শিশুকে বিদারণ করার সুসজ্জিত কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। তারা আমার দৃঢ় আপত্তি সত্ত্বেও তাদের প্রস্তাব পাস করিয়ে নেয়, কিন্তু অন্ততপক্ষে তারা আমাকে বলার সুযোগ দিয়েছেন।

আমার ধারণা ছিল যে আইনী প্রকাশনার কাঠামোর মধ্যে সমস্যাগুলির বিষয়ে দৃঢ় আলোচনা থাকলেও সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তৃত প্রভাবের সাথে, সম্ভবত ABA এটিকে একটা অবস্থান নেওয়ার সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করবে মার্কিন কপিরাইট অ্যাক্টের আইনি প্রয়োজনীয়তা মেনে চলার পক্ষে।

আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজের উপর সেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাগজে কাজ করে বসন্ত কাটিয়েছি এবং ১৫ পৃষ্ঠা ও ৬৯টি পাদটীকা সহ (সর্বাধিক অনুমতি দেওয়া হয়েছে) যাতে আমাদের নিরীক্ষার ফলাফল উপস্থাপিত হয়েছিল এবং আইনের উৎপত্তি এবং প্রয়োগের সন্ধান করেছিল। প্রস্তাবনাটি বেশ সহজ ছিল, যাতে বলা হয়েছে যে যদি একজন কর্মচারী তার সরকারী কর্তব্যের সময়ে একটি অংশ লিখেছেন, তবে সেই নিবন্ধটির একটি কপি সরকারি প্রকাশনা অফিসে জমা দেওয়া উচিত। এটি ইতিমধ্যে সরকারের মুদ্রিত প্রকাশনাগুলির জন্য একটি প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং আমরা কেবলমাত্র এই জার্নাল নিবন্ধগুলিকে সংগৃহীত করার জন্য বিদ্যমান প্রক্রিয়াটিকে বর্ধিত করেছি।

প্রস্তাবনার দ্বিতীয় সুপারিশ ছিল যে প্রকাশকদের (ABA সহ) প্রকাশ্যে সরকারের যেকোন কাজ সঠিকভাবে লেবেল করা উচিত, যা নির্দেশ করে যে কোন অংশটি আইনের দ্বারা প্রয়োজনীয় কপিরাইট সাপেক্ষ নয়। আবার, এটি একটি বিদ্যমান প্রয়োজন ছিল, কিছু উপন্যাস বা মৌলিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নয়। প্রস্তাবনাটি সম্ভাব্য ছিল: এটি ভবিষ্যতে প্রকাশিত নিবন্ধগুলিতে প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং ভুল লেবেল থাকা বিশাল ব্যাকফাইলগুলিকে এটি নির্দিষ্ট করে নি।

আমার প্রস্তাবনাটি নিয়ম ও ক্যালেন্ডার কমিটির কাছে পেশ করা হয়েছিল এবং আমাকে তাদের খুব সুনির্দিষ্ট নিয়ম পূরণের জন্য বিস্তৃত সংশোধন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যদিও আমি আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগী সদস্য ছিলাম, তবে শুধুমাত্র পূর্ণ সদস্যদের ফ্লোর-এ বিবেচনা করার জন্য প্রস্তাবনা জমা দেওয়ার অধিকার ছিল। প্র্যাকটিসে নিযুক্ত থাকা একজন আইনজীবী না হওয়ায়, আমি যোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি। আমি কাগজটির একমাত্র লেখক (যা আমি প্রকৃতপক্ষে ছিলাম) হিসাবে নিজেকে অবনমিত করে শুরু করেছি এবং যখন এটি বাতিল করা হয়েছিল, তখন আমার বোর্ড সদস্য এবং আমি নিজেকে লেখক হিসাবে তুলে ধরি, কিন্তু এটিও বাতিল করা হয়েছিল। শুধুমাত্র যখন আমি আমার নামটি সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলি তখন এটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। দিনের শেষে, আমার প্রস্তাবনাটি বিবেচনার জন্য গৃহীত হয়েছিল এবং নিউ ইয়র্কের আগস্টের বার্ষিক বৈঠকে ফ্লোর বিতর্কের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল।

যে পদ্ধতিতে কাজ করত তাতে বিভিন্ন বিভাগে, বিভিন্ন প্রতিনিধিদের একটি স্তর, কর্মকর্তা, কমিটি, এবং নিয়ম রয়েছে। বিভিন্ন আমলাতন্ত্রের গভীরতা এবং শাসন বইগুলি সত্যিই বেশ চিত্তাকর্ষক। সাধারণত, একটি প্রস্তাবনা একটি বিভাগ দ্বারা জমা দেওয়া হয়। যদিও এটা কিছুটা বিরল হলেও পৃথক সদস্যদের এটা করার অনুমতি দেওয়া হয়। যখন একটি বিভাগ একটি প্রস্তাবনা জমা দেয়, এটি সম্ভাব্য কো-স্পনসরশিপের জন্য অন্যান্য বিভাগে পাঠানো হয়। ABA সংস্কৃতিতে, অনেকগুলি প্রস্তাবনা বহু বিভাগ দ্বারা সহ-পৃষ্ঠপোষক হত এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোন বিরোধী থাকত না।

আমার প্রস্তাবটি মে মাসে গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু তিন মাস ধরে আমি কোনও বিভাগ থেকে তা শুনিনি। আমি মেধা মালিকানা, অ্যাসোসিয়েটস, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ প্রভৃতি অনেক বিভাগের চেয়ারপারসন ও প্রতিনিধিদের কাছে গিয়েছিলাম এবং তাদের যেকোনো উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কেউ আমার সাথে কথা বলত না।

যদিও কেউ আমার সাথে কথা বলত না, তবুও অনেক কথাই চলছিল। নিউইয়র্কে বৈঠকে যাওয়ার আগে সপ্তাহের দিকে, আমি একটি ফোন কলে জরুরী যোগাযোগ পেয়েছিলাম যে প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমার উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল। আমাকে বলা হল যে এটা আমাকে শুধু ডাকতে পারে না। একজন আসল ABA সদস্য যার নামটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাবনায় তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল সেটি অবশ্যই কলটিতে উপস্থিত থাকতে হবে যেন স্পষ্টতই আমার একজন প্রাপ্তবয়স্ক তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন।

আমরা কল করেছিলাম। এটা এক ঘন্টা ধরে স্থায়ী ছিল। এটা ভালো ছিল না। আমার পাশে টিম স্ট্যানলি, আমার প্রতিষ্ঠাতা বোর্ড সদস্য এবং একজন ABA সদস্য, এবং মিশা গুটেনট্যাগের ইয়েল ল স্কুল থেকে একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। অন্যদিকে বার অ্যাসোসিয়েশনের আর্টজেন ক্রুক সদস্য ছিল, যার মধ্যে মেধা সম্পত্তির প্রতিনিধি, অ্যাসোসিয়েটস, বিজ্ঞান এবং প্রশাসনিক আইন বিভাগের প্রতিনিধিরা ছিলেন।

তাদের অবস্থান পরিষ্কার ছিল। আমাদের অবশ্যই প্রস্তাবনা প্রত্যাহার করতে হবে অথবা আমরা আমাদের মাথায় বারের সম্পূর্ণ ক্রোধ অনুভব করব। যিনি অ্যাসোসিয়েটস বিভাগের প্রতিনিধি তিনি অ্যাসোসিয়েটস জার্নাল থেকে উদ্ধৃত ৭৫টি নিবন্ধের দিকে দেখেন এবং তিনি সাক্ষ্যসহ বলেন যে প্রত্যেক কর্মচারী তাদের নিজস্ব সময় দ্বারা নিবন্ধগুলি সম্পন্ন করেছে এবং অঙ্গীকার ছিল যে এগুলি সরকারের কাজ না। আমি এই ধারণার প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করেছিলাম যে, এই নিবন্ধগুলির প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তিনি অযৌক্তিক ছিলেন। ফেডারেল ট্রেড কমিশনের কমিশনারদের বসিয়ে আমি এই তালিকাটিতে কমপক্ষে ১৭টি প্রকাশনা গণনা করেছি এবং এফটিসি প্রয়োগকারী অগ্রাধিকারগুলির উপর বারটি সংক্ষেপে কীভাবে একজন অধিবেশনকারী সদস্য তাদের "সরকারী কর্তব্যের ভিত্তিতে কিছু হতে পারে" সে বিষয়ে উদ্ভিন্ন।

## কোড স্বরাজের উপর নোট

বিজ্ঞান বিভাগের ভদ্রমহিলা বলেছিলেন যে, আমি যদি প্রস্তাবটি ফ্লোর-এ নিয়ে আসি, তবে তারা আমার স্বার্থের দ্বন্দ্বের জন্য বড় বাধা সৃষ্টি করবে। আমার চোয়াল শক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং আমি জানতে চেয়েছিলাম কি হতে পারে সেই দ্বন্দ্বগুলি। তিনি বললেন, আমি সরকারি তথ্য পাওয়ার জন্য আমার সম্পূর্ণ কর্মজীবন ব্যয় করেছি এবং আমি জর্জিয়ার সাথে মামলা করেছি, তাই আমি স্বার্থপর ছিলাম কিন্তু এই দ্বন্দ্ব প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। তিনি সত্যিই নোংরা এবং কর্কশ শব্দ তৈরি করলেন এবং এটা স্পষ্ট যে তিনি ফ্লোরেও একই মনোভাব নিয়ে আসবেন।

মেধাভিত্তিক সম্পত্তি বিভাগের প্রতিনিধিরা সত্যিই শহরে গিয়েছিলেন, যেটা নির্দেশ করে যে আমি আইনটি সম্পূর্ণ ভুলভাবে জেনেছি কারণ যদিও কর্মচারীদের কথাগুলি সরকারেরই কাজ ছিল, একবার এটি পৃষ্ঠা নম্বরসহ একটি ফন্ট টাইপ করা হয়েছিল এবং এভাবে প্রকাশকের একটি সম্ভবত পাবলিক ডোমেন কোরকে ঘিরে কপিরাইটের অতিরিক্ত ছদ্মনাম ছিল। প্রকাশকের কপিরাইট লঙ্ঘন না করে কাজটি উপলব্ধ করা অসম্ভব। আমি মনে করি এটা বোকামি এবং মার্কিন কপিরাইট অ্যাক্ট দ্বারা সমর্থিত নয়। ফন্ট নির্বাচন বা পৃষ্ঠাসংখ্যার ক্ষেত্রে কোন কপিরাইট নেই, কেবলমাত্র কোনও লেখনীর একজন প্রকৃত সহ-লেখক কপিরাইটের অংশদারিত্বের অধিকারী।

এখন আর আমি শুধুমাত্র আইন সম্পর্কে আলোচনা করছি না। এটি গভীর গবেষণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং কপিরাইট বিশেষজ্ঞদের একটি বিশিষ্ট প্যানেল দ্বারা পর্যালোচিত হয়েছে যারা এই প্রকল্পের জন্য আমার উপদেষ্টা বোর্ডে যোগদান করেছিলেন। আমাদের আইনী অধিকার বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম। আমরা শুধুমাত্র এই জঞ্জাল পুড়িয়ে ধোঁয়া উড়াচ্ছিলাম না।

এটা স্পষ্ট ছিল যে ফ্লোর বিতর্কে তারা আমাদের বিপাকের মধ্যে টেনে আনতে চাইছিল। আমি তার মধ্যেও ভাল ছিলাম, কিন্তু এটা জঘন্য ছিল। তারা আমাকে জানিয়েছিল যে, অন্তত আটটি বিভাগ ইতিমধ্যেই তাদের প্রতিনিধিদের প্রস্তাবনাটি বিরোধিতা করার নির্দেশ দিয়েছে, তাই আমি যতই মুখর বা সচেতন হই না কেন, ভোট তার আগেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। আমি মনে করি তারা প্রতিটা পদক্ষেপেই ভুল ছিল, কিন্তু আমি তাদের বিশ্বাস করতাম কারণ তারা বলত, হাউস অব ডেলিগেটসের ফ্লোরে হাজির হওয়ার দুঃসাহস দেখালে, আমরা সেখানেই বলি হতাম। এর মধ্যে আমি কোনো বিজয় দেখিনি তাই নিউইয়র্কে পাড়ি দেওয়ার দু'দিন আগে আমি সফর বাতিল করি।

আবার টাকার সংকট দেখা দিয়েছে।

আমি হয়তো হাউস অফ ডেলিগেটসের ফ্লোরে হত্যাকাণ্ডের সাথে এগিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার দ্বিতীয় একটা ব্যস্ততা এসে গিয়েছিল। আমি আমাদের ২৫০,০০০ ডলার নিয়ে খুবই যত্নবান ছিলাম যার মাত্র তিন ভাগের দুভাগ খরচ হয়েছিল। আমার ভাবনা ছিল যে ABA মিটিং মিটে গেলেই আমরা অবতরণ করব এবং আমরা কিভাবে অবতরণ করব তার উপরেই আমাদের খরচ নির্ভর করবে। গত জুনেই

আমি প্রতিষ্ঠানের কাছে আমার রিপোর্ট জমা করেছি। তারা আমাদের দ্বিতীয় দফার পেমেন্ট জুলাই মাসের ৩১ তারিখ নাগাদ দিতে পারে। রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর আমাদের প্রোগ্রাম ম্যানেজার বা প্রতিষ্ঠানের অনুদান কর্মীদের থেকে এখনও আমি কোন খবর পাইনি। তাই আমি বেশ কয়েকবার পরখ করে জানতে চেয়েছি আমাদের রিপোর্ট ঠিক ছিল কিনা, যদি আমরা সঠিক পথে থাকি। যতদূর শুনে মনে হয়েছে ব্যাপারটা ভালই।

৩১শে জুলাই যত ঘনিয়ে এসেছে, আমি তত আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চেক করেছি কিন্তু কোন টাকা জমা পড়েনি। এদিকে টাকা জমা পড়ার শেষ দিনের দুদিন আগে আমার হাতে একটি চিঠি আসে। চিঠি পড়ে জানতে পারলাম আমরা কোন টাকা আর পাবো না কারণ এর আগের সমস্ত টাকা আমরা যথাযথভাবে খরচ করতে পারিনি। কিন্তু সমস্ত টাকা খরচ করতে না পারার কারণসহ আমরা কোন খাতে কত টাকা খরচ করেছি তার বিস্তৃত বিবরণ সহ রিপোর্ট আমি জমা করতেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু এই রিপোর্ট জমা করলেই যে দ্বিতীয় দফার টাকা আসবে এমন কোনো নিশ্চয়তা ওই চিঠিতে ছিল না। অন্যভাবে বলতে গেলে আমরা অতীতের প্রতিবেদনের সেই আশা যা আমাদের সম্ভাব্য অনুমোদন দিতে পারে সেই বিষয় থেকে সরে এসেছিলাম আমাদের প্রতিষ্ঠানকে কার্যকরীভাবে পরিচালনা করার জন্যে।

অবশেষে এই চুক্তি ভেঙে যে যার নিজের পথে চলার প্রস্তাব আমিই দিলাম। এতদিন পর্যন্ত যে ২৫০,০০০ ডলার আমি পেয়েছিলাম তার পুঞ্জানুপুঞ্জ হিসেব আমি জমা দেব এবং এই বিনিয়োগের পর্ব শেষ করব। অবশিষ্ট ৬৫০,০০০ ডলার তাদের কাছেই থাকুক। এই চুক্তিটা ফলপ্রসূ হল না বরং নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব এবং দক্ষ উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট অফিসার পাওয়ার জন্য কোনো দীর্ঘ স্থায়ী পরিকল্পনার আওতায় কোনো বড় সংস্থায় বিনিয়োগ করলেই তারা আরো ভালো করতো।

আমাদের মত অলাভজনক সংস্থার পক্ষে কোন ফাউন্ডেশন এর সঙ্গে কাজ করাটা বেশ কঠিন। আমার বেশ কিছু বন্ধুরা অপারেশন ওরিয়েন্টেড ইন্টারনেট অর্গানাইজেশন এর সাথে যুক্ত। শুনেছি, টাকার জন্য ওদেরও হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়। অধিকাংশ সংস্থা নতুন কোনো ভাবনা, যেমন কোনো ওয়ার্কশপ আয়োজন করা বা কোন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট জাতীয় কিছু, যেটা হয়তো তাদেরও ভাবনার মধ্যে ছিল, এমন প্রকল্পের ক্ষেত্রে খুব সহজেই বিনিয়োগ করতে চায়। কিন্তু যখনই সেটা কোন মানুষকে নিয়ে কোনো কাজ হয়, যা হয়তো তুমি ইতিমধ্যেই শুরু করে ফেলেছো, তখনই তাদের চূড়ান্ত অনীহা প্রকাশ পায়।

যখন সবাই নতুন করে ব্যবসা শুরু করতে চায়, তখন কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা খুব মুশকিল। এই সমস্যা শুধুমাত্র অলাভজনক ব্যবসার ক্ষেত্রে নয়, আমার সিলিকন ভ্যালির বন্ধুও একইভাবে ভুক্তভোগী। নতুন ব্যবসা শুরুর সময় বিনিয়োগকারীরা শুধুমাত্র নতুন ভাবনার ফুলঝুরি দেখতে চান, আর যখনই কোন জনমুখী প্রজেক্ট বা কোন চলমান প্রজেক্ট দেখেন তখনই তাঁদের সমস্ত উদ্দীপনা নিমেষেই নিভে যায়। চোখের সামনে জলজ্যান্ত পরিশ্রমী ঘোড়াকে খেতে না দিয়ে

## কোড স্বরাজের উপর নোট

বিনিয়োগকারীরা বোধ হয় কামনা করেন পুরাণের উজ্জ্বল সাদা ধবধবে একশৃংগী সেই ঘোড়াটিকে।

ভাগ্যিস, কিছু জন বিনিয়োগকারী পাওয়া গেছে। দুটো জায়গা থেকে আমরা টাকা পেলাম। প্রথমত, বেশ কয়েকটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান যা বেশ কয়েক বছর ধরে আমাদের গোচরে ছিলো। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের আর্কাডিয়া, লিসবেট রাউসিং এবং পিটার বেলডুইনের দান তহবিল ইত্যাদি। আমরা ওমিডিয়র নেটওয়ার্ক থেকে কিছু টাকা পেয়েছিলাম এবং গুগলের দশম জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে দুনিয়াকে বদলানোর ভাবনা' এই শিরোনামে যে পাঁচ জনকে ২ মিলিয়ন ডলারের পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল, আমরা তাদের মধ্যে একজন ছিলাম।

আর দ্বিতীয় উৎসটি হল আমার পরিচিত সেই সব মানুষেরা যারা নিজেদের উপার্জনের একটা অংশ স্বেচ্ছায় দান করতে চান। যেমন, আলেকজান্ডার ম্যাকগিলিব্রের কথাই ধরা যাক। প্রথমে উনি ছিলেন গুগলের আইনজীবী, তারপর টুইটারের জেনারেল কাউন্সেল হন। যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি চিফ টেকনোলজি অফিসার এর দায়িত্ব নেওয়ার আগে টুইটারে চাকরি ছাড়েন আর এই সরকারি কাজের দায়িত্ব নেওয়ার আগেই তিনি আমাদের তহবিলে ১০ হাজার ডলারের চেক পাঠানোর জন্য তার কর্মচারীকে নির্দেশ দেন। ওবামা সরকারের প্রশাসনিক পদ ছাড়ার পরও তিনি আমাদের আরেকটি এমন চেক পাঠান।

একইভাবে আমাদের শুরুর সময় থেকেই প্রত্যেক বছর আমাদের সাহায্য করেছেন গিল এলবাজ এবং তার স্ত্রী এলিসা, যিনি আবার প্রাক্তন সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি। IPO এর আগে আগেই গুগল গিলের কোম্পানিকে কিনে ফেলে এবং বিভিন্ন অলাভজনক সংস্থাকে সাহায্য করার ব্যাপারে গিলের কোম্পানি ভীষণই উৎসাহী ছিল।

আমাদের পেজ এর 'পরিচয়' কলামে এই ধরনের সমস্ত বিনিয়োগকারীদের নাম আমরা উল্লেখ করি, সঙ্গে থাকে আমাদের প্রতিনিধিত্বকারী ন'টি ল'ফার্ম, আমাদের কন্ট্রাক্টর এবং আমাদের বোর্ডের নাম। সরকার বা অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো একটি অলাভজনক সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবেও আমার মনে হয় আমাদের পরিচয় এবং আমাদের টাকার উৎস স্বচ্ছভাবে মানুষের সামনে রাখতে আমরা বাধ্য আর আমি যা বলি কাজেও তা করে থাকি। আমাদের মধ্যেও নানাবিধ স্বার্থের দ্বন্দ্ব, হুইসল ব্লোয়ার, আর্থিক ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের প্রতিযোগিতা, অন্যান্য কর্পোরেট নীতি সবই আছে- তবুও এসব কিছু মিলিয়েও গাইডস্টার নামক অলাভজনক পর্যবেক্ষক গ্রুপের থেকে আমরা স্বর্ণ পদক পেয়েছি।

কিন্তু এত বিপুল সমর্থনের পরেও অর্থের যোগান তুলনামূলকভাবে খুবই কম। কন্ট্রাক্টরদের টাকা দেওয়ার জন্য ২০১৬ সালে আমি এক বছরের মধ্যে আট মাস কোন পারিশ্রমিকই নেই নি। ২০১৭ সালের পারিশ্রমিক পেয়ে আমি বেশ আনন্দেই ছিলাম কিন্তু সংস্থার অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির কারণে ডিসেম্বর মাস থেকে আমি আবার বেতন নেওয়া বন্ধ করলাম।

এই অনিয়মিত অর্থের যোগানের কারণেই সংস্থায় কখনোই বেশি সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা হয় না। এতে খুব খারাপ সময়েও শুধুমাত্র মূল খরচটুকু করে বাকিটা সামলে নেওয়া যায়। সত্যি কথা বলতে কি, আমার সংস্থায় আমিই একমাত্র কর্মী।

এই বিষয়টিকে কখনোই অন্য ভাবে নেবেন না। এই অলাভজনক সংস্থার আমি একমাত্র কর্মী হলেও জনগণের সাহায্যের উপর ভিত্তি করেও বাস্তবিকই লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজে লাগতে পেরেছে এই উদ্যোগ। তার কারণ আমরা সব সময় পাশে পেয়েছি ভীষণ সমৃদ্ধ এবং সহায়ক বোর্ড অফ ডিরেক্টরকে, বানিজ্যিক মহলের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এবং ইন্টারনেটের ওপর গভীর দখল থাকার কারণে যে কোনো ধরনের ব্যবস্থাপনার কাজ আমি খুব সহজেই করতে পারি। আর এই সবদিক মিলিয়েই যে কোন নতুন বড় সিলিকন ভ্যালি সংস্থার চোখের বালি হয়ে উঠেছি আমরা।

যখনই আমরা কোন বড় পরিমাণ অনুদান পাই, তখনই কর্মী সংখ্যা না বাড়িয়ে বরং সেই অর্থ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বই এবং নথি সংগ্রহ করার পেছনে আমরা ব্যবহার করি। যেমন ৬০০,০০০ মার্কিন ডলারের মার্কিন উচ্চ আদালতের আইনাবলী, ২৫০,০০০ মার্কিন ডলারের জননিরাপত্তা আইন বা মার্কিন আদালতের ১৮৯১ সাল থেকে নবম সার্কিট পর্যন্ত ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত সমস্ত দলিলপত্র মিলিয়ে প্রায় ৩.৫ মিলিয়নের মতো দলিলপত্র স্ক্যান করার জন্য ৩০০,০০০ মার্কিন ডলার মতো ইত্যাদি।

### কেন আমি মুদ্রণের কাজ করি

অনেকেই আমায় কিক স্টার্টার এর মতো বহু বিনিয়োগকারীর (crowd sourcing) মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করার পরামর্শ দিয়েছেন। আমি কয়েকবার চেষ্টা করেও দেখেছি। কিন্তু এই মাধ্যমটা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। কিকস্টার্টারের মতো তুমি যদি মানুষকে কোন দুর্মূল্য নতুন ব্র্যান্ডেড হার্ডওয়্যার, বই বা এজাতীয় কিছু দিতে যাও তো ঠিক আছে, কিন্তু যখনই তুমি মানুষের জন্য মহৎ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এগোতে যাবে, সে তুমি যতই প্রচারের জন্য বই বা অন্য কিছু উপহার দাও না কেন তবুও তোমার রাস্তা কঠিন হবেই।

ছোটকালীন সময়ে আমি কখনো কখনো ছোট অনুদান পাবার জন্যও কিছু কিছু আবেদন করেছি কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমারই নিজের মনে হয়েছে EFF বা ইন্টারনেট আর্কাইভ এর মত নেটওয়ার্ক অপারেশন এর জন্য টাকা দেওয়ার চেয়েও অনেক গুণ বেশি প্রয়োজনীয় হলো খাদ্য ব্যাঙ্ক, দুর্যোগে বিপদগ্রস্ত মানুষের জন্য ত্রাণ তহবিল জাতীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে দান করা এবং মানুষের পাশে থাকা।

বহু বিনিয়োগকারী (crowd sourcing) জোগাড় করা ভীষণ ঝামেলার কাজ। তা সে অর্থ সংগ্রহই হোক বা প্যাশার ফি (PACER Fee) জাতীয় কোনো বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই হোক। এই সময়টা বরং আমার নিজের মুদ্রণের কাজে নিয়োগ করলে অনেক বেশি কার্যকরী ফলাফল পাওয়া যায়। যেমন ভারতবর্ষের বিল্ডিং কোড কে অনেক উন্নত মানের গ্রাফিক্স সহযোগে HTML এ পরিবর্তন করে ভারতের ঐতিহাসিক বিভিন্ন স্থাপত্য নির্মাণ এর ছবি খুব সুন্দর ভাবে ধুলো নিরামক হার্ডকভার



## কোড স্বরাজের উপর নোট

সব বাঁধাই করে আমি প্রকাশ করেছি। এর ডিজাইন করেছেন পয়েন্ট বি স্টুডিও আর আমি এর এক ডজন কপি তাক লাগানোর মত সুন্দর আকর্ষণীয় করে প্রকাশ করেছি।

আমার কাজের ধার বোঝানোর জন্য এর কয়েকটি কপি স্যাম পিনোদার মতো মানুষ এবং ব্যুরো অফ ইন্ডিয়া স্ট্যান্ডার্ডস এর কাছে পাঠিয়েছিলাম। এই কাজ আমি যে কতটা নিষ্ঠার সাথে করে চলেছি তা আমি তাদের বোঝাতে চেয়েছিলাম এবং সত্যিই আমার এই চেষ্টা কাজে লেগেছে তারা সন্তুষ্ট হয়েছেন।

একইভাবে সচিবালয়ের অনোনুমোদিত উৎপাদনের জন্য হাজতবাসের নির্দেশ নামা হিসেবে যে ডেলাওয়্যার কর্পোরেট কোড রয়েছে, তার বুটলেগ সংস্করণ আমি তৈরি করেছিলাম। সচিবালয় এবং অ্যাটর্নি জেনারেলের নজরে আনার জন্য এরও এক কপি আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের দরবারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, হু অ্যাটর্নি জেনারেল বিউ বিডেনের সাথে আমার এক বন্ধুর ব্যক্তিগত জানাশোনা থাকলেও এর কোনো প্রত্যুত্তর আমি আর ভবিষ্যতে পাইনি।

ভারতবর্ষে কোনো বিশিষ্ট সম্মানীয় অতিথিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য যে স্মারকলিপি দেওয়ার ঐতিহ্য রয়েছে, সেই স্মারকলিপি এবং দাবিপত্র মুদ্রণের কাজও আমি করেছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, গান্ধীজি বক্তৃতা রাখার সময় এমন স্মারকলিপি প্রায়শই পেতেন। বিভিন্ন নিখুঁত খোদাই করা কারুকার্য ছাড়াও সুনিপুণভাবে অলংকৃত এই স্মারকলিপিগুলিতে প্রাপকের গুণগান বর্ণনা করা থাকত। এমনই এক অপূর্ব স্মারকলিপি আমি একবার দেখেছিলাম, যেটাকে কোন উপযুক্ত স্থান থেকে স্ক্যান করার জন্য আমি ভীষণ ভাবে চেষ্টা করেছিলাম।

কারোর কোনোরূপ অনুরোধ ছাড়াই বিভিন্ন সময়ে আমি গান্ধীজীর পোস্টার ছাপিয়ে সবরমতী আশ্রমে দান করেছি। আবার কখনো যারা বিভিন্ন সময় আমায় সাহায্য করেছেন তাদেরকেও উপহারস্বরূপ ঐ পোস্টার দিয়েছি। গান্ধীজি, বিভিন্ন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব এবং অন্যান্য চিত্র ভাস্কর্যের পোস্ট কার্ড বানাতে আমার বেশ ভালো লাগে। (আর আমি এটা বলতে পারি) যখন এই কাজগুলো কাস্টম স্তর এবং পোস্টাল স্ট্যাম্প হিসাবে গৃহীত হয় তখন আমার নিজেকে খানিকটা সফল বলে মনে হয় আর যখন প্যাকেজ হওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে থাকে তখন মনে হয় আমি যেন প্রায় সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে আছি।

মুদ্রণ প্রসঙ্গে আমার এত আগ্রহের কারণ হল, প্রথমত আমি মুদ্রণ কাজটা করতে ভালোবাসি আর দ্বিতীয়ত এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্ষেত্র। যখন আমি উদারনৈতিক দেশের ধারা অনুসারে কাজ করছিলাম, তখন জর্জিয়া হাউজের স্পিকারকে একটি দীর্ঘ ঘোষণাপত্র ১৯" x ২২" সাইজের উজ্জ্বল লাল রঙের খামে ভরে পাঠিয়েছিলাম। তিনি এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না কিন্তু তিনি এটা জানতেন যে আমি হাল ছাড়বার পাত্র নই। আমি একই চিঠি আমার এক পরিচিত আইনজীবীকে পাঠাই এবং তিনি এটা পড়ে এতো মুগ্ধ হয়ে যান যে এই মামলায় জনস্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করতে সম্মত হয়ে যান।

একটি বড়মাপের মুদ্রণ কাঠামোর পেশাদারিত্বকে বিচার করা উচিত তার কাজের নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে। সঠিক সময় মতো সঠিক প্রাপকের কাছে কাজ পৌঁছে দেওয়া কোনো সিনিয়র কর্পোরেট বা সরকারি আমলাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হতে পারে না। আমি আশা করি যাতে প্রাপক অন্তত এটুকু বুঝবেন যে এই কাজটি সম্পন্ন করতে কতটা সময় এবং মনোযোগ নিয়োগ করতে হয়েছে।

কেউ কেউ তো আবার হার্ডকপিকেই ঘেন্না করে বা আমার কথা তার পছন্দই করেন না। যখন আমি একটি রিপোর্ট সহ সমস্ত মুদ্রিত দলিলপত্র লাল - সাদা এবং নীল রঙের বেশ বড় একটা ক্রিঙ্কল প্যাক এর মধ্যে ভরে আমেরিকার পতাকার মত করে সাজিয়ে আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট এ পাঠিয়েছিলাম, তারা আমায় পাগল বলে ধরে নিয়েছিলেন। হোয়াইট হাউজের কার সানস্টেইনের নির্দেশে তার কর্মীরা এই বাক্সটি আবার আমার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

অন্যদিকে, হোয়াইট হাউসের জন পোডেস্টার সহযোগীর থেকে শুনলাম, ডাক পরিবহনকারী কর্মীরা যখন ওয়েস্ট উইং দিয়ে গাড়িতে করে বিরাট এই প্যাকেটটি ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন প্রচুর প্রশংসা পেয়েছিলেন। আমেরিকান প্রত্নতাত্ত্বিকের প্যাকেজটি বেশ ভালো লাগে এবং তিনি এটাকে 'এক অভূতপূর্ব সুন্দর উপস্থাপনা' বলে আখ্যা দিয়ে আমাকে মেইল করেছেন। কংগ্রেসম্যান ডারেল ইস্যু ক্রিঙ্কল প্যাক দিয়ে আমেরিকান ফ্ল্যাগ দেখে অভিভূত হয়ে একটি ছবি টুইট করেছেন। ফেডারেল ট্রেড কমিশনের চেয়ারম্যান জন লিবোভিটজ আমায় একটি চিঠি মারফত জানিয়েছেন, এই প্যাকিং তাঁর যতটা ভালো লেগেছে, তার দ্বিগুণ ভালো লেগেছে যে বিখ্যাত ব্লগ বোয়িং বোয়িং এই ঘটনার ওপর একটি স্টোরি করেছে এবং আমার 'আইনী স্মারকলিপি মুদ্রণকেই তারা মূল বিষয় হিসেবে চয়ন করেছে। কে আর জানত যে FTC এর চেয়ারম্যানও এই ব্লগটি নিয়মিতভাবে পড়েন ?

(প্রায়) সমস্ত মানব জ্ঞানের প্রাপ্তি

তহবিল বাড়ছিল এবং ABA আমাকে ঘিরে রেখেছে, এর মাঝে আমার মন চাইছিল না সরকারের কাজ সম্পর্কে রিপোর্ট লিখতে এবং কয়েক ডজন প্রকাশকদের কাছে আমার ফলাফল পাঠানোর কারণে তারা আমাকে আইন ভঙ্গ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। যদিও অন্য কারণ ছিল। আমি আমার কৌশল পুনর্বিবেচনা করছিলাম।

এই গবেষণাটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমার তিনটি বড় প্রশ্ন ছিল। প্রথমটা ছিল বিষয়টির আইনী বিশ্লেষণ। আমি সেটা সমাপ্ত করেছিলাম। দ্বিতীয়টি ছিল সরকারের কাজগুলিকে চিহ্নিত করা। আবার, আমরা আমাদের বিচার বিশ্লেষণ নিয়ে সন্তুষ্টি অনুভব করছিলাম। তৃতীয়টি ছিল জার্নাল প্রবন্ধের অনুলিপি পাওয়া। আমার প্রাথমিক অনুমান ছিল আমরা লাইব্রেরীগুলি থেকে জার্নালগুলি গ্রহণ করতে পারব এবং তারপরে সেগুলিকে স্ক্যান করে ইন্টারনেট আর্কাইভে রাখতে পারব। এই বিশাল কাজ সম্পাদন করতে আমাদের বাজেটের অধিকাংশ অনুদান গ্রন্থাগার এবং ইন্টারনেট আর্কাইভগুলিকে তহবিল দেওয়ার উপর ভিত্তি করে ছিল।

## কোড স্বরাজের উপর নোট

এক এক প্রবন্ধ বের করা কঠিন হবে। গ্রন্থাগারগুলি বিপরীত দিক থেকে কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ, যদিও কমপক্ষে দুইজন এই প্রস্তাব বিবেচনা করতে ইচ্ছুক। কিন্তু, এই প্রবন্ধগুলি ডাটাবেসের মধ্যে রয়েছে এবং বৈদ্যুতিনভাবে উপলব্ধ রয়েছে, তাই স্ক্যান করা সত্যিই অপ্রয়োজনীয়। ব্যবহারযোগ্য কঠোর আইনী শর্তাদি এবং প্রযুক্তিগত নিষেধাজ্ঞার কারণে এটি কেবল প্রকাশকের সাইটটিতে লগইন করতে পারে না যা এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাকে বন্ধ করে রেখেছে যাতে এটি কেবলমাত্র সীমিত উপায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কাজাখস্তানের একজন যুব বিজ্ঞানী, আলেকজান্দ্রা এলবাকিয়ানেরও একই সমস্যা ছিল, যেমন তার সারা বিশ্বের সঙ্গী ও সহকর্মীদের ছিল। জ্ঞান বিস্তারের পথকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ঔপনিবেশিক নীতি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে যাতে কয়েকটি অভিনব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ধনীরাই অসীম জ্ঞান লাভ করতে পারে, কিন্তু বিশ্বের বেশিরভাগই গভীরভাবে সীমাবদ্ধ। আলেকজান্দ্রা এই বিষয়ে কিছু করেছিলেন এবং ৬৬ মিলিয়ন ডলার প্রবন্ধের প্রাপ্তিসহ রাশিয়াকে কেন্দ্র করে Sci-Hub নামে একটি সিস্টেম তৈরি করেছিলেন।

Sci-Hub বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীদের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহারযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে যা পূর্বে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্য প্রাপ্ত করতে অক্ষম ছিল। ২০১৭ সালে, ২৪.৯ মিলিয়ন প্রবন্ধ সহ চীনের কাছ থেকে Sci-Hub-এর সর্বোচ্চ ডাউনলোডগুলি এসেছিল। দ্বিতীয়টি ছিল ১৩.১ মিলিয়ন ডাউনলোডসহ ভারত। তৃতীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১১.৯ মিলিয়ন ডাউনলোড সহ স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ হয় যে বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের প্রাপ্তি সারা পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ব্রাজিল, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া এবং মেক্সিকোও এই ডাটাবেসের ব্যাপক ব্যবহার করে।

প্রকাশকরা খুব খুশি ছিল না এবং অসৎ উপায়ে মুনাফা অর্জন এবং উপরি লাভ বাঁচিয়ে রাখতে তারা কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাদের পূর্ণ ক্রোধসহ আলেকজান্দ্রার পিছনে লেগে পড়েন। প্রকাশকদের উপরি পাওনা প্রাপ্য, কিন্তু অনুপযুক্ত গ্রন্থস্বত্বের দাবি এবং অন্যান্য আইনি দুর্ভাগ্য তাদের বর্তমান নৈতিক চালচলন খুব সন্দেহজনক করে তুলেছে। তারা নিউইয়র্কে তার বিরুদ্ধে মামলা করেছিল এবং আদালতে সময়মতো হাজিরা দিতে না পারার জন্যে তারা মিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ রায় পেয়েছিল এবং ডোমেনের নাম, ইন্টারনেট পরিষেবা এবং অনুরূপ কিছুর জন্য আদালত তার বিরুদ্ধে আদেশ দেয়। অতিরিক্ত মামলা মূলতুবি আছে।

আমি কখনো আলেকজান্দ্রার সাথে দেখা করি নি। আমার কিছু বন্ধু আছে যারা তাকে জানে, কিন্তু আমরা কখনও যোগাযোগ করি নি। আমি একবার ইউটিউব-এ তার সাক্ষাৎকার দেখেছিলাম। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি খুব চাপ নিতে পারেন এবং খুব অল্প বয়স্ক আর খুব সাহসী।

---

এপ্রিল মাসে, আমি আর্ট টেরাবাইট ধারণ ক্ষমতা সহ আর্টটি ডিস্ক ড্রাইভ পেলাম। ডিস্কগুলিতে সমস্ত মানব জ্ঞান ছিল, অথবা কমপক্ষে এটার একটা সারমর্ম অংশ, বৈজ্ঞানিক-হাবের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। আমি তথ্যগুলো দুটি ডিস্ক বিন্যাসে সরিয়ে রাখলাম। প্রতিটি ডিস্ক বিন্যাসে আর্টটি ড্রাইভ ছিল এবং এমনভাবে সাজানো ছিল যে আমি বিন্যাসের দুটি ড্রাইভ হারিয়ে ফেলতে পারি কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন তথ্য হারিয়ে যাবে না। এই প্রক্রিয়া বেশ কয়েক মাস সময় নিয়েছিল। আমি তথ্য পরীক্ষা করে আরও কয়েক মাস সময় অতিবাহিত করি। তারপর আমি আমার অফিস থেকে ঐ বিন্যাস সরিয়ে অন্যস্থানে রাখি।

এই তথ্যগুলি পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিকভাবে সরকারি প্রকল্পের কাজগুলির জন্য। আমি রূপান্তরমূলক উদ্দেশ্যের জন্যে ডাটাবেসগুলি ব্যবহার করছিলাম: নিবন্ধগুলি জনসাধারণের ডোমেনে প্রকৃতপক্ষে ছিল কিনা তা নির্ধারণের জন্য এবং সম্ভবত সেই উপাদানগুলিকে বের করে নেওয়ার জন্য যা জনসাধারণের ডোমেনে বিস্তৃত প্রচারের জন্য ছিল।

এটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে জনসাধারণ জেগে ওঠে এবং তাদের বিশ্বাসের পক্ষে সমর্থন করে। তাই আমি টুইটারে গিয়ে যা করেছি এবং কেন করেছি তা বিশ্বকে জানিয়েছিলাম। কথাগুলো বলার প্রয়োজন ছিল। আমি এই বইয়ে একটি পরিশিষ্ট হিসাবে এই টুইটগুলো সংযুক্ত করেছি।

আমি নিজেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে ডিসেম্বর মাসে আমি সরকারি গবেষণার ফলাফল সংক্রান্ত আমাদের কাজগুলি লিখে ফেলব, কিন্তু আমি তা করি নি। পরিবর্তে, আমি গান্ধীজির কাজগুলি মনোযোগ দিয়ে দেখার কাজ করেছি এবং এমন একটি শব্দ নিয়ে চিন্তা করেছি যা বেশ কয়েক বছর ধরে আমার মাথার মধ্যে ঘোরাঘুরি করছিল।

সেই শব্দটি ছিল “কোড স্বরাজ।” এই শব্দটি আমি কিভাবে পেয়েছি সেটা একটা লম্বা এবং আঁকাবাঁকা পথ ছিল এবং সেই পথের শুরুটা ছিল ওয়াশিংটনের জলাভূমিতে সময় কাটানো, যেটা ছিল কলম্বিয়ার একটি জেলা সেই ওয়াশিংটনে আমি পনেরো বছরে মোট চারবার সফর করে কাটিয়েছিলাম। আমি শহরটাকে ভালোবাসি, কিন্তু যখনই আমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারি তখনই আমি আনন্দিত হতাম। ২০০৭ সালে, আমি এভাবেই আবার বেরিয়ে গিয়েছিলাম।

## ফেডফ্লিক্স, চলচ্চিত্রগুলিতে আমার সময়

সহজলভ্য হবে এমন আইন তৈরি করা ছিল এমনকিছু যখন আমি জনসাধারণের সংস্থান প্রতিষ্ঠার সময় কাজ শুরু করেছিলাম। আমি ১৯৯০এর দশকে আইনটি সম্পর্কে চিন্তা করেছিলাম, কিন্তু এটা খুব কঠিন বলে মনে হয়েছিল, তাই আমি পরিবর্তে পেটেন্ট এবং SEC-এর মতো বড় ডাটাবেসগুলিতে মনোযোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু, কলম্বিয়ার জেলা ওয়াশিংটনে জন পদস্তার জন্য সেন্টার ফর আমেরিকান প্রোগ্রেসের চীফ টেকনোলজির অফিসার হিসেবে বেশ কয়েক বছর কাজ করার পর আমি জনকে বলেছিলাম যে আমি একটি ছোট অলাভজনক সংস্থা চালানোর জন্য আরও বেশি

## কোড স্বরাজের উপর নোট

কার্যকরী হব। আমি ক্যালিফোর্নিয়াতে ফিরে যাই, সেখানে আমার বন্ধু টিম ওরেলিকে জিজ্ঞেস করলাম তার সদর দফতরে কোন অফিস ভাড়া নিতে পারি কিনা এবং কাজ শুরু করতে পারি কিনা। সেটা ছিল ২০০৭ সালে।

প্রথমে, আমি নিশ্চিত ছিলাম না আমি কী করছিলাম। হাজার হাজার ফেডারেল ভিডিও কপি করার জন্যে এবং সেগুলিকে আমাদের “ফেডব্লিঙ্ক” প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে পোস্ট করার জন্যে আমি জাতীয় আর্কাইভগুলিতে স্বেচ্ছাসেবকদের পাঠানো থেকে ভিডিওগুলি নিয়ে কাজ করতে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছি। আমি আরো ভিডিও-এর জন্য জাতীয় প্রযুক্তিগত তথ্য পরিষেবা সহ একটি যৌথ উদ্যোগও স্থাপন করেছি, আমি তাদের বলেছি যদি তারা তাদের ভিএইচএস, বিটাক্যাম এবং উম্যাটিক টেপগুলি আমাকে পাঠায়, তবে আমি সেগুলি ডিজিটাইজ করব এবং ডিজিটাইজড ভিডিওগুলির ডিস্ক ড্রাইভ তাদের দিয়ে পাঠাবো, এগুলি করার জন্যে সরকারের কোন খরচ হবে না। বিনামূল্যে সাহায্য।

আমি সেটা শুরু করার পর, আমার সাথে ওবামা কর্তৃক কর্মে নিযুক্ত একজন নতুন ব্যক্তির দেখা হয় যিনি প্রতিরক্ষা বিভাগের সহকারী সচিব ছিলেন। সেনাবাহিনীর ভিডিওগুলির একটি দুর্দান্ত ডাটাবেস এবং ব্যবস্থা ছিল যেখানে তাদের পরিষেবার কোন সদস্যকে ডিভিডি কাট করে ক্ষেত্রের বাইরে সেগুলিকে পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করা যেতে পারে। বেশীরভাগ ভিডিওগুলি অফিসিয়ালি অনুমোদিত প্রকাশ্য প্রশিক্ষণ চলচ্চিত্র এবং ঐতিহাসিক উপাদান যেমন, বিমান প্রশিক্ষণের অসাধারণ ইতিহাস। আমি তাকে ৮০০ ডিভিডি পাঠানোর জন্যে বলেছিলাম। ইউটিউবে সেনাবাহিনীর কয়েকটি পুরানো চলচ্চিত্র যেমন কিভাবে বিদ্যুৎ কাজ করে সে সম্পর্কে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল এবং আমি দর্শকদের তালিকাভুক্ত শ্রেণীর তুলনায় কোন ভিডিওটি বিষয়টিকে আরও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে সে বিষয়ে ক্রমাগত মন্তব্য পেয়েছি। সর্বোপরি, আমরা ইন্টারনেট আর্কাইভ এবং ইউটিউবে ৬,০০০ ভিডিও সহ কাজ সমাপ্ত করেছি এবং তাতে ৭২.৩ মিলিয়ন মতামত ছিল।

যখন আমি এই সরকারী ভিডিওগুলি পোস্ট করা শুরু করি, আমার ইউটিউব চ্যানেলটি “কনটেন্ট আইডি”র সাথে মিল পেতে শুরু করল। যখন কোনও কনটেন্ট প্রয়োজক তাদের নিজস্ব ভিডিও আপলোড করে, যদি তারা একটি প্রধান মিডিয়া আউটলেট হয় তবে তারা ইউটিউবকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোনও একইরকম ভিডিওর জন্যে সিস্টেমকে অনুসন্ধান করতে নির্দেশ দিতে পারে। যখন কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তখন কনটেন্ট প্রয়োজক অন্য ব্যক্তির ভিডিওটিকে পতাকাঙ্কিত করতে পারে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সরানোর জন্যে বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করতে সক্ষম হয়।

আপনি যদি এই সরিয়ে দেওয়ার একটি বিজ্ঞপ্তি পান তবে আপনি “কপিরাইট স্কুল”-এ (যা আইনি কিনা তা নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে গঠিত) না যাওয়া পর্যন্ত আপনার অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে থাকবে। আপনি যদি কপিরাইট স্কুল থেকে স্নাতক হন, তবে আপনাকে আপনার অ্যাকাউন্ট ফিরিয়ে দেওয়া হবে কিন্তু আপনার আইনি সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এটা কম সুবিধার সঙ্গে কাজ করে। আপনি যদি

প্রকৃত অর্থে এটা গ্রহণ করেন এবং তিনটি নির্দেশ রক্ষা না করেন তবে আপনার অ্যাকাউন্ট বাতিল হয়ে যাবে। যখন আপনি একটি নির্দেশ পাবেন, তখন আপনি সেই সময়ে একটি পাল্টা বিজ্ঞপ্তি সহ সরিয়ে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিবাদ করতে পারেন, যা আসলে অন্য পক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি আইনি বিজ্ঞপ্তি। সেই সময়ে, তারা আপনাকে আদালতে আনতে পারে কারণ আপনি তাদের অভিপ্রেত সম্পত্তি সরাতে অস্বীকার করেছেন।

আমি যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম সেটি ছিল যে কয়েকশ কনটেন্ট সরবরাহকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে কোনও ধরনের সামঞ্জস্য তাদের অধিকারের লঙ্ঘন করেছে, এমনকি যদি কনটেন্টটি ইতিমধ্যেই জনসাধারণের ডোমেনে থেকে থাকে (যেমন সরকার ভিডিওগ্রাফারদের কিছু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু নেটওয়ার্ক-এ একই রকম চলচ্চিত্র থাকতে পারে।) এইরকম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেখানে আমি সরিয়ে দেওয়ার নোটিস পেয়েছি, সেখানে প্রয়োজক কনটেন্টটির মালিকানা হিসাবে ভুল ছিল অথবা কনটেন্টটি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অন্য কথায়, এগুলি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাজ।

প্রথম কয়েক বছর ধরে আমি ভিডিও পোস্ট করা শুরু করেছিলাম, এই মিথ্যা দাবিগুলিকে দমন করার আমি যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছি। ২০১১ সালের মধ্যে, আমি ৫,৯০০টি ভিডিও-তে ৩২৫টি কনটেন্ট আইডির দাবিগুলি দমন করেছি। এর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে দুটি ছিল কপিরাইট লঙ্ঘন: একটি থাইল্যান্ডের ১৯২৭ সালের নীরব চলচ্চিত্র এবং আর একটি ১৯৪০-এর সময়, অন্তর্ভুক্ত করা চলচ্চিত্র যা দাতাদের নিষেধাজ্ঞা দিয়ে সংরক্ষণাগারগুলিতে জমা দেওয়া হয়েছিল। বাকি সব মুক্ত এবং বাধাহীন ছিল। আমি আমার ফলাফলগুলি লিপিবদ্ধ করলাম এবং সেগুলিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংরক্ষণাগার আধিকারিক ডেভিড ফেরিয়েরোকে পাঠালাম।

২০১১ সাল থেকে চ্যানেলটি টেকডাউন ফ্রন্টে মোটামুটি শান্ত ছিল, যদিও এটি লক্ষ লক্ষ মতামত তুলে ধরতে থাকে। ২০১৪ সালে বব হোপ ক্রিসমাসের ওপরে আমাদের বিশেষ ঝামেলা ছিল। হোপের ভিডিও কোম্পানীর পক্ষে যিনি প্রয়োজক ছিলেন তিনি মারা গেছেন, আমাদের থেকে তিনি বেশ কদর্য আচরণ পেয়েছিলেন এবং ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে শুধুমাত্র সরকারই বব হোপ ক্রিসমাস স্পেশাল ব্যবহার করার জন্য সীমিত অধিকার পেয়েছে, যদিও এটি ভিয়েতনামে সেনাবাহিনীর বেসামরিক সরকারি ব্যয়ে উত্পাদিত হয়েছিল। সরকারের সঙ্গে তাদের প্রাথমিক চুক্তিপত্রগুলি আমি খুঁজে পাইনি, তাই আমি ভিডিওটি সরিয়ে দিয়েছিলাম।

যেহেতু আমি ২০০৭ সালে চ্যানেলটি তৈরি করেছিলাম, তাই ফেডব্লিঙ্ক দেখে মানুষজন মোট ২০৭,০৬৬,০২১ মিনিট সময় ব্যয় করেছে। যেটি ৩৯৪ বছর দেখার সময়, ভিডিওগুলির জন্য খারাপ নয় যা পূর্বে পর্বতগুহায় ধুলো জমিয়ে বসে থাকত।

## কোড স্বরাজের উপর নোট

### আমার চোখে জল

ডিসেম্বরে আমার কপিরাইট স্কুলে ফিরে যাওয়াটা একটি বিস্ময়কর ঘটনা ছিল, এবারে চার্লস গগেনহেম দ্বারা উত্পাদিত একটি চলচ্চিত্রের উপর আনুষ্ঠানিকভাবে সরানোর বিজ্ঞপ্তি, চলচ্চিত্রটি "আইল্যান্ড অফ হোপ, টিয়ার্স অফ আইল্যান্ড" নামে পরিচিত। এই এলিস দ্বীপপুঞ্জের সুন্দর গল্প এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন জিন হ্যাকম্যান দ্বারা বর্ণিত এবং ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিস দ্বারা প্রদর্শিত হচ্ছিল। ২০০৮ সালে জাতীয় প্রযুক্তিগত তথ্য পরিষেবা আমাকে ডিজিটাইজ করার জন্য একটি ভিডিও টেপ পাঠানোর পরে অনলাইন ভিডিওটি রেখে দিয়েছিলাম এবং এটি ৮০,০০০ এরও বেশি মতামত পেয়েছিল। ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিসের এমনকি এই চলচ্চিত্রটির বিষয়ে একটি পৃষ্ঠা ছিল এবং আমি ইন্টারনেট আর্কাইভে থাকা অনুলিপিটিকে নির্দেশ করেছিলাম, শিক্ষকদের তাদের ক্লাসগুলিতে এটি ব্যবহার করার জন্য উত্সাহিত করেছিলাম।

সরানোর বিজ্ঞপ্তিটি এসেছিলো ওয়াশিংটনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির থেকে, যিনি ছিলেন একজন প্রযোজকের কন্যা এবং তার বাবা মারা যাওয়ার পর তিনিই কোম্পানি পরিচালনা ছিলেন। তিনি অনড় ছিলেন এই যুক্তিতে যে আমরা একটি নিম্নমানের অনুলিপি অনলাইনে দেখিয়ে কাজটিকে কলুষিত করছিলাম, এর মানে এটা শুধুমাত্র ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিস দ্বারা পরিচালিত থিয়েটারে দেখানো যাবে এবং তিনি আমাকে অভিযুক্ত করেছিলেন এই বলে যে আমি নাকি ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিসের পকেট থেকে টাকা নিয়েছি এটাকে বিনামূল্যে অনলাইনে স্থাপন করে।

আমি সতর্কভাবে বন্ধ ক্রেডিটগুলি দেখলাম, যাতে বলা ছিল এটা উত্পাদিত এবং পরিচালিত হয়েছিল গগেনহেম কর্তৃক এবং জাতীয় উদ্যান পরিষেবা দ্বারা "উপস্থাপিত" হয়েছিল। আমি আমার কপিরাইট স্কুল সম্পন্ন করেছি এবং ইউটিউব ও ইন্টারনেট আর্কাইভ উভয় জায়গা থেকেই ভিডিওটি সরানো হয়েছে জনসাধারণ যাতে দেখতে না পায় এবং যে কোন ভুল বোঝাবুঝির জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু, আমি বিশ্বাস হয়ে উঠেছিলাম।

আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে গগেনহেম প্রোডাকশন এই ভিডিওটি আমাজনে বিক্রি করছে, তাই আমি নিজে একটি অনুলিপির জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম, তারপর জাতীয় আর্কাইভে ডেভিড ফেরেরোকে একটি নোট পাঠালাম এবং স্পষ্টতই এটি তিনি তার গতি ছবি বিভাগে প্রেরণ করেছিলেন কারণ প্রায় কয়েক সপ্তাহ পরে একজন সিনিয়র সংরক্ষণাগারিকের থেকে আমি একটি নোট পেয়েছিলাম। তিনি ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিসের সঙ্গে চুক্তির একটি অনুলিপি সংযুক্ত করেছিলেন যাতে স্পষ্টভাবে বলা ছিল যে এটি ভাড়া দেওয়া কাজ ছিল এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা "এই কাজে কোন স্বত্ত্ব রাখেননি। শুধু তাই নয় উত্পাদন সংস্থাটিকে করপোরেশনের তহবিল থেকে ৩২৫,০০০ ডলার অর্থ প্রদান করা হয়েছিল চলচ্চিত্রটি তৈরি করার জন্যে এবং যতটা আমি বলতে পারি, আমেরিকান এক্সপ্রেস থেকে একটি উপহারও পেয়েছিল চলচ্চিত্রটি তৈরিতে সহায়তা করার জন্য। বর্ণিত আয় পকেটে রাখতে তারা এটা অ্যামাজনেও বিক্রি করছিল আবার কপিরাইটও জারি করেছিল।

অন্য কথায়, তারা আমাকে সরানোর যে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছিল সেটা ছিল অকার্যকর এবং অসার, কোন কপিরাইটই ছিল না। ইউটিউব তাদের প্রাথমিক সরানোর বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ করার আগে, প্রয়োজকরা প্রতারণার শাস্তির নামে শপথ গ্রহণ করেছিল যে তারা হল চলচ্চিত্রের প্রকৃত মালিক। তারা শপথের নামে অঙ্গীকার করে বলেছিল যে তারা যদি মিথ্যা সরিয়ে ফেলার নোটিশ জমা দেয় তবে তাদের আইনি জরিমানা হতে পারে, এই বিষয়ে তারা সচেতন। প্রকৃতপক্ষে, আমি তাদের কপিরাইট লঙ্ঘন করছিলাম এটা দাবি করার জন্য তাদের পাঁচটি চেকবক্স চেক করতে হত যার প্রতিটিতে আইনি শপথ ছিল। সম্ভবত তারা শুধু বোকা বনে যাচ্ছিল, কিন্তু তারা আমাকে অপরাধী বলার মাধ্যমে অনেক সমস্যা তৈরি করে। আমি এটা সমাদর করতে পারিনি।

চুক্তিটি পাঠানোর পাশাপাশি, জাতীয় আর্কাইভ বলেছে তারা আমাকে একটি হাই-ডেফিনিশন ভিডিও ফাইল পাঠাবে। আমি ইউটিউব এবং ইন্টারনেট আর্কাইভ ভিডিও তৈরি করেছি আমাকে আবার লাইভে যেতে হল এবং আমাজন DVD সিঙ্গে নিয়ে গিয়ে এটাকে কেটে সরিয়ে তারপর পোস্ট করলাম। যখন জাতীয় আর্কাইভ থেকে ডিস্ক ড্রাইভ আসে, ২৮মিনিটের ভিডিওটি ১৬৩ গিগাবাইট ফাইলের মধ্যে ছিল, যতটা ভাল ভিডিও আপনি পেতে চাইছেন। আমি সেটাই পোস্ট করলাম। আমি ২৭৬টি স্থির ছবি তোলা জন্য অসঙ্কুচিত হাই-ডেফিনিশন ভিডিও ফাইলটি ব্যবহার করেছি যা আমি ফ্লিকারে কপিরাইট-মুক্ত স্টক ফুটেজ হিসাবে পোস্ট করেছি, যা জাতীয় আর্কাইভ কর্মীদের উপাদানগুলির একটি নতুন এবং মজার ব্যবহার হিসাবে প্রভাবিত করেছিল। আমি জাতীয় আর্কাইভের সাথে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, তারা বলেছে যে এই রেফারেন্স প্রিন্টগুলি আরও বেশি চলচ্চিত্র থেকে ডিজিটলাইজ করে আমাকে সরবরাহ করতে পারবে।

অনেকে মনে করেন কপিরাইট একটি সহজ এবং নির্দিষ্ট বিষয়, একটি বাইনারি প্রস্তাব যেখানে "মালিক" তাদের "সামগ্রী" ব্যবহার করে ভুল করে করে। মিথ্যে কপিরাইটের দাবিকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা আমাকে শিক্ষা দিয়েছে যে অনেকেই যা তাদের সামগ্রী নয় সেটাকে নিজেদের বলে দাবি করে এবং তাদের মালিকানা দাবি করার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ, যেটি সুবিবেচনার উপর নির্ভর করে, বিশেষত যেখানে প্রমাণ থাকে যে এটি একটি সরকারী কাজ।

### আকস্মিক কংগ্রেসীয় ভিডিও আর্কাইভ

আমি আসলে ফেডফ্লিক্স-এ ফিরে এসেছিলাম। আমার প্রাথমিক ভিডিও-এর আগ্রহ ছিল কংগ্রেসের শুনানির মধ্যে। যখন আমি জন পদেষ্টার জন্য কাজ করতাম, আমি সম্প্রচারিত মানের ভিডিওর সাথে সমস্ত কংগ্রেসের শুনানির জন্য অনলাইনে "আই-স্প্যান" নামে একটি পরিকল্পনা একত্রিত করার জন্য কয়েক বছর অতিবাহিত করেছি। আমি স্পিকার ন্যান্সি পেলোসিকে এই সংবাদটি দায়ের করে প্রতিবেদন পাঠালাম এবং কংগ্রেসীয় কর্মীদের সাথে বহু বৈঠক করেছিলাম।



## কোড স্বরাজের উপর নোট

২০১০ সালে, আমি কংগ্রেসে আসন্ন রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাথে কথা বললাম যাতে তারা আমাকে তাদের কংগ্রেসিয়াল ভিডিও অনলাইনে রাখতে সহায়তা করে। স্পিকার জন বোহেনার আমাকে অফিসে প্রথম দিনে একটি চিঠি পাঠালেন, যাতে আমাকে তাদের সম্পূর্ণ সংরক্ষণাগারটি অনলাইনে রাখার জন্য হাউস ওভারসাইট কমিটিকে সহায়তা করতে বলা হয়। শুনানি শেষ হওয়ার পরে অবিলম্বে সেই শুনানি এবং সেগুলির প্রতিলিপি পাঠানোর জন্য আমি তাদের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং তাদেরকে একাধিক স্থানে শুধুমাত্র উচ্চমানের ভিডিও পোস্ট করার জন্য নয় বরং শোনার জন্য বন্ধ হওয়া ক্যাপশন যোগ করতে শিখিয়েছি। এর অর্থ হল হাউসে প্রথম সকল বর্তমান শুনানির উচ্চমানের ফিড আমাদের ছিল।

হাউসের সঙ্গে আমার চুক্তি আমাকে হাউস ওভারসাইট কমিটির আর্কাইভ ব্যবহার করার অনুমতি দেয়, কিন্তু যখন আমি হাউস ব্রডকাস্ট স্টুডিওতে গিয়েছিলাম এবং তাদের সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেছিলাম তখন তারা আমাকে বলেছিল যে তারা আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আছে। আমি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছিলাম যে সম্ভবত আমি তথ্যগুলো অনুলিপি করতে পারব, কিন্তু তারা আমাকে বলেছিল যে এটি একটি পেশাদার বিন্যাসে আছে এবং আমি সম্ভবত এটা পরিচালনা করতে পারবনা। আমার কাছ থেকে কিছুটা হতাশা পেয়ে (এবং কমিটির চেয়ারম্যানের কাছ থেকে ফোন কল পেয়ে) তারা বলেছিল, আমি পড়তে পারছি কিনা তা দেখতে তারা আমাকে একটি টেস্ট ডিস্ক পাঠাবে। যখন এটি ভিডিওতে আসে, তখন আমি বোকার মত পড়ে যেতাম না বরং আমি তাদের ডিস্কগুলি পড়তে পারতাম!

এর পরে যা ঘটলো তা বেশ মজার ছিল। হাউস ব্রডকাস্ট আমাকে ফেডারেল এক্সপ্রেসের মাধ্যমে ৫০টি ব্লু-রে ডিভিডি ডিস্ক সহ একটি বাইন্ডার পাঠাল। আমি এটা খুললাম এবং দেখলাম এবং এটা নিশ্চিতভাবেই এমন দেখাচ্ছিল যে আমি হাউস ওভারসাইটের জন্য যে তথ্যগুলো চেয়েছিলাম তেমন নয় বরং বাইন্ডারে যা ছিল বলে মনে হল সেটা ৬০০ঘন্টা সম্প্রচার-মানের ভিডিও সহ সমস্ত কমিটির জন্য তথ্য।

আমি অবিলম্বে দৌড়ে গেলাম এবং ছটি ব্লু-রে রিডার কিনে আনলাম এবং সেগুলিকে আমার ম্যাক ডেস্কটপে আপলোড করলাম আর ডাটাগুলোকে কপি করলাম, একবারে ছটি ডিস্ক কপি করে রাতারাতি কুরিয়ার মারফৎ বাইন্ডারটি ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দিলাম। পরের দিন যে আমার যোগাযোগে ছিল তাকে ডাকলাম এবং ধন্যবাদ জানালাম আর মজা করা জানতে চাইলাম তাদের কাছে আরও কিছু আছে কিনা। "অবশ্যই, এইরকম জিনিস আমাদের প্রচুর আছে। আপনি কি অন্য আরও চান?" তাই তারা আমাকে আরেকটি বাইন্ডার পাঠালেন।

সারা গ্রীষ্মকাল ধরে তারা আমাকে ক্রমাগত আরও বাইন্ডার পাঠাতে থাকলেন। আমি সেগুলি কপি করি এবং ফেরত পাঠিয়ে দিই। যখন এগুলি সম্পন্ন হল তখন আমি ওয়াশিংটনে যাবার জন্যে একটি টিকিট কিনেছিলাম এবং তাদের জিজ্ঞাসা করলাম তাদের আরও কিছু আছে কিনা। তারা ডিভাইসের তাকগুলির পিছনে ডিস্ক ড্রাইভগুলি গাদা করে রেখেছিল, আমি ফেডেক্স স্টোর থেকে প্যাকিং টেপ এবং বাক্স কিনলাম এবং

রেইবার্ন বিল্ডিংয়ের বেসমেন্টে সেগুলি আনলাম এবং সেগুলিকে সব বহন করার জন্য প্যাক করে ফেললাম।

গ্রীষ্মের শেষে, আমার কাছে কংগ্রেসের শুনানির প্রায় ১৪,০০০ঘন্টা ভিডিও ছিল। আমি তখন এগিয়ে যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার জন্য স্পিকারের সাধারণ কোঁসুলি সাথে এক বৈঠকে নিজেকে হাজির করলাম। আমি আইনসভা ভবনের বেসমেন্টের সি-স্প্যান থেকে সরাসরি ২.৪ গিগাবাইট লাইন দিয়ে কংগ্রেসকে সংযুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং তারপরে ইন্টারনেট ২ব্যাকবোন পর্যন্ত। এটি ৪৮টি সমকালীন শুনানির মাধ্যমে সম্প্রচারিত মানের ভিডিওটিকে সারা দেশে লাইভস্ট্রিম করার অনুমতি দেবে, যা ইন্টারনেট আর্কাইভ, ইউটিউব, স্থানীয় সংবাদ স্টেশন এবং অন্যান্যদের কংগ্রেসের কার্যধারা প্রাপ্ত করার অনুমতি দেবে।

আমি এমনকি অন্যান্য উদ্দেশ্যে, ডেডিকেটেড হার্ডওয়্যার এনকোডার এবং ইথারনেট সুইচ-এর জন্যে ৪২,০০০ ডলার ব্যয় করেছি এবং তাদের সগুলিকে একটি র্যা কে দলবদ্ধ করে রেখেছিলাম এবং সেই সেটআপের ফটোগুলি আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম যে এর জন্যে সরকারের কোনও খরচ হবে না, হার্ডওয়্যার ইতিমধ্যেই বিদ্যমান ছিল, আমরা এই সমস্ত জিনিসগুলো ৯০ দিনের মধ্যে পেতে এবং চালাতে পারতাম। এটা শুরুর জন্যে প্রস্তুত ছিল।

আমরা মার্কিন আইনসভার বেসমেন্টের সঠিক অবস্থানটা জানতাম যেখানে আমরা হাউস ব্রডকাস্ট স্টুডিও থেকে ভিডিও ফিডগুলিতে আগত ফাইবারটি একসঙ্গে জুড়ব। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে আমাদের মিটিং ছিল এবং আমি তাদের কর্মীদের বলেছিলাম যে আমরা সেগুলিকে ২০১২ সালের জানুয়ারীর মধ্যে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের উদ্বোধনের সময় এবং তাদের কর্মকর্তার সুদৃঢ় নেতৃত্বের অধীনে অগ্রগতির একটি নতুন যুগকে চিহ্নিত করতে পারি। আমি তাদের বলেছিলাম তারা যদি আমেরিকার নিউজরুমে সরাসরি হাই-রেজোলিউশন ভিডিওটি জুড়ে দেয় তবে সেগুলি দেশের প্রতিটি স্থানীয় টিভি স্টেশনটিগুলিতে সুগঠনবিশিষ্ট হবে। আমি এটাকে একটা পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্ব বলেছি, এটাকে একটা জয়জয়কার পরিস্থিতি বলা যেতে পারে।

অফিসে থাকাকালীন, স্পিকারের কর্মীদের ব্যক্তি রেখে উল্লেখ করে যে হাউস ব্রডকাস্ট স্টুডিও আমাকে ভুল করে কংগ্রেসের সমস্ত কিছু পাঠিয়েছে। এটা তাদের কাছে বিস্ময়কর ঘটনা ছিল, কারণ তারা ভেবেছিল যে আমি একটা একক কমিটিতে কাজ করছি। আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে যেহেতু এই বিষয়ে আমাদের কোনও আনুষ্ঠানিক কার্য পরিচালনার চুক্তি ছিল না কারণ তথ্যগুলি সরকারী ও জনসাধারণের ডোমেইনের কাজ ছিল আর আমি এই তথ্যগুলো পোস্ট করলে সম্ভবত কোন ব্যক্তির কোনও আপত্তি থাকবে না। আমি তাদের জন্যে নির্মিত র্যা কেের আলোকচিত্রগুলো এবং সিস্টেম সম্পর্কে বিস্তারিত অনেক তালিকা এবং টেবিল রেখে এসেছিলাম।

এই ময়দান বেশ মজার জিনিস। কংগ্রেস লাইব্রেরীর ভার্জিনিয়াতে নির্মিত একটি বিস্তৃত (এবং ব্যয়বহুল) অডিও ভিডিও সুবিধা রয়েছে। সম্প্রচার স্টুডিওতে এবং

## কোড স্বরাজের উপর নোট

প্রশাসনিক আমলাতন্ত্রের প্রচুর কর্মচারী রয়েছে। লাইব্রেরীর কর্মীরা খুব দৃঢ়ভাবে অনুভব করে যে এগুলি সব তাদের কাজ এবং অবশেষে তারা এগুলো শেষ করতে যাচ্ছে অথবা তারা খুব ভালো করে শুরু করতে চলেছিল প্রকৃতপক্ষে একবার তারা যেটা শুরু করেছিল। যে কোন কারণে, এটা স্পষ্ট ছিল যে আমি এটা করি তারা সেটা চায়না।

তাই তারা আমাকে অবদমন করতে চাইছিল। কংগ্রেসম্যান লুংগেন, হাউস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কমিটির চেয়ারম্যান একটি আদেশ জারি করেছিলেন যে, আমার কাছে আর কোন ডাটা নেই। লাইব্রেরী সত্যিই মন্দের ভালো কম-ব্যান্ডউইথযুক্ত স্ট্রিমিং সমাধান স্থাপন করেছে এবং সম্পূর্ণ আর্কাইভটি সর্বজনীনভাবে উপলভ্য না করে ব্যাপক জ্বালা দিয়েছে। তারা আগে যা করছিল এর চেয়ে ভাল ছিল, যা কিছুই ছিল না, কিন্তু এটা বেশ মন্দ ছিল। আমি ব্যবসার বাইরে ছিলাম, একগুচ্ছ হার্ডওয়্যার নিয়ে আটকে পড়েছিলাম, যা ছয় বছর পরে স্থানীয় ডাম্প স্থানীয় ই-সাইক্লিং সুবিধা করে। কি বজ্যা।

হাউস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কমিটির জন্য আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাৎ করার সময় সবচেয়ে অতিপ্রাকৃত মুহূর্ত ছিল। তারা রেগেমেগে একটা পেপার বের করে বলল, একটা চুক্তি যা বলে আমি ইতিমধ্যেই প্রাপ্ত তথ্যটি ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু কমিটির ভিডিও প্রকাশ করার আগে আমার প্রতি কমিটির চেয়ারম্যানের অনুমতি থাকলে তবেই আমি এটা ব্যবহার করতে পারি। তারা আমাকে দিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করতে চেয়েছিল। আমি প্রত্যাখান করেছিলাম।

এখন আমার ১৪,০০০ ঘন্টার ভিডিও ইন্টারনেট আর্কাইভে রয়েছে এবং আমি ভিডিওগুলি দেখতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং ৬,৩৯০টি শুনানির জন্য মেটাডাটা খুঁজে পেয়েছিলাম। হাউসের সাথে আমার যে সমস্ত ই-মেইল এবং চিঠিপত্র আদানপ্রদান হয়েছিল সেগুলো আমি পোস্ট করেছিলাম, যার মধ্যে সেই অর্থহীন চুক্তিটিও ছিল যাতে আমি সই করিনি।

## আমাদের ওপর আদালত FBI কে ডাক

ভিডিওটি মজাদার ছিল, কিন্তু এটি আমার মূল লক্ষ্য ছিল না। ওটা ছিল আইন। এই আইনটিই আমাকে নাগরিক প্রতিরোধের গভীর গবেষণার দিকে পরিচালিত করেছিল। হার্ভার্ডের প্রফেসর ল্যারি লেসিগের সাথে কাজ করার সাথে সাথে আমি আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে শুরু করি, তখনই এক বিক্রেতার কাছ থেকে সমস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপিল আদালতে সমস্ত ব্যাকফাইল কিনতে হয় এবং ইন্টারনেটে পোস্ট করতে হয়। সংগ্রহটি কিনতে আমাদের ৬০০,০০০ ডলার খরচ হয়, কিন্তু কোনো খরচ ছাড়া ইন্টারনেটে এই মতামতগুলি এটাই প্রথমবারের মতো উপলব্ধ ছিল। এটা বেশ মূল্যবান ছিল।

মার্কিন আদালতে আমাদের আপিলের পর, আমি মার্কিন জেলা আদালতের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলাম, যা "PACER" (পাবলিক অ্যা্যাক্সেস টু কোর্ট ইলেকট্রনিক রেকর্ডস) নামে একটি ব্যবস্থা চালাতো, যা সংক্ষিপ্ত বিবরণী, মতামত, ডকেট এবং অন্যান্য উপকরণগুলির প্রাপ্তি সরবরাহ করত, কিন্তু প্রত্যেক পৃষ্ঠা পিছু আট সেন্ট খরচ

লাগত (এখন প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ সেন্ট পর্যন্ত)। এটি আমার সতাই খুব খারাপ লেগেছিল, তাই আমি এই নির্মম ব্যবস্থার আর্থিক ও প্রযুক্তিগত ক্রটিগুলির মাধ্যমে "PACER সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী"র একটি বিস্তৃত তালিকা সহ, PACER এর তথ্যগুলির পুনর্ব্যবহারের জন্য একটি ব্যবস্থা স্থাপন করেছি।

সালটা ছিল ২০০৮ এবং শীঘ্রই আমার ফোনটা বেজে উঠল। ফোনের ওপারে ছিলেন MIT-র স্টিভ স্নেত্জ এবং তার বন্ধু অ্যারন সোয়ার্জ, প্রকৃতির ফ্রিল্যান্স ফোর্স। অ্যারনের ১২ বছর বয়স থেকে, যখন সে ল্যারি লেসিংয়ের আশ্রিত ছিল, তখন থেকে আমি তাকে চিনতাম এবং শিল্প সংক্রান্ত সম্মেলন গুলোতে প্রায়ই আমাদের দেখা হত। আইআরএস-এর মতো বিভিন্ন বিষয়ে অ্যারন আর আমি একসঙ্গে কাজ করেছি এবং অ্যারন আমার প্রাক্তন স্ত্রী রেবেকা মালামুদের সাথেও ইন্টারনেট আর্কাইভের জন্য ওপেন লাইব্রেরী সিস্টেম খোলার জন্য একসাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন।

অ্যারন আমার প্রায়শই FAQ পছন্দ করেছে এবং স্কেলে পুনর্ব্যবহার শুরু করতে লাইব্রেরী সিস্টেম ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্টিভ একটি সহজ PACER ক্রলার লিখেছিলেন এবং অ্যারন সেটা প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। "সাধারণ" লোকেরা আদৌ PACER ব্যবহার করতে চান কিনা তা দেখতে আদালতগুলি দেশের প্রায় ২০ টি লাইব্রেরীতে পরীক্ষামূলক পরিষেবা স্থাপন করেছিল। সম্মেলনের কর্মকর্তাদের ওপর চাপ বাড়ানোর জন্য এটি একটি পদ্ধতি ছিল, যারা জানতে চেয়েছিলেন কেন তারা PACER সম্পর্কে বিভিন্ন জিজ্ঞাস্য নিয়ে জনগণের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে চলেছেন। কোর্ট ভেবেছিল একটি ২ বছরের পাইলট তদন্ত এটা বন্ধ করার একটি সহজ উপায় হতে পারে।

অ্যারন স্টিভের কোড গ্রহণ করেছেন এবং আরো বড় একটি ক্রলার লিখেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে লাইব্রেরী সিস্টেমে অ্যাক্সেসের জন্য প্রমাণীকরণটি "কুকি" ভিত্তিক ছিল, যার অর্থ হল লাইব্রেরিয়ান সপ্তাহের শুরুর দিকে একবার টার্মিনালে লগ ইন করবেন এবং তারপরে যে কেউ সারা সপ্তাহে বসতে পারেন এবং PACER ব্যবহার করতে পারেন। আমি এখনো নিশ্চিত নই যে অ্যারন এখানে কী করেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয় তিনি সপ্তাহে একবার সাক্রামেন্টো লাইব্রেরীতে একজন বন্ধুকে পাঠাতেন এবং কুকিকে অনুলিপি করতেন এবং তার কাছে মেল মারফত পাঠিয়ে দিতেন। যখন তিনি একটি সপ্তাহের জন্য ভাল কুকি পেতেন, তখন সিস্টেমটিকে ক্রল করতে এটি ব্যবহার করতে সক্ষম হতেন।

কয়েক মাস পরে, আমি অ্যারনের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম, যেখানে তিনি জানিয়েছেন, তার কাছে কিছু তথ্য আছে, সে কি আমার সার্ভারে লগইন করতে পারে। আমি সাধারণত এটি করি না, এমনকি আমার সিস্টেমে কাউকে গেস্ট অ্যাকাউন্টও দিইনি, কিন্তু অ্যারন বিশেষ কেউ ছিলেন, তাই আমি তাকে একটি অ্যাকাউন্ট দিয়েছিলাম এবং এটি সম্পর্কে তেমন কিছু মনে করি নি। তারপর মাসখানেক বা তারও কিছুদিন পরে আমরা খেয়াল করি যে, তিনি ৯০০ গিগাবাইটের বেশি তথ্য আপলোড করেছেন। প্রচুর তথ্য ছিল। কিন্তু, তিনি একটি প্রতিভাবান মানুষ ছিলেন, তাই আমি

## কোড স্বরাজের উপর নোট

খুব একটা বিস্মিত হই নি। আমি এর ওপর একটি নোট তৈরি করলাম এবং আমি আর দ্বিতীয়াবার ভাবিনি কারণ আমাদের ডিস্কে প্রচুর জায়গা ছিল।

তারপর ফোনটা বেজে উঠল। অ্য়ারন লাইনে ছিল। সরকার হঠাৎ পরীক্ষামূলক লাইব্রেরী সিস্টেম বন্ধ করে দিয়েছে এবং একটি নোটিশ জারি করে বলেছে যে তারা আক্রমণের শিকার হয়েছে এবং এফবিআইকে ডেকেছে। তারা পুরো ২০টি লাইব্রেরী ট্রায়াল বন্ধ করে দিয়েছে। তারা হ্যাক করা সংক্রান্ত কথাবার্তা বলছে। এটা বেশ গুরুতর অবস্থা ছিল।

---

তারপর দুটি জিনিস ঘটেছে। প্রথমত, আমি একজন আইনজীবী নিলাম এবং অ্য়ারনকে একজন আইনজীবী নিতে বললাম। আমরা যা প্রকাশ করেছি তার দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলেও এটা আমার দৃঢ় মতামত যে আমরা অন্যান্য কিছুই করিনি। আমরা কোন চুক্তি বা পরিষেবার শর্তাবলী লঙ্ঘন করেনি। অবশ্যই, আদালতে কেউ পাবলিক টার্মিনালের কাছ থেকে ৯০০ গিগাবাইটের তথ্য সংগ্রহ করার আশা করছিল না, কিন্তু আমি FBI কে বলেছিলাম, "এটা একজন আমলাকে অবাধ করার মতো কোনো অপরাধ নয়।" এগুলি জনসাধারণের তথ্য ছিল এবং আমরা এগুলি পেয়েছিলাম জনসাধারণের জন্য প্রাপ্ত পরিষেবা থেকে। আমরা স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট ছিলাম।

দ্বিতীয় যে ঘটনাটি ঘটেছে তা হল, গোপনীয়তার লঙ্ঘনকারী তথ্যগুলিকে খুঁজে বের করে আমি একদম মুছে ফেলতে শুরু করেছি। বিভিন্ন ব্যক্তিগত তথ্য যেমন, সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর, ছোটো শিশুদের নাম, গোপন তথ্যদাতাদের নাম, আইনী অফিসারের বাড়ির ঠিকানা, চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যক্তিগত তথ্যাদি সহ যে ব্যক্তিগত বিবৃতি, কোর্টের নিয়ম অনুযায়ী যা প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়, তেমন হাজার হাজার কাগজপত্র বাইরে পাওয়া যায়।

এই কাজটা করতে আমাকে দু'মাস সময় লেগেছিল। অডিটের ফলাফল লিখিত হল এবং সিলমোহর লাগানো চিঠি জেলা আদালতের ৩২ প্রধান বিচারকের কাছে পাঠানো হল। তারা প্রাথমিকভাবে অডিটকে উপেক্ষা করলেন। কিন্তু, আমি তাদের ধারাবাহিকভাবে সব পাঠিয়েছি এবং তৃতীয়বারের বেলায় আমি নোটিশের ওপরে লাল কালিতে বড় হরফে "তৃতীয় এবং শেষ নোটিশ" সিলমোহর লাগিয়ে পাঠিয়েছিলাম। এই চিঠিতে মার্কিন জেলা আদালতের প্রধান বিচারপতির কাছে খানিকটা ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিলাম, কিন্তু যাই হোক এটি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে।

মার্কিন সেনেটও নোটিশ গ্রহণ করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিচারবাহাগীয় সম্মেলনে জোরালোভাবে একটি চিঠি পাঠান। আদালত তাদের গোপনীয়তা অনুশীলনগুলিতে কয়েকটি ছোট পরিবর্তন করে এবং কয়েকজন বিচারক তাদের দিক থেকে গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি গ্রহণ করতে শুরু করেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা কোথাও যাই নি। বিনামূল্যে এক্সেস পাইলট বাতিল করা হয়েছে। আদালত তাদের হারকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

এফবিআই অ্য়ারনের ঘরে ঢুকলেন এবং জেরার জন্য তাকে নিচে নামিয়ে আনার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। এফবিআই আদালতকে বলেছিল আমরা ভুল কিছুই করিনি। তারপরে, নিউইয়র্ক টাইমস ঘটনাটি লেখার পর, আদালত আবার এফবিআইকে ডেকেছিল এবং তাদেরকে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতে বলেছিল। কিন্তু আবারও সেখানে কিছুই দেখতে পেলেন না এবং এফবিআই আদালতকে নিজের মতো চলতে বললেন।

---

আমি যখন মন দিয়ে নাগরিক প্রতিরোধের ওপর পড়াশোনা শুরু করছি, এটা তখনকার ঘটনা। আমি জানতাম যে আমরা গান্ধী ও কিং এর মত বিপদের সম্মুখীন হব না। কোন আইনি কর্মকর্তা ও তদন্তকারি কমিটির সদস্যদের দ্বারা আমরা শারীরিক ক্ষতি হুমকির সম্মুখীন হই নি। আইনের শাস্ত্রের প্রাপ্তি সামাজিক ন্যায়বিচারের লড়াইয়ের চেয়ে অনেক বড় পার্থিব সমস্যা। এটি একটি সমস্ত মানুষের মুক্তির মত ব্যাপার নয়।

কিন্তু, আমাদের কাজটি ছিল কীভাবে সিস্টেম কাজ করে তা পরিবর্তন করার একটি প্রচেষ্টা এবং আমি জানতাম আমাদের আগে যারা এই কাজ করেছেন, তাদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। কিভাবে পরিবর্তন করলে তা আরো কার্যকরী হবে তা জানতে আমি ছিলাম। দেওয়ালের গায়ে শুধুমাত্র মাথা ঠুকে বা হাওয়াকলের পালা বদলে কোনো পরিবর্তন হয় না। অতীতে কীভাবে এটি করা হয়েছিল তা সম্পর্কে আরও জানতে চেয়েছিলাম, যাতে ভবিষ্যতে পরিবর্তন আনার জন্য বর্তমানের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আমরা পদক্ষেপ নিতে পারি।

২০১১ সাল নাগাদ এই গবেষণায় আরও তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেল। আমি আর আইনি কেস করছিলাম না এবং আইনের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত স্ট্যান্ডার্ডের ওপর মনোনিবেশ করতে শুরু করলাম। ব্যক্তিগত পক্ষগুলি, যারা এই ধারার মালিকানাধীন বলে নিজেদের মনে করে, মিলিয়ন ডলারের বেতন দখল করে, তারা স্পষ্টভাবে কঠিন এক যুদ্ধ করতে চলেছিল। আমার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়নি, কিন্তু আমি জানতাম যে এই অলাভজনক স্ট্যান্ডার্ড সংস্কার কিছু অংশের ভিতরে আমার বিরুদ্ধে বিরাট একটা ক্ষোভ ছিল এবং তারা যেকোনো খরচের বিনিময়ে লড়াইয়ের রাস্তা তৈরি করছিল।

কিছু অন্য ঘটনা ঘটেছে। অ্য়ারন গ্রেফতার হয়েছেন। তিনি JSTOR নামক একটি সিস্টেম থেকে প্রচুর সংখ্যক পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধ ডাউনলোড করেছিলেন। এমআইটি থেকে তিনি এই কাজটি করেছেন, যেখানে তিনি বিশেষ অতিথি ছিলেন এবং MIT এধরনের অকালপক্ক ছাত্রদের ঘটনায় সাধারণত পুলিশকে না ডেকে তাদেরকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ডাকে, কিন্তু অ্য়ারনের ক্ষেত্রে তারা পুলিশকেই ডেকেছে। আমি আমার বন্ধু জেফ শিলারকে ফোন করেছিলাম, যিনি MIT নেটওয়ার্ক চালাতেন এবং তিনি আমাকে ঠিক এটাই বলেছিলেন। এটি শুধুমাত্র তার অধীনে ছিল না, নতুন কেউ কাজকর্ম পরিচালনা করছিলেন এবং একবার পুলিশকে ডাকা হয়ে গেলে আর ফিরিয়ে দেবার সুযোগ থাকে না। যা একবার হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে।

## কোড স্বরাজের উপর নোট

পুলিশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ্যার্টিকেলকে এটা হস্তান্তর করেছিল, যিনি এই মামলার উদাহরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং ১৩টি গুরুতর অপরাধে অ্যারনকে অভিযুক্ত করেছিলেন। এই অভিযোগের পরিণতি ছিল বিশাল জরিমানা এবং কয়েক দশকের জেলজীবন। আমার মনে হয়, অ্যারনের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় ছিল এটা যে, তিনি একজন গুরুতর অপরাধী এবং ভোট দেওয়ার অধিকার হারিয়েছেন। তথাকথিত হ্যাকারের জন্য একটি মুক্তির পরবর্তী সাধারণ শর্তটি হল যে, আপনি আর কোনও কম্পিউটার বা ইন্টারনেট স্পর্শ করতে পারবেন না, তার মতো কারোর কাছে এ এক ভয়াবহ শর্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ্যার্টিকেল এই সব ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাধ্য এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল এবং অ্যারনের অ্যার্টিকেলকে বলেছিলেন কারাগারে পাঠানোর দরখাস্তের সাথে কোনও সমঝোতা করা হবে না।

অ্যারন কেবলমাত্র প্রচুর সংখ্যক নিবন্ধ ডাউনলোড করেছিলেন। নিবন্ধ ডাউনলোড করার অনুমতি JSTOR পরিষেবা স্বীকৃত। ক্যাম্পাস-ওয়াইড পরিষেবার অংশ হিসাবে যে কোনও ছাত্রকে JSTOR জার্নাল নিবন্ধ পড়তে দেওয়া হয়েছিল। সমস্যাটা হল যে অ্যারন খুব দ্রুত পড়েছিলেন। এটি এখনও আমাকে বিরক্ত করে যে, এটাকে একটা অপরাধ হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে।

অ্যারন এই নিবন্ধগুলি প্রকাশ করেন নি, যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যার্টিকেল জেনারেলের এই বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন যে এই ঘটনাটি আসলে কী ঘটতে চলেছিল। কিন্তু আমি এতে বিশ্বাসী ছিলাম না। যখন অ্যারন PACER ডব্লু ডাউনলোড করেন, তখন তিনি তার কাছ থেকে সরিয়ে ফেলে এবং প্রকাশ করার জন্য আমাকে সেটা হস্তান্তর করে দেন। তিনি সার্ভার চালাতেন না, তিনি আমার মত মানুষের ওপর ভরসা করতেন। তিনি JSTOR ডাটা প্রকাশের কোন পদক্ষেপ নেননি।

সম্ভবত তিনি পরবর্তীতে এই নিবন্ধগুলি প্রকাশ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তার কোনরূপ প্রমাণ ছিল না এবং তিনি অবশ্যই আমি বা নেটমারফং আমার মতো অন্য অনেক বন্ধুদের মধ্যে কোনো একজনের সাথে কথা না বলে এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করতেন না।

তিনি এর আগে ওয়েস্ট থেকে বিপুল সংখ্যক আইনি জার্নাল নিবন্ধ ডাউনলোড করেছেন এবং তিনি সেগুলো প্রকাশ করেন নি। পরিবর্তে, তিনি নিবন্ধগুলির উপর একটি বড় ডেটা বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেমিনারে গবেষণা পত্র হিসেবে সহ-নিবন্ধিত করেছেন, দেখিয়েছেন যে কীভাবে আইনের অধ্যাপকরা প্রায়শই কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষার্থে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের পক্ষে লেখার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে অনুদান পেয়েছেন, যেমন দূষণের আইনি দায় ইত্যাদি এবং এই নিবন্ধগুলিকে আদালতে মামলার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়েছে।

অ্যারন আমাদের উভয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্লে জনসনকে বলেছিলেন যে, তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের গবেষণায় দুর্নীতি প্রমাণের জন্য JSTOR নিবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করতে যাচ্ছেন। অ্যারনের গ্রেফতার হওয়ার পর ক্লে কে যা বলেছিলেন, ক্লে এতগুলো বছর পরে কথোপকথনটি যতটুকু মনে রাখতে পেরেছেন, সেই অনুযায়ী "একদম, ডেটা

মুক্ত হওয়া উচিত, তবে আমি জলবায়ু পরিবর্তনের নিবন্ধগুলির ওপর আর্থিক তহরুপ এর ওপর একটা বিশ্লেষণ করতে চাইছি" এটা অ্য়ারন এর মতই শোনাচ্ছে।

অ্য়ারনের গ্লেফতার আমাকে প্রযুক্তিগত স্ট্যান্ডার্ডের বিষয়ে গভীর মগ্নতার দিকে ঠেলে দেয়, আমি ভাল ঘুমাতে পারছিলাম না এবং আমি অসংখ্য রাতজেগে শুধু পড়তে থাকতাম। ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে যখন অ্য়ারন আত্মহত্যা করলো, তখন সমগ্র ইন্টারনেট দুঃখ প্রকাশ করেছিল, বিশেষত আমাদের মধ্যে যারা তাঁর সাথে কাজ করার বিশেষ সুযোগ এবং সম্মান পেয়েছিলেন। আমি এখনও শোকাহত হয়ে আছি।

## হিন্দ স্বরাজ

হিন্দ স্বরাজ নামে বইটি ১৯০৯ সালে গান্ধী লিখেছিলেন। তিনি লন্ডন থেকে নৌকায় ফিরে আসছিলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় আরও বেশি গুরুতর কাজ করতে চাইছিলেন, তার সত্যাগ্রহ প্রচার অভিযানটিকে মহৎ কষ্ট ও ত্যাগের বিনিময়ে এক সফল পরিণামে পরিণত করতে চাইছিলেন। আমার মনে হয়, গান্ধী যা বিশ্বাস যা কিছু করতেন তা সরাসরি পেতে চাইতেন। এসএস কিডোনান প্রাসাদে ৯ দিন ধরে গান্ধী একাগ্রভাবে লিখে গেলেন। যখন তার ডান হাত কাঁপতে লাগল, তখন তিনি তাঁর বাম হাত দিয়ে লিখতে থাকলেন। বইটি প্রকাশ করার সময় তিনি প্রচ্ছদে বড় বড় হরফে লিখে দিলেন "কোনো অধিকারই সংরক্ষিত নয়"।

বইটি এক আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন বই। গান্ধীর অনেক ভাবনা ছিল, যার মধ্যে কয়েকটি তার বন্ধুদের বোধগম্য ছিল, বাকিগুলি তা নয়। নেহরু এবং ঠাকুর কখনোই তাঁর বই পছন্দ করেন নি। বইয়ে এমন কিছু ধারণা আছে যেগুলিকে আজ আমার এক উন্মাদনা বলে মনে হচ্ছে, যেমন "হাসপাতালগুলি হল পাপ প্রচারের সংস্থা", কিন্তু এমন এক কঠোর বক্তব্যের পরেও একজনকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে বাপুর কিছু বক্তব্য ছিল। আপনি বইয়ের সব শব্দের সাথে একমত না হলেও এটি ভারত এবং ভারতীয়দের মুখোমুখি সমস্যাগুলির একটি গুরুতর বাধ্যতামূলক সূচি উপস্থাপন করে এবং সেই সমস্যাগুলি মোকাবিলা করার একটি বাধ্যতামূলক তত্ত্ব উপস্থাপন করে।

গান্ধী একটি উত্তর দিলেন। সম্ভবত এই সঠিক উত্তর ছিল না, তবে এটা অবশ্যই একমাত্র উত্তর ছিল না। কিন্তু এটি একটি সুসংগত উত্তর ছিল এবং এটি সম্ভবত বিশ্বের প্রথম মৌলিক পরিবর্তন কার্যকরী করার ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি। তিনি পরিবর্তন কিভাবে ঘটাতে হবে সেই প্রসঙ্গে বারবার বলেছেন এবং তাঁর ১০০টি খন্ডের সংগ্রহ তাঁর অসাধারণ ভাবনা এবং রচনাশৈলি প্রকাশ করে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে মুদ্রণতুল্য শক্তিশালী বার্তাবাহক হিন্দ স্বরাজ সবসময় আমার বইয়ের তাকে থাকে। এটি প্রমাণ করে যে একটি প্যাম্ফলেটের শক্তি কি হতে পারে এবং সেজন্য প্রত্যেকের কাছেই এই ভাবনা প্রচারের জন্য প্রিন্টার থাকা উচিত।

যেদিন থেকে আমি প্রথম হিন্দ স্বরাজ পড়েছি, "কোড স্বরাজ" এর শব্দগুলি আমার মাথার চারদিকে ঘুরছে। ভারতীয় স্ব-শাসন এবং হিন্দ স্বরাজের ভাবনা - দুটিই খুব দৃঢ়



## কোড স্বরাজের উপর নোট

এবং বড় লক্ষ্য। বেশ খানিকটা অনুপ্রেরণাদায়ক তবে অর্জনযোগ্যও বটে। খানিকটা বাস্তব। খানিকটা কংক্রিট। এটি স্বাধীনতার লড়াইয়ের অন্যতম প্রধান প্রতীক। শব্দের গুরুত্ব রয়েছে আর "হিন্দ স্বরাজ" শব্দটি যারা একবার শুনেছেন তাদের কাছে তাত্ক্ষণিকভাবে এর এক অর্থ আছে। কোনো এক মহৎ সাধারণ লক্ষ্যের প্রতীক হয়ে ওঠে শব্দ।

গান্ধী আমাদের কাছে অন্যান্য ভাবনারও পরিচয় রেখেছিলেন। সত্যগ্রহ এক সংগ্রাম, তবে সমস্ত ভালো কিছুই বিরুদ্ধে যেন তেনপ্রকারে নিরর্থক সংগ্রাম নয়। সত্যগ্রহ সংগ্রাম এমন নির্দিষ্ট এক ধরনের সংগ্রাম, যার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে, যেমন নির্দিষ্ট বিধানের প্রতিবাদে লবণ তৈরি করা।

একটি সত্যগ্রহের জন্য গভীর প্রস্তুতি প্রয়োজন, বিষয়টি সম্পর্কে জনসাধারণের নিজেদেরকে শিক্ষিত করা আবশ্যিক। একটি সত্যগ্রহের জন্য নীতি প্রয়োজন: গান্ধী সমুদ্রের দিকে যাত্রা করার আগে, তিনি তাঁর অভিপ্রায়ের কথা ভাইসরয়কে জানিয়েছিলেন। একটি সত্যগ্রহ অবশ্যই লক্ষ্যভেদী থাকতে হবে: প্রথম লক্ষ্য অর্জনের পরে, একে কেউ আর প্রসারিত করে না। একটায় বিজয় ঘোষণা করেই তারা অন্য কিছুই দিকে চলে যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, সত্যগ্রহ প্রচার স্বরাজের মতো বৃহৎ লক্ষ্যের প্রতি হওয়া উচিত।

এই শিক্ষাগুলি গান্ধীর কাছ থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারতে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এই শিক্ষাগুলি গান্ধীর থেকেই ম্যান্ডেলা, কেনিয়াটা ও নক্রুমাহ সহ সমস্ত আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এই শিক্ষাগুলি গান্ধীর থেকেই কিং এর মধ্যে এবং আমেরিকায় জাতিগত ন্যায়বিচারের লড়াইয়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এই শিক্ষাগুলিই বিশ্বের পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

### একটি প্রতীক এবং লক্ষ্য হিসাবে কোড স্বরাজ

আমার কাছে স্বরাজ কোড মানে আমাদের বিধির খাতা সবসময় খোলা থাকা উচিত। ইন্টারনেট বিশ্বকে পরিবর্তিত করেছে এবং এটি ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ও ওপেন প্রোটোকলগুলির মাধ্যমে বিশ্বের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সবাই জানেন যে যখন তারা প্রোটোকলের চশমা, যা সবার পড়ার জন্য উপলব্ধ তা দিয়ে পড়েন তখন কেমন সময় লাগে, যখন ইন্টারনেট কাজ করে।

ইন্টারনেট কোনো জ্ঞাত পরিণাম ছিল না। আমি যখন ১৯৮০ এর দশকে ইন্টারনেটে কাজ শুরু করি, তখন বেশ কয়েকটি নেটওয়ার্ক ছিল। এদের একটিকে গড়ে তোলা হয়েছে আন্তর্জাতিক মাননির্ধারক প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বের অধীনে এবং বড় কর্পোরেট ও সরকারী খেলোয়াড়দের সহায়তার জোরে। একে ওপেন সিস্টেম ইন্টারকানেকশন (OSI) বলা হত এবং তারা যে মডেলটি গ্রহণ করেছিল তা আমরা এখনও স্ট্যান্ডার্ড বডিকে ব্যবহার করতে দেখতে পাচ্ছি। প্রোটোকলের বৈশিষ্ট্যগুলিকে একটি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল এবং এর ফলস্বরূপ

নথিগুলি ক্রয়মূল্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল এবং কোনও ব্যক্তিগত পক্ষের লাইসেন্স ছাড়াই মুক্তভাবে অনুলিপি করা যেত না।

আমি সেই সময় কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বিষয়ে পেশাদার সহকারী বই লিখেছিলাম এবং সেজন্য আমায় অনেকগুলি "OSI" নথিপত্রগুলি কিনতে হয়েছিল। আমি কম্পিউটার ট্রেড ম্যাগাজিনের জন্য কলাম লিখতাম এবং আমার বেশিরভাগ কলামগুলি স্ট্যান্ডার্ডের উচ্চ মূল্য এবং বন্ধ প্রক্রিয়া কীভাবে নতুন প্রযুক্তির ক্ষমতাকে হত্যা করছে, তার ওপর ছিল।

এদিকে, হঠাৎ করেই ইঞ্জিনিয়ারদের একটি ইন্টারনেট ইঞ্জিনিয়ারিং টাস্ক ফোর্স (ITEF) গঠিত হয়। গ্রুপটি ছিল স্ব-সংগঠিত এবং সমস্ত প্রোটোকলগুলি ছিল মুক্ত এবং অবাধে উপলব্ধ। আরো গুরুত্বপূর্ণ, এটি "কার্য কোড" এর নীতির উপর ভিত্তি করে ছিল। এর অর্থ হল আপনি কোনও ইন্টারনেট অপারেশনের কিছু দিককে স্ট্যান্ডার্ড বানানোর জন্য, কোনো প্রস্তাব প্রয়োগ করে বাস্তবায়িত না করা অবধি, আপনি একটি কমিটির সভাতে তা পেশ করতে পারবেন না, যেমন ইমেল হেডারগুলির ফর্ম্যাট। ইন্টারনেট প্রোটোকলগুলি প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী এমন বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল, যেখানে ওএসআই কর্পোরেট এজেন্ডাগুলির উপর ভিত্তি করে ছিল।

ইন্টারনেট প্রোটোকল স্যুটগুলিতে আমার অবদান ছিল খুব কম, কিন্তু আমি ITEF -তে অনেক সময় কাটিয়েছি এবং প্রশাসনিক বিষয়ে কাজ শেষ করেছিলাম। আমি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এবং অন্যান্য সংস্থার সরকারি পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে সংস্থাটির চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণকে সংগঠিত করে এমন একটি গোষ্ঠীর অংশ ছিলাম, যারা এখনও ইন্টারনেট আর্কিটেকচার বোর্ডের মতো আমাদের সুপারভাইজারী সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রশাসনিক মডেলের উল্টো দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমরা মূল নীতিগুলোর দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলাম, যেমন সভাতে যোগ দেওয়া লোকেরা তাদের নিজস্ব মতামত প্রকাশ করছে, তাদের নিয়োগকর্তাদের নয়। কেউ অংশগ্রহণ করতে পারেন, কোনো আবেদন বা সদস্যপদ এর ব্যাপার ছিল না। আমি এখনও আমার সহকর্মী মার্শাল টির সঙ্গে ITEF ডাটাবেস তৈরির জন্য, বর্তমানেও ব্যবহৃত স্ট্যান্ডার্ডের সম্পাদকীয় ভাষাতে, পর্যাণ্ড নথিপত্র সংগ্রহের পিছনে যথেষ্ট সময় ব্যয় করছি।

ইন্টারনেট ওএসআইয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়লাভ করেছে। আমরা দেখছি যখনই আপাতভাবে কোনো অবাধ্য সমস্যা সমাধানের অযোগ্য হয়ে ওঠে, তখনই আমাদের ওপেন নেটওয়ার্কটি কিছু না কিছু সমাধান খুঁজে বের করে, আর এলোপাথাড়ি কোনো একজন স্নাতক ছাত্র কিছু ভালো উপায় নিয়ে হাজির হয়ে যায়। ইন্টারনেট আমাদের সবচেয়ে সাহসী স্বপ্নেরও বাইরে চলে গেছে, কিন্তু আমাদের কৃতিত্বের জন্যই আমরা সেই প্রগতির পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ানোর জন্য কষ্ট সহ্য করেছি। ওএসআই দলটি সেই শিক্ষাটি গ্রহণ করেনি এবং তারা এখন ইতিহাসের একটি পাদটীকা পরিণত হয়েছে।

---

## কোড স্বরাজের উপর নোট

কোড স্বরাজ ইন্টারনেটের জন্য বাস্তবায়িত হয়েছে, যদিও আমরা এখন ক্রমবর্ধমান দেওয়ালঘেরা বাগানের সম্মুখীন হচ্ছি। আপনি যদি লিনাক্স ব্যবহার করেন, তবে আপনি দেখতে পাবেন আপনার কম্পিউটারটি কীভাবে তা পরিচালনা করে কিন্তু আপনি আপনার আইফোনের সোর্স কোডটি দেখতে পারবেন না। নেটের জন্য প্রোটোকলের চশমা খোলা আছে, কিন্তু ক্রমবর্ধমানভাবে, পরিষেবাগুলি বৃহৎ কেন্দ্রীভূত ক্লাউড পরিষেবাদের দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে। আমরা ধারাবাহিকভাবে নেটের নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি, যদিও ইন্টারনেটের বেশিরভাগই মুক্ত থাকছে, এভাবেই এটা রাখার জন্য আমাদের লড়াই চালাতে হবে। তথাপি, জাল সংবাদ, আপত্তিকর বট এবং নেটকে বিচ্ছিন্ন এবং বন্ধ করার প্রচেষ্টা সহ এমন অনেকগুলি উপসর্গ নিয়ে ইন্টারনেট আজ অনেক বেশি আক্রমণের মুখোমুখি।

আমাদের অবশ্যই মুক্ত নেটের তুলনায় বেশি কিছু প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করতে হবে, আমাদের অবশ্যই সেই একই নীতিগুলিকে অবশ্যই আমাদের জীবনের অন্যান্য অংশগুলিতেও প্রয়োগ করতে হবে। কোড স্বরাজ আইন ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমরা নিজেদেরকে পরিচালনা করার জন্য যে আইনগুলি বেছে নেব তাই যদি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ, প্রযুক্তিগত ভাবে দুর্বল এবং ব্যয়বহুল হয়, তাহলে আমরা কীভাবে সত্যিকারের গণতন্ত্র পেতে পারি? এমনকী আইনজীবীরা বিক্রেতাদের দ্বারা পরিচালিত মাস্কাতার আমলের এই পদ্ধতির জন্য ভোগান্তি ভোগ করে, এমনই এক কোম্পানি যা জর্জিয়ার আইনগুলির একচেটিয়া প্রাপ্তির অধিকার দাবি করে, কিন্তু প্রযুক্তিগত ভাবে দুর্বল সফটওয়্যার এবং ব্যবহারের প্রচুর শর্তাবলী দিয়ে প্রাপ্তি স্বীকার করতে হয়। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আদালতের প্রাপ্তির মতো জনপরিষেবাগুলিও যথেষ্ট পরিমাণে অপরিাপ্ত, এক ব্যয়বহুল নগদ নিবন্ধের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে, যেমন একটি সম্পূর্ণ জেলা আদালতের গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ওপর একটি অনুসন্ধান করার জন্য ডাউনলোড করার মতো সাধারণ কাজগুলিকেও অসম্ভব করে তোলে।

আমি মনে করি কোড স্বরাজ ইন্টারনেট এবং আইনের চেয়েও অনেক বেশি দূরে চলে গেছে, আর প্রযুক্তিগত স্ট্যান্ডার্ড এর স্বাধীনতার জন্য আমাদের লড়াই এরই একটা উদাহরণ। আমাদের বিশ্ব একটি ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিশীল হয়ে উঠছে এবং এটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত কাজ কিভাবে চলে তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। স্ট্যান্ডার্ডগুলি কীভাবে কাজ করতে হয় তার সাধারণ ঐক্যমতকে উপস্থাপন করে এবং কোড স্বরাজ বলছে যে যদি একটি স্ট্যান্ডার্ড অর্থবহ হয়, তবে সকলের জন্য এটি পড়ার এবং বলার উপলব্ধ থাকা আবশ্যিক। একটি ব্যক্তিগত স্ট্যান্ডার্ড একটি ব্যক্তিগত আইন হিসাবে অনেক অর্থহীন হয়ে যায়।

আমি এলা ভাটের কথাগুলো মনে পড়ে, তিনি আমাদের বলতেন আমাদের লক্ষ্যের প্রতি আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে হবে। আমাদের বিশ্ব শান্তি জন্য কাজ করতে হবে, যদিও এটা শীঘ্রই চলে আসবে এমন আমরা বিশ্বাস করি না, এমনকি যদি আমরা বিশ্বাস নাও করি যে এটা কখনোই আসবে না। আমরা প্রচেষ্টা করা আবশ্যিক।

জ্ঞান প্রাপ্তি একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য। আমাদের তার জন্য কাজ করতে হবে। এবং, যেমন ভারতের ভবিষ্যৎ এর জন্য হিন্দু স্বরাজের মতো বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যগুলির

একসাথে সম্পূর্ণ করেই ভাবতে হবে। আমার মনে হয় আমরা জ্ঞানের সর্বজনীন প্রাপ্তির অনুসন্ধিৎসার সাথেই স্বরাজ কোডটিকে মিলিত করতে পারি। যদি আমাদের কাছে স্বরাজ কোড না থাকে, তাহলে আমাদের কাছে জ্ঞান প্রাপ্তি থাকবে না। যদি আপনার কোনও প্রকাশ্য আইনের বই না থাকে, তবে আপনি কখনই তথ্যের গণতান্ত্রিকীকরণ করতে পারবেন না। গণতন্ত্রের মধ্যে জনসাধারণ তাদের নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক।

## একটি মন্ত্র হিসেবে সরকার খুলুন

বারাক ওবামা যখন অফিসে প্রবেশ করলেন তখন আমি দূর থেকে একটি আকর্ষণীয় ঘটনা দেখেছি। কয়েক বছর ধরে, সরকারী তথ্যের জন্য আমার লড়াইটি সিলিকন ভ্যালিতে অদ্ভুত এক হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু ওবামা প্রযুক্তিগত ক্ষমতায় সরকারকে আরও ভাল করার জন্য আশাবাদের ব্যাপক এক ঝড় তুলেছিলেন। গুগল এবং ফেসবুকের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়াররা হোয়াইট হাউসের সঙ্গে কাজ করার জন্য লাভজনক চাকরি ছেড়ে চলে এসেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি একটি মুখ্য টেকনোলজি অফিসার নিয়োগ করেছিলেন এবং এই পদাধিকারী তিনজনই আমার বন্ধুস্থানীয়। ডেভিড ফেরেরোর মতো দূরদর্শী কর্মকর্তাদের ওপর পুরো সংস্থার জাতীয় আর্কাইভগুলি পরিচালনার দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল। রিপাবলিকানরা কংগ্রেসে দৌড়াচ্ছিলেন, কিন্তু তারা প্রযুক্তিকে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন এমনটা মনে হলেও, কংগ্রেসম্যান ড্যারেল ইস্যা, যিনি আবার একজন কনসারভেটিভ রিপাবলিকান কমিটির চেয়ারম্যান, তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আমার মতো একজন উদানৈতিক মানুষের কাজ করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকার ফলে, প্রচুর পরিমাণে কংগ্রেসিয়াল ভিডিওর মুক্তির পরিণতিটা আমি জানি।

আন্তর্জাতিকভাবে, হোয়াইট হাউস দ্বারা একটি মুক্ত সরকারী অংশীদারিত্বের জন্য জোর প্রচেষ্টা চলছিল। বহু দেশ থেকে কর্মকর্তারা ঘন ঘন দেখা করছিলেন এবং মুক্ত সরকারি পরিকল্পনা এবং লক্ষ্য পূরণের ছক কষছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংস্থাকে একটি মুক্ত সরকারি পরিকল্পনা নিয়ে আসতে হবে। সংস্থাটি কতগুলো "ডেটা সেট" জনসাধারণের জন্য ছেড়েছে তার উপর ভিত্তি করে তাদের মর্যাদা দেওয়া শুরু হবে। স্বচ্ছতা হয়ে ওঠে মূল নীতিকথা। মুক্তি একটি লক্ষ্য ছিল।

সরকারি চাকরিতে আরো প্রযুক্তি আনতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি রাতারাতি এক বিরাট সংস্থা তৈরি করে, সরকারি ডিজিটাল পরিষেবা, যা আধুনিক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর মত সরাসরি দৃশ্যমান অনলাইন সরকারী পরিষেবাদিতে দিতে শুরু করে। এই নতুন প্রকল্পিত মার্কিন ডিজিটাল সার্ভিসের এর সাথে জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ অবস্থিত "১৮এফ" নামক আরেকটি গোষ্ঠীকে যুক্ত করা হয়েছিল এবং শতশত উজ্জ্বল, তরুণ, অভিজ্ঞ প্রযুক্তিবিদদের দিয়ে এই ক্ষেত্র পূরণ করা হয়েছিল। (প্রতিষ্ঠানটির এমন অদ্ভুত নামটি ১৮তম ও এফ রাস্তার কোণায় অফিস ভবনের অবস্থান থেকে উঠে আসে।)

## কোড স্বরাজের উপর নোট

অ্যারন সোয়ার্জ সেই সময় প্রায় একটি রচনা লিখেছেন, যা আমি একটি পরিশিষ্ট হিসাবে সংযুক্ত করেছি। তিনি সতর্ক করেছিলেন যে একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে স্বচ্ছতা ছিল ব্রান্ত লক্ষ্য এবং আমি তার উদ্বেগ ভাগ করে নিয়েছি। যখন কেউ বলত, সরকারি স্বচ্ছতার জন্য একক মনস্তাত্ত্বিক আকাঙ্ক্ষার কারণে আমি এই কাজ করছি, তখনই আমি রেগে গিয়ে বাজে কথা বলতাম। আমায় ভুলভাবে নেবেন না। আমি কেবলমাত্র সরকারী সংস্থা নয়, বরং আমার মতো জন দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির আরো কার্যকরী অভিযানের মাধ্যম হিসাবেও স্বচ্ছতার উপর ভরসা রাখি। কিন্তু, আমি মনে করি যে উদ্দেশ্যে আমরা এটা করছি, সেই উদ্দেশ্যে এটা ভুল পন্থা। স্বচ্ছতা একটি অস্পষ্ট লক্ষ্য, যা নিজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সত্যগ্রহের কার্যকর প্রচারের জন্য যে নির্দিষ্টকরণ প্রয়োজন সেখানে এটা পৌঁছায় না। লক্ষ্য হিসাবে সূর্যালোকের চেয়েও বেশি কিছু আপনার প্রয়োজন।

আমি যা মনে করেছি তা আমি করেছি কারণ এটি সরকারকে আরও ভালোভাবে কাজ করতে সাহায্য করবে। সরকার কীভাবে আইনকে তার নিজের জন্য, আইনজীবীদের জন্য এবং জনগণের জন্য সহজপ্রাপ্য করতে পারে তার উন্নতি সাধনে আমি আগ্রহী ছিলাম। আমি কংগ্রেসের শুনানি অনলাইনে চেয়েছিলাম কারণ এটি সারা দেশে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য একটি হাতিয়ার ছিল এবং এটি কংগ্রেসি কর্মীদের জন্যও একটি ভাল কংগ্রেস চালানোর পক্ষে আরও সহজ করেছে।

মুক্ত সরকারী আন্দোলনের সাথে আমি যা পেয়েছি, তা হল একটি বড়সংখ্যক মানুষ, যারা চাইছেন এই ব্যবস্থাটিকে পরিবর্তন করতে। পরিষ্কার করে বললে, তারা অনেকে অনেককিছু অর্জন করেছেন। অভাবনীয় কাজের দিকে দেখুন, একটি ছোট্ট দল, সোয়াট, ঠিকাদারদের জাহান্নাম থেকে [healthcare.gov](http://healthcare.gov) কে উদ্ধার করেছে। কিন্তু, অনেকে মনে করেন যে অভ্যন্তরীণ পথে একটি ক্লাব ছিল, যদি আপনি সরকারের অংশ না হন তবে আপনি সমাধানটির অংশ নন। তাদের মধ্যে অনেকেই আমার সাথে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেন, তারা এই নিয়ে চিন্তিত যে তারা সংগ্রাম এবং মৌলিক পরিবর্তনকে জাপটে ধরবেন।

আমার মনে হয় সরকারকে কার্যকরী করতে আপনাকে ভিতরে এবং বাইরের উভয় জায়গাতেই প্রয়োজন। আমি জন পরিষেবার কৌশলের দারুণ উপাসক, ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উভয় দেশেই যেকোন মিশন ভিত্তিক সংস্থাতে যান, প্রযুক্তিগত জ্ঞানের গভীরতা এবং জনসেবার অঙ্গীকার দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।

যাইহোক, আমরা শুধুমাত্র অভ্যন্তরেই সরকারকে ছেড়ে দিতে পারি না। আমরা আমাদের সরকারের মালিক এবং যদি আমরা সক্রিয়ভাবে তারা যেভাবে চালিত হচ্ছে তাতে অংশ নিতে না পারি, তারা তাদের সম্ভাব্য লক্ষ্যে কখনো পৌঁছতে পারবে না। একটি লক্ষ্য হিসাবে স্বচ্ছতা যথেষ্ট নয়, আমরা আরো নির্দিষ্ট হতে হবে। তাই, কোড স্বরাজ। এটি যদি একটি আইন হয়, এটা প্রকাশ্য হতে হবে। এটি শুধু স্বচ্ছতার জন্যই স্বচ্ছতা নয়, এটি আমাদের আইনী এবং প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোকে কার্যকরীভাবে কার্যকর করার জন্য একটি অত্যাবশ্যিক সরঞ্জাম। এটা শুধু ভিতর থেকে হবে না।

বেশ কয়েক বছর ধরে, এটা মনে করা হচ্ছে ভিতর থেকেই একমাত্র কাজ করার সম্ভব। যুক্তরাজ্যের সরকারি ডিজিটাল পরিষেবাটি প্রযুক্তি জগতে সর্বজনীনভাবে প্রশংসিত হয়েছে, কিন্তু সরকারের পরিবর্তনের পরে এটি এখন শূন্য বলয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিজিটাল পরিষেবা এবং ১৮এফ আইন প্রণেতা এবং নির্বাহী শাখার নীতিনির্ধারকদের মনোযোগ বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম করছে। তারা দুর্দান্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং আমি উভয় সংস্কার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসকদের ব্যক্তিগত বন্ধু বলে মনে করি এবং জনসাধারণের সেবায় তাদের বোধের প্রশংসা করি। কিন্তু, তাদের বাইরে থেকে আমাদের সাহায্য প্রয়োজন। আমরা সরকারের হাতে শুধুমাত্র শাসনের দায় ছেড়ে দিতে পারি না। নাগরিক হিসাবে এটা আমাদের দায়িত্ব।

## ভারতে একটি জ্ঞানের এজেন্ডা

ডিসেম্বর যত এগিয়ে আসছে আর ২০১৭ সালটা শেষ হতে চলেছে, এই কয়েক দিন আমি কি করতে চাই তা বোঝার চেষ্টা করে চলেছি এবং আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমি যা চাই তা হল ভারতে আরো বেশি করে কাজ করা। আমি খুব স্বার্থপরতার কারণে এটা করি, এই বিশাল ও বৈচিত্র্যময় দেশ থেকে আমি অনেক কিছু শিখি, যেমন একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং প্রাণবন্ত মানুষ। আমিও মনে করি স্যাম পিত্রোদার সাথে আমার কাজটি একটি পার্থক্য তৈরি করতে শুরু করেছে এবং তার মাধ্যমে আমি ভারতে আরও অনেক লোকের সাথে দেখা করেছি, আমি নিশ্চিত যে তারা আমার আজীবন বন্ধু থাকবে।

ভবিষ্যতের কর্মসূচীর জন্য একটি এজেন্ডা পেশ করে, এসমস্ত আলোচনা করে আমি এই বইটি বন্ধ করে দিতে চাই। নিজের চিন্তাভাবনাকে গোছানোর জন্যই আমি এটা করলাম, কিন্তু এই সংগ্রামে আমাদের সাথে অন্যরা যোগ দেবে এমন আশা রাখি।

দশটি ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে আমার মনে হয় আমরা কাজ করতে পারি। এগুলির মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই কাজ চলছে। আমি স্পষ্ট হতে চাই যে অন্যরা হয়তো আলাদা, কিন্তু ভাল, তালিকা। আমি এই ১০টি ক্ষেত্রকে কোন নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে দাবি করছি না। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যখন গান্ধীজী বলতেন "পরিবর্তিত হও", তখন তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে মানুষকে শুধুমাত্র কাজ করতে হবে এমনটা নয়, জনগণকে অন্তর্মুখীও হতে হবে এবং অন্যরা কী করবে তা কখনো বলা উচিত নয়।

১. *প্রযুক্তিগত জ্ঞান*। প্রথমটি, অবশ্যই প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য সংগ্রাম, আদর্শ সত্যগ্রহণ। এই ক্ষেত্রে, এই প্রশ্নটি কেবলমাত্র ভারতেরই নয়, সমগ্র বিশ্বে উঠে এসেছে। আমাদের প্রকাশ করা স্ট্যান্ডার্ডগুলো লক্ষ লক্ষ মানুষ ব্যবহার করছে, আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের নাগরিকদের জানিয়েছি এবং এই তথ্যগুলি আরও ব্যাপকভাবে বিকশিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা স্পষ্ট।

আমরা দিল্লির মাননীয় হাইকোর্ট এবং মাননীয় ইউএস কোর্ট অফ আপিলের রায়ের অপেক্ষায় আছি, তবে আমাদের কেবল অপেক্ষা করার চেয়ে আরও বেশি কিছু করতে হবে। আমাদের এই বিষয়গুলিকে মানুষের মগজের মধ্যে প্রবেশ করাতে হবে যাতে এই

## কোড স্বরাজের উপর নোট

নথিপত্র, শিক্ষার্থী, ইঞ্জিনিয়ার, শহরের কর্মকর্তা সহ সাধারণ নাগরিকদের সবাইকে অবশ্যই ব্যবহার করে হবে। শুধুমাত্র আমরা যদি আমাদের আওয়াজ তুলি এবং দাবি করি যে আমাদের সমাজকে পরিচালনাকারী প্রযুক্তিগত আইনগুলিকে উপলব্ধ করতে হবে, তবেই এটি বাস্তব হয়ে উঠবে।

২. ভারতের সর্বসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার। দ্বিতীয়ত, ভারতের সর্বসাধারণের জন্য গ্রন্থাগারে বইগুলিতে উপলব্ধ করার কাজ চলছে। অনেক কাজ করা বাকি আছে এবং ভারতে সমস্ত গ্রন্থাগারের উচ্চ-মানের স্ক্যান করানোর একটা সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান সংগ্রহের জন্য, সম্ভাব্য শক্তিকে ব্যবহারযোগ্য করার জন্য মেটাডেটা ফিল্মিং, ভাঙা স্ক্যানগুলি খোঁজ করা এবং আরো সামগ্রী যোগ করার জন্য অনেকগুলি করা দরকার। বইগুলিতে উন্নত অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশন এর আবেদন করার জন্য একটি নিদারুণ প্রয়োজন আছে।

যতটুকু আমি সরকারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছি তার ফলাফলই হল ডিজিটাল লাইব্রেরী অব ইন্ডিয়া, আমি বিশ্বাস করি যে সমগ্র মহলটাকেই পুনরায় নির্ণয় করা উচিত। বিশেষ করে, কম রেজোলিউশনে স্ক্যান করে এবং এখানে অনেক পৃষ্ঠা অনুপস্থিত এবং বাঁকা ভাবে রয়েছে। এই কারণে সংগ্রহটি অসম্পূর্ণ হয়ে আছে এবং এটাকে অপটিক্যাল ক্যারেক্টার দ্বারা রিকগনিশন করা কঠিন। ভারতে একটি পাবলিক স্ক্যানিং সেন্টার থাকতে হবে, যা সর্বজনীন ডোমেন উপকরণ তৈরি করবে, এটি ভারতের সমস্ত ভাষায় উপলব্ধ বিপুল সংখ্যক শিক্ষামূলক উপকরণ তৈরির জন্যও বেশ উপযোগী হবে। আমাদের বর্তমান সংগ্রহ ৪০০,০০০ বই, তবে আমার অনুমান হল যে আরও জোরালো প্রচেষ্টায় কয়েক লক্ষ বই স্ক্যান করা সম্ভব হবে। এই লক্ষ্যটি পূরণ করা নিশ্চিতভাবেই সম্ভব এবং যা করতে শুধুমাত্র কয়েক বছর লাগবে। ভারতে শিক্ষার ভবিষ্যতে এটি একটি চমৎকার সংযোজন হবে।

যখন প্রেসিডেন্ট ওবামা অফিসে প্রবেশ করলেন, তখন আমি জন পডেষ্টার কাছে গিয়েছিলাম এবং আমরা একই ভিত্তির ওপর প্রেসিডেন্টকে একটি খোলা চিঠি পাঠালাম। আমি এই চিঠিটিকে একটি ওয়েবসাইটে ইয়েসউইক্যানস্ক্যান.অর্গ নামের ডোমেন নাম দিয়ে রেখেছি, যা প্রেসিডেন্টের "হ্যাঁ আমরা পারি" প্রচার স্লোগানের পরিপ্রেক্ষিতে এসেছিল। এই চিঠিটির মূল আকর্ষণ ছিল "যদি আমরা চাঁদে একজন মানুষকে পাঠাতে পারি, তবে নিশ্চিতভাবেই আমরা সাইবার স্পেসে লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস লঞ্চ করতে পারি" কারণ জন আমার সহ-লেখক ছিলেন, প্রশাসন আমাদেরকে আর্কিভিস্ট ডেভিড ফেরেরোর কাছ থেকে একটি চমৎকার উত্তর দিয়েছেন, কিন্তু প্রচেষ্টা থেকে ফলাফল কিছুই বেরিয়ে আসে নি। আমেরিকার নতুন ডিজিটাল পাবলিক লাইব্রেরীকে এমন এক বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমিও বেশ উদ্বৃত্তভাবেই চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন লাভ হয় নি। এটা আমার আশা যে ভারত এই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করবে এবং ভবিষ্যতের প্রজন্মের শিক্ষার জন্য একটি জ্ঞানমন্দির নির্মাণ করবে।

৩. সরকারের অনুশাসন। তৃতীয় প্রচেষ্টাটি হল সরকারী জার্নালগুলির আধুনিকীকরণ, যার ফলে সরকারের মধ্যে এবং সরকারী সংবাদপত্রগুলির মতো এলাকায় তৃণমূল স্তরে

সমর্থন ও গতিশীলতা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রটির জন্য উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সংবাদপত্রগুলিকে তাদের অতীতের নিগূঢ় প্রযুক্তিগত ইন্টারফেসের সমস্যাগুলি থেকে উদ্ধার করা উচিত। এগিয়ে যাওয়ার জন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ হল সংবাদপত্র, আইন, বিধি, আনুষঙ্গিক বিধি এবং সরকারের অন্যান্য সকল অনুশাসনকে আরও ব্যাপকভাবে উপলব্ধ করা, যদি একমাত্র সরকারি কর্মকর্তারা এই উপকরণগুলির প্রচারের কাজকে লাভজনক হিসাবে দেখেন, তবেই এটা সম্ভব। আমাদের নিজেদের শিক্ষিত করার মতোই, তাদের শিক্ষিত করাটাও প্রয়োজন।

সরকারি অনুশাসনকে আরও ব্যাপকভাবে উপলব্ধ করতে আমরা দুটি প্রচেষ্টা নিতে পারি। প্রথমটি পুরোপুরি প্রযুক্তিগত, রাজ্যের এবং পৌরসভার সমস্ত গেজেটগুলি প্রতিবিশ্বিত করা, যদ্বার সম্ভব বর্তমান অনলাইন ফাইলগুলিকে পেরিয়ে ঐতিহাসিক সংস্করণগুলিকেও স্ক্যান করা। বর্তমানে বিদ্যমান অনলাইন গেজেটগুলিকে প্রতিবিশ্বিত করার জন্য প্রোগ্রামিং এর কাজটি কঠিন, কিন্তু একটু নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে।

আরেকটি কাজ যা কার্যকরী হতে পারে তা হল সরকার, আইন এবং প্রযুক্তি জগতের অংশগ্রহণকারীদের একটা সম্মেলন, কংগ্রেস বা অন্য জমায়েতের জন্য একসাথে সংগ্রহ করা। সম্ভবত, সরকারী জার্নালগুলির সিস্টেম আধুনিকীকরণ এবং আইনের প্রচারের জন্য, কিছু আইনি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে কিছু প্রশাসনিক ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন প্রয়োজন রয়েছে। ভারতে যারা সরকারি শাসনব্যবস্থার সঙ্গে কাজ করছে, তাদের একসঙ্গে জড়ো করে এবং আরো অন্যান্য দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে এসে, যেমন যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থাকে সমাবেশিত করা ব্যক্তির, কিছু মূর্ত বাস্তব পদক্ষেপের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

৪. হিন্দু স্বরাজ। চতুর্থ ক্ষেত্র, হিন্দু স্বরাজের চমৎকার ও সমৃদ্ধ ইতিহাস নথিভুক্তকরণ আমার ব্যক্তিগতভাবে প্রিয় এবং এই সংগ্রহে কিছু সংযোজিত করতে পেরে আমি নিজে অত্যন্ত আনন্দিত। এমনকি এখানেও কিছু সমস্যা রয়েছে। প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা এবং কপিরাইটের দাবি করে মহাত্মা গান্ধীর কাজগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্পূর্ণ রেকর্ড এবং অবশ্যই সমস্ত উত্স নথি এবং প্রতিষ্ঠাতা পিতাদের বিবৃতি পাওয়া উচিত, বিশেষত যখন সামগ্রীগুলি সরকারি তহবিলের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হচ্ছিল।

এমনকি সবারমতী আশ্রম গান্ধীজির কাজের উপর কপিরাইট দাবি করে এবং তাদের ব্যবহারে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। আমি যা করেছি তা প্রথমে আমায় স্বীকার করতে হবে, সংগৃহীত কাজের পিডিএফ ফাইলগুলি পাওয়ার মাত্রই নিরাপত্তা সীমাবদ্ধতা (যাতে লোকেরা ভলিউম থেকে পৃষ্ঠাগুলি বের করতে পারে) এবং ওয়াটারমার্কগুলি আমায় সরাতে হয়েছিল, যা প্রতিটি পৃষ্ঠায় ছিল এবং আমি মনে করি যা কাজটাকে বিপর্যস্ত করতে পারত।

আমি আশ্রমকে চিঠি পাঠিয়ে, গান্ধী পোর্টালের নিষেধাজ্ঞা বিহীন অনুলিপিগুলিকে আমাদের নিজস্ব হিন্দু স্বরাজ সংগ্রহে যুক্ত করতে অনুরোধ করেছিলাম, যেগুলি



## কোড স্বরাজের উপর নোট

ওয়াটারমার্ক এবং ব্যবহারের উপর প্রযুক্তিগত নিষেধাজ্ঞা বিহীন, আমি তাদের সাথে এবং ভারতের অন্যান্যরা, যারা এই ঐতিহাসিক উপাদানগুলির তত্ত্বাবধায়ক, তাদের সাথে এই আলোচনার বিষয়ে আমি আশাবাদী। গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপকরণের ট্রাস্টি যারা ভারত। আমি এই সীমাবদ্ধতাগুলির কয়েকটি কারণ বুঝতে পারি, যা আসলে এই কাজের অখণ্ডতা রক্ষা করা এবং তাদের অপব্যবহার থেকে রক্ষা করার একান্ত এবং আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু, আমি মনে হয় না যে, এই ঐতিহাসিক কাজগুলি তালাবন্দী করে রাখলেই অপব্যবহার রোধ করা যাবে, বরং তা কেবল বৈধ ব্যবহারকেই নিরুৎসাহিত করবে। আমি বিশ্বাস করি, আগামী কয়েক বছরে আমরা এই আলোচনা বারবার করব কারণ আমরা সবাই একটি সাধারণ লক্ষ্যে কাজ করছি।

৫. ভারতের একটি আলোকচিত্র রেকর্ড। পঞ্চম ক্ষেত্র, যা আমার মতে ভারতে একটি ভাল আলোকচিত্র রেকর্ড সরবরাহ করার কাজ আমাদের করা উচিত। তথ্যমন্ত্রকে আমরা যে ছবিগুলি খুঁজে পাই সেগুলি কম রেজোলিউশনের, তবুও সেগুলি দর্শনীয়। সারা ভারতে তালাবন্ধ হয়ে থাকা প্রচুর ফোটোগ্রাফিক সংগ্রহশালা রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে হাই-রেজোলিউশন স্ক্যানগুলি কেবল টাকার দেওয়ালের আড়ালে চাপা রয়েছে। ব্রিটিশ লাইব্রেরির মতো স্থানগুলিতে বিস্ময়কর সংগ্রহ রয়েছে।

আমি মনে করি, একটি উপযুক্ত লক্ষ্য হচ্ছে বেশি রেজোলিউশনের ফোটোগ্রাফগুলির ডেটাবেস তৈরি করা, যা মুদ্রণ থেকে ওয়েব দুক্ষেত্রেই ব্যবহারের জন্য উপযোগী এবং যে ডেটাবেসটি কোনো সীমাবদ্ধতা ছাড়াই ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ হবে। এটা কঠিন কাজ নয়। উদাহরণস্বরূপ, তথ্যমন্ত্রকের ফোটোগ্রাফিক রেকর্ডকে আরো সহজেই উপলব্ধ করা যেতে পারে এবং এর ব্যবহারকে সীমিত করার কোন কারণ নেই।

৬. অল ইন্ডিয়া রেডিও। ষষ্ঠ, গান্ধীজীর জীবনের শেষ বছরে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে ১২৯টি বক্তৃতা খুঁজে পেয়ে আমি অবাক হয়েছি। অবশ্যই, অল ইন্ডিয়া রেডিও এর ভাণ্ডারে আরো অনেক কিছু আছে। সেই সমস্ত সম্পদের কয়েকটি গানের বাণিজ্যিক সিডি বা অন্যান্য উপকরণ হিসাবে মুক্তি পেয়েছে। অল ইন্ডিয়া রেডিও সরকারের একটি মূল অংশ ছিল এবং যদুুর মনে হচ্ছে যে এই সংরক্ষণাগারগুলিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত আগ্রহী হবে।

৭. ভারতের ভিডিও রেকর্ড। সপ্তম, অডিও আর্কাইভগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, ভিডিও আর্কাইভগুলি। আমরা 'ভারত এক খোঁজ' এর ৫৩টি পর্ব পোস্ট করেছি এবং এটি প্রথম প্রচারের তুলনায় এখন বেশ জনপ্রিয় এবং প্রাসঙ্গিক। কেন রামায়ণ পোস্ট হবে না? অথবা হাজার হাজার অন্যান্য চমৎকার গান, নাচ, শিল্প, সংস্কৃতির উদযাপন ও ইতিহাস প্রযোজিত হবে না? অল ইন্ডিয়া রেডিও মত দূরদর্শন, দীর্ঘদিন ধরে সরকারের অংশ ছিল। এখন, এটি একটি স্বনির্ভর সংস্থা, কিন্তু এর একটি গণমুখী লক্ষ্য আছে।

দূরদর্শন ছাড়াও, সারা ভারতে ভিডিওর অন্যান্য সংরক্ষণাগার রয়েছে যা আরও সহজেই উপলব্ধ হতে পারে। মার্কিন জাতীয় সংরক্ষণাগারগুলির সাথে আমার অভিজ্ঞতা হল যে, ভিডিওগুলি সংরক্ষণ করার জন্য নিযুক্ত কর্মীরা তাদের কাজের

আরো বিস্তৃত ব্যবহার দেখতে আগ্রহী। যখন আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা ৬,০০০ ভিডিও অনুলিপি করেন এবং ৭৫ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের জন্য সেগুলিকে উপলব্ধ করেন, তখন সংরক্ষণাগার কর্মীরা রোমাঞ্চিত হয়ে যান। সংরক্ষণাগারগুলির অর্থ উপার্জনের কথা ভেবে কখনো কখনো কিছু অন্যায়াভাবে ভিডিওকে লুকিয়ে রাখা হয়, কিন্তু এইভাবে ব্যাপক বিতরণও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমনকি কোনো উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থোপার্জনও হয় না এবং আমাদের ইতিহাসকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে লুকিয়ে রাখা কখনো জনসাধারণকে সঠিক পরিষেবা দিতে পারে না।

সম্ভাব্য সবচেয়ে উন্নত মানের ভিডিও, ফটোগ্রাফ এবং অডিও উপলব্ধ করার আরও একটি দিক রয়েছে। কোনও সংবাদ বা চ নিৰ্মাণ অথবা কোনো এক উচ্চ-মানের ম্যাগাজিনের নিবন্ধ পরিবেশনের জন্য সবচেয়ে কঠিন অংশ হল ফিল্মের জন্য "বি-রোল" বা মুদ্রণের জন্য "স্টক ফটো" নির্বাচন করা। আপনি যদি ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখেন, তবে আপনি তাজমহলের একটি ছবি চাইবেন। আপনি যদি ভারত সম্পর্কে কোনো চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন তবে আপনি নেহরুর ফুটেজ চাইতে পারেন। ঐতিহাসিক উপকরণের এই ধরনের প্রাপ্তি প্রায়শই বেশ কঠিন।

ঐতিহাসিক রেকর্ডের সাধারণ সারবস্তুকে ডিজিটাইজ করে এবং সেই তথ্যকে বিনামূল্যে এবং সীমাহীন ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ করে, সরকার বলিউড, সংবাদ মাধ্যম, সমস্ত ছোট্ট স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা, লেখক এবং এমনকি যেসমস্ত ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের কাজের জন্য এই তথ্যগুলিকে ব্যবহার করতে চান, তাদের জন্য একটি চমৎকার উপহার তৈরি করে দিতে পারেন। তাদের নিজস্ব কাজ উপকরণ ব্যবহার করুন। জনগণের জন্য এমন সাধারণ সারবস্তু তৈরি করে, একজনের ব্যক্তিগত কার্যকলাপকেই উত্সাহিত করা হয়।

এত সাতটি ক্ষেত্র কঠিন হলেও এখনো মোটামুটি সহজবোধ্য। আমি আরও তিনটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে ইচ্ছুক:

৪. ঐতিহ্যগত জ্ঞান;
৯. আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান;
১০. তথ্যের গণতান্ত্রিকীকরণের বৃহত্তর উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য।

### ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং বায়োপাইরেট

ঐতিহ্যগত জ্ঞান আমার জন্য একটি নতুন ক্ষেত্র ছিল, যে বিষয়ে আমার ব্যাপকভাবে পড়াশুনা ছিল না। ২০১৭ সালের অক্টোবরের সফরের জন্য স্যাম শিকাগো থেকে এসেছিলেন এবং আমি সানফ্রান্সিসকো থেকে এসেছি এবং দিল্লির বিমানবন্দরে আমাদের দেখা হয়েছিল এবং আমরা সরাসরি বেঙ্গালুরু গিয়েছিলাম। আমরা প্রথম যেখানে থেমেছিলাম সেটি ছিল একটি আয়ুর্বেদিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাসপাতাল যেখানে স্যাম ছিল চ্যান্সেলর, একটা সংগঠন যেটা প্রতিষ্ঠা করতে তিনি ৩০ বছর আগে তার বন্ধু দর্শন শংকরকে সাহায্য করেছিলেন।

## কোড স্বরাজের উপর নোট

আয়ুর্বেদ ভারতীয় সংস্কৃত গ্রন্থে ওষুধের ঐতিহ্যবাহী বিজ্ঞান যা সংগৃহীত এবং সময়ের মধ্য দিয়ে পরিমার্জিত আর এর অনুশীলনকারীদেরকে বৈদ্য বলা হয়। আয়ুর্বেদের সাথে সম্পর্কিত ইউনানী, আরব ও ফারসি বিশ্বের থেকে আনা প্রাচীন চিকিৎসা ঐতিহ্য এবং মুসলিম হাকিমদের দ্বারা অনুশীলন করা হয়।

স্যাম যখন তার বোর্ড এবং অধ্যাপকদের সঙ্গে কর্তব্যরত অবস্থায়, তখন আমি স্থলে পদব্রজে ভ্রমণরত। ট্রান্স ডিসিপ্লিনারি ইউনিভার্সিটির (TDU) ক্ষেত্র মনোরম জায়গা। সেখানে ভারতে ব্যবহৃত প্রায় ৬,৫০০ টিরও বেশি ওষুধি উদ্ভিদ রয়েছে এবং প্রাচীন গ্রন্থে নথিভুক্ত রয়েছে এবং টিডিইউ-এর মাটিতে ১,৬৪০টিরও বেশি প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। একটি ব্যাপক ওষুধিশালায় প্রায় ৪,৫০০টি প্রজাতি সংরক্ষিত এবং সংগ্রহ করা হয়েছে।

টিডিইউ আধুনিক বিজ্ঞানের খুব সাম্প্রতিকতম পদ্ধতিসহ সর্বোত্তম গ্রন্থের ব্যাপক জ্ঞানের সম্মিলন। ৫০ জনেরও বেশি পিএইচডি ছাত্ররা আয়ুর্বেদের সর্বোত্তম কৌশলগুলি কিভাবে কাজ করে (বা করে না) তা বোঝার জন্যে প্রান্ত কাটাকাটি করে গবেষণা করছে। সাম্প্রতিককালে শিক্ষাগারটি আর প্রসারিত হয়েছে স্নাতক পর্বের শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে এবং একটি বড় হাসপাতাল চালানোর জন্যে। এর পাশাপাশি TDU ৬,৫০০টি ওষুধি উদ্ভিদের ডাটাবেস, সূত্রাদি, ফার্মাকোলোজি, ফার্মাসিউটিক্যাল নীতি এবং পদ্ধতি, থেরাপিউটিক্স, প্যাথোজেনেসিস, জৈব নিয়ন্ত্রণ এবং আয়ুর্বেদিক বিজ্ঞানের অন্যান্য দিকগুলির একটি কম্পিউটারাইজড ডাটাবেস বজায় রাখে।

আমি এই গবেষণাগুলির বেশ কয়েকটি উদাহরণ দেখেছি। উদাহরণস্বরূপ, এমন গবেষণাও রয়েছে যা ইঙ্গিত করে যে কিছু খাদ্য জীবনের আয়ু বৃদ্ধি করতে পারে। কিছু জনপ্রিয় গবেষণা লাল মদের সঙ্গে দেখানো হয়েছে। আয়ুর্বেদে, দারুচিনি এই একই বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত, আয়ুর্বেদীয় শাখার অংশ হল রসায়ন, দীর্ঘায়ু বিজ্ঞান বলে পরিচিত।

একজন পিএইচডি'র গবেষক সেই প্রস্তাবটি পরীক্ষা করার জন্য ছাত্র ড্রোসফিলা (ফল মাছি) ব্যবহার করেছিল। কিছু ফলের মাছির রেড ওয়াইন দেওয়া হয়, বাকিদের ডালিম রস দেওয়া হয়, আর অন্যান্যদের নিয়ন্ত্রিত দলে রাখা ছিল। একটা পাত্রের মধ্যে মাছিগুলি কতটা আরোহণ করতে সক্ষম এবং কতক্ষণ ধরে তা পরিমাপ করে জীবনযাত্রার শক্তি ও সামর্থ্য পরিমাপ করা হত। গবেষক পর্যবেক্ষণ করেছিল যে ফল মাছিগুলির খাদ্যের বিকল্প কেবল তাদের দীর্ঘ আয়ুকেই নয় বরং তাদের বংশ বৃদ্ধি করা ক্ষমতাও বৃদ্ধি করেছে যা রেড ওয়াইন এবং নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর চেয়েও বেশি ফলপ্রসূ।

TDU বোর্ড অফ ট্রাস্টি-এর সহ-সভাপতি ডঃ রামস্বামী যিনি একজন বিশিষ্ট নিউরোলজিস্ট আমাকে আরও একটি চিত্তাকর্ষক গবেষণার বর্ণনা করেছিলেন। ওষুধের গবেষণায় সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হল তথাকথিত বাস্তব জগতের ফলাফলগুলি কীভাবে পরীক্ষা করা যায়। একজন, অবশ্যই গবেষণাগারে ইঁদুর বা ফল মাছির নিয়ে পরীক্ষা চালাতে পারেন, কিন্তু তারা মানুষের থেকে ভিন্ন। মানুষের উপর পরীক্ষার তত্ত্বটি

বিশেষভাবে কঠিন কারণ এটা একটা বড় ক্ষতি করতে পারে এবং ক্ষেত্র পরীক্ষার ওপর কঠোর পরীক্ষাগার প্রোটোকল রয়েছে। এটা সব ধরনের চিকিৎসা গবেষণা জন্য একটি কঠিন সমস্যা।

ডাক্তার বলেছিলেন যে, এমন কিছু ওষুধ রয়েছে যা ম্যালেরিয়া নিরাময়ে সহায়তা করে বলে অনুমান করা হয়, যেগুলির কার্যকারিতা তারা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। যাইহোক, এটি করার একমাত্র উপায় হল যকৃতের একটি বায়োপসি গ্রহণ করা যা ওষুধের সাথে ইনজেকশন করা হয়েছে এবং অবশ্যই এটা এমন কোনও জীবন্ত মানুষের ক্ষেত্রে সম্ভব নয় যিনি ম্যালেরিয়াতে ভুগছেন !

গবেষক দল যা করেছিল সেটা হল বাহুর চামড়া কোষ থেকে শুরু, প্রান্ত স্টেম কোষ কেটে যে প্রযুক্তি সেটি ব্যবহার করেছিল। স্টেম কোষের মাধ্যমে, কেউ মানুষের দেহের কোনও অঙ্গকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, যাতে তারা জীবন্তভাবে বৃদ্ধি পায়। তারা ম্যালেরিয়ার জীবাণুসহ লিভারে ইনজেকশন করে তারপর আয়ুর্বেদিক ঔষধ দিয়ে একটি ইনজেকশন করে এবং এইভাবে প্রাচীন ড্রাগের কার্যকারিতা পরিমাপ করতে সক্ষম হতেন।

এটা দেখতে আকর্ষণীয় ছিল এবং অবশ্যই এই ঐতিহ্যগত জ্ঞান ভাণ্ডারের প্রতি আমার চিন্তা পরিবর্তিত হয়েছিল। দর্শন শংকর বললেন, তাদের ছবি, টীকা এবং অন্যান্য উপকরণ সহ সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠ্যসূচি থেকে ওষুধের একটি বিস্তৃত ডাটাবেস আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ডাটাবেসটি অনলাইনে রাখা সম্ভব কিনা ? তিনি বললেন, জীববৈচিত্র্য আইন এটিকে নিষিদ্ধ করবে। আমি বুঝতে পারিনি এবং আরো জানতে চেয়েছিলাম।

সেই সন্ধ্যায়, মাইসোরের মহারাণী তাঁর রাজকীয় মহামহিম প্রমোদা দেবী ওয়াড্ডিয়ার, বেঙ্গালুরু সোসাইটির জনা বারো বিশিষ্ট সুপরিচিত সদস্য এবং TDU-এর ডাক্তারদের জন্য ব্যঙ্গালোর প্যালেসে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলেন। উপস্থাপনা শেষে, আমরা দক্ষিণ ভারতীয় খাবারের একটি দর্শনীয় নৈশভোজের জন্য স্থগিত করেছিলাম, যার মধ্যে ধোসা আর পানি পুরি এবং অবিরল উপহারস্বরূপ তরমুজ কুলফি যা একটা তরমুজ খোলাতে পরিবেশিত হয়েছিল এবং কমলা কুলফি যা একটা গর্ত করা কমলালেবুর মধ্যে পরিবেশিত হয়েছিল। রাতে খাবার সময়, আমি ইন্টারনেটে আয়ুর্বেদিক জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং সেই তথ্য প্রচারের জন্য জীববৈচিত্র্য আইনটির জটিলতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছিলাম।

---

যখন আমি ক্যালিফোর্নিয়া ফিরে আসি, তখন আমি ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং অসং উপায়ে মুনাফা লাভের জন্যে ওষুধি উদ্ভিদ নিধন সম্পর্কে বই সংগ্রহের জন্যে নির্দেশ দিয়েছিলাম, যা অবশ্যই বন্দনা শিবের যুগান্তকারী কাজের সাথেই শুরু হয়েছিল। আমি প্রাচীন ওষুধ সম্পর্কে কিছু সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাছে নোট পাঠালাম যারা ভারতে আমাদের পাবলিক লাইব্রেরীর সক্রিয় ব্যবহারকারী ছিলেন এবং তারা কি ভাবছে সেটা

## কোড স্বরাজের উপর নোট

তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমি আয়ুর্বেদিক ওষুধের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যগত জ্ঞানের উপর পেটেন্ট সম্পর্কে মেধা সম্পত্তির বই পড়েছিলাম।

দুটি জিনিস আমাকে মুগ্ধ করেছিল। প্রথমত, দর্শন শঙ্কর আমাকে ১৩টি সিডি পাঠিয়েছিলেন যেগুলি তারা বিক্রি করতেন, যেগুলির শিরোনাম ছিল যেমন “হোমিওপ্যাথির ওষুধি উদ্ভিদ” এবং “কেরলের ওষুধি উদ্ভিদ”। প্রতিটি সিডিতে সহজ ডাটাবেস সংযুক্তিকরণ ছিল এবং এগুলিতে পাঠ্যসহ উদ্ভিদের ছবি, কীওয়ার্ড এবং অন্যান্য উপাদান ছিল। এই ডিস্কগুলি সহজেই একটি সুন্দর ইন্টারনেট সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে অনুবাদ করা যেতে পারে বলে মনে হচ্ছে।

অন্য আর একটা বিষয় যা আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল, সেটা হল ঐতিহ্যগত জ্ঞানের ডিজিটাল লাইব্রেরীর মত একটা ব্যাপক সরকারী প্রচেষ্টা। বহু বছর ধরে ১৫০টিরও বেশি বই-এর যত্নশীল অনুবাদ করে এবং ২৭, ১৮, ১৮৩টি পরম্পরাগত আয়ুর্বেদিক ও ইউনানি সূত্রগুলিকে ডাটাবেসের মধ্যে সংকলন করে এই ব্যবস্থাটি নির্মাণ করা হয়েছিল। বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ গ্রন্থগুলি নির্বাচন করেছিলেন এবং আমি যতটা ভাল বলতে পারি এই ডাটাবেসটি বিধিবদ্ধ করা ঐতিহ্যগত জ্ঞান আয়ুর্বেদিক সূত্রের শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও একটি খামতি ছিল: ডাটাবেস জনসাধারণের জন্য প্রাপ্ত ছিল না, শুধুমাত্র অধিকারপ্রাপ্ত পরীক্ষকদের জন্যে সেটা ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেটেন্ট সিস্টেম সম্পর্কে আমার দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল। আমি অনুভব করেছি যে “ব্যবসায়িক পদ্ধতি” এবং “সফটওয়্যার” পেটেন্টগুলি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভালোর চেয়ে আরো বেশি ক্ষতি করে এবং তাদের উদ্ভাবনী বা অসাধারণত্ব খুবই কম। আমি ১৯৯৪ সালে ইন্টারনেটে মার্কিন পেটেন্ট ডাটাবেস স্থাপন করি এবং আমি পেটেন্ট প্রদানের পদ্ধতিগুলি দেখে অনেক সময় ব্যয় করেছি এবং যারা তাদের দৈনন্দিন কাজে পেটেন্ট ব্যবহার করে এমন বিপুল সংখ্যক মানুষের সাথে কথা বলেছি। প্রকৃতপক্ষে, যখন আমি প্রথম ইন্টারনেটে পেটেন্ট ডাটাবেস স্থাপন করি, তখন আমার বেশিরভাগ অতি উৎসাহী ব্যবহারকারী মার্কিন পেটেন্ট এবং ট্রেডমার্ক অফিসের কর্মচারী ছিল, যারা কাজ করার সময় মারাত্মক কম আর মাস্কাতার আমলের অনুসন্ধানের সুবিধা পেয়েছিল এবং গবেষণার কাজে তারা আমার সিস্টেম ব্যবহার করার জন্য আমার বাড়িতে আসত।

দ্রুত ঝোপঝাড়ের মতো বৃদ্ধি পাওয়া ব্যবসার পদ্ধতি এবং সফটওয়্যার পেটেন্টগুলির মতই ওষুধের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা হয়েছে। বিশেষত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় পেটেন্ট অফিসগুলি বেশ কয়েকটি অত্যন্ত সন্দেহজনক পেটেন্ট জারি করেছে যে কারণে ভারত, আফ্রিকা এবং অন্যান্য স্থানের মানুষজনদের তাদের দৈনন্দিন জীবনে ঐতিহ্যগত জ্ঞান ব্যবহার করার গভীর ইতিহাস সহ উদ্দীপ্ত আবেগ অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

সবচেয়ে সুবিদিত ছিল হলুদের উপর পেটেন্ট। বহুকাল ধরেই ক্ষতি নিরাময় সহ আরও অনেক আরোগ্য বৈশিষ্ট্যের কারণে হলুদ পরিচিত হয়েছে। দুজন আমেরিকান গবেষক “হলুদের পাউডার এবং এর প্রশাসনের ব্যবহার” সম্পর্কে একটি পেটেন্ট পেয়েছেন।

এতে ভারত যথার্থই ক্ষুব্ধ হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিল যা ভারতে বড় জাতীয় গবেষণাগার পরিচালনা করে তার অধিকর্তা ডঃ আর. এ. মার্শেলকারের অনেক চেষ্টা করার পর পেটেন্টটি প্রত্যাহার করা হয়।

আরেকটি পেটেন্ট বাসমতি ধানের উপর জারি করা হয়, যা বাংলায় হাজার বছর ধরে উৎপন্ন হয়। পেটেন্টটি বাসমতি ধানের সাথে ছোট ধরনের ধানের প্রজাতির ক্রস প্রজননের উপর ভিত্তি করে শক্তিশালী উদ্ভিদ তৈরি করা। এটি অবশ্যই তেমন কোন উদ্ভাবন নয় কারণ সারা ভারত জুড়ে শতাব্দীকাল ধরে কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যে কৃষকদের জন্য ক্রস প্রজনন ধান ছিল। শুধু তাই নয়, পেটেন্টে “বাসমতি” শব্দটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং শব্দটি ব্যবহার করে সম্ভবত কৃষকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার কারণ হতে পারে!

জৈবিক বৈচিত্র্যের ওপরে জাতিসংঘের সম্মেলনে, আন্তর্জাতিক মণ্ডলী স্বীকার করে যে ঐতিহ্যগত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে পেটেন্টগুলি কয়েকটি পশ্চিমী কর্পোরেট বায়োপাইরেটের প্রদেশ হতে পারে না, যথার্থভাবে যা স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির কাছে বহুকাল ধরে পরিচিত জ্ঞান গ্রহণ করে। সম্মেলন থেকে দেশগুলিকে জাতীয় আইন প্রণয়ন করার জন্য উৎসাহিত করা হয় এবং ভারত ২০০২ সালের জীববৈচিত্র্য আইন প্রণয়ন করে। সম্মেলন এবং এই আইনের দুটি মূলনীতির মধ্যে একটি হল যে, পশ্চিমা কর্পোরেশনগুলি কেবল স্থানীয় সম্প্রদায়ের জ্ঞানকে একচ্ছত্রভাবে ব্যবহার করে লাভ করবে না, কিন্তু তাদের লাভ ভাগ করে নেওয়া উচিত।

যদি প্রকৃতপক্ষে ঐতিহ্যগত জ্ঞানের উপর একটি পেটেন্ট জারি করা হয় তবে আমি সম্পূর্ণরূপে একমত যে মুনাফা ভাগ করা উচিত। অধিকন্তু, যদি স্থানীয় এলাকার জৈবিক উপাদান ব্যাপকভাবে সংগ্রহ করা হয়, বিশেষ ভেষজ প্রভাবগুলির ঐতিহ্যগত উত্স থেকে সচেতনতার উপর ভিত্তি করে, সেই পেটেন্টটিতে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির সাথে ভাগ করা লাভও থাকতে হবে। জীব বৈচিত্র্য আইন ঐ নীতিগুলির উন্নতিসাধন করে।

এখানে যদিও আমার সমস্যা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, যদিও সব ক্ষেত্রে নয়, হলুদ থেকে বাসমতি এবং অন্যান্য আরও অনেক পেটেন্ট যেগুলি দেওয়া হচ্ছিল, সেগুলি ছিল (সম্পূর্ণ একটি প্রযুক্তিগত শব্দ ব্যবহার) সম্পূর্ণরূপে মেকি। সেগুলি জারি করা উচিত ছিল না। এমনকি আরও খারাপ পেটেন্ট জারি করার পরিকল্পনা চলছে। ঐতিহ্যগত জ্ঞানের ডিজিটাল লাইব্রেরীর পিছনে তত্ত্বটি হল যে পেটেন্ট পরীক্ষকগণ এই ধরনের মামলাগুলি খুঁজে বের করবেন এবং খারাপ পেটেন্টগুলিকে প্রথম স্থানে জারি করা থেকে রক্ষা করবেন। ডিজিটাল লাইব্রেরীগুলির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গার পেটেন্ট অফিসগুলির সাথে চুক্তি রয়েছে এবং আমি সম্পূর্ণরূপে এই ধারণাটিকে সমর্থন করি যে তাদের পেটেন্ট পরীক্ষকগণ নিয়মিতভাবে এই ডাটাবেস ব্যবহার করবে। এটা একটা ইতিবাচক বিষয়।

তবে, কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে ডাটাবেসটি ব্যাপক ভিত্তিতে প্রাপ্ত করা হলে এটি খারাপ হতে পারে কারণ এটি এই জ্ঞানকে খারাপ কর্পোরেশনগুলির জন্য সুবিধা

## কোড স্বরাজের উপর নোট

নেওয়ার জন্য প্রাপ্ত করবে। টিডিইউ-এর ডাটাবেসগুলিকে অনলাইনে স্থাপন সম্পর্কে উদ্বেগের পিছনেও একই রকম ভয় ছিল। যুক্তিটির লাইন আমি বুঝতে পারছি না এবং জনসাধারণের তথ্যগুলিকে অনলাইনে রাখার ক্ষেত্রে এটি আমার অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমি অনেক মানুষকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করে তাদের কাছে নোট পাঠালাম যে এ বিষয়ে তারা কি ভাবছে। তারা সকলে আমার সাথে একমত যে ডাটাবেস গোপন রাখা খারাপ পেটেন্টদের প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে না। আমি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে এই তথ্য গোপন রাখা গুরুত্বপূর্ণ জনসাধারণের ডোমেনে জ্ঞান প্রচার ও বিস্তারকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আমার খেয়াল করা উচিত যে আমি কখনই ডাটাবেসগুলি দেখিনি এবং সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাবধান করা যে অন্তর্নিহিত পাঠ্যের অর্থ পুরোপুরি না বুঝে কেবল ডাটাবেসের মধ্যে সূত্রাদি দিয়ে দেওয়া একটা এলোমেলো ব্যাপার হবে এবং ভুল বা নিম্নমানের তথ্য দিয়ে ভালো কিছু পাওয়ার সেই পুরনো দিনের মস্তের মত হবে।

যাইহোক, ডাটাবেসটি বিদ্যমান, এটি অত্যন্ত উচ্চমানের বলেই পরিচিত এবং আমি বিশ্বাস করি এটি আরও বিস্তৃতভাবে সহজলভ্য করা হলে এটি দরকারী জ্ঞানের বিস্তারে অবদান রাখতে পারে। যদি খারাপ পেটেন্টগুলিকে অবদমন করার জন্য তথ্যগুলি উপকারী হয়, তবে সেই তথ্যগুলিকে পেটেন্ট-বাস্টারদের বিস্তৃত গোষ্ঠীতে সহজলভ্য করা হলে সেই পরিস্থিতিটাই সহায়তা করতে পারে। যদি ডাটা সর্বোচ্চ মানের না হয়, তবে সংস্কৃত পণ্ডিতদের এটিকে ব্যাখ্যা করা অনুমতি দিলে এটি কাজের উপযোগী হবে এবং অবশ্যই আয়ুর্বেদিক ও ইউনানী বিজ্ঞান প্রসারণ অত্যন্ত হিতকর হবে।

আরও কার্যকরী কৌশল হল শুধু পরীক্ষার্থীদের জন্য ডাটাবেস তৈরি করার চেয়ে বন্দনা শিবের মত পেটেন্ট বাস্টারদের উৎসাহিত করবে বলে মনে হচ্ছে। হোয়াইট হাউসে বারাক ওবামার খোলা সরকারি প্রচেষ্টার নেতৃত্বে আমার সহকর্মী বেথ নভ্যাক (এবং স্যাম পিত্রদারও একজন ভালো বন্ধু) "পিয়ার টু পেটেন্ট" নামে একটি সিস্টেমের অগ্রগতি করেছিলেন, যেখানে পেটেন্ট পরীক্ষকরা নেটে মানুষের সাথে কাজ করেছিলেন এবং চেষ্টা করেছিলেন প্রাক শিল্পের উদাহরণগুলি খুঁজে বের করতে। কেবলমাত্র কয়েকটি পেটেন্ট পরীক্ষককে ডাটাবেস প্রাপ্ত করার পরিবর্তে, পিয়ার টু পেটেন্ট আরও ভাল ফলাফল অর্জনের জন্য সমষ্টির জ্ঞানকে হাতিয়ার করেছিল।

আমি নিশ্চিত নই যে আমি এখানে উত্তরগুলি জানি, কিন্তু আমার আগ্রহ হল সরকারের ঐতিহ্যগত জ্ঞানের ডিজিটাল লাইব্রেরীর ডাটাবেসটি জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য হওয়া উচিত। এতে পাবলিক ডোমেনের জ্ঞান রয়েছে, এটি সরকার কর্তৃক ব্যয়বহুল খরচে সংগৃহীত হয়েছিল এবং এটিকে সহজলভ্য করা ঐতিহ্যগত জ্ঞানের জন্য ভাল হবে।

সরকারি উদ্যোগ হিসাবে, এটিও মনে হবে যে কপিরাইট আইন, তথ্য অধিকার আইন এবং সংবিধান সবাই প্রকাশের দিকে দৃঢ়ভাবে ঝুঁকে আছে। সম্ভবত আমার এই আগ্রহে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু আমার আশা ২০১৮ সালের মধ্যে ভারতে এই কথোপকথনটি

শুরু করতে হবে, শুধু পোর্টালে নয়, বহুল পরিমাণে ডাউনলোড এবং পুনর্ব্যবহারের জন্য জনসাধারণের কাছে তাদের ডাটাবেস সহজলভ্য করতে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করতে হবে।

## বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় কপি শপ

নবম ক্ষেত্র হল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, যার মাধ্যমে আমি জার্নালগুলিতে আধুনিক পাণ্ডিত্য প্রকাশনার সূচনা করেছি। ২০১৭ সালে আমার বেশিরভাগ প্রচেষ্টা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য বাধাগুলি অতিক্রম করতেই নিযুক্ত হয়েছে, বিশেষ করে মার্কিন কর্মচারীদের বা অফিসারদের দ্বারা জারি করা নিবন্ধগুলি, যেগুলিকে তাদের সরকারী দায়িত্বের ভিত্তিতে প্রকাশকদের দ্বারা অবৈধভাবে একটি টাকার দেওয়ালের আড়ালে পাঠানো হয়েছিল।

আমার মূল পরিকল্পনাটি ছিল সেই সমস্যার বিশ্লেষণ করা, আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশনে আমার অনুসন্ধানগুলিকে হ্যাঁ বা না ভোটের জন্য নিয়ে আসা, তারপর কয়েক ডজন প্রকাশক এবং এজেন্সিকে প্রত্যয়িত মেল দ্বারা বিজ্ঞপ্তি পাঠান। এই চিঠি প্রকাশকদের নোটিশে রাখবে যে, তাদের কিছু সমস্যা ছিল এবং ৬০ দিনের মধ্যে তাদের মতামত জন্য জানতে চাওয়া হয়েছে।

আমার মনে প্রশ্ন ছিল, "তারপর কি?" যখন আমি পাবলিক ডোমেইন কাজগুলির উপর কপিরাইটের অনুপযুক্ত দাবি সম্পর্কে একটি চিঠি পাঠাই, তখন আমি প্রকাশ করার অনুমতি চাই নি। যদি কোনো কাজ জনসাধারণের ডোমেইনে হয়, তবে আমার কোনো অনুমতির প্রয়োজন নেই। আমি এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছি যে, আমি একটি কপি অধিকারী কিনা এটাই একটা প্রশ্ন, নাহলে এটি শুধুমাত্র একটি তাত্ত্বিক সমস্যা। আমি মতামত জানতে চাইলে, খুব কমই উত্তর ফিরে আসে। সেই সময়ে এটাই প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে কি নথিপত্রগুলি পোস্ট করাই উচিত?

আমি স্কি Sci-Hub-এর সাথে আলেকজান্ডার এলব্যাক এবং JSTOR-এর সাথে অ্যারন সোয়ার্জ এর অভিজ্ঞতাগুলি থেকে জানি যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বুঁকির মুখোমুখি হলে প্রকাশকরা কি ভয়ঙ্কর নির্মম হতে পারে। আমি মনে করি না যে সরকারি কাজ সংক্রান্ত বৈধ পয়েন্ট আলোচনার টেবিলে নিয়ে এলেও প্রকাশকদের চোখ খুলবে। তারা তাই করবে যা ক্ষমতামূলী মানুষ করে এবং তাদের সমস্ত বন্দুক জ্বলজ্বল করতে করতে এগিয়ে আসবে। আমি নিশ্চিতভাবেই প্রকাশকদের কাছে সেই নোটিশ পাঠাতে যাচ্ছি, কারণ আমি মনে করি তারা জনসাধারণের সম্পত্তির অপব্যবহার করেছে, কিন্তু আমি অন্য পথের সন্ধান করছি, যেখানে জটিলতা কম থাকবে, যা অনেক সহজেই পাহাড়ের সেই উজ্জ্বল গ্রন্থাগারের দিকে নিয়ে যাবে।

ভারতেও অনুরূপ পরিস্থিতি ছিল, বিখ্যাত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় কপি ব্যবসার মামলা, যা সম্ভবত সেই একই পথ। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্তনে একটি ছোট ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত কপি দোকান ছিল। জার্নাল নিবন্ধগুলির একটি তালিকা নিয়ে অধ্যাপকরা আসতেন, দোকানটি লাইব্রেরীতে যাবে এবং কপি নেবে, তারপর শিক্ষার্থীদের জন্য



## কোড স্বরাজের উপর নোট

প্যাকগুলি সংগ্রহ করে একটি মাঝারি হারে তাদের বিক্রি করবে। রামেশ্বরী ফটোকপি শপের বিরুদ্ধে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস এবং টেলর ও ফ্রান্সিস মামলা করেছিল। দোকানটিতে সশস্ত্র পুলিশ হানা দিয়েছে। মালিক ওয়্যারকে বলেছিলেন, "এটা খুবই হতাশাজনক, আমার নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে"।

মামলাটি দিল্লি হাইকোর্টে দিল্লি চলছিল। আমার বন্ধু শমনাদ বাসীর, ভারতে বৌদ্ধিক সম্পত্তি পণ্ডিতদের একজন নেতৃস্থানীয় এবং একজন নিবেদিত জনগণের কর্মী, ছাত্র ও শিক্ষাবিদ সমাজের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করেন।

ভারতের কপিরাইট আইনে, অন্যান্য কপিরাইট আইনের মতোই, কপিরাইটের কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে, কিছু এমন ক্ষেত্র যেখানে কপিরাইট প্রযোজ্যই নয়। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাজ কপিরাইট থেকে মুক্ত। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই, কপিরাইট লঙ্ঘন না করেই অন্ধদের জন্য যেকোন বইয়ের অনুলিপি করা যেতে পারে, বইয়ের মান যাই হোক না কেন, এটা আন্তর্জাতিক চুক্তির ফলাফল।

ভারতে, কপিরাইটের আরেকটি ব্যতিক্রম হল, যখন একজন ছাত্রকে পড়ানোর সময় শিক্ষকের কাজকে কপি করা হয়। এই ক্ষেত্রেও কপিরাইট প্রয়োগ করা হয় না। আদালত জানায়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স প্যাকগুলি ন্যায়সঙ্গতভাবেই কপিরাইটের এই ব্যতিক্রমের মধ্যেই পড়ছে। রামেশ্বরী ফটোকপি শপ কর্তৃক কোন কপিরাইট লঙ্ঘন হয় নি কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনসহ জ্ঞানের বিস্তারের মত একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে কোর্স প্যাকগুলি তৈরি করা হয়েছিল, যা কপিরাইটেরও উদ্দেশ্য।

কপিরাইট আইন প্রযোজ্য নয়। মামলা খারিজ।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের মামলায় আমি পুরো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং আদালতের সিদ্ধান্ত আমার সাথে গভীরভাবে অনুরণিত হয়েছে। আমি জানাল নিবন্ধগুলির আমার ডাটাবেসের সাথে ক্যাম্পাসে কি নিয়ে উপস্থিত হব? আমি মনে টাকো ট্রাকের সমতুল্য কিছু একটি ছিল, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র বিদ্যমান।

আমার ভাবনা হল যে, একজন অধ্যাপক আমাকে জানাল নিবন্ধগুলির জন্য ডিজিটাল অবজেক্ট আইডেন্টিফায়ারের একটি তালিকা সরবরাহ করতে পারেন। তারপর, যখন ছাত্ররা জানালায় আসবে, আমি তাদের ইউএসবি খাঞ্চ ড্রাইভ সহ কোর্স প্যাকটি দিয়ে দেব। তারপর আমি পরবর্তী কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব এবং একই জিনিস করব। একের পর এক জ্ঞানের পরিষেবা। আমরা ইউএসবি ড্রাইভ এর সাথে বিনামূল্যে খাবার পরিবেশন করতেও পারি। আমার গুয়াক্যামোলর রেসিপিগুলির একটি অসাধারণ সংগ্রহ রয়েছে, যা ভারতে বিশাল জনপ্রিয় হবে।

শমনাদকে জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কি সরাসরি মূল বিষয়বস্তুর ওপর নয়? তিনি একে ঠিক বাস্তব কোর্স প্যাকের মতো বলেই মনে করেন, যদিও এটা কেউ বলতে পারে না যে কোনো নির্দিষ্ট তথ্যকে আদালত কীভাবে ব্যাখ্যা করবে এবং তারা কোনো ইউএসবি

ড্রাইভ এবং কাগজের কোর্স প্যাকের মধ্যে সমান্তরাল দেখতে পাবে কিনা। কিন্তু, আমরা উভয়েই সম্মত হয়েছি এটা অবশ্যই মূল বিষয়বস্তুর ওপর ছিল।

শিক্ষার অধিকার কেবলমাত্র কপিরাইট আইনের ক্ষেত্রেই সন্নিবেশিত নয়, ভারতের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের মধ্যেই এটা নিহিত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনার পছন্দের পেশার অনুশীলন করার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার, এই অধিকার সব বর্ণের জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু এটা বর্ণের চেয়েও বড়, কারণ আপনি যদি পেশাটা কাজ না শিখে থাকেন তাহলে আপনি তা অনুশীলন করতে পারবেন না। প্রযুক্তিগত স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে এটা আমার বক্তব্য ছিল এবং সাধারণ জ্ঞান বিস্তারের জন্য আমার এই প্রস্তাবকে আমি আরো এগিয়ে নিয়ে যাব। একজন অবগত নাগরিক একটি কার্যকরী গণতন্ত্রের সারবস্তু।

সবার কাছে বিজ্ঞানসম্মত তথ্য নির্মাণ এবং সরবরাহের পরিবর্তে, আমি একসাথে ২০ লাখ ভারতীয় শিক্ষার্থীর কাছে এই তথ্যগুলি সরবরাহ করতে পেরে খুশি হব। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নজির তৈরি করবে, জ্ঞানের প্রাপ্তি কোনো বাইনারি প্রস্তাবনা নয়। এমনকি যদি ব্যক্তিমালিকানার অধিকার কার্যকরী হয়, তাহলে ছাত্রছাত্রীরা যখন শিক্ষাগ্রহণ করতে চাইছে, তখন জ্ঞান অর্জনের রাস্তায় এই পূর্বস্বত্বকে আমরা অনতিক্রম্য বাধা হিসেবে দাঁড়াতে দিতে পারি না। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে শিক্ষায় বাধা সৃষ্টি করা অনৈতিক এবং এখানেই সম্ভবত সেই বাধাগুলো দূর করে কিছু একটা করার সুযোগ এসেছে।

আমার ইচ্ছা হল ভারতে সেই তথ্যগুলো ব্যবহার করা এবং ভারতীয় শিক্ষার্থীদের প্রাপ্তির অধিকার দান করা। আমি নিশ্চিত নই যে, আমি এই কাজ করতে যথেষ্ট সাহসিকতা দেখাতে পারব কিনা, অথবা আমাকে ক্যাম্পাসে আসার অনুমতি দেওয়ার সাহস ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির থাকবে কিনা। আমি জানি না লোভী প্রকাশকরা কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবেন। কিন্তু, আমি বিশ্বাস করি যে এই কার্যকলাপ সরাসরি ভারতের আইনগুলির লক্ষ্যের মধ্যেই পড়ে এবং যদি জ্ঞান সত্যগ্রহ সেই তথ্যগুলিকে উপলব্ধ করার একমাত্র উপায় হয়ে থাকে, তবে তা হতে বাধ্য।

## তথ্যের গণতান্ত্রিকরণ

দশম ক্ষেত্রটি হল তথ্যের গণতান্ত্রিকীকরণ। এটা আমার একটা ছাতার মত শ্রেণী, যা সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে, তবে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমার বেশিরভাগ ব্যক্তিগত লক্ষ্য জনসাধারণের তহবিলের সাথে সম্পর্কিত বৃহত্তর ডাটাবেসগুলির অনুসন্ধান, মূলত সরকারের মাধ্যমে এবং সেগুলিকে উপলব্ধ করে তোলা। এটি একটি শীর্ষস্তরীয় উদ্যোগ যা প্রায়শই ভারত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সরকারের স্তরে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখে। আমি ইতিমধ্যে বিদ্যমান তথ্যের অনুসন্ধান করে সেগুলিকে উপলব্ধ করার চেষ্টা করছি।

কিন্তু জ্ঞান শীর্ষস্তরীয় বস্তু নয়। জ্ঞানের উৎস হল মানুষ। ২০১৬ সালের সফরে যখন বাক্সার রায়ের সাথে দেখা হয় তখন এটা আমি খুব দেখেছি। অভিজাত মেয়ো কলেজে

## কোড স্বরাজের উপর নোট

স্যামের একটি বক্তৃতা ছিল, পরের দিন সকালে রাজস্থান কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে স্যামের উপাচার্য হিসেবে সমাবর্তন অনুষ্ঠান সভাপতিত্ব করার কথা ছিল, সেখানে যাওয়ার আগে আমরা তার পুরনো বন্ধু বাস্কারের সাথে দেখা করতে বেয়ারফুট কলেজের দিকে এগিয়ে গেলাম।

বেয়ারফুট কলেজ একটি চমৎকার জায়গা। বাস্কার ১৯৭২ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বর্তমানে এটি রাজস্থানের তিলোনিয়া গ্রামের একটি বড় ক্যাম্পাস জুড়ে রয়েছে। তাদের স্বাক্ষরিত উদ্যোগ হল সৌর লঠন। তারা সারা বিশ্বের গ্রাম থেকে মহিলাদের নিয়ে আসে এবং সৌর লঠনগুলি কীভাবে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় তা শেখায়। তারা বিক্রেতাকে শেখাতে পারে, কীভাবে রূপরেখা পড়তে হয় এবং কিভাবে অন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে হয়। মহিলারা বাড়িতে ফিরে যান এবং তাদের গ্রামের জন্য আলো প্রদান করতে সক্ষম হন, যার ফলে শিক্ষার্থীরা এবং প্রাপ্তবয়স্করা অন্ধকারের পেরিয়ে শিখতে পারে। সৌর শক্তিটি একাধিক অন্যান্য কাজের জন্য, যেমন সেল ফোনগুলি চার্জ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এছাড়াও বেয়ারফুট কলেজ সৌর চুল্লী নির্মাণ, জল পুনরুদ্ধার প্রকল্প, সৌরচালিত জল লবণমুক্তকরণ, আবর্জনা নিষ্পত্তি ব্যবস্থা এবং আরো অনেক কিছু গড়ে তুলেছে। শিশুরা দিনের বেলায় ক্ষেতে কাজ করার পর, রাতে তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তারা অ্যাপলের সাথে কাজ করেছে। সাম্প্রতিককালে পিএইচডি শিক্ষার্থীরা পোস্ট ডক্টরেটের সময় আরও নতুন উদ্ভাবনী প্রযুক্তি তৈরির জন্য একবছর সময় তিলোনিয়ায় কাটাচ্ছে এবং তারপর এই প্রযুক্তির বিস্তার গ্রামীণ ভারত ও সারা বিশ্বের মধ্যে ঘটাচ্ছে।

জ্ঞান উদ্ভূত হয় একদম গোড়া থেকে। কেউ জাতীয় সরকারি ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করতেই পারে, তবে তা করতে গিয়ে অনেকসময় অগণিত ছোট গ্রন্থাগার, বিদ্যালয়, গ্রামের বয়স্কদের জ্ঞান, মন্দির ও আয়ুর্বেদিক ভেষজালায়ে রক্ষিত ঐতিহ্যশালী বিদ্যা এবং আরো অন্যান্য জ্ঞানভাণ্ডারকে উপেক্ষা করা হয়ে যায়।

তথ্যের গণতান্ত্রিকীকরণ একটি লক্ষ্য যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে উৎপাদনের উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য একটা আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উভয় দেশের কৃষকরা সফটওয়্যার ব্যবহার করা, তাদের খামারের যন্ত্রপাতি মেরামত করা, তাদের বীজ পুনঃব্যবহার করতে সক্ষম হওয়ার বিষয়ে সাধারণ উদ্বেগ পরস্পরের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারে। আমেরিকা ও ভারতের উভয়েরই শহরাঞ্চলের বাইরে শক্তিশালী গ্রামীণ ঐতিহ্য ও ছোট শহরগুলোতে প্রচুর সম্পদ রয়েছে। আমেরিকা ভারত ভাই-ভাই মৈত্রি খুব শলতিশালী হতে পারে। আমেরিকায় ৩৫ লক্ষ মানুষ ভারতীয় বংশধর এই যৌথতার বন্ধন তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য করতে পারেন।

স্যাম পিত্রোদা প্রায়শই গণতান্ত্রিক তথ্য সম্পর্কে কথা বলেন। এটি একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য। এটি কোন একক ডাটাবেস নয় যা মুক্ত করা যায়। জ্ঞান উৎপাদন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে তথ্যের গণতান্ত্রিকীকরণ একটি মৌলিক পরিবর্তন। জ্ঞানের সর্বজনীন প্রাপ্তি

আমাদের সময়ের প্রতিশ্রুতি এবং তথ্যের গণতান্ত্রিকীকরণ এর ফলাফল হতে হবে। আমাদের এই আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে কাজ করে যেতে হবে।

## আমার নিজের আবিষ্কার ভারত

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের দুই বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ, উভয়েরই স্বাধীনতা ও আইনি শাসনের জন্য লড়াইয়ের এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। ভারতের মতো দেশে জ্ঞানের ওপর এতকিছু জ্ঞান দেওয়া বোধহয় আমার মতো একজন অনাবাসী এবং বিদেশীর পক্ষে বেয়াদপি, কিন্তু আমার প্রচেষ্টা যেভাবে সমাদরের সাথে গৃহীত হয়েছে তাতে আমি খুব আবেগপীড়িত এবং আনন্দিত হয়েছি এবং এই প্রচেষ্টাকে আরো দ্বিগুণ করতে চাই।

এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সমস্ত জ্ঞানভান্ডারের সর্বজনীন প্রাপ্তির জন্য যদি কোনো বিশ্বব্যাপী বিপ্লব হয়, জ্ঞানের উপনিবেশ যদি উৎখাত হয়, তাহলে ভারতই সেই বিপ্লবকে নেতৃত্ব দিতে বিশ্বের সেরা স্থানাধিকারী। আমি দুটো গল্প বলে শেষ করব, যেগুলো আমার এই বিশ্বাসের কারণ ব্যাখ্যা করে দেবে।

আমি কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দুই খন্ডের ‘চিকিৎসাশাস্ত্রে আয়ুর্বেদিক ব্যবস্থা’ দ্বারা খুব বেশি তাড়িত হয়েছিলাম, বাংলা ভাষায় একটি অনবদ্য কাজ, যা ১৯০১ সালে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। সেনগুপ্ত ছিলেন বিখ্যাত বৈদ্য পরিবারের তরুণ বংশধর এবং একজন সংস্কৃত পণ্ডিত, যিনি কলকাতায় দীর্ঘকাল ধরে ডাক্তারির অনুশীলন করেছিলেন। তাঁর ভূমিকায় তিনি বলছেন, “এই দেশে জ্ঞানের কখনও অর্থমূল্যে বিনিময় হয়নি। জ্ঞান বিক্রয়কে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে নিন্দা করা হয়েছে”।

এটা আমার কাছে অনুরণিত হতে লাগল। বাস্তবিকই, আমি ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ডের প্রত্যেকটি প্রচ্ছদের ওপর লিখেছি, আমি ভাতুরির নিতিশতকাম থেকে এই শব্দগুলি লিখেছি, “জ্ঞান এমন একটি ধন যা কখনো চুরি করা যায় না। আমি ১৯০১ সালের আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে এটা দেখব এমনটা কখনো আশা করি নি, যদিও আমার অবাক হওয়া উচিত ছিল না।

তারপর সেনগুপ্ত মহাশয় আমায় আবার অবাক করলেন, যখন তিনি লর্ড ফ্রান্সিস বেকন এর অনবদ্য পাঠ্য ‘দ্য অ্াডভান্সমেন্ট অফ লার্নিং’ উদ্ধৃত করলেন। বেকন বলেছেন, জ্ঞান অর্জনের অনুশীলন কোনো “লাভ বা বেচাকেনার জন্য কোনো দোকান” হওয়া উচিত নয়, বরং জ্ঞান হওয়া উচিত “সৃষ্টিকর্তার গৌরবের জন্য এক সমৃদ্ধ ভান্ডার এবং মানুষের স্বাবর সম্পত্তি থেকে মুক্তির উপায়”।

ডঃ সেনগুপ্ত তারপর এই অনবদ্য গ্রন্থের গভীরে গিয়েছেন, প্রাচীনকালে কিভাবে এটি কাজ করত তা ব্যাখ্যা করেছেন:

*“কোনো ব্যক্তি যে জ্ঞান অর্জনের যে কোনো শাখায় দক্ষতা অর্জন করেছেন, তিনি যোগ্য ছাত্রদের কাছে, যারা এটা আয়ত্ত করতে চায়, তাদের কাছে এটি জ্ঞাপন করতে বাধ্য। একজন অধ্যাপককে শুধুমাত্র শিক্ষা দেওয়াই নয়,*

## কোড স্বরাজের উপর নোট

এমনকি তার সাথে থাকাকালীন ছাত্রদের খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থাও করতে হয়। দেশের সম্পদশালী ও বিত্তবানদের কর্তব্য সর্বদা শিক্ষাদানে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সমর্থন যোগানো, যাতে তারা সঠিকভাবে শিক্ষাদান করতে পারেন”।

একজনের অবশ্যই সেই এক দানা লবণের নীতি নেওয়া উচিত। শামনাদ বাশির আমাকে মনে করিয়ে দিলেন যে, অনেক ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে ধর্মশাস্ত্রগুলির প্রাপ্তি সুরক্ষিত করেছেন, এমনকি কোনো শূদ্র তাদের শাস্ত্রীয় বাণী শুনলে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য গলিত সীসা দিয়ে তাদের কান ভরাট করে দিতেন। যাইহোক, আমি এই প্রতিজ্ঞার ওপর দাঁড়িয়ে আছি যে, জ্ঞানের প্রাপ্তি, জাত ও অন্যান্য বাধাগুলির নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, ভারতের ইতিহাসে গভীরভাবে প্রচলিত একটি নীতি।

ঐতিহ্যগত জ্ঞান সম্পর্কে আমার পড়াশোনার মধ্যে, আরও একটি আখ্যান আমাকে অনুরক্ত করেছিল। আমি ডাক্তারির পরম্পরা নিয়ে পড়ছিলাম, ১৯ শতকের গোড়াতে বাংলায় *আয়ুর্বেদিক অনুশীলনের* আধুনিকীকরণ সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় বই পেলাম। গত শতাব্দীর প্রথম দিকের, পাশ্চাত্য চিকিৎসা শিক্ষা যখন আরও ব্যাপকতা লাভ করে, ডাক্তারদের নতুন শ্রেণীর অনেকেই ছিলেন আয়ুর্বেদিক অনুশীলনকারী। তারা আধুনিক সরঞ্জাম যেমন থার্মোমিটার, মাইক্রোস্কোপ, এবং স্টপওয়াচগুলি গ্রহণ করেছিলেন। নতুন হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছিল। ফার্মেসী আরো বৃহত্তর এবং কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠে।

এ সকলের মধ্যে, চিকিৎসা শিক্ষার জন্য নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ খোলা হচ্ছিল। নতুন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদিক কলেজ বিরাট জাঁকজমক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যখন উদ্বোধন হতে যাচ্ছে, তখন তারা ভিত্তি পাথর স্থাপন করতে গান্ধীকে আমন্ত্রণ জানান।

গান্ধী নিজের কারণেই এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে বেশ জমকালো ভাবেই তাঁকে স্বাগত জানানো হয় এবং কিছু বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করা হয়। তখন তিনি পুরো আয়োজনের আবর্জনা জঞ্জালের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সংকলনের ২৭তম খণ্ডের ৪২ পৃষ্ঠায় ৬ই মে, ১৯২৫ সালে তার বক্তৃতা পড়তে পারেন। গান্ধী একদম শেষ প্রান্তে চলে গেলেন, যা দেখে তিনি অনুভব করলেন বড় হাসপাতাল এবং আধুনিক ঔষধালয় ভালো তো কিছু করছেই না, বরং কেবলমাত্র জিনিসগুলিকে আরও খারাপ করে তুলছে। তিনি বললেন, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে। তাদের নশ্রতার অভাব। এবং সেটা ছিল শুধুমাত্র একটা সূচনা। তারপর সেই সমস্যাটির একদম মূল অবধি উপড়ে ফেললেন, যা কেবলমাত্র গান্ধীজীই পারেন।

গান্ধী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর সেখানে একটা অস্থিরতা তৈরি হল। আমন্ত্রণ কমিটি চিঠি লিখে তাকে তার কথাগুলো প্রত্যাহার করতে বলেছিল। কিন্তু তিনি প্রত্যখ্যান করেন। আমি স্যাম পিত্রোদাকে বক্তব্যটি পাঠালাম এবং তিনি আমাকে চিঠি লিখে জানালেন যে তিনি অনেক বিষয়ে গান্ধীর সাথে একমত। স্যাম বললেন, গান্ধীজী আসলে যা বলেছেন তা হল সমাজে ডাক্তার, ওষুধ এবং হাসপাতালের মাধ্যমে

ব্যবসার প্রবৃদ্ধি হিসাবে না ঘটিয়ে প্রতিরক্ষার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। গান্ধীজী এই বিষয়টিও তুলে ধরেছেন যে, আপনারা সব প্রশ্নের উত্তর হিসেবে সর্বদা একটি ভুলকেই মনে করেন এবং তাঁর এটা মনে হয়েছে যে, আধুনিক অনুশীলনকারীদের মধ্যে অনেকে মনে করেন তাদের আয়ুর্বেদে সবকিছুর সমাধান আছে এবং সাধারণ মানুষের স্থানীয় জ্ঞানের প্রতি, নস্রতা ও বিশ্বাসের অভাব রয়েছে।

এই দুটো ঘটনা আমাকে উপলব্ধি করিয়েছে যে কেন ভারতই তথ্যের গণতান্ত্রিকীকরণ এবং উপনিবেশ ভাঙার অভিযান শুরু করার জায়গা। তথ্য অবশ্যই উপলব্ধ হওয়া উচিত এই ধারণা যে ভারতীয় ইতিহাসে এবং প্রজাতন্ত্রের আধুনিক গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পাশ্চাত্যের ওষুধের উচ্চমূল্য, ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের ওপর স্বত্ব এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক লেখালেখির ওপর সীমিত প্রাপ্তি, এই সবকিছু মিলিয়ে এটাই ইঙ্গিত করে যে মানুষ সব চিনতে ও বুঝতে পারছে।

ভারতের মানুষ এটা বোঝেন যে, জ্ঞান যখন কিছু কর্পোরেশনের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে যায়, তখন তা সমাজের জন্য কতটা ক্ষতিকারক হতে পারে। সামাজিক সমস্যাগুলি দিয়ে কথা বলার এক দীর্ঘ ঐতিহ্য ভারতের রয়েছে। গান্ধীজী যখন অষ্টাঙ্গতে স্পষ্টভাবে কথাগুলি বলেছিলেন, তখনও তিনি এটাই করেছিলেন। একইভাবে, সম্রাট অশোক সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতাকে উত্সাহিত করছিলেন এবং তৃতীয় বৌদ্ধ পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় সহায়তা করেছিলেন। যদি আমরা জ্ঞানের সার্বজনীন প্রাপ্তি সম্পর্কে একটি নিবিড় কথোপকথন চালাতে চাই, তবে ভারতকেই এই আলোচনার সঠিক জায়গা বলে মনে হয়।

যখন আমি এই লেখাটি শেষ করছি, সেদিন ক্যালিফোর্নিয়ায় ক্রিসমাসের দিন। আমি ফেব্রুয়ারি মাসের জন্য ভারতের টিকিট কেটে করে রেখেছি এবং নতুন বছরটাকে নিজের এবং অন্যদের জ্ঞানের জন্য সাজিয়ে তোলার আশা করছি। এই যাত্রাপথে আমায় নিয়ে আসার জন্য আমি আমার বন্ধু স্যাম পিত্রোদার প্রতি সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ। জয় হিন্দ। কোড স্বরাজ।



বেঙ্গালুরুর TDU-তে ওষধশালা।



বেঙ্গালুরুর TDU-তে ওষধশালা।



সবরমতী আশ্রমে গান্ধীর কাজের এলাকা।



# NEW KNOWLEDGE: RASAYANA FOR WELLNESS & NUTRITION

तत्र रसायनतन्त्रं नाम वयस्थापनं आयुर्मेधाबलकरं रोगापहरण समर्थं च

*Susrutha samhitha*

The word 'Rasayana' refers to optimum supply of nourishment to the body tissues.

Rasayana line of treatment slows down the aging process, provides youthfulness, optimum health, enhanced physical and mental competency, immunity against diseases and longevity.

## RASAYANA

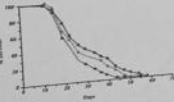
### Dhatuvardhaka (Direct Nourishment)

Dadima  
*Punica granatum*

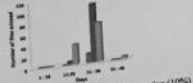


Dadima  
*Punica granatum*

Vyesthapanam  
(Longevity)



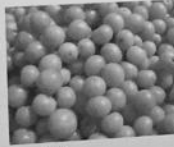
Waha  
(Aphrodisiac)



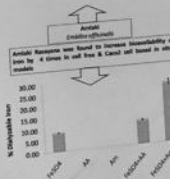
Dadima Rasayana (Pomegranate juice) supplementation (10%) increased the longevity and life time fertility index of *Drosophila*.

— Control  
— Resveratrol (200 µM)  
— Pomegranate juice (10%)

### Agnivyapara (Metabolism)



Amia  
*Emblica officinalis*



Amlaki Rasayana was found to increase fecundity of bees by 4 times in cell test & Canal cell based in vitro models.

### Srotoshodhaka (Clearing channels)



Ashwagandha  
*Embella officinalis*



Ashwagandha  
*C. elegans model*



Ashwagandha  
Antimicrobial activity



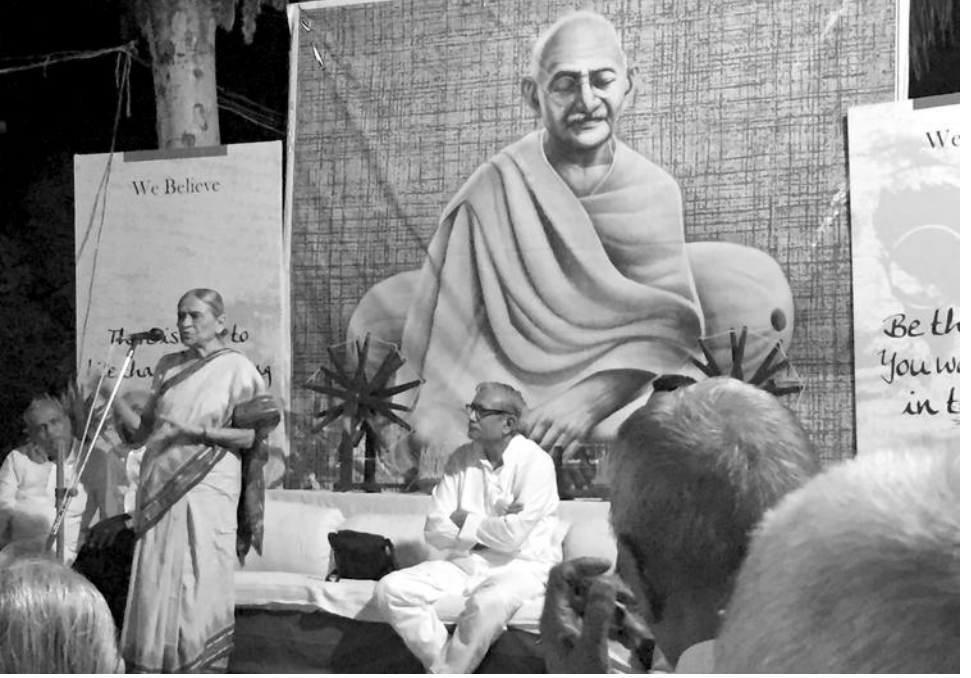
ডক্টরেট ছাত্ররা রসায়ন নীতির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, আয়ুর্বেদিক ঔষধ একটি অনবদ্য তত্ত্ব এর ওপর পোস্টার লাগাচ্ছেন।



মহীশূরের মহারাণী HRE এর সাথে।



নৈশভোজে স্যাম পিত্রোদার সাথে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে TDU- এর দর্শন শঙ্কর।



এলা ভাট ও অনামিক শাহ আহমেদাবাদে কথা বলছেন।



গুজরাটে সমাবর্তনীয় পদযাত্রা।





বেয়ারফুট কলেজে, দৈত্য পুতুল দিয়ে সাজানো।



বয়ারফুট কলেজে, মহিলারা সৌর লর্গন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শিখছে।



বেয়ারফুট কলেজে, বাঙ্কার রায় জল পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করছেন।



দিনেশ ত্রিবেদীর বাড়িতে গুজরাটি খাবার !



সলমনের চেম্বারে নিশিখ দেশাই এর ফার্ম এর অনন্ত মালাঠী এবং সলমন খুরশিদ।



গুজরাট বিদ্যাপীঠে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় স্যাম পিত্রোদা!



মুম্বইয়ের ইন্ডিয়া গেটে নিশিথ দেশাইয়ের সাথে।





বিজ্ঞপ্তির বাক্সের সাথে স্ট্যান্ডার্ড সংস্থায় পাঠানো হচ্ছে। ছবি কির্ক ওয়াল্টার।



ইনকর্পোরেশনের নোটিশ আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করেছে যে আইন সবার উপলব্ধ হওয়া উচিত।



দুটো ডিস্ক অ্য়ারের মধ্যে ৫৪.৫ মিলিয়ন জার্নাল নিবন্ধের আকারে সমস্ত মানবজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে। এই ডিস্কগুলি পাবলিক রিসোর্স অফিস থেকে সরানো হয়েছে এবং অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

## পরিশিষ্ট: জ্ঞানের উপর টুইট

কার্ল মালমুদ, সেবাস্তোপোল, ক্যালিফোর্নিয়া, ৬ জুন, ২০১৭

@carlmalamud, 2:13 PM - 6 Jun 2017

1/ 10 পাবলিক রিসোর্স পাণ্ডুলিপি সাহিত্যের নিবিড় নিরীক্ষা পরিচালনা করছে। আমরা মার্কিন সরকারের কাজের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করেছি।

Replying to @carlmalamud, 2:13 PM - 6 Jun 2017

2/ আমাদের নিরীক্ষাটি এটি নির্ধারণ করেছে যে ফেডারেল কর্মচারী বা কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত ১,২৬৪,৪২৯ জার্নাল নিবন্ধ সম্ভবত কপিরাইটের অকার্যকর।

Replying to @carlmalamud, 2:13 PM - 6 Jun 2017

3/ বিষয়টি আরও পরীক্ষা করার জন্য, আমি scihub নামে পরিচিত একটি ডাটাবেসের একটি অনুলিপি তৈরি করেছি, যার ৬৩+ মিলিয়ন জার্নাল নিবন্ধ রয়েছে।

Replying to @carlmalamud, 2:14 PM - 6 Jun 2017

4/ এই অনুলিপিটির কারণ হল একটি রূপান্তরমূলক ব্যবহার সৃষ্টি করা, scihub এর সমস্ত উপাদানগুলির একটি নিষ্কাশন তৈরি করা যা সার্বজনীন ডোমেইনে।

Replying to @carlmalamud, 2:14 PM - 6 Jun 2017

5/ ১,২৬৪,৪২৯ সরকারী জার্নাল নিবন্ধগুলির মধ্যে আমার মেটাডেটা আছে, এখন আমি সম্ভাব্য মুক্তির জন্য ১,১৪১,৫০৫ ফাইলের (৯০.২%) প্রবেশাধিকার পেতে সক্ষম হয়েছি।

Replying to @carlmalamud, 2:14 PM - 6 Jun 2017

6/ এছাড়াও, আমার দখলকৃত ২,০৩১,৩৫৯ নিবন্ধগুলি ১৯২৩ সালের বা তার আগের সালের। এই ২টি বিভাগ scihub এর ৪.৯২% প্রতিনিধিত্ব করে।

Replying to @carlmalamud, 2:15 PM - 6 Jun 2017

7/ যাচাই এর জন্য যে অতিরিক্ত বিভাগগুলি বাকি আছে, তার অন্তর্ভুক্ত হল কপিরাইট নিবন্ধনের রেজিস্ট্রেশন শেষ, যেখানে মুক্ত প্রবেশাধিকার( open access ) নেই এবং লেখক-বদ্ধ কপিরাইট।

Replying to @carlmalamud, 2:15 PM - 6 Jun 2017

8/ পাবলিক রিসোর্স শীঘ্রই আলেকজান্ডার লাইব্রেরির নির্ধারিত তৈরি করে সহজলভ্য করবে, প্রকাশক ও সরকারগুলির কাছে বিষয়গুলি উপস্থাপন করবে।

Replying to @carlmalamud, 2:15 PM - 6 Jun 2017

9/ আলেকজান্ডার এলবাকিয়ান scihub তৈরি করেছেন এবং জ্ঞানের প্রবেশাধিকারের জন্য গভীর ও সাহসী অবদান করেছেন। আমাদের সবার তার পাশে দাঁড়ানো উচিত।

Replying to @carlmalamud, 2:16 PM - 6 Jun 2017

10/ সার্বজনীন জ্ঞান সর্বদাই আমাদের প্রজন্মের কাছে এক অসাধারণ অপ্রাপ্ত প্রতিশ্রুতি। ইন্টারনেটের সাথে, এই স্বপ্ন বাস্তব হতে পারে।



CWMG, খন্ড ৮৫ (১৯৪৬), ফ্রন্টিসপিস, জওহরলাল নেহেরুর সাথে ভাঙ্গি কলোনিতে, নতুন দিল্লী।



CWMG, খন্ড ৪৮ (১৯৩১-১৯৩২), পৃষ্ঠা ৪০, ল্যাক্সাশায়ারে টেক্সটাইল শ্রমিকদের সঙ্গে।



CWMG, খন্ড ৯০ (১৯৪৭-১৯৪৮), ফ্রন্টিস্পিস।



ইন্টারনেট আর্কাইভ এ আরন স্ৱার্ভেজ এর নুয়াল ক্রিড দ্বারা নির্মিত মূর্তি। বি.জেড পেট্রোফ এর দ্বারা ছবি।



ইন্টারনেটে বাক স্বাধীনতার কথা বলছেন আরন। ড্যানিয়েল জে. সিমারডস্কি এর দ্বারা ছবি।

## পরিশিষ্ট: স্বচ্ছতা কখন কার্যকর ?

জনাব সোয়াটজ, জুন, ২০০৯।

স্বচ্ছতা একটি নিছক শব্দ; যেমন ধরো "সংস্কার" (reform) এর মতো শব্দ, যা শুনতে ভাল লাগে কিন্তু তা যদৃচ্ছভাবে যে কোনো রাজনৈতিক জিনিসের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায় যা কেউ প্রচার করতে চায়। কিন্তু "সংস্কার" কার্যকর কিনা (এটি সংস্কারের উপর নির্ভর করে), সাধারণভাবে স্বচ্ছতার কথা বলার ক্ষেত্রে এটি নির্বোধের মতই আমাদের কাছে যা আমাদেরকে বেশি দূরে নিয়ে যাবে না। সার্বজনিক শুনানি থেকে নিয়ে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়ার ভিডিওটেপ করা সবকিছুই "স্বচ্ছতা" বলা যেতে পারে-এতো বড় শ্রেণী সম্পর্কে তেমন কিছু বলার জন্য এত বেশি প্রয়োজন নেই।

সাধারণভাবে, যখনই কেউ আপনাকে "সংস্কার" বা "স্বচ্ছতা" হিসাবে কিছু বিক্রি করার চেষ্টা করে, তখন আপনার সন্দেহ করা উচিত। সাধারণভাবে, আপনার সন্দেহপ্রবণ হওয়া উচিত। কিন্তু বিশেষ করে, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির, দীর্ঘদিন ধরে চমৎকার শব্দগুলিতে নিজেদের ঠকানোর একটা লম্বা ইতিহাস ছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভাল সরকার (গোও-গো) আন্দোলনকেই দেখো। বিশিষ্ট প্রধান প্রতিষ্ঠান দ্বারা সহায়তা করা হয়েছে, এবং তারা দাবি করেছে যে যা নগরের গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করেছে এমন দুর্নীতি ও রাজনৈতিক মেশিনগুলিকে পরিষ্কার করে দেবে। পরিবর্তে, সংস্কারগুলি নিজেই গণতন্ত্রকে অবরুদ্ধ করে ফেলেছে, এগুলি হল বামপন্থী প্রার্থীদের প্রতি প্রতিক্রিয়া যারা নির্বাচিত হতে শুরু করেছিল।

Goo-goo সংস্কারকরা ইলেকশনকে অফ-ইয়ারে সরিয়ে নিয়ে যায়। তারা দাবি করেছিল যে এটা নগর রাজনীতিকে জাতীয় রাজনীতিকে থেকে আলাদা রাখার জন্য, কিন্তু প্রকৃত প্রভাব হল শুধু ভোটের হার হ্রাস করা ছিল। তারা রাজনীতিবিদদের বেতন দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এই পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছিল দুর্নীতি হ্রাস করার জন্য, কিন্তু এটা নিশ্চিত করেছিল যে যেন শুধুমাত্র খনীরা নির্বাচিত হতে পারে। তারা নির্বাচকে নির্দলীয় নির্বাচন করেছেন। এই জন্য করা হয়েছিল কারণ শহর নির্বাচনগুলি হল স্থানীয় বিষয়, জাতীয় রাজনীতি নয় বরং এর প্রভাব হল ব্যক্তিবিশেষ নামের স্বীকৃতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ভোটারদের পক্ষে এটা বোঝা কঠিন হয়ে গেছিল যে কোন প্রার্থী তাদের পক্ষে আছে। এবং তারা মেয়রদের পরিবর্তে অনির্বাচিত শহর পরিচালকদের বসিয়ে দেয়, তাই বিজয়ী নির্বাচন পরিবর্তন প্রভাবিত করার জন্য আর যথেষ্ট ছিল না।

অবশ্যই, আধুনিক স্বচ্ছতা আন্দোলন পুরানো গুড গভর্নমেন্ট মুভমেন্ট থেকে অনেক ভিন্ন। কিন্তু গল্পটি ব্যাখ্যা করে যে আমাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ধরনের অলাভজনকদের সাহায্য থেকে সতর্ক থাকা উচিত। আমি স্বচ্ছতা চিন্তাভাবনার এক বিশেষ আয়াসের উপর নজর দিতে চাই এবং এটি কীভাবে ভয়াবহ হতে পারে তা দেখাতে চাই। এটি এমন কিছু দিয়ে শুরু হয় যা অসম্মতি করা কঠিন।

## জনসাধারণের সাথে কাগজ পত্র ভাগ করা

আধুনিক সমাজ আমলাতন্ত্র এবং আধুনিক আমলাতান্ত্রিক কাগজপত্র দিয়ে তৈরি হয়: মেমো, রিপোর্ট, ফর্ম, ফাইলিং। জনগণের সাথে এই অভ্যন্তরীণ নথিপত্রগুলি ভাগ করে নেওয়ার বিষয়টি স্পষ্টতই ভাল বলে মনে হচ্ছে এবং প্রকৃতপক্ষে, এই জাতীয় নথিপত্রগুলি প্রকাশ করার থেকে অনেক ভাল হয়েছে, এটি জাতীয় নিরাপত্তা আর্কাইভ কিনা, যাদের Freedom of Information Act (FOIA) অনুরোধগুলি কয়েক দশক ধরে বিশ্বজুড়ে সরকারের ত্রুটিগুলি অনাবৃত করেছে, অথবা অবিশ্রান্ত কার্ল মালামুদ এবং তার স্ক্যানিং, যিনি আইন থেকে চলচ্চিত্র, বিনামূল্যে অনলাইনে প্রবেশাধিকারের জন্য টেরাবাইটে দরকারী সরকারী দলিলগুলি রেখেছে।

আমি সন্দেহ করি কিছু লোক রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের তালিকাতে "ওয়েবে সরকারি নথিপত্রগুলি প্রকাশ করছে", তবে এটি একটি মোটামুটি সস্তা প্রকল্প (কেবল স্ক্যানারগুলিতে প্রচুর পরিমাণে জিনিস ছুঁড়ে ফেলা) এবং এটি অনেক বেশি খারাপ বলে মনে হচ্ছে না। সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হল "গোপনীয়তা" যার ভাল ভাবে খেয়াল রাখা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, FOIA এবং প্রাইভেসি একট (PA) মানুষের গোপনীয়তা রক্ষা করার সময় উন্মোচন নিশ্চিত করার জন্য মোটামুটি পরিষ্কার নির্দেশিকা সরবরাহ করে।

অনলাইনে সরকারি নথিপত্রগুলি নির্বাণ করার চেয়ে আরও বেশি কার্যকর হবে কর্পোরেট এবং অলাভজনকদের রেকর্ডগুলির প্রবেশাধিকার দেওয়া। অনেক রাজনৈতিক পদক্ষেপ আনুষ্ঠানিক সরকার বাইরে সঞ্চালিত হয়, এবং এইভাবে বিদ্যমান FOIA আইননের সুযোগের বাইরে থাকে। কিন্তু এই ধরনের জিনিসগুলি সর্বাধিক স্বচ্ছতা সক্রিয়তাবাদী ব্যক্তিদের কাছে সম্পূর্ণরূপে রাডারের বাইরে মনে হয়; পরিবর্তে, সরকার থেকে কোটি কোটি ডলার গ্রহণকারী দৈত্য কর্পোরেশনগুলি সবকিছু অছেদনীয় গোপনে রাখে।

## জনসাধারণের জন্য ডেটাবেস উৎপন্ন

অনেক নীতি প্রশ্ন প্রতিদ্বন্দ্বী স্বার্থের হল একটি যুদ্ধ--চালকেরা সেই গাড়িগুলি চায় না যা মোড় নেওয়ার সাথে সাথে উল্টে যায় এবং তাদের মেরে দেয়, কিন্তু গাড়ির কোম্পানিগুলি এই ধরনের গাড়ি বিক্রি চালিয়ে যেতে চায়। আপনি যদি কংগ্রেসের সদস্য হন, তবে তাদের মধ্যে নির্বাচন করা কঠিন। একদিকে আপনার নির্বাচনকেন্দ্র, যারা আপনার জন্য ভোট দেয়। কিন্তু অন্যদিকে বড় সংস্থাগুলি, যা আপনার পুনর্নির্ধারণ প্রচারাভিযানগুলি চালানোর জন্য সাহায্য দেয়। আপনি সত্যিই দুটোর একটিকে খুব খারাপ ভাবে কুপিত করতে সামর্থ্য করতে পারবেন না।

সুতরাং, কংগ্রেসের আপোষের চেষ্টা করার প্রবণতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ট্রান্সপোর্টেশন রিকল এন্থ্রোস্টেমেন্ট, অ্যাকাউন্টেবিলিটি এন্ড ডকিউমেন্টেশন (TREAD) অ্যাক্ট-এর সাথে এটাই ঘটেছে। নিরাপদ গাড়ির প্রয়োজনের পরিবর্তে,



## পরিশিষ্ট: স্বচ্ছতা কখন কার্যকর ?

কংগ্রেসের প্রয়োজন ছিল কেবল গাড়ি কোম্পানিগুলি তাদের গাড়িগুলি কীভাবে বাজারে আনতে পারবে তা প্রতিবেদন করা। স্বচ্ছতার আবার জয়!

অথবা, আরো বিখ্যাত উদাহরণের জন্য: ওয়াটারগেটের পর, লোকেরা বড় বড় কর্পোরেশনগুলির কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ ডলার প্রাপ্ত রাজনীতিবিদদের নিয়ে বিরক্ত ছিল। কিন্তু, অন্যদিকে, কর্পোরেশনগুলি রাজনীতিবিদদের অর্থ পরিশোধ করতে খুব তত্পর ছিল। তাই অনুশীলন নিষিদ্ধ করার পরিবর্তে, কংগ্রেসের কেবল এইটা প্রয়োজন ছিল যে রাজনীতিবিদরা তাদের প্রত্যেকের উপর নজর রাখে যারা তাদের অর্থ প্রদান করে এবং সার্বজনিক পরিদর্শনের জন্য এটির প্রতিবেদন পেশ করা।

আমি এই সব আচার বিচার খুব হাস্যকর মনে করি। যখন আপনি একটি রেগুলেটরী সংস্থা তৈরি করেন, তখন আপনি এমন একটি গোষ্ঠীকে একত্রিত করেন যার কাজ হল কিছু সমস্যার সমাধান করা। যার আইন ভাঙে তাদের উপর তদন্ত করার জন্য তাদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য অধিকার দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, স্বচ্ছতা কেবল কাজকে সরকার থেকে নাগরিকের কাছে স্থানান্তরিত করে, যাদের কোনও সময় নেই এবং কোনও বিস্তারিতভাবে এই প্রশ্নগুলির তদন্ত করার ক্ষমতা নেই, আর এটা সম্বন্ধে কাউকে একা কোনো কিছু করতেও দেয় না। এটি একটি দুর্ভাগ্য: অনেকের মনে হয় যে কংগ্রেস এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর কোনো কাজ করছে, কর্পোরেট স্পনসরদের কোনো ভাবে অসুবিধেতে না ফেলেই।

### জনসাধারণের জন্য ডাটাবেস ব্যাখ্যা করা

এখানে যেখানে প্রযুক্তিবিদরা পদক্ষেপ নেয়। "মানুষের জন্য অনেক কিছু খুব কঠিন?" তারা শুনতে পায়। "আমরা এটি ঠিক করতে জানি।" সুতরাং তারা ডাটাবেসের একটি অনুলিপি ডাউনলোড করে এবং জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য -সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান তৈরি করে, এটির চারপাশে সুন্দর ছবিগুলি রেখে এবং কিছু স্ন্যাজি( snazzy) অনুসন্ধান বৈশিষ্ট্য এবং কিছু দৃশ্যমানতার সাথে এটি চমত্কার করে তোলে। এখন নাগরিকরা জানতে পারবে যে কে তাদের রাজনীতিবিদদের অর্থায়ন করছে এবং অনলাইনে গিয়ে জানতে পারবেন তাদের গাড়ি কতটা বিপজ্জনক।

বিজয়ীরা এটা ভালোবাসে। সাম্প্রতিক অপ্রতিবিধান এবং অ্যাণ্টি-গভর্নমেন্ট জিওলট্রি থেকে উদ্ভূত এখন অনেকে সরকার সম্পর্কে সন্দেহভাজন। "আমরা নিয়ন্ত্রকদের বিশ্বাস করতে পারি না," তারা বলে। "আমাদের নিজেদের তথ্যের তদন্ত করতে সক্ষম হওয়া দরকার।" প্রযুক্তি নিখুঁত সমাধান প্রদান করে বলে মনে হয়। শুধু সমস্ত কিছু অনলাইন রাখুন- কাউকে বিশ্বাস না করেই লোকেরা ডেটা নিরীক্ষণ করতে পারবে।

শুধুমাত্র একটি সমস্যা আছে: আপনি যদি নিয়ন্ত্রকদের বিশ্বাস করতে না পারেন তবে আপনি কি করে ভাবেন যে আপনি তথ্যকে বিশ্বাস করতে পারবেন ?

ডেটাবেস তৈরির সমস্যাটি এটা নয় যে তারা পড়ার পক্ষে খুব কঠিন; এটি তদন্ত এবং প্রয়োগকারী শক্তির অভাব, এবং ওয়েবসাইট সেটা সাহায্য করতে কিছুই করে না। যেহেতু তাদের যাচাইয়ের দায়িত্বে কেউ নেই, তাই স্বচ্ছতা ডেটাবেসে প্রতিবেদন করা বেশিরভাগই কেবল মিথ্যা। কখনও কখনও তারা লজ্জাজনক মিথ্যা, যেমন কিছু কারখানার কর্মক্ষেত্রের আঘাতের বিষয়ে বইয়ের দুটি সেট রাখা হয়: এক সঠিক, প্রতিটি আঘাত প্রতিবেদন করা এবং অন্যটি সরকারকে দেখানোর জন্য, যার মাত্র 10% প্রতিবেদন করা হয়। তবে তারা সহজেই জাল করা পারে: ফর্মগুলি অসম্পূর্ণ বা টাইপস ( typos ) দ্বারা ভরা হয়, বা কুকর্ম এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে এটি ফর্মের উপর আর আবির্ভূত হয় না। এই ডেটাবেসগুলি সহজে পড়ার জন্য তৈরি করা শুধুমাত্র "সহজে মিথ্যা পড়তে" ফলাফলে পরিনত করে।

তিনটি উদাহরণ:

- কংগ্রেসের অপারেশন জনসাধারণের কাছে অনুমান-অনুসারে খোলা আছে, তবে যদি আপনি সদনে যান (অথবা যদি আপনি এই স্বচ্ছতা সাইটের কোনটিতে কি হয় তা অনুসরণ করেন) আপনি দেখতে পাবেন যে তারা তাদের সময়গুলি সব সময় পোস্ট অফিস নামকরণে করতেই চলে যায়। সমস্ত বাস্তব কাজ জরুরী বিধান ব্যবহার করে পাস করা হয় এবং নির্দোষ বিল উপধারার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। (ব্যংকের বেলআউটগুলি পল ওয়েলস্টোন মেন্টাল হেলথ অ্যাস্ট্রো রাখা হয়েছিল।) ম্যাট তিব্বির দ্য গ্রেট ড্রেঞ্জমেন্ট (স্পিগেল অ্যাস্ট্রো গ্রু) গল্পটি বলে।
- এইসব সাইটগুলি আপনার নির্বাচিত কর্মকর্তা কে বলে দেয়, কিন্তু আপনার নির্বাচিত কর্মকর্তার আসলে কি প্রভাব রয়েছে? ৪০ বছর ধরে, নিউ ইয়র্কের লোকেরা তাদের নির্বাচিত কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল-তাদের শহর পরিষদ, তাদের মেয়র, তাদের গভর্নর। কিন্তু রবার্ট ক্যারো পাওয়ার ব্লোকার (প্রাচীন) তে যা প্রকাশ করেছিলেন, তার সবকিছু ভুল ছিল। নিউইয়র্কে ক্ষমতা এক ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, একজন মানুষ, যিনি সবসময়ই অফিসে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় ক্রমাগতভাবে হারিয়ে যেতেন, একজন মানুষ এ ব্যাপারে দায়িত্বে ছিলেন বলে কেউ মনে করতেন না: পার্ক কমিশনার রবার্ট মোস।
- ইন্টারনেটে প্রচুর সাইটগুলি আপনাকে বলে দেবে যে আপনার প্রতিনিধি কার থেকে কোন অর্থ উপার্জন করে, কিন্তু অনাবৃত অনুদান হল সেই সব অনুদানের একটি ছোট অংশ মাত্র। কেনার সিলভারস্টাইন হার্পারের জন্য নিজের কিছু লেখা ছেপেছেন যেখানে বলেছেন যে (তার মধ্যে কিছু সে তার বই তুর্কিসিসাম (Turkmeniscam) [Random House] এ উল্লেখ করেছেন), কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার ফলে, তারা গোপনীয়তার সাথে অনেক ধরনের অনুলাভ (perks) এবং নগদ টাকা অর্জন করতে অবিরাম উপায় সরবরাহ করে।

## পরিশিষ্ট: স্বচ্ছতা কখন কার্যকর ?

স্বচ্ছতার সমর্থকরা এর চারপাশে চক্রর লাগানোর চেষ্টা করতে থাকে। "ঠিক আছে," তারা বলে, "তবে অবশ্যই কিছু তথ্য সঠিক হবে। এমনকি যদিও এটি না হয়, তাহলে কীভাবে মানুষ মিথ্যা বলে তার বিষয়ে আমরা কি কিছু শিখতাম না? "সম্ভবত এটি সত্য, যদিও কোনও ভাল উদাহরণের কথা চিন্তা করা কঠিন। (প্রকৃতপক্ষে, স্বচ্ছতার কাজের জন্য কোনও ভাল উদাহরণ মনে করা কঠিন, যাতে কোনো কিছু প্রমানিত হয়েছে, সম্ভবত কোনো কিছু আরো বেশি স্বচ্ছতার জন্য)। কিন্তু সবকিছুর একটা খরচ আছে।

কোটি কোটি ডলার বিশ্বব্যাপী স্বচ্ছতা প্রকল্পের জন্য ব্যয় করা হয়েছে। সেই টাকা আকাশ থেকে আসে না। প্রথম এটা নয় যে কোন স্বচ্ছতা কার চেয়ে বেশি ভালো; এটা হল স্বচ্ছতা আসলে এই সম্পদগুলি ব্যয় করার সর্বোত্তম উপায় কিনা, এটি অন্য কোননো জায়গায় ব্যয় করলে বড় প্রভাব ফেলবে কিনা তার মূল বিষয়।

আমি এটা মনে করতাম যে তারা করবে। এই সমস্ত অর্থ সরাসরি উত্তর পাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে ব্যয় করা হয়েছে, এটি সম্পর্কে কিছু করার নেই। প্রয়োগকারী শক্তি ছাড়া, বিশ্বের সবচেয়ে পঠনযোগ্য ডাটাবেসটি এমনকি পুরোপুরি নির্ভুল না হলেও এটি সম্পূর্ণ রূপে সম্পাদন করবে না। তাই মানুষ অনলাইন যান এবং সব গাড়ি বিপজ্জনক এবং সব রাজনীতিবিদরা দুর্নীতিগ্রস্ত দেখেন। তখন তাদের কি করা উচিত ?

অবশ্যই, সম্ভবত তারা ছোট পরিবর্তন করতে পারে-এই রাজনীতিবিদ তার চেয়ে একটু কম অর্থোপার্জন করে, তাই আমি তার জন্য ভোট দেব (অন্যদিকে, সে হয়তো আরও ভাল মিথ্যাবাদী এবং তার তেলের টাকা PACs বা ভিত্তিগুলির মাধ্যমে ফানেল হয়ে যাবে অথবা লবিস্ট)-কিন্তু সরকারের প্রতিমুখে, তারা বড় সমস্যা সমাধান করতে পারে না: কয়েকটি লোক একটি ওয়েবসাইট পড়ে গাড়ীর কোম্পানিগুলিকে নিরাপদ গাড়ী তৈরি করতে বাধ্য করতে পারে না। আপনি প্রধান সমস্যা সমাধানের জন্য কিছুই করেনি; আপনি কেবল এটি আরো আশাহীন বলে মনে করেছেন: সমস্ত রাজনীতিবিদরা দুর্নীতিগ্রস্ত, সব গাড়ি বিপজ্জনক। আপনি কি করতে পারেন ?

### একটি বিকল্প

যেটা বিদ্রূপাত্মক সেটা হল যে আপনি কিছু করতে পারবেন তা ইন্টারনেট প্রদান করে। এটি একে অনেক বেশি সহজ করে তুলেছে, আগের চেয়ে আরও সহজ, মানুষের সাথে গোষ্ঠী গঠন করা এবং সাধারণ কাজগুলিতে একত্রে কাজ করা। এবং এর জন্য মানুষ একত্রিত হচ্ছে-ওয়েবসাইট বিশ্লেষণ নয়- যাতে বাস্তব রাজনৈতিক অগ্রগতি তৈরি করা যেতে পারে।

এ পর্যন্ত আমরা শিশুর পদক্ষেপগুলি দেখেছি-লোকেরা অন্যত্র যা দেখেছে তা অনুলিপি করে রাজনীতিতে প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে। উইকিও ভাল কাজ করে বলে মনে হচ্ছে, তাই আপনি একটি রাজনৈতিক উইকি তৈরি করবেন। সবাই সামাজিক নেটওয়ার্ক ভালবাসে, তাই আপনি একটি রাজনৈতিক সামাজিক নেটওয়ার্ক নির্মাণ করবেন। কিন্তু এই সরঞ্জামগুলি তাদের আসল সেটিংসে কাজ করেছিল কারণ তারা বিশেষ সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেছে, এটা নয় যে তারা জাদু তার জন্য।

রাজনীতিতে অগ্রগতির জন্য, আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান কীভাবে করা উচিত সে বিষয়ে আমাদের ভাল করে চিন্তা করতে হবে, কেবল অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করে এমন প্রযুক্তিগুলি অনুলিপি করলে হবে না।

ডেটা বিশ্লেষণ এটির অংশ হতে পারে তবে এটি একটি বড় ছবির অংশ। কিছু সমস্যা মোকাবেলার জন্য একসঙ্গে আসছে এমন এক দলের লোকজনের কথা কল্পনা করুন- খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে, বলুন। আপনার কাছে এমন প্রযুক্তিবিদরা থাকতে পারে যারা নিরাপত্তা রেকর্ড এর উপর নজর রাখে, এমন তদন্তকারিক সাংবাদিক যারা ফোন কল করে, এবং বিস্তৃত্যে গোপন ভাবে ঢুকে পড়ে, আইনজীবী যারা কাগজপত্রের সম্মান জারি করেন এবং মামলাগুলি দাখিল করেন, এমন রাজনৈতিক সংগঠকগুলি হতে পারে যা প্রকল্পটির সমর্থনে সহায়তা করে এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয় করে, এমন কংগ্রেসের সদস্যদের হতে পারে যারা আপনার বিষয়ে শুনানির জন্য চাপ দিতে পারে এবং আপনার সমস্যার সমাধান করার জন্য আইন পাস করতে পারে, এবং, অবশ্যই, ব্লগার এবং লেখক আপনার গল্পগুলি একে একে প্রকাশ করতে থাকে তাদের বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে।

কল্পনা করুন: একটি তদন্তকারী স্ট্রাইক টিম, একটি বিষয় নিয়ে, সত্য উন্মোচিত করে এবং সংস্কারের জন্য চাপিয়ে দেয়। তারা প্রযুক্তি ব্যবহার করবে, অবশ্যই, কিন্তু রাজনীতি ও আইন ও করবেন। সর্বোত্তমভাবে, একটি স্বচ্ছতা আইনে আপনি আরো একটি ডাটাবেস দেখতে পাবেন। কিন্তু একটি মামলা (অথবা কংগ্রেসনাল তদন্ত) ? আপনি সমস্ত ডেটাবেস, পাশাপাশি তাদের পিছনের উত্স রেকর্ডগুলি, তারপ মানুষের ইন্টারভিউয়ে সপথের অধীনে কি বোঝায় তা সপীনা করতে পারবেন। অপরে কি চায় সেটির পূর্বাভাস পাওয়ার পরিবর্তে আপনি যা চান তা জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

এখানে এই তথ্য বিশ্লেষণ সত্যিই দরকারী হতে পারে। ওয়েবের উপর যথেষ্টভাবে সার্ফারদের নির্দিষ্ট উত্তর প্রদান না করা, কিন্তু ব্যতিক্রমগুলি এবং নিদর্শনগুলি এবং প্রশ্নগুলি খুঁজে বের করা এবং অন্যদের দ্বারা অনুসন্ধান করা যেতে পারে। সমাপ্ত পণ্য গঠন না করে, কিন্তু আবিষ্কার প্রক্রিয়ার মধ্যে আকর্ষক দ্বারা।

কিন্তু এটি তদন্তমূলক স্ট্রাইক দলের সদস্যদের কাজের সাথে অন্যদের সাথে যুক্তের সময়ই করা যেতে পারে। তাদের লক্ষ্য পূর্ণ করতে যা লাগে তারা সেটা করে, "প্রযুক্তিবিদ্যা" এবং "সাংবাদিকতা" এবং "রাজনীতির" মধ্যে নির্বিচারে বিভাগ দ্বারা বোধ করে নয়।

এই মুহূর্তে, প্রযুক্তিবিদরা জোর দিয়ে বলেছেন যে তারা যে কোনও বিষয়ে তথ্য খুঁজে পেতে নিরপেক্ষ প্ল্যাটফর্মগুলি তৈরি করছে। সাংবাদিকরা জোর দিয়ে বলেন যে তারা প্রকৃত ঘটনার পর্যবেক্ষক। এবং রাজনৈতিক মানুষজন অনুমান করেন যে তারা ইতিমধ্যে উত্তর জানেন এবং আর প্রশ্নের তদন্ত করতে হবে না। তারা প্রত্যেকেই এক একজন অরুচিকর ব্যক্তি, তারা বড় ছবিটা দেখতে অক্ষম।

আমি অবশ্যই ছিলাম। আমি এই বিষয়ে জোরপূর্বক যত্ন নিচ্ছি- আমি চাই না রাজনীতিবিদরা দুর্নীতিবাজ হোক; আমি চাই না মানুষজনকে গাড়িগুলি হত্যা করুক

## পরিশিষ্ট: স্বচ্ছতা কখন কার্যকর ?

-এবং একজন টেকনোলজিস্ট হিসাবে আমি তাদের সমাধান করতে চাইবো। তাই স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতিতে আমি সরে গেছিলাম। এটা ঠিক যে জিনিসগুলি আমি ভালোভাবে লিখতে চেয়েছিলাম, কোড লেখা, ডাটাবেসগুলিকে ভাগ ভাগ করে রাখা -আমি বিশ্বেকে পরিবর্তন করতে পারি।

কিন্তু এটা কাজ করে না। অনলাইনে ডাটাবেস রাখা একটি রূপালী বুলেট না, স্বচ্ছতা শব্দটি যেমন শোনায় সেটি সেমন ভালো নয়। কিন্তু নিজেকে অভিভূত করা সহজ ছিল। আমাকে যা করতে হয়েছিল তা হল অনলাইনে রাখা এবং কেউ কোথাও না কোথাও তাদের ব্যবহারের জন্য খুঁজে পাবে। এসবের পড়ে, যে প্রযুক্তিবিদরা যা করে, তা কি ঠিক ? ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবটি খবর প্রকাশ করার জন্য ডিজাইন করা হয়নি-এটি নিরপেক্ষ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছিল যা বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা থেকে পর্নোগ্রাফিকে সমর্থন করতে পারেবে।

রাজনীতি এমনভাবে কাজ করে না। সম্ভবত নিউইয়র্ক টাইমস এর সামনের পৃষ্ঠায় জিনিসগুলি নির্বাণ করে এমন কিছু নিশ্চিত করা হয়েছে যে তারা সংশোধন করা হবে, কিন্তু সেই দিনটি অনেক অতীত হয়ে গেছে। লিক থেকে তদন্ত থেকে উদঘাটন থেকে প্রতিবেদন থেকে সংস্কার, এই সবকিছুর পাইপলাইন ভেঙ্গে গেছে। প্রযুক্তিবিদরা সাংবাদিকদের উপর নির্ভর করে না তাদের জিনিসপত্র ব্যবহারের জন্য; সাংবাদিকরা রাজনৈতিক কর্মীদের উপর নির্ভর করে না তারা যেই সমস্যাগুলি তুলে ধরে তা সমাধান করার জন্য। পরিবর্তন হাজার হাজার মানুষের কাছ থেকে আসে না, সবাই তাদের পৃথক রাস্তায় যায়। পরিবর্তনের প্রয়োজন হল একটি সাধারণ লক্ষ্যে কাজ করার জন্য সবাইকে একসাথ করা। প্রযুক্তিবিদদের এটা নিজেদের দ্বারা করা কঠিন।

কিন্তু তারা যদি তাদের লক্ষ্য হিসাবে তা গ্রহণ করে তবে তারা তাদের সমস্ত প্রতিভা এবং দক্ষতার ক্ষেত্রে সমস্যাটি প্রয়োগ করতে পারবে। তারা তাদের সাফল্যের পরিমাণ পরিমাপ করতে পারে যারা তাদের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করেছেন তাদের দ্বারা নয়, বরং মানুষের জীবনের পরিবর্তনের দ্বারা যার জন্য তারা লড়েছেন। তারা জানতে পারবে যে কোন প্রযুক্তি আসলে কোনো পার্থক্য তৈরি করে এবং কোনটি কেবল নিরবচ্ছিন্নতা। এবং তারা পুনরাবৃত্তি, উন্নতি, এবং স্কেল করতে পারবেন।

স্বচ্ছতা একটি শক্তিশালী জিনিস হতে পারে, কিন্তু বিচ্ছিন্নতা নয়। সুতরাং, আমাদের এটা বলা বন্ধ করা উচিত যে আমাদের কাজটি কেবলমাত্র তথ্যটি খুঁজে পাওয়া এবং অন্য লোকের কাজ হল এটি কীভাবে ব্যবহার করা যায় তা নির্ধারণ করা। আসুন আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে আমাদের কাজ বিশ্বের ভালোর জন্য লড়াই করা। আমি দেখতে চাই যে এই সব আশ্চর্যজনক সম্পদ সব এর উপর কাজ করছে।

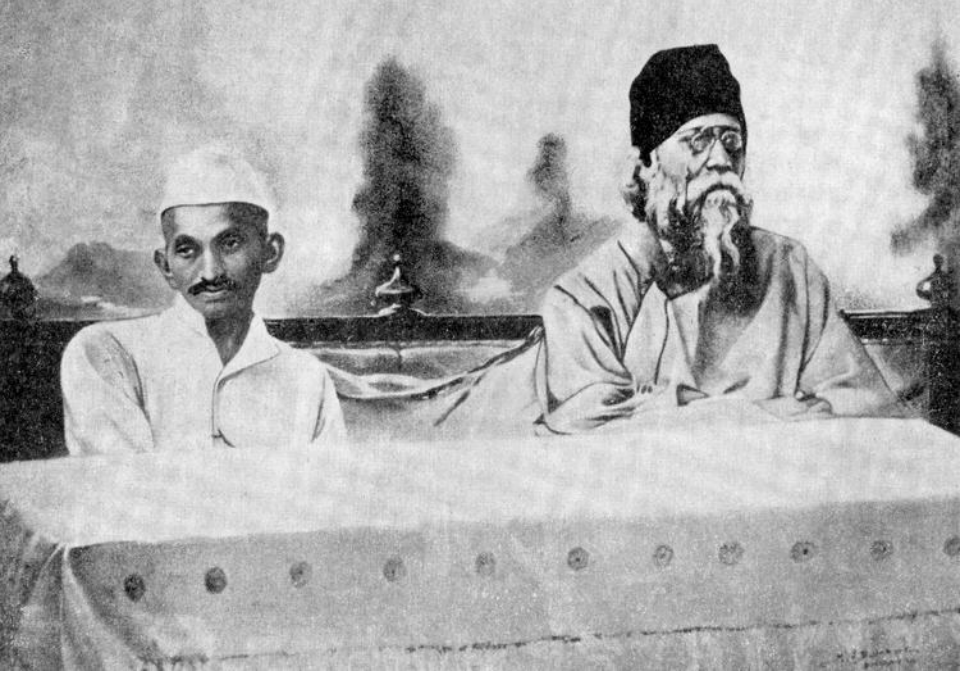
### নোট

1. আরো বেশির জন্য, দেখুন <http://sociology.ucsc.edu/whorulesamerica/power/local.html>.

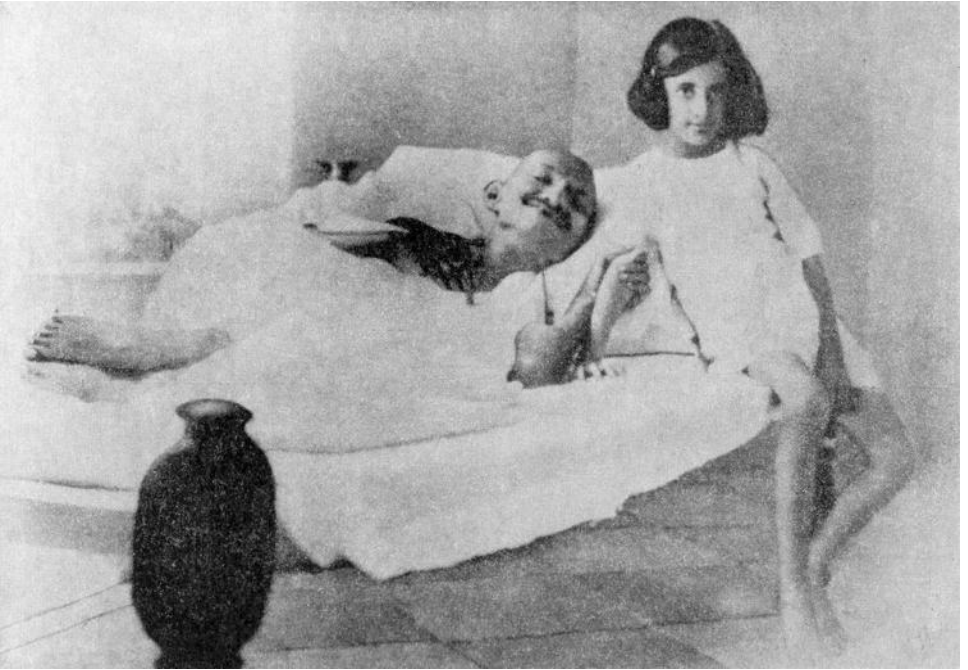
2. ফার্স্ট ফুড নেশন, এরিক স্কলসার, হিউটন মফ্লিন, ২০০১।



CWMG, খন্ড ৭৪ (১৯৪১), ফ্রন্টিস্পিস, ড্যানুস তাকলির সঙ্গে স্পিনিং।



CWMG, খন্ড ১৭ (১৯২০), পৃষ্ঠা ১৬৯, গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের সাথে ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে আহমেদাবাদে।



CWMG, খন্ড ২৫ (১৯২৪-১৯২৫), পৃষ্ঠা ১৭৭, গান্ধী ইন্দীর সঙ্গে, অনশনের সময়।

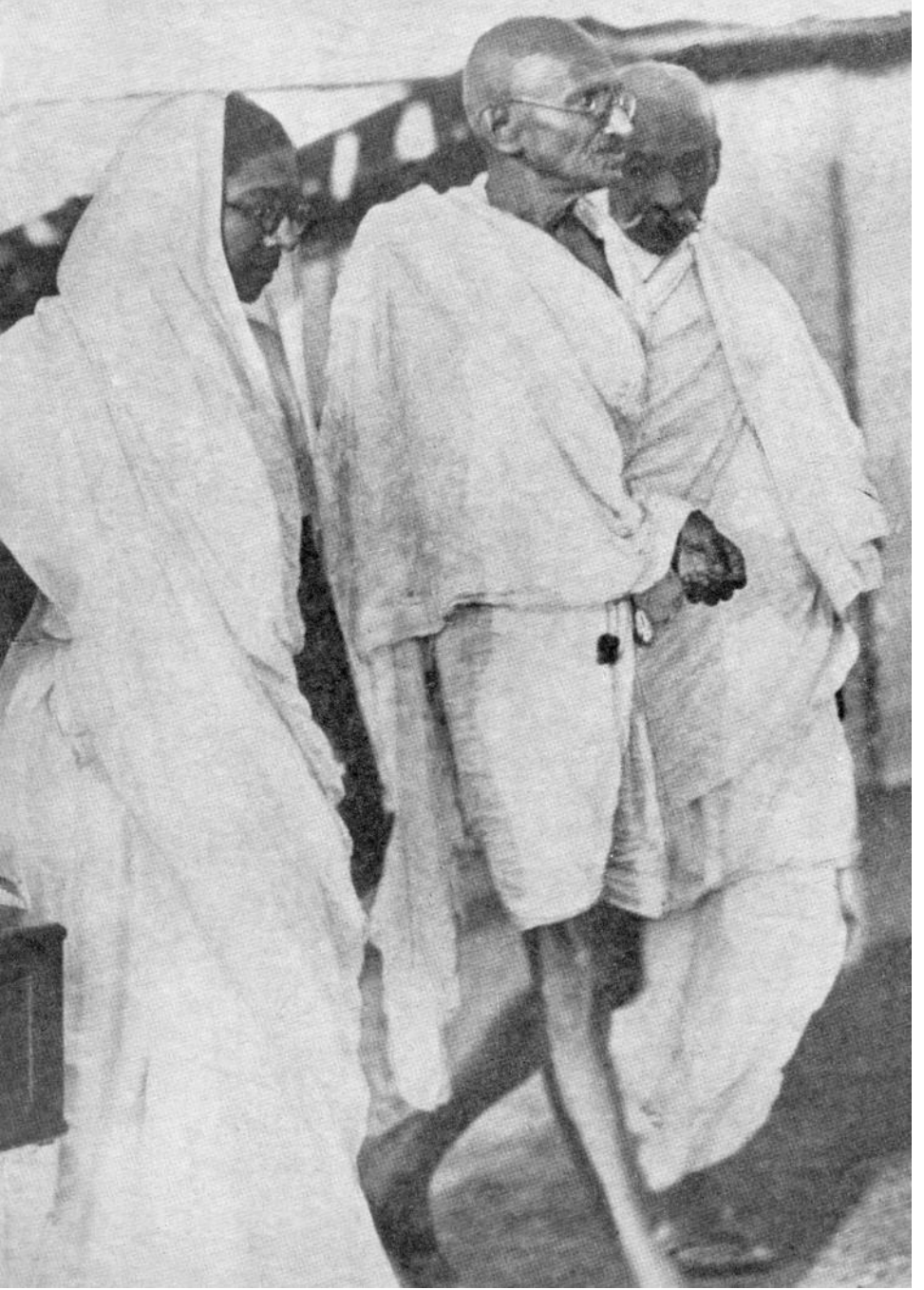


CWMG, খন্ড ৮৬ (১৯৪৭), পৃষ্ঠা ২২৫, নোয়াখালীতে, প্রার্থনা করার পর।





CWMG, খন্ড ৮৯ (১৯৪৭), ফ্রন্টিস্পিস।



CWMG, খন্ড ৫৯ (১৯৩৪), ফ্রন্টিস্পিস, সরদার প্যাটেল ও মনিবীন প্যাটেলের সঙ্গে বোম্বে কংগ্রেস অধিবেশনে।

## নিৰ্বাচিত পাঠ্যক্রম

অ্যাডামস, জন; জন অ্যাডামস: *ৰিভলিউশানারী ৱাইটিং*, ১৭৫৫ - ১৭৭৫, লাইব্ৰেৰি অফ আমেৰিকা, ২০১১।

অ্যালিনস্কি, শৌল ডি., *ৱলস ফৰ ৱ্যাডিকাল*, ভিন্টেজ, ১৯৮৯।

অ্যালেন, চাৰ্লস, *অশোকা: দ্য সাৰ্চ ফৰ ইন্ডিয়া'স লস্ট এম্পেৱাৰ*, লিটল, ব্ৰাউন, ২০১২।

আম্বেদকৰ, বি. আৰ., *এনিহিলেশান অফ কাষ্ট*, আত্মপ্ৰকাশ, ১৯৩৬, ভাৰ্চুৱেল, ২০১৪।

অৰ্চিন, গ্ৰানভিল, *দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশান: কৰ্নাৰস্টোন অফ এ নেশান*, ক্ল্যাৰেন্ডন প্ৰেছ, ১৯৬৬।

বেকন, লৰ্ড ফ্যাক্সিস, *দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ লাৰ্নিং অ্যান্ড নিউ এ্যাটলান্টিস*, অক্সফোৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰেছ, ১৯৮৪।

ভট্টাচাৰ্য, সাব্যাসচী, *মহাত্মা গান্ধী দ্য জাৰ্নালিস্ট*, প্ৰেয়জাৰ, ১৯৮৪।

ভট্টাচাৰ্য, সাব্যাসচী, *মহাত্মা এন্ড দ্য পোয়েট; লেটাৰ্চ এন্ড ডিবেটস বিটুইন গান্ধী এন্ড টেগোড় ১৯১৫-১৯৪১*, নাশ্যনাল বুক ট্ৰাস্ট, ১৯৭৭।

বিংহাম, থমাস হেনৰি, *দ্য ৱল অফ ল্য*, পেণ্ডুগুইন প্ৰেছ, ২০১১।

ব্ৰ্যাঞ্চ, টেলৰ, *পাৰ্টিং দ্য ওয়াটাৰ: আমেৰিকা ইন দ্য কিং ইয়াৰস ১৯৫৪-৬৩*, সাইমন এন্ড স্কুস্টাৰ, ১৯৮৮।

ব্ৰ্যাঞ্চ, টেলৰ, *পিলাৰ অফ ফায়াৰ: আমেৰিকা ইন দ্য কিং ইয়াৰস, ১৯৬৩-৬৩*, সাইমন এন্ড স্কুস্টাৰ, ১৯৯৮।

ব্ৰ্যাঞ্চ, টেলৰ, *এট কনানস এজ: আমেৰিকা ইন দ্য কিং ইয়াৰস, ১৯৬৫ - ৬৮*, সাইমন এন্ড স্কুস্টাৰ, ২০০৬।

ব্ৰাউন, জুডিথ এম., *গান্ধী'স ৱাইজ টু পাওয়ার: ইন্ডিয়ান পলিটিক্স ১৯১৫-১৯২২*, কেমব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰেছ, ১৯৭২।

ব্ৰায়ান, উইলিয়াম জেনিংস, *স্পিচেস অফ উইলিয়াম জেনিংস ব্ৰায়ান*, খন্ড ২, ফ্যাক্স ও ওয়াগনলস, ১৯১১।

বায়ার্ড, রবার্ট সি., দ্য সেনেট অফ দ্য রোমান রিপাবলিক : অ্‌যাড্ৰেস অন দ্য হিষ্ট্ৰি অফ রোমান কনস্টিটিউশানালিস্ম, গভৰ্নমেন্ট প্ৰিন্টিং প্ৰেস, ১৯৯৫।

চৌধুরী, সুজিত, মাধব খোসলা, এবং প্ৰতাপ ভানু মেহতা, সম্পাদক, দ্য অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউ শান, অক্সফোর্ড ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰেস, ২০১৬।

ক্লেটন, रिচার্ড এবং টমলিনসন, হাঘ , দ্য ল্য অফ হিউমান রাইটস, দ্বিতীয় সংস্করণ, খন্ড ২, অক্সফোর্ড ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰেস, ২০০৯।

ক্ৰস, হ্যারল্ড এল., দ্য পিপলস রাইট টু নো: লিগ্যাল অ্‌যাকসেস টু পাবলিক রেকৰ্ডস অ্‌যান্ড প্ৰসিডিংস, কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰেস, ১৯৫৩।

ডাৰ্টন, রবার্ট, সেন্সরস এট ওয়ার্ক: হাউ স্টেটস শেপেড লিটাৰেচার, ডব্লু ডব্লু.নৰ্টন অ্‌যান্ড কোম্পানি, ২০১৪।

দেবজি, ফয়সাল, দ্য ইম্পোসিবল ইন্ডিয়ান: গান্ধী অ্‌যান্ড দ্য টেম্পটেশন অফ ভায়োলেন্স, হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰেস, ২০১২।

ডিসালোভ, চাৰ্লস আৰ., এম.কে. গান্ধী: অ্‌যাৰ্চিভ এট ল্য, ইউনিভাৰ্চিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্ৰেস, ২০১৩।

ডোক, জোসেফ জে., এম. কে. গান্ধী: ইন্ডিয়ান প্যাট্ৰিয়োট ইন দক্ষিণ আফ্ৰিকা, খিল ভাৰত সার্ভা সভা সংঘ প্ৰকাশান, ১৯০৯।

হাজা, কাই লাল, আশোকা অ্‌যাজ ডেপিকটেড ইন হিজ এডিষ্ট্ৰস, মুন্সিৰাম মনোহৰলাল পাবলিশাৰ্চ, ২০০৭।

গান্ধী, এম. কে., হিন্দ স্বরাজ: এ ক্ৰিটিকাল এডিশন, সুরেশ শৰ্মা এবং ত্ৰিদিব সোহ্ৰাদ, সম্পাদকমন্ডলী, নভজিবন ট্ৰাস্ট, ১৯১০, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান, ২০১০।

গান্ধী, এম.কে., স্বত্যাগ্ৰহ ইন সাউথ আফ্ৰিকা , এস. গণেশ, ১৯২৮।

গান্ধী, এম. কে., দ্য স্টোৰি অফ মাই এক্সপেৰিমেণ্টস উইথ ট্ৰুথ, খন্ড ২, নবজীবন প্ৰেস, ১৯২৭।

গান্ধী, সোনিয়া, সম্পাদক, ফ্ৰিডোমস ডোটার: লেটারস বিটুইন ইন্দিরা গান্ধী ও জওহৰলাল নেহেৰুৰ ১৯২২-১৯৩৯, হোডৰ অ্‌যান্ড ষ্টাউটন, ১৯৮৯।

## নির্বাচিত পাঠ্যক্রম

ঘোষ, অনিন্দিতা, *পাওয়ার ইন প্রিন্ট: জনপ্রিয় ঔপনিবেশিক প্রকাশনা এবং ভাষা ও সংস্কৃতির রাজনীতি একটি ঔপনিবেশিক সমাজে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস*, ২০০৬।

গোপাল, সারভাপালি, *রাধাকৃষ্ণন: এ বায়োগ্রাফি*, উনউইন হিমান, ১৯৮৯।

হোফমিয়ার, ইসাবেল, *গান্ধী'স প্রিন্টিং প্রেস*, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৩।

হান্ট, জেমস ডি., *গান্ধী ইন লন্ডন*, নটরজ বুকস (সংশোধিত সংস্করণ), ১৯৯৩।

হুটেনব্যাক, রবার্ট এ., *গান্ধী ইন সাউথ আফ্রিকা: ব্রিটিশ ইম্পেরিয়ালিসম এন্ড দ্য ইন্ডিয়ান কৌশল*, ১৮৬০-১৯১৪, কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭১।

জেফারসন, থমাস, *জেফারসন: রাইটিংস*, লাইব্রেরি অফ আমেরিকা, ১৯৮৪।

জনস, অ্যাড্রিয়ান, *পাইরেসি: দ্য ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ওয়ার্স ফ্রম গুটেনবার্গ টু গেটস*, ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস, ২০১০।

খুরশিদ, সালমান, *সমস অফ বাবার: এ প্লে ইন সার্চ অফ ইন্ডিয়া*, রুপা অ্যাণ্ড কো., ২০০৮।

ক্লিং, র্লেয়ার বি., *দ্য ব্লু মিউটিনি*, ফিরমা KLM প্রাইভেট, ১৯৭৭।

কুলকার্নি, সুধেন্দ্র, *মিউজিক অফ স্পিনিং হুইল*, এমরিলিস, ২০১২।

মধ্যাভি, সুনদার, *ফ্রম গুডস টু এ গুড লাইফ: ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি এবং গ্লোবাল জার্সিটস*, ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১০।

ম্যান্ডেলা, নেলসন, *লং ওয়াক টু ফ্রিডম: দ্য অটোবায়োগ্রাফি অফ নেলসন ম্যান্ডেলা*, ব্যাক বে বুকস, ১৯৯৫।

মাসেলকার, রঘুনাথ, *সম্পাদক, টাইমলেস ইনস্পিরেটর: রিলিভিং গান্ধী*, সকাল পাবলিকেশন, ২০১০।

মিত্র, দিনাবন্ধু, *নীল দূরপ্যান অর দ্য ইন্ডিগো প্ল্যান্টিং মিরর*, প্যাশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমী, ১৯৯৭।

মুখার্জি, প্রোজিৎ বিহারি, *ডক্টরিং ট্রাডিশন: আয়ুর্বেদা, স্মল টেকনোলজিস অ্যাণ্ড ব্রেইডেড সায়েন্স*, ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস, ২০১৬।

মুখোপাধ্যায়, গিরিন্দ্রনাথ, *হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান মেডিসিন*, খন্ড ৩, মুন্সিরাম মনোহারলাল, ১৯২২, পুনঃপ্রকাশ ২০০৭।

নন্দ, বি. আর., *দ্য নেহরুস, মতিলাল এন্ড জওহরলাল, জে. ডে. কো.*, ১৯৬৩।

জাতীয় গান্ধী যাদুঘর, *গান্ধীজীর হিন্দ স্বরাজ এবং অন্যান্যদের নির্বাচিত মতামত*, জাতীয় গান্ধী যাদুঘর, ২০০৯।

নওরোজী, দাদাভাই, *প্রভাট এন্ড আন -ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া*, সোয়ান সোয়েনসচিন এন্ড কো., ১৯০১।

নূরীয়া, আনিল, *দ্য আফ্রিকান এলিমেন্ট ইন গান্ধী*, জাতীয় গান্ধী যাদুঘর এবং জ্ঞান প্রকাশনা ঘর, ২০০৬।

নেহরু, জওহরলাল, *দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া*, ভাইকিং, ২০০৪।

নেহরু, জওহরলাল, *গ্লিম্পেসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি*, ভাইকিং, ২০০৪।

রাধাকৃষ্ণন, সারভাপালি, সম্পাদক, *মহাত্মা গান্ধী: এসেস এন্ড রিফ্লেকশান অন হিস লাইফ এন্ড ওয়ার্ক*, জাইকো পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৪।

সানখয়া, টোটরাম, *মাই টোয়েন্টি-ওয়ান ইয়ার্স ইন দ্য ফিজি আইল্যান্ড*, ফিজি মিউজিয়াম, ১৯৯১।

সান্যাল, শুল্লা, *পলিটিকাল কালচার ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল*, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৪।

সরকার, সুমিত, *দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল ১৯০৩-১৯০৮*, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান, ২০১১।

স্কালমার, শান, *গান্ধী ইন দ্য ওয়েস্ট: দ্য মহাত্মা এন্ড দ্য রাইজ অফ র্্যাডিক্যাল প্রোটেষ্ট*, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১।

শিয়াভোন, অ্যালডো, *দ্য ইনভেশন অব ল ইন দ্য ওয়েস্ট*, বেলনাপ হার্ডার্ড, ২০১২।

সির্ভাই, এইচ. এম., *কনস্টিটিউশনাল ল্য অফ ইন্ডিয়া*, খন্ড ৩, চতুর্থ সংস্করণ, ইউনিভার্সাল ল্য পাবলিশিং কো., ১৯৯১।

সেন, অমর্ত্য, *দ্য আর্গুমেন্টস ইন্ডিয়ান: রাইটিংস অন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি*, কালচার এন্ড আইডেন্টিটি, ফারার, স্ট্রাউস এবং গিরওয়াল, ২০০৫।

## নির্বাচিত পাঠ্যক্রম

সেন, অমর্ত্য, *দ্য আইডিয়া অফ জার্সিটস*, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৯।

সেন, অমর্ত্য, *ডেভেলপমেন্ট এজ ফ্রিডোম*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৯।

সেনাপতি, ফকির মোহন, *সিদ্ধ একর এন্ড এ থার্ড*, মূলত ১৯০২ সালে প্রকাশিত, ইংরেজি অনুবাদ ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস থেকে, ২০০৫।

সেনগুপ্ত, কাভিরাজ নাগেন্দ্রনাথ, *দ্য আয়ুর্বেদিক সিস্টেম অফ মেডিসিন*, খন্ড ২, লোগোস প্রেস, ১৯১৯।

শার্প, জিন, *দ্য পলিটিস অফ নন-ভায়োলেন্ট অ্যাকশন*, খন্ড ৩, পোর্টার সারজেন্ট, ১৯৭৩।

শিব, ভান্দানা, *বায়পাইরেসি: দ্য প্লান্ডার অফ নেচার এন্ড নলেজ*, সাউথ এন্ড প্রেস, ১৯৯৯।

শিব, ভান্দানা, *হু রেয়েলি ফিডস দ্য ওয়ার্ল্ড?: দ্য ফেইলউর অফ অ্যাগ্রিবিজেন্সের এন্ড দ্য প্রমিস অফ আর্কিয়োলজি*, নর্থ আটলান্টিক বুকস, ২০১৬।

তালওয়ালকার, গোবিন্দ, *গোপাল কৃষ্ণ গোখলে: হিস লাইফ এন্ড টাইমস*, রূপা, ২০০৬।

থাপার, রোমিলা, *আশোকা এন্ড দ্য ডিক্লাইন অফ দ্য মৌরিয়াস*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৯।

থাপার, রোমিলা, *দ্য পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল ইন ইন্ডিয়া*, এলফ, ২০১৫।

থারুর, শশী, *এন এরা অফ ডার্কনেস: দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া*, এলফ, ২০১৬।

থারুর, শশী, *নেহরু-ইনভেনশন অব ইন্ডিয়া*, পেঙ্গুইন, ২০০৩।

থোরেন্ড, হেনরি ডেভিড, *কালটেড এসেস এন্ড পয়েমস*, লাইব্রেরি অফ আমেরিকা, ২০০১।

ত্রিবেদী, লিসা, *ক্লোথিং গান্ধি'স নেশান: হোমস্প্যান এন্ড মডার্ন ইন্ডিয়া*, ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৭।

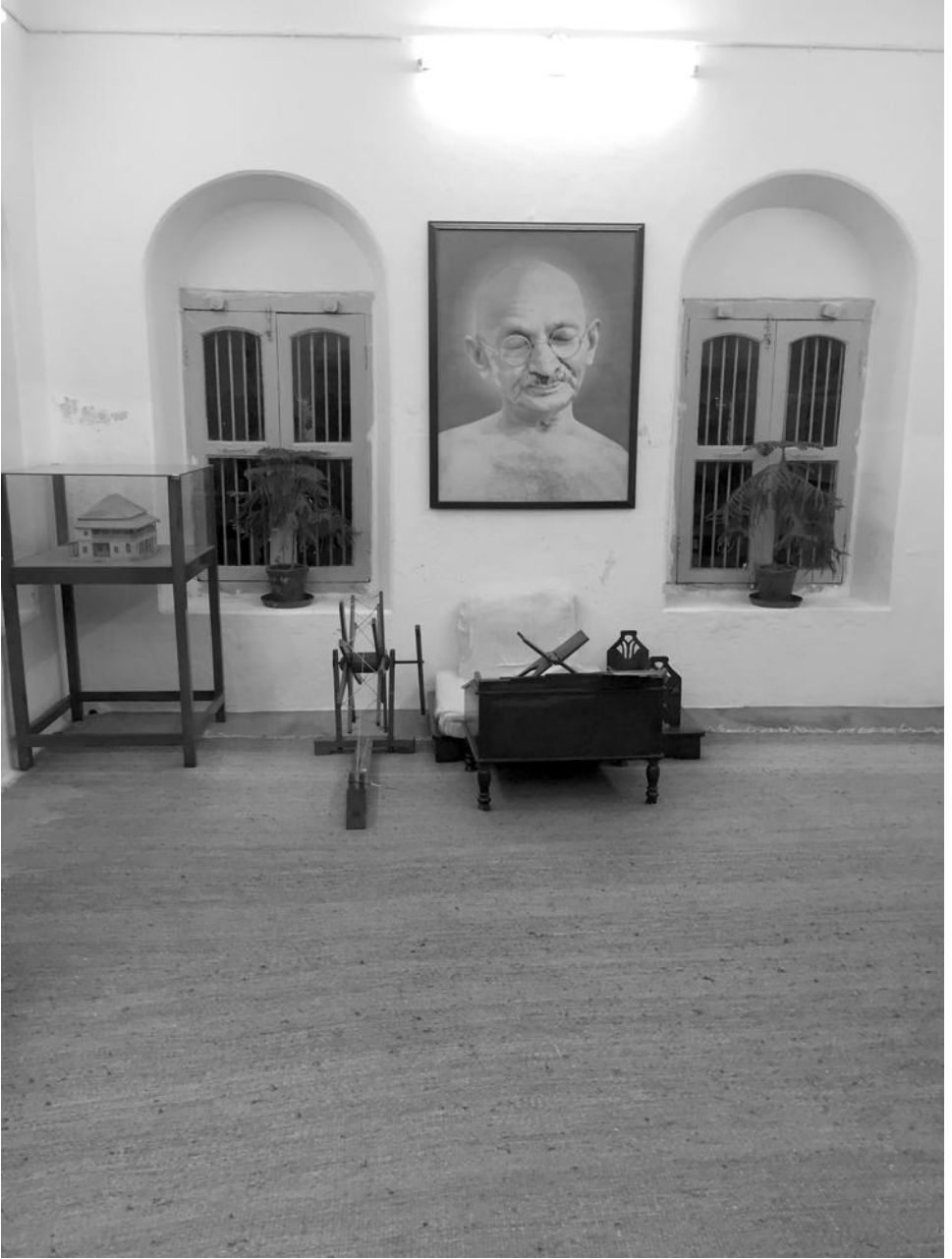
ওয়ানার, মাইকেল, সম্পাদক, *আমেরিকান সার্মনস: দ্য পিলগ্রিমস টু মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র*, লাইব্রেরি অফ আমেরিকা, ১৯৯৯।

ওয়াশিংটন, জেমস এম., সম্পাদক, এ টেস্টামেন্ট অফ হোপ : দ্য এসেনশিয়াল  
রাইটিং অফ মার্টিন লুথার কিং, হারপার এন্ড রো, ১৯৯১।

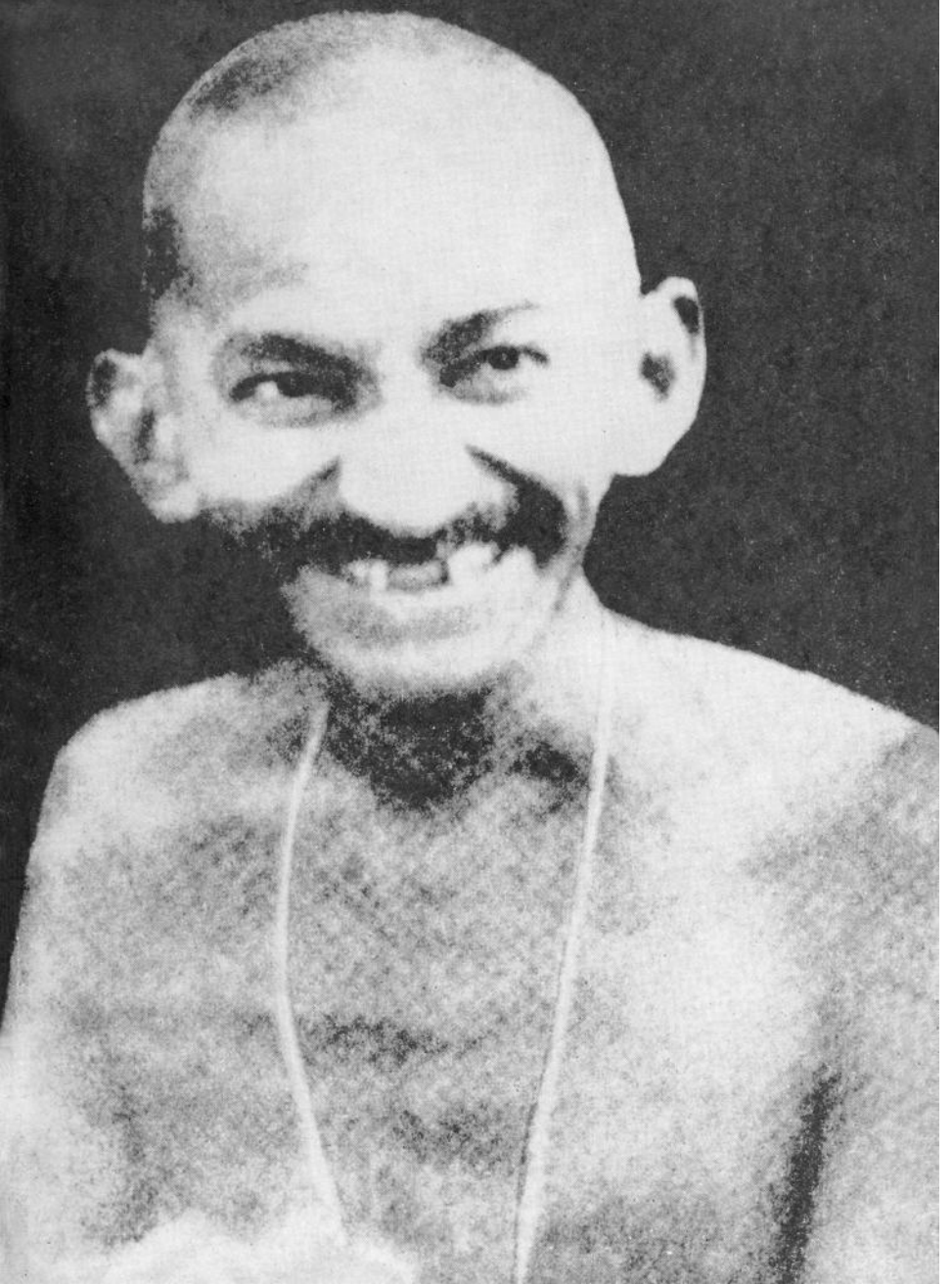
ওয়েবার, থমাস, অন দ্য সল্ট মার্চ: দ্য হিস্ট্রিগ্রাফি অফ মহাত্মা গান্ধীস মার্চ টু ডান্ডি,  
রুপা, ২০০৯।

উজাস্তিক, ডোমিনিক, এবং অন্যান্য। সম্পাদক, মেডিকেল টেক্সট এন্ড ম্যানুসক্রিপ্টস  
ইন ইন্ডিয়ান কালচারাল হিস্ট্রি, মনোহর, ২০১৩।





কচরাব আশমে।



CWMG, খন্ড ৩৭ (১৯২৮), ফ্রন্টিস্পিস।



CWMG, খন্ড ১৩ (১৯১৭), পৃষ্ঠ ৩৬৮, ওয়ারিং এ কাথিয়াওয়ারি টাৰ্বাণ ।



## লিংক কের টেবিল

ইন্টারনেট আর্কাইভ, ভারত এবং আমেরিকায় জ্ঞানের প্রবেশাধিকার

<https://archive.org/details/A2KInIndiaAndAmerica>

স্যাম পিত্রোদা, ভারত

<https://www.youtube.com/watch?v=sSGCLBt1juo>

NUMA ব্যাঙ্গালোরে হ্যাশগিকের অনুষ্ঠান

<https://archive.org/details/in.hasgeek.2017.10.15.1>

ভারতের ফটোগ্রাফগুলি

<https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/collections/72157666804055474/>

ভারতের গণ গ্রন্থাগার

<https://archive.org/details/digitallibraryindia>

হিন্দ স্বরাজ সংগ্রহ

<https://archive.org/details/HindSwaraj>

ভারতের গেজেট

<https://archive.org/details/gazetteofindia>

বিশ্ব ব্যাপিক নিরাপত্তা কোড

<https://archive.org/details/publicsafetymcode>

স্যাম পিত্রোদা

[https://samppitroda.com/  
@samppitroda](https://samppitroda.com/@samppitroda)

কার্ল মালামুদ

[https://public.resource.org/  
@carlmalamud](https://public.resource.org/@carlmalamud)



CWMG, খন্ড ৯৬, ফ্রন্টিস্পিস, ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টিং প্রেস, ফিনিঞ্জ।



কোড স্বরাজ হল একটি নাগরিক প্রতিরোধের আধুনিক প্রচারাভিযানের গল্প যা মহাত্মা গান্ধী থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে এবং তার স্বত্বগ্রহের প্রচারাভিযান আমাদের সরকারকে তাদের নাগরিকদের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে তার স্বভাব বদলে দিয়েছে। জ্ঞানের সর্বজনীন প্রবেশাধিকার, জ্ঞানের গণতন্ত্রীকরণ এবং জ্ঞানের স্বাধীন প্রবেশাধিকারের জন্য, মালামুদ এবং পিত্রোদা আমাদের আধুনিক যুগে গান্ধীজির এই সব মূল্যবোধকে প্রয়োগ করেন এবং ভারত ও বিশ্বের পরিবর্তনের জন্য একটি বাধ্যতামূলক বিষয়সূচি পেশ করেন।

ডাঃ. স্যাম পিত্রোদা দুই প্রধানমন্ত্রী, রাজিব গান্ধী ও মনমোহন সিং এর উপদেষ্টা ছিলেন এবং মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রী পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং ১৯৮০ এর দশকে ভারতে টেলিযোগাযোগের বিপ্লবের নেতৃত্বের জন্য ব্যাপকভাবে কৃতিত্ব লাভ করেন। স্যাম এর ২০টি সম্মানীয় Ph.d আছে, ১০০ টি বিশ্বব্যাপী পেটেন্ট আছে এবং ১৯৬০ এর দশকে প্রথম ডিজিটাল PBXs তৈরি করতে সহায়তা করেছিলেন। তিনি একজন ধারাবাহিক উদ্যোগপতি যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কয়েকটি প্রযুক্তি কোম্পানি তৈরি করেছেন।

কার্ল মালামুদ ইন্টারনেটে প্রথম রেডিও স্টেশন শুরু করেন এবং আধুনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুক্ত সরকারী আন্দোলনের অগ্রগামী হিসেবে বিবেচিত হন। কার্ল Public.Resource.Org চালান, একটি অলাভজনক সংস্থা (non-profit organization) যা ১৯,০০০ ভারতীয় প্রমান মানগুলি বিনামূল্যে এবং অননুমোদিত ব্যবহারের জন্য শত শত লক্ষ সরকারী তথ্যের পৃষ্ঠাগুলি অনলাইনে রেখেছেন। তিনি অষ্ট পূর্ববর্তী বইয়ের লেখক।

কোন স্বত্ব সংরক্ষিত নয়



প্রকাশক

PUBLIC.RESOURCE.ORG

ISBN 9781892628152



90000 >



9 781892 628152